অমর কীর্ত্তি।

অথবা

ফাদার দামিয়েনের জীবনচরিত।

"To love the lovely in a pure manner is religion, but to love the unlovely is higher religion."

কলিকাতা,

পটলডাঙ্গা, ৪ নং কলেজ-স্কোয়ার, সাম্য-যন্ত্রে,
শ্রীনিবারণচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও
প্রকাশিত।

বঙ্গাব্দ ১২৯৭।

প্রস্তাবনা।

—— ০ ——

উপযুক্ত সময়ে বঙ্গীয় পাঠক বর্গের হস্তে "অমর কীর্ত্তি" সমর্পিত হইল। যে মহাপুরুষের জীবন চরিত ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহার মৃত্যু হইতে সমস্ত সভ্য জগতের দৃষ্টি, হতভাগ্য কুষ্ঠ রোগগ্রস্তগণের উপর নিপতিত হইয়াছে। একদিকে কুষ্ঠরোগ বাস্তবিক সংক্রামক কিনা, তাহা অবগত হইবার জন্য যেমন লোকের কৌতুহল উদ্দীপিত হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনই কি উপায় অবলম্বন করিলে, হতভাগ্য ব্যাধিগ্রস্তগণের কল্যাণ সাধিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে অনেক সহৃদয় পুরুষ এবং কোমল হৃদয়া মহিলার মনোযোগ আকৃষ্ট হইয়াছে। তিনি যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাহার অনুকরণ করিয়া ফাদার কনরার্ডী, ফাদার ওয়েণ্ডিলিন, কুমারী গারট্রুডরোজ এবং কুমারী কেটমার্সডেন প্রভৃতি ইউরোপ খণ্ডের অনেক-নরনারী, জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। তাঁহার জন্মভূমি ইউরোপ এবং তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র হাওয়াই দ্বীপ, তাঁহার অমর আত্মার আবির্ভাবে এখনও অনুপ্রাণিত হইতেছে। অথবা কেবল এই দুইটি স্থান কেন, তাঁহার অমর সত্তা অদৃশ্যভাবে পৃথিবীর সর্ব্বত্র কার্য্য করিতেছে। অল্পদিন হইল সংবাদপত্রে পাঠ করিতেছিলাম, ফাদার টেষ্টিভিউডিও নামক জনৈক খৃষ্টিয় ধর্ম্ম প্রচারক, দামিয়েনের ন্যায় জাপান দেশীয় কুষ্ঠরোগিগণের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে সংকল্প করিয়াছেন। জাপান

দেশীয়া একটি হতভাগিনী রমণী ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া, স্বামী এবং আত্মীয় স্বজনগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিতেছিল। ফাদার টেষ্টিভিউডিও তাহাকে সেই অবস্থায় দেখিতে পাইয়া আশ্রয় দান করেন। এই হইতে হতভাগ্য কুষ্ঠরোগগ্রস্তদিগের সম্বন্ধে তাঁহার হৃদয় আকৃষ্ট হয়। তিনি এক্ষণে কুষ্ঠ রোগিদিগের জন্য এক বিস্তৃত আশ্রম সংস্থাপন করিয়াছেন এবং তাহাদিগের সেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। পুণ্যভূমি ইউরোপ, তুমি ধন্য, তোমার সুসন্তানগণ পৃথিবীর নরনারীদিগের কল্যাণের জন্য কত স্থানে যে কতভাবে জীবন উৎসর্গ করিতেছেন, তাহার সংখ্যা নাই। আর মাতঃ ভারতভূমি, তোমার এই অসংখ্য সন্তানগণের মধ্যে কি এমন কেহ নাই, যিনি ভারতের এই সহস্র সহস্র ব্যাধিগ্রস্ত স্ত্রী পুরুষগণের জন্য কিয়ৎ পরিমানেও স্বার্থ সুখ বিসর্জ্জন দিতে পারেন। হায়! ভারতভূমি কবে একজন দামিয়েন অথবা টেষ্টিভিউডিওর ন্যায় সুসন্তান প্রসব করিবেন?

ইউরোপীয়গণ বৈদেশিকদিগের জন্য আত্ম বিসর্জ্জন করিতেছেন, আর আমরা আমাদিগের স্বদেশীয় এবং স্বজাতীয়গণের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত রহিয়াছি। এই ভারত ভূমিতে অন্যূন তিন লক্ষ কুষ্ঠ রোগির বাস। গৃহচ্যুত এবং আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত রোগীর সংখ্যা এক লক্ষের ন্যূন নহে। তাহারা যে কি অবস্থায় দিনপাত করে, তাহা বর্ণন করিয়া বুঝাইবার সম্ভাবনা নাই। ইতর পশুপক্ষিদিগের জীবনে যে সুখ এবং যে শান্তি বর্ত্তমান আছে, এই সকল হতভাগ্য এবং হতভাগিনীদিগের জীবনে তাহাও নাই। রোগের যন্ত্রণায় এবং লোকের

উপেক্ষার মানব হৃদয়ের কোমল বৃত্তি সমূহ তাহাদিগের প্রকৃতি হইতে অদৃশ্য হইয়াছে। ধর্ম্ম, সামাজিক কর্ত্তব্য, আধ্যাত্মিক উন্নতি, তাহাদিগের নিকট আকাশ কুসুমে পরিণত হইয়াছে। সংসারে শান্তি নাই, আশ্রয় নাই, মৃত্যু আসিয়া কবে তাহাদিগকে বিশ্রাম দান করিবে, কেবল এই আশায় তাহারা প্রাণ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। সহৃদয় পাঠক পাঠিকা, একবার চিন্তা করিয়া বলুন দেখি, আমাদিগের এই সকল হতভাগ্য ভ্রাতা এবং হতভাগিনী ভগ্নীদিগের সম্বন্ধে কি কোন রূপ কর্ত্তব্য নাই? কর্ত্তব্য আছে, যথেষ্টই আছে। আমরা নিম্নে সে সম্বন্ধে কেবল দুই চারিটী কথা মাত্র বলিব।

দামিয়েনের স্মৃতি চিহ্ন সংস্থাপনের জন্য ইংলণ্ডে যে সভা সংগঠিত হইয়াছিল; তাহা হইতে প্রেরিত চিকিৎসকগণ এক্ষণে ভারতের নানা স্থানে কুষ্ঠরোগ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছেন। বোম্বাই, পুনা, হায়দরাবাদ, মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া, তাঁহারা এইবার কলিকাতায় আগমন করিবেন। কুষ্ঠরোগ সংক্রামক কিনা, সেই বিষয়ে অনুসন্ধান করাই তাঁহাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাঁহাদিগের অনুসন্ধানের ফলাফলের উপর নির্ভর করিয়া গবর্ণমেণ্ট কুষ্ঠআইন বিধিবদ্ধ করিবেন। কুষ্ঠ আইন কিরূপ হইবে, তাহার আলোচনা করা আমাদিগের অভিপ্রেত নয়। কিন্তু তাহা যাহাই হউক না কেন, তাহা দ্বারা কুষ্ঠরোগীদিগের অবস্থা সম্বন্ধে যে কিয়ৎ পরিমাণে পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। ইচ্ছা করিলে এ সময় আমরা গবর্ণমেণ্টকে অর্থ দ্বারা হউক, সৎ পরামর্শ দ্বারা হউক, সাহায্য করিতে পারি। কুষ্ঠ-

রোগীদিগের দুরবস্থা জ্ঞাপন করিয়া, যাহাতে তাহাদিগের ক্লেশ কিয়ৎ পরিমাণে নিবারিত হইতে পারে, সেই রূপ প্রার্থনা করিতে পারি। আমাদিগের মিউনিসিপালিটি এবং ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড সমূহ, গৃহচ্যুত দরিদ্র রোগীগণের জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া, তাহাদিগকে শীতাতপ হইতে রক্ষা করিতে পারেন, আমাদিগের সংবাদ পত্র সম্পাদকগণ, তাহাদিগের দুরবস্থা সম্বন্ধে আন্দোলন করিয়া, লোকের দৃষ্টি সে বিষয়ে অধিকতর আকৃষ্ট করিতে পারেন। ইহাদিগের দুরবস্থার শেষ নাই, সুতরাং আমরা ব্যক্তিগত ভাবেও তাহাদিগকে সাহায্য করিতে পারি। সেই জন্যই আমরা বলিয়াছি, কুষ্ঠরোগীদিগের সম্বন্ধে আমাদিগের কর্ত্তব্য এবং কার্য্যক্ষেত্র যথেষ্ট আছে। সে কর্ত্তব্য কি, তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিবার আমাদিগের সাধ্য নাই। সহৃদয় পাঠক পাঠিকা নিজের নিজের প্রবৃত্তি এবং সামর্থ্য অনুসারে তাহা নির্ব্বাচন করিবেন। যে শোচনীয় দৃশ্য, দামিয়েনের জীবন-চরিত লেখকদিগকে এই গ্রন্থ রচনায় প্রণোদিত করিয়াছে, কেবল তাহারই উল্লেখ করিয়া আমরা আমাদিগের বক্তব্য শেষ করিব।

স্বাস্থ্যের জন্য এবং বৈষয়িক কার্য্যবশতঃ প্রবন্ধ লেখকদিগকে কয়েক বৎসর অবধি বৈদ্যনাথে (দেওঘরে) বাস করিতে হইতেছে। বৈদ্যনাথ ভারতবর্ষের মধ্যে একটি অতি প্রধান তীর্থস্থান। বৈদ্যনাথের অনুগ্রহে পীড়ারোগ্য হইবে, এই আশায় সহস্র সহস্র যাত্রী এখানে উপস্থিত হইয়া থাকেন। ইহাদিগের মধ্যে কুষ্ঠ রোগগ্রস্তদিগেরও সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা; উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, পঞ্জাব

প্রভৃতি ভারতবর্ষের নানা স্থান হইতে ব্যাধিগ্রস্তগণ এখানে বৈদ্যনাথের পূজা দিবার জন্য আগমন করে। যাহাদিগের আত্মীয় স্বজন আছে, অথবা যাহাদিগের অবস্থা একটু উত্তম, তাহারা কিছু দিন এখানে অবস্থান করিয়া আপন আপন গৃহে প্রতিগমন করে। আর যাহাদিগের আত্মীয়গণ তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে, এইরূপ দরিদ্র কুষ্ঠ রোগিগণ, নিরাশ্রয় অবস্থায় মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এখানেই বাস করিতে বাধ্য হয়। দুইটি কারণে কুষ্ঠ রোগিগণ অন্য স্থান অপেক্ষা বৈদ্যনাথেই বাস করিতে অধিকতর ইচ্ছা প্রকাশ করে। প্রথম কারণ এই যে, তীর্থ স্থান বলিয়া এখানে অপেক্ষাকৃত অল্পায়াসে ভিক্ষা প্রাপ্ত হওয়া যায়; দ্বিতীয় কারণ এই যে, তাহারা আশা করে, এখানে থাকিলে বৈদ্যনাথ দেবের অনুগ্রহে তাহাদিগের পীড়া আরোগ্য হইতে পারিবে। এই জন্য সকল সময়ই বৈদ্যনাথে বহু সংখ্যক কুষ্ঠ রোগী দেখিতে পাওয়া গিয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে স্ত্রী পুরুষে প্রায় পঞ্চাশৎ জন কুষ্ঠ রোগী বৈদ্যনাথে বাস করিতেছে। যে অবস্থায় তাহারা এখানে বাস করে, তাহা বর্ণন করিয়া পাঠকদিগের হৃদয়ঙ্গম করাইতে পারি, আমাদিগের সে সাধ্য নাই। অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব, বাস গৃহের অভাব, সকল প্রকার অভাব, তাহাদিগকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য পশুর ন্যায় করিয়া তুলিয়াছে। শীতাতপে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে, তাহাদিগের জন্য এমন স্থান নাই। গৃহস্থের গৃহে, যাত্রিনিবাসে, পান্থশালায়, কোথাও তাহারা আশ্রয় প্রাপ্ত হয় না। পরিত্যক্ত জীর্ণ দেব মন্দিরের পার্শ্বে, বৃক্ষতলে, অথবা রাজপথের সন্নিকটে, তাহারা অনাবৃত অবস্থায় রাত্রি যাপন করে।

বর্ষার ধারা, প্রখর রৌদ্র, দারুণ শীত সমস্তই অবাধে তাহাদিগের শরীরের উপর দিয়া অতিবাহিত হয়। রোগের প্রাবল্যে যাহাদিগের হস্ত পদ একবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে, সেইরূপ অনেক হতভাগ্যকে এ অবস্থায় শৃগাল কুক্কুরের দংশন সহ্য করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে হয়। ঔষধ এবং পথ্য দূরে থাকুক, প্রাণ ধারণোপযোগী খাদ্য এবং শীত নিবারণের উপযুক্ত বস্ত্রও তাহারা প্রাপ্ত হয় না। এখানকার এই নিদারুণ শীতে তাহারা অনাবৃত আকাশের তলে কিরূপ ক্লেশে রাত্রি যাপন করে, তাহা বর্ণন করিয়া বুঝাইবার সম্ভাবনা নাই। ইউরোপীয়গণ শত সহস্র যোজন মহা সমুদ্র অতিক্রম করিয়া কুষ্ঠ রোগিদিগের সেবার জন্য দেশ দেশান্তরে গমন করিতেছেন, আর হিন্দুর এই একটি প্রধান তীর্থ স্থানে হিন্দু রোগিগণ এইরূপ নিদারুণ যন্ত্রণায় অবস্থান করিতেছে, ইহার অপেক্ষা হিন্দু সমাজের পক্ষে আর কি অধিকতর লজ্জার বিষয় হইতে পারে? ইহারা সকলেই যে নীচ জাতীয় তাহা নয়; ইহাদিগের মধ্যে অনেক উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত আছেন। কারুণ্যই হিন্দু জাতির চরিত্রগত বিশেষ লক্ষণ, করুণ স্বভাব হিন্দুগণ যে এই সকল ব্যাধিগ্রস্তদিগের সম্বন্ধে এরূপ উদাসীন রহিয়াছেন, ইহাই আশ্চর্য্য। কুষ্ঠ রোগ জন্ম জন্মান্তরের মহাপাপের ফল, এবং কুষ্ঠ রোগী অস্পৃশ্য ও অনুকম্পার অযোগ্য, এইরূপ একটি চির প্রচলিত সংস্কারই বোধ হয় কুষ্ঠ রোগীদিগের সম্বন্ধে হিন্দু সমাজের এইরূপ ঔদাসীন্য উৎপাদন করিয়াছে। কিন্তু যাহারা আমাদিগের ন্যায় আধ্যাত্মিক কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত, তাহাদিগের পক্ষে কি এইরূপ সংস্কার লইয়া নিশ্চিন্ত থাকিবার অধিকার আছে? প্রেম এবং

পুণ্যের অবতার চৈতন্যদেব, কুষ্ঠরোগীকে আলিঙ্গন দান করিয়াছিলেন। তবে আমাদিগের ন্যায় মহাপাপিগণ কেমন করিয়া বলিতে সাহসী হইবে, "কুষ্ঠরোগি, তুমি আমার দ্বারদেশ হইতে দুরীভূত হও, আমার গৃহে তোমার ন্যায় পাপির জন্য ভিক্ষা মিলিতে পারে না তোমার সম্বন্ধে আমার কোন কর্ত্তব্য নাই।" কুষ্ঠ ব্যাধি পূর্ব্ব জন্মকৃত পাপের পরিণাম কিনা, তাহা বলিতে পারি, আমাদিগের সেরূপ জ্ঞান নাই। আমরা কেবল এইমাত্র মনে করি, অন্যান্য সমস্ত ব্যাধির ন্যায় ইহাও নিজের এবং পিতৃ পিতামহগণের শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল। বিসূচিকা অথবা তাদৃশ অন্য কোন রোগগ্রস্ত, বিপন্ন ব্যক্তিকে সাহায্য করা যদি আমাদিগের কর্ত্তব্য হয়, তবে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করাও অকর্ত্তব্য নয়। কি প্রকারে কুষ্ঠরোগিদিগকে সাহায্য করা যাইতে পারে, আমরা নিম্নে তাহা প্রদর্শন করিতেছি। বৈদ্যনাথস্থ কুষ্ঠরোগিদিগের সাহায্যের জন্য এখানকার কয়েকটি ভদ্রলোক কিছুদিন হইতে চেষ্টা করিতেছেন। অন্যান্য সমস্ত অভাবের মধ্যে আশ্রয় গৃহের অভাবই ব্যাধিগ্রস্তদিগের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর ক্লেশকর। পঞ্চাশৎ জন রোগির বাসের উপযুক্ত গৃহ নির্ম্মাণ করিতে অন্যূন দুই সহস্র মুদ্রার প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে প্রায় চারি শত টাকা সংগৃহীত এবং স্বাক্ষরিত হইয়াছে, কিন্তু অবশিষ্ট অর্থের অভাবে এখনও গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হয় নাই। দামিয়েনের জীবন চরিত পাঠ করিয়া, কুষ্ঠরোগীদিগের অবস্থা সম্বন্ধে যদি কোন পাঠকের হৃদয়ে অনুকম্পার উদ্রেক হয়, তাহা হইলে তিনি কুষ্ঠরোগীগৃহ নির্ম্মাণার্থ সাধ্যানুসারে সাহায্য করিলে তাহাদিগের বিশেষ

উপকার করা হইবে। প্রচুর অর্থ প্রদান করিবার শক্তি না থাকিলে যে কোন শুভানুষ্ঠানে সাহায্য করিতে নাই, এ বিশ্বাস নিতান্তই ভ্রমাত্মক। যিনি সর্ব্বান্তর্যামী এবং সুস্থ ও ব্যাধি-গ্রস্ত, প্রত্যেকেই যাঁহার করুণার সমাধিকারী, তিনি আমা-দিগের প্রদত্ত দান দেখেন না, যে হৃদয়ে আমরা দান করি, কেবল তাহাই দেখেন। অন্যান্য উপায়েও কুষ্ঠরোগীদিগকে সাহায্য করা যাইতে পারে। শ্রাদ্ধ, বিবাহ, দেব প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি উৎসব উপলক্ষে কত স্থানে কত বস্ত্রাদি বিতরিত হইয়া থাকে। যদি কোন অনুকম্পাশীল পাঠক উদ্যোগী হইয়া, তাহার কয়েক খণ্ড বৈদ্যনাথস্থ কুষ্ঠরোগীদিগের মধ্যে বিতরণের জন্য পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে তাহাদিগের কতই উপকার হয়। সুখাদ্য এবং সুপেয় দ্রব্য যে কি, তাহা জন্মেও কখন তাহারা আস্বাদন করিতে পায় না। কত সময় কত গৃহে নিমন্ত্রিতদিগের ভুক্তাব-শিষ্ট রাশীকৃত দ্রব্য, রাজপথে পদদলিত হইতে থাকে, কিন্তু এই সকল হতভাগ্য ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিদিগের কথা কেহ কখন এক-বার চিন্তাও করেন না। প্রিয় পাঠক, ইচ্ছা করিলে নানাবিধ উপায়ে কুষ্ঠরোগীদিগের দুরবস্থা দূর করা আপনার সাধ্যায়ত্ত। যদি আপনার ইচ্ছা হয়, বর্ষান্তে এক খানি পরিত্যক্ত জীর্ণ বস্ত্র প্রদান করিয়াও আপনি ইহাদিগের সাহায্য করিতে পারেন। এক মুষ্টি তণ্ডুলের জন্য, একখানি শতগ্রন্থি জীর্ণ বস্ত্রের জন্য যাহারা লোকের দ্বারে রৌদ্র, বৃষ্টি, শীত, সকল সময়ে চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদিগকে সাহায্য করিতে অবসরের অভাব কি? কোন অনুকম্পাশীল পাঠকের এখানকার কুষ্ঠ-রোগীদিগের অবস্থা জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা হইলে, নিম্ন স্বাক্ষর-

কারীগণ আনন্দের সহিত তাঁহাকে উপযুক্ত সংবাদ প্রেরণ করিতে প্রস্তুত আছেন। কুষ্ঠরোগীদিগের গৃহ নির্ম্মাণার্থ যে উদ্যোগ হইতেছে, ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয়, তাহার একজন প্রধান উদ্যোগকর্ত্তা। প্রদত্ত সাহায্য তাঁহার নিকট, অথবা নিম্ন স্বাক্ষরকারীদিগের নিকট প্রেরণ করিলে তাহা যতই সামান্য হউক, সাদরে গৃহীত হইবে। ইতি

নিবেদক,

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু,
দেওঘর ইংরাজী বিদ্যালয়ের
প্রধান শিক্ষক।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু,
সুরভির ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক।

বৈদ্যনাথ দেওঘর,
বঙ্গাব্দ ১২৯৭ মাঘ।
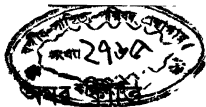
অথবা

ফাদার দামিয়েনের জীবনচরিত।

প্রথম অধ্যায়।

বাল্য-জীবন।

ইউরোপের অন্তঃপাতী বেলজিয়ম দেশে লুভেঁ নামক একটী নগর আছে। সেই নগরের উত্তরে তিন ক্রোশ দূরে ট্রেমেলু নামক একটী ক্ষুদ্র গ্রাম অবস্থিত। ১৮৪০ খৃঃ অব্দের ৩রা জানুয়ারি তারিখে ঐ গ্রামে জোসেফ দি বিউস্তার জন্ম গ্রহণ করেন। ইনিই পরিশেষে ফাদার দামিয়েন নামে অভিহিত হন।

জোসেফের পিতা মধ্যবিৎ শ্রেণীর লোক ছিলেন। তাঁহার চারিটী পুত্র সন্তান হয়। তাঁহাদিগের মধ্যে দুইজন পরিশেষে ধর্ম্ম যাজকের পদ গ্রহণ করেন। ইহাঁদিগের মধ্যে প্রথম, দয়ার অবতার পুণ্যময় মহাত্মা জোসেফ এবং দ্বিতীয় তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অগস্তি। ধর্ম্ম যাজক হইয়া ইহাঁদিগের নাম যথাক্রমে ফাদার দামিয়েন ও ফাদার পেম্‌ফাইল হয়। জোসেফের পিতা মাতা রোমেনকেথলিক নামক খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। প্রটেষ্ট্যান্ট খৃষ্টীয় ধর্ম্ম প্রধানতঃ যুক্তি ও জ্ঞান মূলক, কিন্তু

রোমেনকেথলিক খৃষ্টীয় ধর্ম্ম ভক্তি ও বিশ্বাস মূলক। এই জন্য প্রটেষ্ট্যাণ্টগণকে প্রায়ই জ্ঞান প্রধান ও রোমেনকেথলিকগণকে ভাব প্রধান হইতে দেখা যায়। জোসেফের পিতারও ধর্ম্মভাব তাঁহার সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণের ন্যায় অতি অকপট এবং ভাব মূলক ছিল। বেলজিয়ম প্রদেশবাসী কেথলিক ধর্ম্মাবলম্বী গণ যে চরিত্রের সাবধানতা ও ধর্ম্মপ্রাণতার জন্য প্রসিদ্ধ, জোসেফের পিতা তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ ছিলেন। যে নিস্বার্থ আত্ম বিসর্জ্জনের এবং ঈশ্বর প্রেমের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া জোসেফ আজ জগৎকে বিস্মিত করিয়াছেন, তাঁহার পিতা বাল্যকালেই তাঁহার হৃদয়ে তাহার বীজ বপন করিয়াছিলেন। জোসেফের মাতাও অতি ধর্ম্মপরায়ণা মহিলা ছিলেন। ধার্ম্মিকা মাতা সন্তানের হৃদয়ে অতি সহজে ধর্ম্মের বীজ রোপণ করিতে সক্ষমা হন। মাতৃস্নেহাভিষিক্ত হইয়া সন্তানের হৃদয় ক্ষেত্র অতি উর্ব্বর হয়—মাতা তাহাতে যে বীজ রোপণ করেন তাহা প্রায়ই ফলপুষ্প সুশোভিত বৃক্ষে পরিণত হয়। জোসেফের মাতা তাঁহার হৃদয়ে সযত্নে যে ধর্ম্মবীজ রোপন করিয়াছিলেন তাহা পরে অনুপম সুন্দর বৃক্ষে পরিণত হইয়াছিল। তিনি উপদেশ প্রদান দ্বারা বালক জোসেফকে সৃষ্টিকার্য্যে ঈশ্বরের শুভ উদ্দেশ্য বুঝিতে এবং যাহা কিছু উচ্চ ও মহান তাহা ভালবাসিতে শিক্ষা দিতেন। জোসেফ আজীবন তাঁহার মাতার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। যে অলোকসামান্য আত্মবিসর্জ্জনের জন্য আজ তিনি ভুবন বিখ্যাত হইয়াছেন, তাঁহার মাতা তাঁহার সেই কার্য্যের বৃত্তান্ত পাঠ ও শ্রবণ করিয়া কিরূপ পুলকিত হইয়াছিলেন পাঠক উপযুক্ত স্থানে তাহার উল্লেখ দেখিতে

পাইবেন। ধার্ম্মিক, কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্রের জননী হওয়া যদি নারী জীবনের একটি সৌভাগ্যের বিষয় হয়, তবে পৃথিবীর অতি অল্প মহিলা দামিয়েনের জননীর ন্যায় সৌভাগ্যশালিনী ছিলেন।

অতি অল্প বয়সে জোসেফ পবিত্রতা ও সরলতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। সেই সুকুমার বয়সেই তাহার ধর্ম্মানুরাগ প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। তাঁহার বাল্য সহচরগণ বালস্বভাব বশতঃক্রীড়াশক্ত থাকিতেন কিন্তু জোসেফ অন্যান্য বালকগণের ন্যায় ক্রীড়ায় কালক্ষেপ না করিয়া আপনাদিগের পল্লীব চতুর্দ্দিকস্থ প্রান্তরে ভ্রমণ করিতে ভাল বাসিতেন। মেষগণ যখন আনন্দে তৃণ ভক্ষণ করিয়া বেড়াইত, জোসেফ তাঁহাদিগেব সহিত বিচবণ করিতে বডই আনন্দ অনুভব কবিতেন। কখন কখন তিনি ক্রমাগত চারি পাঁচ ঘণ্টাকাল মেষশাবকগুলিব সহিত ক্রীডা করিতেন। পশুদিগের মধ্যে মেষশাবকের মুখে যে একটু মধুর নম্রতা ব্যঞ্জক ভাব পরিলক্ষিত হয়, তেমন বোধ হয় আর কোন পশুব মুখেই দৃষ্টিগোচর হয় না। মেষশাবকের নম্রতায় মুগ্ধ হইযাই বোধ হয় জোসেফের নম্রতা-অনুরাগী হৃদয় তাহাদিগের প্রতি আকৃষ্ট হইত। মহাত্মা খ্রীষ্টও মেষশাবকেব নম্রতায় মোহিত হইয়া উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, "মেষশাবকেব ন্যায় নম্র হইও।" জোসেফ বাল্যকালে মেষশাবক ভাল বাসিতেন বলিয়া তাঁহার বালসহচর ও আত্মীয় পরিজনগণ তাঁহাকে "ক্ষুদ্র মেষপালক" এই আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। ইংরাজীতে একটী চলিতকথা প্রচলিত আছে "The child is father of

the man," "বালক প্রৌঢ়ের পিতা স্বরূপ" অর্থাৎ প্রৌঢ়াবস্থায় মানুষ যেরূপ প্রকৃতি সম্পন্ন হয় বাল্যকালে তাঁহাতে সেইরূপ প্রকৃতির বীজ নিহিত থাকে। মহাপুরুষদিগের জীবন বৃত্তান্ত আলোচনা করিলে ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। অতি বাল্যকালেই খৃষ্টধর্ম্মপরায়ণতার স্পষ্ট পরিচয় প্রদান করেন। যখন তাঁহার বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসর মাত্র, তখনই খৃষ্ট ঈশ্বর প্রসঙ্গে নিমগ্ন থাকিয়া অপার আনন্দ প্রাপ্ত হইতেন, তখনই তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি আমার পুরম পিতার ভবনে অবশ্যই গমন করিব।" বুদ্ধদেব যখন বালক, তখনই তিনি সাংসারিক সুখে বীতস্পৃহতা, চিন্তা শীলতা ও ধর্ম্মানুরাগের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। ধর্ম্ম ব্যতীত অন্যান্য বিষয়েও যাঁহারা মহত্ব লাভ করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদিগেরও বাল্যজীবন ভবিষ্যৎ জীবনের পরিচায়ক। অসাধারণ যোদ্ধা নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বাল্যকালে সৈনিক পুরুষের বেশ ধারণ করিয়া ক্রীড়া করিতে এবং বরফেব গোলা প্রস্তুত করিয়া সঙ্গীদিগের সহিত কৃত্রিম যুদ্ধ করিতে ভাল বাসিতেন। স্বদেশানুরাগের জলন্ত প্রতিমা স্বরূপ মহাত্মা ম্যাটসিনিব যখন বয়ঃক্রম সাত বৎসর তখন তিনি স্বদেশের পরাধীনতার জন্য শোক চিহ্ন স্বরূপ কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র পরিধান কবিয়া স্বদেশ প্রেমের আশ্চর্য্য পরিচয় প্রদান করেন। প্রখ্যাতনামা ইংরাজ গ্রন্থকার ও ইতিহাস লেখক লর্ড মেকলের বয়ক্রম যখন সাত বৎসর তখন তিনি একখানি পৃথিবীর ইতিহাস লিখিবার কল্পনা করেন, এবং এক বৎসর কালের মধ্যে তাহার প্রথমাংশ লিপিবদ্ধ করেন। পৃথিবীর প্রায় সকল মহাপুরুষদিগের

এইরূপ বাল্যকালে ভবিষ্যৎ জীবনের আলোক প্রতিবিম্বিত হইতে দেখা গিয়া থাকে। মহাত্মা ধর্ম্মবীর দামিয়েনও এই নিয়মের বহির্ভূত নহেন।

শৈশবকাল হইতেই দামিয়েন প্রার্থনাশীল ও ঈশ্বর সেবা প্রিয় ছিল। যখন তিনি চারি বৎসরের শিশু তখনই তিনি ঈশ্বরোপাসনা ও পরোপকার সাধন করিতে ভাল বাসিতেন। একবার ট্রেমেলুর নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে কোন খৃষ্টীয় পর্ব্বো-পলক্ষে একটী মেলা হয়। শিশু জোসেফ মেলা দেখিতে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু অনেক সময় অতিবাহিত হইল তথাপি তিনি প্রত্যাগমন করিলেন না। তাঁহার পিতা মাতা উৎকণ্ঠিত হইলেন। জোসেফের পিতামহ তাঁহার প্রকৃতি বেশ বুঝিয়া-ছিলেন, তিনি ভাবিলেন যে যে গ্রামে মেলা হইতেছিল তাহার নিকটে যে উপাসনালয় আছে জোসেফ হয়ত তথায় উপাসনা করিতে গমন করিয়াছেন। এই ভাবিয়া তিনি ঐ উপাসনা-লয়ে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন বালক দামিয়েন বেদীর নিকট অবনতজানু হইয়া ভক্তি ভরে ঈশ্বর চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছে, তিনি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। যে শিশু চারি বৎসর বয়সের সময় এই সুন্দর স্বর্গীয় দৃশ্য দেখাইতে পারে, সে যে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ভগবৎ ভক্তিতে জগৎ বিমোহিত করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বালক দামিয়েন পিতা মাতার মুখে ঈশ্বরধ্যান নিরত রোমেনকেথলিক তপস্বীদিগের কথা শুনিতেন। একবার তিনি ও তাঁহার ভাই ভগিনী গুলি তপস্বী ও তপস্বিনী সাজিয়াছিলেন। বালক দামিয়েন গম্ভীরভাবে এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞার সহিত তপস্যায় বসিয়াছিলেন। যিনি সে

সময়ে তাঁহার মুখশ্রী দেখিয়াছিলেন তিনি বুঝিয়াছিলেন যে তাঁহার হৃদয় প্রকৃত তপস্বীর ভাবে অনুপ্রাণিত। উপাসনা-শীলতার ন্যায় গভীর দয়াবৃত্তিও দামিয়েনের স্বভাবসিদ্ধ গুণ ছিল। বাল্যকালেই তাঁহার হৃদয়ে ঐ মহৎ বৃত্তি উন্মেষিত হইয়াছিল। একবার বালক জোসেফ ভাই ভগিনী গুলির সহিত বিদ্যালয়ের ছুটীর সময় জলযোগ করিতেছেন এমন সময়ে একজন ক্ষুধার্ত্ত ভিক্ষুক আসিয়া তাঁহাদিগের নিকট কিঞ্চিৎ খাদ্য বাঞ্ছা করিল। তাঁহারা সকলে ভিক্ষুককে তাঁহাদের প্রত্যেকের অংশ হইতে কিছু কিছু দিলেন, কিন্তু ভিক্ষুক সন্তুষ্ট হইল না। জোসেফ বলিলেন, "এস, আমাদের যাহা কিছু আছে সকলই উহাকে দিই। উহার সর্ব্বদা বড়ই অভাব।" জোসেফের কথায় তাঁহার ভাই ভগিনীগুলি বিরুক্তি করিলেন না। তাঁহাদের যাহা কিছু খাদ্য বস্তু সঙ্গে ছিল তাঁহারা সকলই ভিক্ষুককে দান করিলেন এবং সে দিন বিনা জলযোগে অতিবাহিত করিলেন। দামিয়েনের অসাধারণ ধর্ম্ম জীবন গঠিত হইবার পক্ষে তাঁহার নিজের প্রকৃতি যেরূপ সহায়তা করিয়াছিল, তিনি যে ধর্ম্মশীল পরিবারে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন এবং বাল্যকাল হইতে যেরূপ ধর্ম্মশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহাও তদনুরূপ সহায়তা করিয়াছিল। তাঁহার মাতা অতীব ধর্ম্মপরায়ণা মহিলা ছিলেন এবং সর্ব্বদাই তাঁহাকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া তাঁহার আত্মাকে উন্নত ও ঈশ্বর সেবা নিরত করিবার চেষ্টা করিতেন, পুত্র কন্যাদিগের জীবন উন্নত করিবার জন্য দামিয়েনের বুদ্ধিমতী মাতা আরও একটী উপায় অবলম্বন করিতেন। সাধু, ধার্ম্মিক বা মহাপুরুষদিগের জীবনী অধ্যয়ন বা

শ্রবণ শিশু বা বালকের প্রাণে যেমন পবিত্র ও উচ্চ বাসনা সকল জাগ্রত করিয়া তুলে আর কিছুই তেমন করিতে পারেনা। ডামিয়েনের মাতা তাহা জানিতেন ও বুঝিতেন। রোমেন কেথালিক সাধুদিগের জীবনবৃত্তান্তপূর্ণ তাঁহার একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ ছিল। যখনই অবকাশ হইত তখনই তিনি ঐ গ্রন্থ হইতে সাধুদিগের জীবন বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া স্বীয় পুত্র কন্যাদিগকে শ্রবণ করাইতেন এবং তাঁহাদিগের জীবনের মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য্য তাহাদিগের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতেন। যে সকল রোমেনকেথলিক সাধু ধর্ম্মসাধন জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন ডামিয়েন ও তাঁহার ভ্রাতা ভগিনীগণ তাঁহাদিগেরই বৃত্তান্ত শুনিতে অধিকতর ভাল বাসিতেন। অতি বাল্যকালে যাঁহার হৃদয় আত্ম বিসর্জনকারী ধার্ম্মিক মহাত্মাদিগের জীবন বৃত্তান্ত শ্রবণে উল্লসিত ও উৎফুল্ল হইয়া উঠিত, এবং আত্মোৎসর্গের স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিয়া যিনি মুগ্ধ হইতেন, তিনি যে পরিণত বয়স্ক হইয়া কুষ্ঠ রোগীদিগের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলার্থ জীবনবিসর্জ্জন করিবেন তাহা বড় বিস্ময়কর নহে।

কোন কোন মহৎ লোকের জীবনী পাঠে জানা যায় যে তাঁহাদিগের বাল্যকালে বা যৌবনাবস্থায় তাঁহারা কোন একটা প্রাণনাশক বিপদ হইতে অতি আশ্চর্য্যরূপে রক্ষা পান। যাঁহারা ভবিষ্যৎ জীবনে পৃথিবীর মঙ্গলসাধনে সহায়তা করিবেন, তাঁহাদের জীবন যে এরূপ আশ্চর্য্যরূপে রক্ষা পায়, তাহাতে ঈশ্বরের দয়া স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। জোসেফ ডামিয়েনের বাল্যাবস্থায় একবার তাঁহার জীবন অতি বিস্ময়কর রূপে রক্ষিত হইয়াছিল। জোসেফ ভ্রাতা ভগিনীগণের সহিত

একদিন বিদ্যালয় হইতে বাটী আসিতেছিলেন, এমন সময়ে পথ দিয়া একটী গাড়ী দ্রুতবেগে গমন করিতেছিল। জোসেফের ভ্রাতার গাড়ীতে আরোহন কবিবার ইচ্ছা হইলে তিনি চালককে গাড়ী থামাইতে আদেশ করিলেন। শকটচালক গাড়ী থামাইলে দামিয়েন ভ্রাতা ভগিনী সহ একে একে তাহাতে আরোহন করিতে লাগিলেন। বালক দামিয়েন সর্ব্বশেষে গাড়ীতে আরোহন কবিতেছিলেন, হঠাৎ পদস্খলিত হইয়া গাড়ীর চাকার সম্মুখে পতিত হয়েন। তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, তাঁহার চীৎকারে ঘোড়া চমকিত হইয়া ছুটিতে আরম্ভ করিল, শকট চালক চেষ্টা করিয়াও তাহাকে থামাইতে পারিল না, চাকা দামিয়েনের শবীরেব উপর দিয়া চলিয়া গেল। তাঁহারা ভ্রাতা ভগিনীগণ সকলেই মনে কবিলেন জোসেফের প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছে। বাটী পৌছিয়া তাঁহারা মাতাকে ঐ নিদারুণ সংবাদ দিলেন। তিনি উন্মত্তার ন্যায় দৌড়িয়া প্রিয়তম সন্তান দামিয়েনের নিকট আসিলেন, কিন্তু দেখিলেন মস্তকে ও পৃষ্ঠদেশে সামান্য আঘাতমাত্র লাগিয়াছে; অন্য কোন অপকার হয় নাই। জোসেফের বাল্যকালে এই প্রকারে আশ্চর্য্যরূপে তাঁহার প্রাণরক্ষা না হইলে, পৃথিবী তাঁহার জীবনে প্রদর্শিত পরোপকারের অলৌকিক দৃষ্টান্ত হইতে বঞ্চিত হইত।

সাত বা আট বৎসর বয়ক্রম কালে জোসেফ সাহিত্য-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। সেখান হইতে তাঁহার পিতা মাতা তাঁহাকে ব্রেণ-লি-কমৎ নামক নগরের বাণিজ্য বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন। জোসেফের সহপাঠীগণ তাঁহার স্বাভাবিক সদ্গুণ নিচয়ে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিত। ক্রমে দামি-

য়েন কৈশোর অবস্থা উত্তীর্ণ হইয়া যৌবনে পদার্পণ করিলেন। এই সময়ে তিনি তাঁহার অকপটতা, সাহস, মানসিক তেজ, শারীরিক বল ও কার্য্যপটুতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করেন।

বাণিজ্য বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালে জোসেফ তাঁহার পিতা মাতাকে যে সকল পত্র লিখিতেন তাহাতে তাঁহার তৎকালীন মানসিক প্রকৃতির সম্যক্ আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ সকল পত্রের মধ্যে কয়েক খানির অনুবাদ নিয়ে প্রকটিত হইতেছে।

নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি জোসেফের লিখিত প্রথম পত্র ;—

আমার অতি প্রিয় জনক জননী,

আমি এই সর্ব্ব প্রথম আপনাদিগকে পত্র লিখিতেছি। এই পত্র লিখিতে আমার মনে নিরতিশয় আনন্দ হইতেছে। ইহার মধ্যেই এই স্থান আমার নিকট পরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। ওয়ালুনদিগের * সহিত আমি অধিক আলাপ করি না। আমার কার্য্য, আমার পাঠ, আমার সঙ্গীগণ, আর আমার শয্যা— এই সকলের সহিত আমার উত্তমরূপ জানাশুনা হইয়া গিয়াছে। এ বাটীর সকলই অতি পরিষ্কার, অতি সুখ সচ্ছন্দকর। আহার্য্য সামগ্রীগুলি সাম্বৎসরিক মেলায় আয়োজিত আহার্য্য দ্রব্যের ন্যায় উপাদেয় এবং মদ্যও অতি উত্তম। আমাদের শিক্ষক একজন ওয়ালুন। তিনি বড় উত্তম লোক এবং সদ্বিদ্বান, তিনি বিদ্যালয়ের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে আমাকে পাঠাভ্যাস করাইয়া থাকেন।

* প্রাচীন কেল্‌টিক জাতি সম্ভূত ফ্লাণ্ডারস্‌বাসীগণকে ওয়ালুন বলিয়া থাকে।

প্রথম দিন আমার একটু লজ্জা করিয়াছিল। সেদিন আমার পুস্তক কাগজ, কলম ও অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্য কিছুই ছিল না, তথাপি লজ্জা প্রযুক্ত কাহারও নিকট কিছুই চাহিতে পারি নাই। পরে আমাদের শিক্ষক মিঃ ডারশি মহাশয়ের নিকট হইতে কতকগুলি পুস্তক, কলম, ক্রস ইত্যাদি চাহিয়া লইয়াছিলাম। রবিবার দিন আমরা ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলাম। আমি একজন ওয়ালুনের সহিত ভ্রমণ করিয়াছিলাম। পথে যাহা কিছু দেখিয়াছিলাম তাহার নাম তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। যতক্ষণ তাঁহার সহিত বেড়াইয়াছিলাম, ততক্ষণ তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়াছিলাম। হুইট মনডে পর্ব্বের দিবস পাঁচজন ফ্লাওারসবাসীসহ সাবেনি নামক স্থানের মেলা দেখিতে গিয়াছিলাম। সেখানে একদল লোক সাজসজ্জায় বিভূষিত হইয়া গমন করিতে দেখিলাম। দৃশ্যটী অতি সুন্দর।

আমার ভগিনী কেমন আছেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানাইবেন। আর আর সংবাদ দিবেন।

আপনাদের চিরকালের
একান্ত অনুরক্ত
পুত্র
জোসেফ দি বিউস্তাব্।

নিম্নলিখিত পত্র খানি পিতৃ ও মাতৃ ভক্তির উজ্জ্বল নিদর্শন। অল্প বয়স্ক ইউরোপীয় বালকে জনক জননীর প্রতি এ প্রকার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার ভাব সচরাচর দেখা যায় না।

প্রিয় জনক জননী,

আজ একটু অবসর পাইয়া বড় আনন্দ বোধ হইতেছে।

এই সময় আপনাদের নিকট মনের ভাব প্রকাশ করিয়া সুখী হইব বাসনা করিয়াছি। আমি যাহা কিছু সুখ ভোগ করিয়াছি এবং যে শিক্ষা লাভ করিতেছি সে সমুদায়ের জন্য আপনাদের নিকট ঋণী আছি। এই শিক্ষা আমার ভবিষ্যৎ জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তে আমার পক্ষে কার্য্যকর হইবে। শৈশব কাল হইতে আপনারা আমার যে সমস্ত উপকার সাধন করিয়া আসিতেছেন, জানিনা তাহার জন্য কিরূপে আপনাদিগের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব। এতদিন আপনাদিগকে পত্র লিখিনাই বলিয়া আমার যে দোষ হইয়াছে তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক মার্জ্জনা কবিবেন। পত্র লিখিতে বিলম্ব কবিবার একটু কারণও আছে। আমাকে এখন মাতৃ ভাষা ব্যতীত আর একটি ভাষা (ফরাসীস্) শিখিতে হইতেছে। বিদেশীয় ভাষা শিক্ষারূপ দুরূহ কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া পত্র লিখিতে বড় সময় হয় না। আমার শারীরিক স্বাস্থ্য এখন খুব ভাল। যদি জানিতাম যে আমার আত্মীয়গণ সকলেই আমার ন্যায় সুস্থ শরীরে আছেন তাহা হইলে আমি অত্যন্ত সুখী হইতাম।

নববর্ষারম্ভ উপলক্ষে আমাদিগের বিদ্যালয়ের এক সপ্তাহ ছুটী হইবে। সেই ছুটীব সময় আমি আপনাদিগের সকলকে দর্শন করিতে পারিব প্রত্যাশা করি। বাটীর সকল প্রিয় জনকে আমার ভালবাসা জানাইবেন।

আপনাদিগের

অনুরক্ত

সন্তান

জোসেফ দি বিউস্তার।

জোসেফ্ ব্রেণ্ লি কোমত নগরের বিদ্যালয়ে যখন অধ্যয়ন করেন তৎকালে Redemptorist নামক রোমেনকেথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত কয়েকজন ধর্ম্মাচার্য্য ঐ নগরে আগমন করেন। তাঁহাদিগের উপাসনা ও ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিয়া জোসেফের মনে সর্ব্বপ্রথমে সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া রোমেনকেথলিক ধর্ম্মানুমোদিত ধর্ম্মাশ্রম গ্রহণ করিবার বাসনা উদিত হয়। প্রথম যে দিন জোসেফ উক্ত ধর্ম্মাচার্য্যদিগের উপদেশ শ্রবণ করেন, সেই দিন রাত্রে বাটীতে প্রত্যাগমন কবিয়া তিনি শয়ন না করিয়া প্রায় সমস্ত রাত্রি ঈশ্বরোপাসনায় নিযুক্ত ছিলেন। সংসারী না হইয়া কেবলই ধর্ম্মপ্রচারে ও পরোপকার সাধনে জীবন অতিবাহিত কর, যেন স্বর্গ হইতে এই আদেশ বাণী তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। তাঁহার প্রতি ঈশ্বরের ইহাই আদেশ, জোসেফের ইহা দৃঢ়রূপে হৃদয়ঙ্গম হইল। স্বভাবতঃই তিনি ধর্ম্মপিপাসু। আবার আশৈশব ধর্ম্ম পরিবার মধ্যে লালিত পালিত হইয়া বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। এখন যৌবনের প্রারম্ভে ধর্ম্মোৎসাহ-পূর্ণ ধর্ম্মাচার্য্যদিগের উপদেশ শ্রবণ করিয়া তাঁহার আত্মা সম্যকরূপে ঈশ্বর সেবার জন্য লালায়িত হইয়া উঠিল। দার পরিগ্রহ না করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক ধর্ম্মপ্রচার ও মানবের হিতসাধন করাই রোমেনকেথলিক সম্প্রদায়ের মতানুসারে উচ্চ ধর্ম্মজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। শৈশবাবধি তিনি ইহাই ধর্ম্ম জীবনের উচ্চ আদর্শ বলিয়া জানিতেন, এক্ষণে উহাই কার্য্যে পরিণত করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন।

এক্ষণে জোসেফের বয়ক্রম অষ্টাদশ বৎসর হইয়াছিল। এতাবৎকাল পর্য্যন্ত তিনি সচ্চরিত্র বলিয়া সুবিদিত ছিলেন।

এই সময়ের মধ্যে তিনি যে কোন দোষের পরিচয় প্রদান করেন নাই, তাহা নহে কিন্তু সে সকল দোষ চরিত্রের অপরিপক্কতা জনিত অথবা বালস্বভাব সম্ভূত, সুতরাং ততদূর দোষ নামের বাচ্য নহে। ব্রেন-লি-কোমত নগরের বিদ্যালয়ে জোসেফ প্রধানতঃ বাণিজ্য বিদ্যা শিক্ষা করিতেছিলেন। বাসনা ছিল বাণিজ্য-ব্যবসায়ে নিযুক্ত হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। কিন্তু যে মুহূর্ত্ত হইতে তিনি ধর্ম্মজীবন গ্রহণ করাই তাঁহার প্রতি ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিলেন, সেই মুহূর্ত্ত হইতে বাণিজ্য বিদ্যা শিক্ষা করিবার অভিলাষ তাঁহার মন হইতে পলায়ন করিল। কিরূপে তিনি স্বীয় জীবনকে সর্ব্বোত্তম প্রকারে ঈশ্বর-সেবায় নিযুক্ত করিতে পারিবেন, সেই মহৎ চিন্তাই এক্ষণে তাঁহার মনে বলবতী হইয়া উঠিল। প্রথমে তিনি মনস্থ করেন যে ট্রাপিষ্ট (Trappist) নামক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া তাহাদিগের অবলম্বিত ধর্ম্ম-জীবন অবলম্বন করিবেন। কিন্তু এই বাসনা কার্য্যে পরিণত করিবার পূর্ব্বে জোসেফ স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ফাদার পেম্ফাইলের পরামর্শ গ্রহণ করা আবশ্যক বিবেচনা করিলেন। ফাদার পেম্ফাইল জোসেফ্ অপেক্ষা দুই বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। তিনি এই সময়ে "সোসাইটি অব্ দি সেক্রেড্ হার্টস্ অব্ জিসস্ এণ্ড মেরী" নামক রোমেন কেথলিক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ে ভুক্ত হইয়া ধর্ম্মশিক্ষা করিতেছিলেন।

এই সময়ে জোসেফ তাঁহার পিতা ও মাতাকে একখানি পত্র লিখেন। এই পত্রের উপসংহারে তাঁহার ভগিনীর আজীবন কুমারী অবস্থায় ধর্ম্মজীবন অতিবাহিত করার সম্বন্ধে

লিখিয়া, তাঁহার নিজের হৃদয়ে ধর্ম্মজীবন গ্রহণ করিবার জন্য যে পবিত্র আকাঙ্ক্ষা প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছিলেন। উক্ত পত্র খানি এই ;—

ব্রেন্-লি-কোমত
১৭ই জুলাই, ১৮৫৮।

প্রিয় জনক জননী,

আব যে অল্পকাল এই বিদ্যালয়ে থাকিব তাহার মধ্যে আপনাদের প্রতি আমাব ভক্তিব নিদর্শন প্রদান করিবার জন্য এই ক্ষুদ্র পত্র খানি লিখিতেছি। দুই মাস হইল আপনাদেব সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। এখন আপনাদিগের শরীর কিরূপ আছে? আশা কবি আমাব ন্যায় আপনারা সুস্থ আছেন। শীঘ্র আমাদিগেব বিদ্যালয়েব অবকাশ আবস্ত হইবে। তৎসম্বন্ধে দুই চারিটী কথা লিখিতেছি।

আর এক মাস পবে আমাদিগেব বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ উপলক্ষে সভা হইবে। আমাদিগেব প্রধান শিক্ষক কল্য আমাদিগকে এই সংবাদ দিয়াছেন। পাবিতোষিক বিতরণের পব বিদ্যালয়ের অবকাশ হইবে। অবকাশ এত শীঘ্র হইবে বলিয়া আমি দুঃখিত, কেননা আমি ফরাসীস্ ভাষা যত দূর শিক্ষা কবিয়াছি, সাত সপ্তাহকাল ব্যাপী অবকাশের মধ্যে তাহা বিস্মৃত হইয়া যাইব।

যদি সঙ্গী পাইতাম তাহা হইলে পারিতোষিক বিতরণের পর কিছুকাল এখানে থাকিতাম। একাকী থাকা সম্ভবপর নহে। সুতরাং অবকাশ হইলেই বাটী যাইব। ১৬ই আগষ্ট সোমবার বাটীতে উপস্থিত হইব প্রত্যাশা করিতেছি। সেই

দিন মালিমেস্ (Malines) বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ হইয়া ছুটী হইবে বোধ হইতেছে। যদি তাহা হয় তাহা হইলে ভগিনী ফেলিক্সনকে সঙ্গে লইয়া যাইব।

প্রিয় জনক জননী, সে দিন আপনারা আমাকে যে যে আবশ্যকীয় দ্রব্য পাঠাইয়াছিলেন তাহা এবং ভগিনী পলাইনের পত্র পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলাম। আমার যে যে বস্ত্র প্রয়োজন ঠিক তাহাই. আপনারা পাঠাইয়াছেন। কিন্তু বস্ত্রগুলি দেখিবার ইচ্ছা অপেক্ষা পলাইনের পত্র খানি পাঠ জন্য আমার অধিকতর উৎসুক্য হইয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন যে গত ৮ই জুন তারিখে তিনি সংসার আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মজীবন গ্রহণ করিয়াছেন। আহা! জীবন তাঁহার পক্ষে এখন কি সুখকর। ইহজীবনে সর্ব্বাপেক্ষা যাহা কঠিন কার্য্য তাহা সম্পন্ন করিয়া তিনি অতীব সুখিনী হইয়াছেন। যে পথ অবলম্বন করা আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর, আশা করি তাহা অনুসরণ করিবার সময় উপস্থিত হইবে। ভ্রাতা পেস্ফাইল যে পথে গমন করিয়াছেন তাহার অনুসরণ করা কি আমার পক্ষে অসম্ভব ?

আপনাদের ভক্ত

সন্তান

জোসেফ্ দি বিউস্তার।

জোসেফের পিতা মাতা তাঁহাকে অল্প বয়সেই বিষয় কার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন। সেই জন্যই তাঁহারা তাঁহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ না করিয়া বাণিজ্য-বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থ পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু অর্থোপার্জ্জন বা বিষয়সুখ

তৃপ্ত করিতে পারে জোসেফের আত্মা তদনুরূপ উপাদানে গঠিত হয় নাই। সাধারণ লোকে ধর্ম্মশূন্য বিষয়সুখের মোহকর চিত্রে মুগ্ধ হইয়া উহারই অনুসরণ করিতে থাকে, পরে তাহার অতৃপ্তিকরতা উপলব্ধি করিয়া ঈশ্বরের পথে বিচরণ করিতে শিক্ষা করে। কিন্তু জোসেফ্ স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ আধ্যাত্মিকতার গুণে, কিসে আত্মার যথার্থ সুখ ও প্রকৃত তৃপ্তি হয় তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন। অভিজ্ঞতার সাহায্যে সেই সত্য তাঁহাকে শিক্ষা করিতে হয় নাই। জোসেফের আধ্যাত্মিকতার গভীরতা কত দূর তাহা তাঁহার পিতা মাতা প্রথমতঃ বুঝিতে পারেন নাই, সেই জন্য তাঁহারা তাঁহাকে বাণিজ্য বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু স্নেহময় পিতা ও স্নেহময়ী মাতাকে অসন্তুষ্ট করিয়া ধর্ম্মজীবন গ্রহণ সদ্বিবেকসম্পন্ন জোসেফের মনে অসঙ্গত কার্য্য বলিয়া প্রতীতি হইয়াছিল, অতএব তিনি তাঁহাদিগের সম্মতি প্রার্থনা করিয়া এই পত্র খানি লিখেন,—

ব্রেন্-লি-কোমত

২৫-এ ডিসেম্বর ১৮৫৮।

প্রিয় জনক জননী,

আজ প্রভু খ্রীষ্টের জন্ম দিনে আপনাদিগকে পত্র লিখিতে আমি সঙ্কুচিত হইতেছি না, কেননা এই উৎসবের দিনে আমার হৃদয়ে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে যে সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মজীবন গ্রহণ করাই আমার প্রতি ঈশ্বরের আদেশ। সেই জন্য, হে প্রিয় জনক জননী—আজ পুনরায় ঈশ্বরের এই আদেশ পালন করিতে আমি আপনাদিগের সম্মতি প্রার্থনা করিতেছি। আপনাদের সম্মতি ব্যতিরেকে আমি ধর্ম্মজীবন গ্রহণ করিতে

সাহস করিতে পারি না। পিতা মাতার আদেশ পালন করিতে পরমেশ্বরের যে আজ্ঞা আছে তাহা যে কেবলই বালক বালিকা-দিগের পালনীয় তাহা নহে।

ধর্ম্মজীবন গ্রহণে আমি যে কেবল আমার হৃদয়ের বাসনা কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছি তাহা মনে করিবেন না। আমি আপনাদিগকে নিশ্চিত করিয়া বলিতেছি যে এই সংকল্প সাধনে তৎপর হইয়া আমি কেবল সেই পরম পিতা বিধাতাপুরুষেরই ইচ্ছা পালন করিতে যাইতেছি। আমার প্রার্থনায় আপনারা অসম্মত হইবেন সে ভয় আমি করিনা, কেননা ঈশ্বরই আমাকে এই পথে আহ্বান করিতেছেন, আর আমি তাঁহার আহ্বান না শুনিয়া থাকিতে পারিবনা। ঈশ্বরের এই ইচ্ছা পালনে যদি আপনারা আপনাদিগের সন্তানকে বাধা দেন তাহা হইলে ঈশ্বর আপনাদিগের প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন, তাঁহার ক্রোধের ফল অবশ্যই অতি ভয়ানক হইবে। শৈশব কাল হইতে ঈশ্বর আমাকে যে কার্য্যের জন্য মনোনীত করিয়া রাখিয়াছেন তাহা সম্পন্ন করিতে না দিলে আপনারা আমাকে অত্যন্ত দুর্দ্দশাপন্ন করিবেন, সে দুর্দ্দশার আর মোচন হইবেনা। কেবল ইহা নহে, আমার এই সংকল্প সাধনে বাধা দিলে আপনারা আমার মুক্তির পথে কণ্টক রোপন করিবেন।

আপনারা অবশ্যই স্বীকার করেন যে ইহ জীবনে যিনি কোন পথ অবলম্বন করিবেন, তৎসম্বন্ধে তাঁহার বিবেচনায় ঈশ্বরের যাহা উদ্দেশ্য তাহা যাহাতে সাধিত হয় তজ্জন্য সচেষ্ট হওয়া তাঁহার একান্ত কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্য পালন না করিলে ভবিষ্যতে কেহ সুখ শান্তির অধিকারী হইতে পারেন না। অতএব

আমার জীবনেব লক্ষ্য সম্বন্ধে ঈশ্বরের যে উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিতে পারিতেছি তাহা অবগত হইয়া আপনারা কষ্ট অনুভব করিবেন না। ভ্রাতা অগস্তি লিখিয়াছেন যে তিনি যে ধর্ম্ম-শ্রেণী ভুক্ত হইয়াছেন আমিও তাহাতে প্রবেশ করিতে পারি। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে আমি যদি তাঁহাদিগের শ্রেণী-ভুক্ত হইবার ইচ্ছা কবি তাহা হইলে নব বর্ষারম্ভের সময় তাঁহা-দিগের অধ্যক্ষকে সংবাদ দেওয়া কর্ত্তব্য এবং তাহার কিছু কাল পর হইতে উক্ত শ্রেণীভুক্ত হওয়া আবশ্যক।

ধর্ম্মজীবন গ্রহণরূপ সুখে বঞ্চিত হইবনা এই আশায় আশা-ম্বিত হইয়া আমি এই পত্র সমাপন করিতেছি।

আপনাদিগেব আজ্ঞাবহ

সন্তান

জোসেফ দি বিউস্তার,

জোসেফের পিতা মাতা ধর্ম্মপবায়ণ ছিলেন, সুতবাং জোসে-ফের ধর্ম্মানুরাগ প্রকাশক মহৎ প্রস্তাবে তাঁহারা যে বিশেষ আপত্তি করিবেন তাহার অধিক সম্ভাবনা ছিলনা। বিশেষতঃ ইতি পূর্ব্বেই জোসেফের ভ্রাতা অগস্তি সংসারাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধর্ম্মজীবন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভ্রাতাব পদানুসরণ করিতে জোসেফকে একান্ত উৎসুক এবং তাঁহার সংকল্প তাঁহার প্রকৃতির সম্পূর্ণ অনুযায়ী দেখিয়া তাঁহার জনক জননী তাঁহার উদ্দেশ্য সাধনের প্রতিবন্ধকতাচবণ কবিলেন না।

নব বর্ষারম্ভে (১৮৫৯ শালে) জোসেফের পিতা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া পারিস নগরে পেম্‌ফাইলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। জোসেফকে পেম্‌ফাইলের নিকট রাখিয়া

তিনি কার্য্যানুরোধে অল্পকাল জন্য স্থানান্তরে যাত্রা করিলেন। সন্ধ্যাকালে তিনি প্রত্যাগমন করিলে জোসেফ তাঁহাকে বলিলেন, "পিতঃ আমি স্থির করিয়াছি আজ হইতেই ধর্ম্মজীবন গ্রহণ করিব। আর বাটী প্রত্যাগমন করিবনা। বাটী প্রত্যাগমন করিলে মাতা ও ভ্রাতা ভগিনীগণের নিকট হইতে বিদায় লইতে মনোকষ্ট হইবে। সে কষ্ট আমার পক্ষে দুঃসহ।" জোসেফের পিতা তাঁহার মুখ হইতে এইরূপ কথা শুনিতে পাইবেন প্রত্যাশা করিতেছিলেন। তিনি পুত্রের প্রস্তাবে দ্বিরুক্তি করিলেন না। সেই দিনই জোসেফ পিতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া পিকপস্ ফাদারস্ (Picpus Fathers) নামক ধর্ম্ম শ্রেণীভুক্ত হইলেন। ধর্ম্ম জীবন গ্রহণ করণাবধি জোসেফের নাম দামিয়েন হইল।

ধর্ম্মাশ্রমের অধ্যক্ষগণ দামিয়েনের সরলতা ও অকপটতায় মোহিত হইলেন। দামিয়েনের মুখমণ্ডলে তদীয় প্রতিভার আভা উজ্জলরূপে প্রতিভাত হইত, তাঁহার তেজস্বী প্রকৃতি তাঁহার বাহ্যশ্রীতে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইত। অধ্যক্ষগণ তাহা দেখিয়া ধর্ম্মজীবন গ্রহণ কার্য্যে দামিয়েনের উপযোগীতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ করিলেন না, সাগ্রহে তাঁহাকে আশ্রমভুক্ত করিলেন। কিন্তু দামিয়েন বাণিজ্য ব্যবসায়োপযোগী শিক্ষাই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রোমেন্ কেথলিক ধর্ম্মযাজক হইতে হইলে লাটিন ভাষায় ব্যুৎপন্ন হওয়া আবশ্যক, কিন্তু দামিয়েন লাটিন ভাষা এপর্য্যন্ত কিছুমাত্র শিক্ষা করেন নাই। সুতরাং অধ্যক্ষগণ তাঁহাকে ধর্ম্মযাজকের পদপ্রার্থীদিগের শ্রেণীভুক্ত করিতে পারিলেন না। ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় কার্য্য ব্যতীত

অন্যান্য সৎকার্য্যের সহকারী স্বরূপ দামিয়েন ধর্ম্মাশ্রমে গৃহীত হইলেন।

ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে জীবন অর্পণ করা দামিয়েনের হৃদগত আকাঙ্ক্ষা ছিল সে আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হইবার এক্ষণে বড় সুবিধা হইল না দেখিয়া তিনি ক্ষুব্ধ হইলেননা। যেরূপ কার্য্য হউক, ঈশ্বরের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন ইহা ভাবিয়াই দামিয়েন স্বীয় জীবন সার্থক বোধ করিতে লাগিলেন। ব্রেণ-লিকোমত নগরে যে দিন ধর্ম্ম প্রচারকদিগের উপদেশ শ্রবণ করিয়া তাঁহার মন ধর্ম্মজীবন গ্রহণে উৎসাহিত হইয়া উঠে, সে দিন সমস্ত রাত্রি উপাসনায় নিমগ্ন থাকিয়া তিনি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সেই প্রতিজ্ঞা এক্ষণে কার্য্যে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছেন উপলব্ধি করিয়া দামিয়েন আনন্দ সাগরে ভাসিতে লাগিলেন। তাঁহার জীবনের সেই স্মরণীয় দিন হইতে তাঁহার হৃদয় বাণিজ্যব্যবসায়ের ন্যায় সাংসারিক কার্য্য অপেক্ষা উচ্চতর, মহত্তর কার্য্যে সময় ক্ষেপণ করিতে লালায়িত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই পবিত্র আকাঙ্ক্ষা এক্ষণে চরিতার্থ হইল।

ভোগস্পৃহাশূন্যতা ও আত্মবিস্মরণকারী দয়া বৃত্তি এই দুইটী মহৎ গুণ দামিয়েনের চরিত্রে বাল্যকাল হইতেই দেখা যায়। তাঁহার ধর্ম্মজীবন বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে আমরা তাঁহার উক্ত দুইটী গুণের পরিচায়ক দুইটী ঘটনার উল্লেখ করিব।

ধর্ম্মজীবন গ্রহণ করিবার বহু পূর্ব্ব হইতেই দামিয়েনের ভোগ সুখে বীতস্পৃহতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। রাত্রিকালে তাঁহার মাতা তাঁহার শয়নের জন্য প্রত্যহ কোমল শয্যা

প্রস্তুত করিয়া দিতেন। কিন্তু দামিয়েন তাহাতে শয়ন করিতেন না। তিনি শয্যার নিম্নে একখানি কাষ্ঠ ফলক লুকায়িত রাখিতেন। রাত্রে তাহা বাহির করিয়া তাহারই উপর শয়ন করিতেন, এবং প্রত্যূষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া তিনি উহা যথা স্থানে লুকাইয়া রাখিতেন। এক দিন তিনি তাহা লুকাইতে বিস্মৃত হওয়াতে, তাঁহার মাতা তাহা দেখিতে পান এবং তজ্জন্য দামিয়েনকে তিরস্কার করেন। মাতার মনস্তুষ্টির জন্য দামিয়েন কিছু কালের জন্য কাষ্ঠ ফলকে শয়ন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

দামিয়েনের পিতার প্রতিবেশীগণের মধ্যে এক দরিদ্রা বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের একটী গাভী ছিল। সেই গাভীটী তাহার জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় স্বরূপ ছিল বলিয়া সে তাহার সবিশেষ যত্ন করিত। একদা গাভীটীর কঠিন পীড়া হয়। গো চিকিৎসক তাহার চিকিৎসা করিয়া তাহার রোগের কিছুমাত্র উপশম করিতে কৃতকার্য্য হইলনা। দামিয়েন এই সংবাদ পাইয়া করুণার্দ্র হইয়া বৃদ্ধার গোশালায় উপস্থিত হইলেন এবং সমস্ত রাত্রি জাগ্রত থাকিয়া, সযত্নে ও সাগ্রহে সেই গাভীর শুশ্রূষা করিয়া তাহার রোগ বহুলাংশে প্রশমিত করিলেন। তাঁহারই দয়াগুণে গাভীটীর জীবনরক্ষা হইল এবং দরিদ্র বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটীও বিশেষ উপকৃতা হইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ধর্ম্মজীবন আরম্ভ এবং ধর্ম্মপ্রচারার্থ সেণ্ড উইচ্ দ্বীপপুঞ্জে যাত্রা।

ঈশ্বর সেবায় স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়া কৃতার্থ হইব, কত দিন হইতে দামিয়েন হৃদয়ের গভীবতম প্রদেশে এই পবিত্র বাসনা পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন, এক্ষণে সেই বাসনা সিদ্ধ হইবার সুবিধা হইল দেখিয়া তাঁহার প্রাণ স্বতঃই বিমল আনন্দে পূর্ণ হইল। দামিয়েনের এক্ষণে উনবিংশতি বৎসর মাত্র বয়ঃক্রম হইয়াছিল। তিনি কেবল মাত্র যৌবনে পদ বিক্ষেপ করিয়াছিলেন। যৌবন কালে ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্যবশতঃ অগণ্য লোক সুখের আশায় পাপের পথে গমন করে এবং পরিণামে ঘোর দুঃখ কষ্টের ভাগী হইয়া অমৃতের বাসনায় হলাহল পান করিয়া যন্ত্রণায় অস্থির হয়। কিন্তু নবযুবক দামিয়েন ইন্দ্রিয়ের দাস না হইয়া, ঈশ্বরের দাস হইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, ভোগসুখের প্রার্থী না হইয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান জনিত আনন্দেব অভিলাষী হইলেন। এক জন নব যুবক যৌবনের প্রেম, অনুরাগ, যৌবনেব উদ্যম উৎসাহ, যৌবনের আশা ভরসা লইয়া ধর্ম্ম সাধনে অগ্রসর হইতেছেন, ইহা অপেক্ষা সুন্দর স্বর্গীয় দৃশ্য পৃথিবীতে আর হইতে পারে না। যৌবন কাল হইতেই ধর্ম্মশীল হইবে, "যুবৈব ধর্ম্মশীলস্যাৎ" প্রাচীন আর্য্য ঋষিদিগের এই মহোপদেশ; অন্যান্য দেশের মহাজনদিগেরও তাহাই অনুজ্ঞা। কিন্তু দামিয়েনের ন্যায়

কয়জন ব্যক্তি যৌবনকাল হইতেই ধর্ম্মগত প্রাণ হইয়া ধর্ম্মের জন্য সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিতে সক্ষম হয়েন? আমরা সন্ন্যাসাশ্রমের পক্ষপাত নহি, কিন্তু দামিয়েনের যে কর্ত্তব্য-প্রিয়তা, যে ভগবদভক্তি, যে ধর্ম্মানুরাগ ছিল, যৌবনের প্রারম্ভ হইতেই প্রত্যেক যুবারই তাহা লাভ করিতে সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য।

আশ্রমে প্রবেশ করিয়াই দামিয়েন স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ-উদ্যম ও অনুরাগের সহিত নবাবলম্বিত ধর্ম্মজীবনের নানা কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন। সাংসারিক সকল বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়দিগকে বশীভূত করিয়া ক্যাথলিক্ সম্প্রদায়ানুমোদিত বিবিধ ধর্ম্ম ক্রিয়ায় নিযুক্ত থাকিয়া তিনি দিনে দিনে আশ্রমের অধ্যক্ষগণের অনুরাগ ভাজন হইয়া উঠিতে লাগিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পেম্‌ফাইল ধর্ম্মযাজক পদ প্রার্থী হইয়া এই আশ্রমে শিক্ষালাভ করিতেছিলেন, দামিয়েন আবশ্যক হইলেই তাঁহার নিকট গমন করিয়া নানা বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। দামিয়েনের অসাধারণ বুদ্ধি শক্তি এবং অনায়াসে জ্ঞান লাভ করিবার আশ্চর্য্য শক্তির পরিচয় পাইয়া, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহাকে লাটিন ভাষা শিখাইতে আরম্ভ করিলেন। ছয় মাসের মধ্যে তিনি এই ভাষা এতদূর শিক্ষা করিলেন, যে কর্ণিলিয়াস্‌নিপস্ নামক লাটিন গ্রন্থকার রচিত দুরূহ গ্রন্থের যে কোন স্থল অতি সত্বর এবং সুন্দর রূপে অনুবাদ করিবার ক্ষমতা লাভ করিলেন। ছয় মাসের মধ্যে লাটিন ভাষায় এতদূর ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে অতি অল্প লোকেই সক্ষম হইয়া থাকে। ধর্ম্মাশ্রমের অধ্যক্ষগণ দামিয়েনের অধ্যয়নশীল-

তার যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাকে ধর্ম্ম যাজকের পদে উন্নত করিবার মানস করিলেন এবং তদোপযোগী পুস্তকাদি অধ্যয়নে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এই কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য দামিয়েনকে পারিস নগরে গমন করিতে হইল। এই স্থানে অবস্থান কালে তিনি তাঁহার জনক জননীকে যে সকল পত্র লিখিতেন, তাহাতে তাঁহাদিগের প্রতি তাঁহার ভক্তি ও ধর্ম্মানুরাগেব সবিশেষ নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১৮৬১ সালে নব বর্ষোপলক্ষে পিতা মাতা ও আত্মীয় স্বজনের মঙ্গল কামনা কবিয়া দামিয়েন তাঁহার জনককে যে পত্র খানি লিখেন তাহা অকপট ধর্ম্ম ভাব পূর্ণ। নববর্ষের দিনে মানব জীবনের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া তিনি লিখিয়াছিলেন,— "ইহলোকে জীবনের কিছুই স্থিরতা নাই। বৎসর শেষ না হইতে হইতেই হয়ত ভক্তি ভাজন জনক বা স্নেহময়ী জননী, অথবা প্রিয় ভ্রাতা বা প্রাণাধিকা ভগ্নী, মৃত্যু কর্ত্তৃক পরলোকে নীত হইবেন। জীবনের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়া আমরা যেন অকপট ভাবে অনুতাপ করিতে শিক্ষা করি। এ জগৎ বিদেশ, স্বর্গই আমাদিগের স্বদেশ। প্রতি মুহূর্ত্তেই স্বদেশ যাত্রার সময়ের নিকটবর্ত্তী হইতেছে এই ভাবিয়া সাধু ও ধর্ম্মপরায়ণ খৃষ্টান মৃত্যু প্রতীক্ষা করেন। মৃত্যু তাঁহাদিগের পক্ষে সুখকর।"

দামিয়েন উক্ত পত্রে যে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা সত্য ঘটনায় পরিণত হইল। ১৮৬১ সালের এপ্রিল মাসের পূর্ব্বেই দামিয়েনের মাতামহী পরলোক গমন করিলেন। তিনি পরিবারস্থ সকলেরই বিশেষ ভক্তির পাত্রী ছিলেন।

দামিয়েন তাঁহার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া পরিতপ্ত হৃদয়ে তাঁহার জনক জননীকে লিখেন; "পিতামহীর মৃত্যু সংবাদে আমি শোক সন্তপ্ত হইলাম। কিন্তু পরক্ষণেই আমার হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হইল। ঈশ্বর যাহা করেন সে সমস্তই ন্যায় সঙ্গত, এই সত্য আমার হৃদয়ে উদয় হইল। আমার মাতামহী স্বর্গ রাজ্যে প্রবেশ করিবার জন্য সম্পূর্ণ রূপে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তিনি সেখানে গিয়া স্বর্গ সুখের সম্পূর্ণ অধিকারিণী হইবেন, তদ্বিষয়ে আমার কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।" এই সকল বাক্য দামিয়েনেব জলন্ত ধর্ম্মবিশ্বাসেব সুন্দর পরিচয় প্রদান করিতেছে। এক্ষণে দামিয়েন্ একবিংশ বৎসর বয়সে উপনীত হইয়াছিলেন। এই নব যৌবনের সময় কত হৃদয়ে পাপ বাসনা পাপ চিন্তা কত উদয় হয়, কিন্তু দামিয়েনের মনে এই কালে ধর্ম্ম পথে উন্নতি লাভেব বাসনাই উদিত হইত। এই একবিংশতি বৎসর বয়ক্রম কালেই তিনি তাঁহার পিতা মাতাকে লিখিয়াছিলেন। "প্রিয় জনক জননী, যাহাতে আমরা আনন্দিত চিত্তে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারি, তজ্জন্য আমাদের প্রস্তুত হওয়া কর্ত্তব্য। যে কয়েক দিন আমরা জীবিত থাকিব, তাহাব এক মুহূর্ত্তও যেন আমরা বৃথা ক্ষেপণ না করি। ন্যায় ও পবিত্রতার পথে আমরা যেন দিনে দিনে অগ্রসর হইতে থাকি।"

পারিস নগরবাসীদিগের আমোদপ্রিয়তা ও বিলাসীতার প্রতি যুবক দামিয়েনের সম্পূর্ণ বিরাগ লক্ষিত হইত। তিনি আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া নগর ভ্রমণ করিতে ভাল বাসিতেন না। তিনি তাঁহার পিতাকে যে সকল পত্র লিখিতেন, তাহাতে

আগ্রহের সহিত আশ্রমের নানা কথা লিখিতেন, কিন্তু ভোগ সুখের আবাস স্থল পারিস নগরীর কোন সংবাদ দিতেন না। ইহা যৌবনকালেই সাংসারিকতা হইতে তাঁহার আত্মার বিমুক্তির একটী নিদর্শন স্বরূপ গণ্য হইতে পারে।

পারিস নগরের আশ্রমে অবস্থিতি করিয়া যতদূর শিক্ষার প্রয়োজন ছিল তাহা সমাধা করিয়া দামিয়েন লুভেঁ নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। এখানে আগমন করিয়া তিনি তাঁহার ভ্রাতা পেমফাইলের সহিত এক গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন এবং ধর্ম্মপ্রচারক পদের উপযুক্ত হইবার জন্য ধর্ম্মশাস্ত্র ও দর্শন শাস্ত্র অভিনিবেশ সহকারে অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন।

উপাসনাগারে ভুবন বিখ্যাত রোমেন্ কাথলিক সাধু পুরুষ সেণ্টজেভিয়ারের একটী চিত্র ছিল। হস্তে ক্রশ লইয়া, ধর্ম্মপ্রচারকের পরিচ্ছদ পরিহিত হইয়া জেভিয়ার দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। এই চিত্রে দামিয়েন যেন স্বীয় ভবিষ্যত জীবনের চিত্র দেখিতে পাইলেন। জেভিয়ার যেরূপ অসাধারণ জলন্ত উৎসাহের সহিত স্বদেশ হইতে দূরস্থ প্রদেশে গমন করিয়া তথায় স্বীয় ধর্ম্মমত প্রচারপূর্ব্বক ভ্রমণ করিয়াছিলেন, দামিয়েন ভবিষ্যতে তাহাই করিবেন তাঁহার মনে এক্ষণে এই মহৎ বাসনা ও আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক হইয়াছিল। দামিয়েন প্রত্যহ নিয়মিত রূপে জেভিয়ারের চিত্রের সম্মুখে অবনতজানু হইয়া তাঁহার পরলোকগত আত্মার নিকট এই প্রার্থনা করিতেন, যেন তাঁহার অনুগ্রহে তিনিও এক দিন তাঁহার ন্যায় দূরদেশে ধর্ম্মপ্রচার জন্য গমন করিতে সক্ষম হয়েন। * দামিয়েনের ভবিষ্যৎ জীবনে

* রোমেন কেথালিক সম্প্রদায়ের বিশ্বাস যে পরলোকগত

প্রদর্শিত হইবে যে তাঁহার এই পবিত্র প্রার্থনা তাঁহার হৃদয়ের এই মহা আকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হইয়াছিল। সম্মুখে একটী উচ্চ আদর্শ ধারণ করিয়া চেষ্টা, যত্ন, পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের বলে সেই আদর্শ অনুযায়ী স্বীয় জীবনকে গঠিত করা যে সম্ভবপর, তাহা পৃথিবীর অনেকানেক মহাপুরুষ প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। দামিয়েনও তাহার আর একটী দৃষ্টান্ত স্থল। যৌবনকালে সেণ্টজেভিয়ারকে তিনি আপনার জীবনের আদর্শ করেন। তাঁহার জীবনী পাঠে পাঠক অবগত হইবেন যে স্বার্থত্যাগ, কষ্টসহিষ্ণুতা, উৎসাহ ও ধর্ম্মানুরাগ প্রভৃতি বিবিধ মহৎ গুণে তিনি জেভিয়ারের সমকক্ষ হইয়া সন্তুষ্ট থাকেন নাই, বিপন্নের সেবা সম্বন্ধে তিনি তাঁহাকেও অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

যাঁহারা ধর্ম্মসমাজভুক্ত হইয়া ধর্ম্মসাধনের জন্য জীবন অর্পণ করিয়াছেন তাঁহাদিগের মধ্যে সামান্য মত বিভেদ জন্য কিম্বা অন্য কোন কারণে বিরোধ ও কলহ অতীব দূষনীয়। স্বীয় স্বাভাবিক ধর্ম্মভাব প্রণোদিত হইয়া দামিয়েন তাহা স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তিনি সহসাধকদিগের সহিত কখন কোন প্রকার বিরোধ প্রবৃত্ত হইতেন না, এবং তাঁহাদিগের মধ্যে কাহাকেও কলহ বা বিরোধে প্রবৃত্ত হইতে দেখিলে বিরক্ত হইতেন। একদিন দুইজন সাধককে পরস্পরের প্রতি রূঢ় বাক্য ব্যবহার করিতে শ্রবণ করিয়া দামিয়েন বড়ই অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বলেন, "আপনারা কি সেক্রেড্ হার্টস্ নামক পবিত্র ধর্ম্মাশ্রয়ের সাধক মণ্ডলীর

সাধুদিগের আত্মার নিকট প্রার্থনা করিলে তাহা তাঁহারা ঈশ্বরের অনুগ্রহে পূর্ণ করিতে সক্ষম হয়েন।

সভ্য নামের উপযুক্ত?" এই বলিয়া তিনি তাঁহাদিগের নিকট হইতে প্রস্থান করেন। প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সাধকমণ্ডলীর মধ্যে প্রকৃত ধর্ম্মভাব সম্পন্ন লোকের সংখ্যা অধিক নহে। রোমেন কেথলিক সম্প্রদায় মধ্য এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় না। দামিয়েন যে ধর্ম্মাশ্রমের সাধক মণ্ডলীভুক্ত হইয়াছিলেন তৎ-প্রদর্শিত ধর্ম্ম-পথ হইতে যাহাতে তিনি স্খলিত না হয়েন তৎপ্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। কেহ অবলম্বিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলে তিনি তাহা নিতান্ত অসঙ্গত ও কপট ব্যবহার জ্ঞান করিতেন।

দামিয়েন শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। গুরু জন ও মাননীয় ব্যক্তিগণের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করা তিনি একটী বিশেষ কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া জ্ঞান করিতেন। ধর্ম্মাশ্রমের আচার্য্যগণের কোন কার্য্য সাধকদিগের নিকট অসঙ্গত বা অন্যায় বোধ হইলে যদি কখন তাঁহারা তাহা তীব্রভাবে সমালোচনা করিতেন, দামিয়েন তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। ভক্তি ভাব সমন্বিত তদীয় হৃদয়ে তাহা শেল স্বরূপ বিদ্ধ হইত। যাঁহারা ভক্তি ও সম্মানভাজন তাঁহারা অন্যায় কার্য্য করিলে সম্মান ও শ্রদ্ধার সহিত তাহার প্রতিবাদ করা উচিত, এই নীতির সহিত দামিয়েনের হৃদয়ের প্রকৃতির সম্পূর্ণ ঐক্য ছিল।

নম্রতা সাধু হৃদয়ের একটী প্রধান লক্ষণ। দামিয়েনের হৃদয়ে বাল্যকাল হইতেই সাধুতার এই লক্ষণ বর্ত্তমান ছিল। অনেকে যৌবনকালে অহঙ্কার ভাবাপন্ন হইয়া থাকেন। আত্মশ্লাঘা-পরায়ণতা যুবা পুরুষদিগের মধ্যে সচরাচর দেখিতে পাওয়া গিয়া

থাকে। কিন্তু যুবক দামিয়েন যখন ধর্ম্মাশ্রমে বাস করিয়া ধর্ম্ম ও জ্ঞানলাভে ব্যাপৃত ছিলেন তখনও তিনি বাল্য-সুলভ নম্রতার পরিচয় দিয়াছিলেন। সকল সময়ে ও সকল কার্য্যে তিনি বিনম্র ভাবের পরিচয় প্রদান করিতেন। তিনি বলিতেন "যখন আমি এই তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন সহ-সাধকদিগের সহিত একত্রে উপবেশন করিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষায় ব্যাপৃত থাকি তখন ইহাঁদিগের বিদ্যা বুদ্ধির সহিত আমার বিদ্যাবুদ্ধি তুলনা করিয়া আমি লজ্জায় ম্রিয়মান হই।" আমাদিগের বিশ্বাস দামিয়েনের এইরূপ নম্রতা না থাকিলে তিনি জ্ঞান ও ধর্ম্মে উন্নতিলাভ করিতে সক্ষম হইতেন না। নম্রতা হইতেই উন্নতি লাভের আকাঙ্ক্ষার উৎপত্তি। অহঙ্কার-পূর্ণ আত্মা মনে করে যে তাহার যে পরিমাণ উন্নতিলাভ হইয়াছে, তাহাই যথেষ্ট, কিন্তু বিনম্র আত্মা সর্ব্বদাই স্বীয় হীন দশা উপলব্ধি করিয়া সতত উন্নতিলাভের জন্য সচেষ্ট হয়। মানবাত্মার উন্নতির পরিসমাপ্তি নাই ইহা উপলব্ধি করিয়া আমাদিগের আত্মাকে সর্ব্বদাই অহঙ্কারের আক্রমণ হইতে রক্ষা করা অতীব কর্ত্তব্য।

ধর্ম্মাশ্রমের কোন আচার্য্য একদিন উপদেশ দেন, যে মৌনব্রত, গত জীবনের কার্য্যকলাপ চিন্তা, ও নিরন্তর ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা, এই তিনটী উপায় ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইবার পক্ষে বিশেষ সাহায্য করে। এই উপদেশ দামিয়েনের নিকট অতীব উপাদেয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। তিনি ঐ উপদেশ অনুসারে সর্ব্বদা কার্য্য করিবেন মানস করিয়া স্বীয় ডেস্কের উপর তাহা স্বহস্তে খোদিত অক্ষরে লিখিয়া রাখিয়াছিলেন।

দামিয়েনের পিতা স্বধর্ম্মনিষ্ঠ বলিয়া সুপরিচিত ছিলেন।

রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মের নিয়মানুসারে যে সকল ধর্ম্ম নিয়ম পালন করিতে হয়, তিনি সাধ্যানুসারে তাহা পালন করিতেন। কোন কোন বিশেষ ধর্ম্মক্রিয়া তিনি বৎসরের মধ্যে চারিবার করিতেন, কিন্তু দামিয়েনের তাহা মনঃপূত হইত না। যখন দামিয়েন লুভেঁ নগরের ধর্ম্মাশ্রমে বাস করিতেছিলেন তখন একদা তাঁহার পিতা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। এই সময়ে তিনি বিনম্র ভাবে পিতাকে বুঝাইয়া বলেন যে তিনি যে ধর্ম্মক্রিয়াগুলি চারিবার করিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকেন তাহা তদপেক্ষা অধিক বার সম্পন্ন করা তাঁহার পক্ষে শুভকর। দামিয়েনের পিতা পুত্রের এই সাধু অনুরোধের ঔচিত্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে স্থির সংকল্প হয়েন। পিতার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে পুত্রের পক্ষে কোন মত প্রকাশ করা সাধারণতঃ আমাদিগের দেশের সামাজিক প্রথার বিরোধী, কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকা খণ্ডের নানা সভ্য দেশে উহা রীতি বহির্ভূত কার্য্য নহে। যথোচিত ভক্তি সহকারে বিনম্র ভাবে, ও শুভ উদ্দেশে যদি জ্ঞান সম্পন্ন পুত্র পিতার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে কোন অভিপ্রায় প্রকাশ করেন তাহা হইলে পুত্র ঔদ্ধত্য দোষে দোষী হয়েন না।

দামিয়েন ও তাহার ভ্রাতা যখন ধর্ম্মাশ্রমে বাস করিতেছিলেন তৎকালে উহার অধ্যক্ষেরা তথাকার উপাসনালয়ের জীর্ণ সংস্কার করাইতেছিলেন। আশ্রমের অধ্যক্ষগণ শিক্ষার্থিগণকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে তাঁহারা অবসরক্রমে উপাসনালয় সংস্কার কার্য্যে সাহায্য করিবেন। তাঁহারা আহ্লাদিত চিত্তে অধ্যক্ষগণের এই আদেশ পালন করিতেন। উপাসনালয়ের

ছাদের উপরিভাগস্থ ভগ্নপ্রায় একটী উচ্চ অংশ সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া তাহা পুনঃ নির্ম্মাণ করিবার প্রয়োজন হয়। সেই ভগ্নপ্রায় অংশের নিকট যাইয়া তাহা ভগ্ন করিতে গেলে হঠাৎ তাহা ভগ্নকারীর উপর পতিত হইয়া তাহার প্রাণ বিনাশ করিতে পারে এরূপ সম্ভাবনা ছিল, সুতরাং কেহই ঐকার্য্যে অগ্রসর হইতেছিলেন না। দামিয়েনের হৃদয় সাহসে পরিপূর্ণ, তিনি ভগ্নপ্রায় স্থানে একটী সোপান সংলগ্ন করিয়া তদুপরি আরোহণ করিয়া ধীরে ধীরে ঐ স্থানটী ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন। তাঁহার অকুতোভয়তা দেখিয়া সকলে চমৎকৃত হইয়া গেল।

১৮৬৩ শালের, এপ্রিল মাসে দামিয়েন, ভ্রাতা পেমফাইল ও কয়েক জন সহধ্যায়ী সহ জন্ম স্থান ট্রেমেলু গ্রামে গমন করিয়া পিতা মাতা ও অন্যান্য আত্মীয় পরিজনের সহিত কিয়ৎকাল ধর্ম্মোৎসব ও সদালাপে ক্ষেপণ করেন। তথা হইতে লুভেঁ নগরে প্রত্যাগমন করিবার স্বল্প কাল পরেই নিম্নে বর্ণিত ঘটনাটী ঘটে। ঐ ঘটনা দামিয়েনের জীবনের গতি পরিবর্ত্তন করিয়া দেয়। ঐ ঘটনা তাঁহার প্রকৃতিগত সুন্দর ও মহৎ গুণ গুলিকে সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত করাইবার উপায় স্বরূপ হয়। ঐ ঘটনাই তাঁহার অমরকীর্ত্তির সোপান স্বরূপ বিবেচিত হইতে পারে।

১৮৬৩ শালে পেমফাইল ধর্ম্মযাজক পদে উন্নত হইলেন। ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য তাঁহার প্রথম হইতেই বিশেষ আগ্রহ ছিল। ধর্ম্মাশ্রমের অধ্যক্ষগণ তাহা সম্যক অবগত ছিলেন। পোপ ষোড়শ গ্রিগরি এই ধর্ম্মাশ্রমের অধ্যক্ষগণকে প্রশান্ত সমুদ্রস্থ দ্বীপ সমুহের মধ্যে সেণ্ড উইচ নামক দ্বীপে

ধর্ম্ম প্রচারের অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। এক্ষণে পেম-ফাইলকে তাঁহারা ঐ দ্বীপে ধর্ম্ম প্রচার উদ্দেশে যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন। তিনি সানন্দ চিত্তে এই পবিত্র আদেশ শিরোধার্য্য করিলেন। কিন্তু মানবের অতি নিঃস্বার্থ ও মহৎ বাসনা চরিতার্থতা সম্বন্ধেও অনেক সময় অনতিক্রমণীয় বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইয়া থাকে। পেমফাইল সেণ্ডউইচ্ দ্বীপে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, যে অর্ণবপোতারূঢ় হইয়া যাত্রা করিবেন তাহা স্থির হইয়া গিয়াছে, উপযুক্ত অর্থ দিয়া টিকিট ক্রয় করা পর্য্যন্ত হইয়াছে, এমন সময়ে তিনি জ্বর বিকারে আক্রান্ত হইলেন। এই ঘটনায় দামিয়েনের মন উদ্বেলিত হইয়া উঠিল—তাঁহার ভ্রাতার পরিবর্ত্তে তাঁহার স্বয়ং সেণ্ডউইচ দ্বীপে যাত্রা করিবার বাসনা অকস্মাৎ যেন তাড়িতের ন্যায় প্রবলবেগে তাঁহার মনে প্রবেশ করিল। তিনি রোগশয্যাশায়ী ভ্রাতার নিকট গমন করিয়া সসম্ভ্রমে ও সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—"যদি আমি আপনার পরিবর্ত্তে সেণ্ডউইচে ধর্ম্মপ্রচার জন্য গমন করি তাহা হইলে কি আপনার মনোবেদনার কিঞ্চিৎ লাঘব হয়? আপনি কি তাহা হইলে এই রোগ শয্যায় কিঞ্চিৎ শান্তি প্রাপ্ত হইতে পারেন?" তিনি রোগাক্রান্ত হওয়াতে ধর্ম্মপ্রচার পক্ষে যে ব্যাঘাত উপস্থিত হইল, তাহাতে পেমফাইল মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। দামিয়েনের অকপট ধর্ম্মভাব, স্থির বুদ্ধি, ও জলন্ত উৎসাহের প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহাকে উপরোক্ত প্রকার প্রস্তাব করিতে দেখিয়া পেমফাইল আনন্দে বিগলিত হইলেন এবং সাগ্রহে তাঁহার প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলেন।

দামিয়েন আর কাল বিলম্ব না করিয়া পারিস্ নগরে ধর্ম্মাশ্রমের সর্ব্বপ্রধান অধ্যক্ষের নিকট স্বীয় প্রার্থনা অবগত করাইলেন। দামিয়েন এখনও ধর্ম্মযাজকের পদ প্রাপ্ত হন নাই, সুতরাং ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে তাঁহার অধিকার জন্মে নাই। তথাপি তিনি ঐ কার্য্যের জন্য আবেদন করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। তাঁহারই হৃদয়ে যে ধর্ম্মানুরাগ ও ধর্ম্মোৎসাহ প্রজ্বলিত হইতেছিল তাহার বল ও তেজের উপর নির্ভর করিয়াই তিনি তাঁহার এই অপ্রাপ্য অধিকার লাভে সাহসী হইয়াছিলেন। এরূপ আত্মবল ও সাহস বীর হৃদয়ের পরিচায়ক। ধর্ম্মাশ্রমের প্রধান অধ্যক্ষ দামিয়েনের আবেদন প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহা গ্রাহ্য করিলেন এবং আশ্রমের অধ্যক্ষগণকে অনুমতি করিয়া পাঠাইলেন যে পেমফাইলের পরিবর্ত্তে তাঁহার ভ্রাতা দামিযেনকে সেণ্ড-উইচ দ্বীপে ধর্ম্ম প্রচারার্থ প্রেরণ করা হউক। আশ্রমের অধ্যক্ষগণ দামিয়েনের উপর কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন; "তুমি এখনও ধর্ম্মযাজকের পদে উন্নত হও নাই, অতএব এখন ধর্ম্মপ্রচার করিতে যাওয়া তোমার পক্ষে বরং নির্ব্বোধের কার্য্য।" দামিয়েন তাঁহাদের এই বাক্যে কিছুমাত্র নিরুৎসাহিত না হইয়া প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষের অনুজ্ঞাপত্র খানি লইয়া সাহ্লাদে ভ্রাতার নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহার আনন্দকর মর্ম্ম তাঁহাকে অবগত করাইলেন।

সেণ্ড উইচ্ দ্বীপগামী যে অর্ণবপোতে যাত্রা করিবার জন্য পেম্‌ফাইল টিকিট ক্রয় করিয়াছিলেন তাহার যাত্রার দিবস ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইতেছিল, সুতরাং দামিয়েন আর কালবিলম্ব না করিয়া জনকজননী ও আত্মীয় পরিজনগণের

নিকট হইতে চিরবিদায় লইবার জন্য স্বীয় জন্মভূমি ট্রেমেলু গ্রামে যাত্রা করিলেন। তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া প্রত্যাগমনকালে মাতা ও ভ্রাতৃবধু সমভিব্যাহারে দামিয়েন্ ট্রেমেলু গ্রামের নিকটবর্ত্তী তাঁহার বাল্যকালের প্রিয় উপাসনালয়ে গমন করেন। সেই উপাসনালয়ে তিনি গভীর অকপট একপ্রাণতার সহিত এই প্রার্থনা করেন যে তিনি যেন ঈশ্বরের কর্ম্মক্ষেত্রে অন্ততঃ দ্বাদশ বৎসরকাল কার্য্য করিতে সক্ষম হয়েন। তাহার জীবনীপাঠে অবগত হওয়া যায় যে তাঁহার এই প্রার্থনা পরিবর্দ্ধিত আকারে পূর্ণ হইয়াছিল. কেননা দামিয়েন্ দ্বাদশ বৎসর নহে, দ্বি-দ্বাদশ বৎসর স্বীয় আদর্শানুসারে ঈশ্বরের সেবা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

একদিবস মাত্র পিত্রালয়ে বাস করিয়া, দামিয়েন প্রিয়তম আত্মীয়গণের নিকট হইতে ইহজীবনের জন্য বিদায় লইয়া বিষন্নমনে লুভেঁ নগরে প্রত্যাগমন করিলেন এবং তথা হইতে অবিলম্বে পারিস নগরে যাত্রা করিলেন। এই স্থানে তাঁহার ফটোগ্রাফ গ্রহণ করা হয়। তাঁহার ভ্রাতা কর্ত্তৃক ইংরাজীতে তাঁহার যে জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে তাহার প্রথমে উক্ত ফটোগ্রাফানুযায়ী তাঁহার একটী প্রতিমূর্ত্তি প্রদত্ত হইয়াছে। এই সময়ে দামিয়েনের দ্বাবিংশতি বর্ষ বয়স হইয়াছিল। এই সময়ে তাঁহার চরিত্রের যেরূপ দৃঢ়তা ছিল এই প্রতিকৃতিস্থ তদীয় মুখশ্রীতে তাহার ছায়া স্পষ্ট প্রতিফলিত দেখা যায়। এই প্রতিকৃতিতে দেখিতে পাই, তিনি হস্তে একটী ক্রশ ধারণ করিয়া বক্ষঃস্থলে তাহা রক্ষা করিতেছেন, যেন বলিতেছেন "এই ক্রশে বিদ্ধ করিয়া সমস্ত ভোগ সুখ বিনাশ পূর্ব্বক

আমি ঈশ্বরের নাম প্রচারে ও তাঁহার সন্তানগণের দুঃখ লাঘবে জীবন ক্ষেপণ করিব। পারিস নগরে তিন দিবস কাল অবস্থিতি করিয়া দামিয়েন ব্রিমারহেবেন নামক বন্দরে উপস্থিত হয়েন। সেখানে সেণ্ডউইচ দ্বীপগামী অর্ণবপোতে আরোহণ করেন। ১৮৬৩ সালের ১লা নবেম্বর তারিখে জাহাজ ব্রিমারহেবেন বন্দর পরিত্যাগ করিয়া প্রশান্ত সমুদ্রাভিমুখে যাত্রা করিতে আরম্ভ করে। উক্ত জাহাজে পাঁচজন ফরাসীস্ ধর্ম্মযাজক ও দশজন লোকহিতব্রতাবলম্বিনী ভগিনী নাম ধারিণী মহিলা, সেণ্ড উইচ দ্বীপপুঞ্জে ধর্ম্মপ্রচার ও তৎঅধিবাসী অসভ্যগণের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনে জীবন ক্ষেপণ করিবার জন্য যাত্রা করিতেছিলেন। দামিয়েন উক্ত পাঁচ জন ধর্ম্মযাজকের সহিত পরিচিত হইয়া অতীব সুখী হইলেন এবং অবিলম্বে তাঁহাদের স্নেহ ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিলেন। অর্ণবপোতে ইহাঁরা যে নিয়মে জীবন যাত্রা করিতেন, তাহার সহিত ধর্ম্মাশ্রমের নিয়মাবলীর কোন বিভিন্নতা ছিল না। ধর্ম্মালোচনা, উপাসনা, অধ্যয়ন, ও অবকাশ সম্বন্ধীয় যে সকল নিয়ম ধর্ম্মাশ্রমে প্রতিপালিত হইত, সমুদ্র বক্ষে ভাসমান অর্ণবপোতে বাসকালেও ইহাঁরা সেই সকল নিয়ম সম্যকরূপে পালন করিয়া আপনাদিগের গভীর ধর্ম্মানুরাগের পরিচয় দিতে লাগিলেন।

দামিয়েন চিরকালের জন্য স্বদেশ, মাতা পিতা, আত্মীয় বন্ধু বান্ধব পরিত্যাগ করিয়া সুদূর বিদেশে বিজাতীয় অসভ্যদিগের মধ্যে চির জীবন ক্ষেপণ করিতে যাইতেছেন। সুসভ্য স্বদেশ, স্নেহময়ী মাতা, স্নেহময় জনক, অনুরক্ত আত্মীয় বন্ধু-

আত্মবর্গিগকে চির বিসর্জ্জন দিয়া যাত্রা করিতে দামিয়েনের স্নেহশীল হৃদয় গভীর বিরহ ব্যথায় ব্যথিত হইতে লাগিল। একদিকে স্বদেশ ও আত্মীয় স্বজন গণের প্রতি প্রীতি, অপর দিকে স্বীয় হৃদিস্থিত আদর্শানুযায়ী কর্ত্তব্য সাধনের প্রতি আগ্রহ—উভয়ের আকর্ষণে তাঁহার প্রাণ, মন আকৃষ্ট হইতেছিল, কিন্তু স্বীয় জীবনের আদর্শ কর্ত্তব্য পালনই ঈশ্বরের অভিপ্রেত স্থির করিয়া তাহাই সংসাধন জন্য বীরের ন্যায়, স্বদেশ ও স্বজনের স্নেহ মমতা বিসর্জ্জন করিলেন। ব্রিমারহেবেন্ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে অর্ণবপোত হইতে দামিয়েন স্বীয় জনক জননীকে যে-পত্র লিখেন তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন ;—"আমি আপনাদিগকে, জন্মভূমিকে ও আত্মীয় স্বজনকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসি। সুতরাং চিরকালের জন্য আপনাদিগের সহিত সম্বন্ধবিচ্ছিন্ন করিয়া দূরদেশে ধর্ম্মকার্য্যে জীবন উৎসর্গ করা আমার পক্ষে ঘোরতর আত্মত্যাগের কার্য্য। কিন্তু যাঁহার আদেশ এই আত্ম বিসর্জ্জনের জন্য আমাকে প্রবোধিত করিতেছে তিনি স্বয়ং ঈশ্বর। আমরা আমাদিগকে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের অধীন করিয়াছি। তিনি করুণা করিয়া আমাদিগকে আশ্রয় দিয়াছেন। অতএব আপনারা আমার জন্য উৎকণ্ঠিত হইবেন না। আপনাদিগের নিকট আমার কেবল এই মাত্র অনুরোধ যে আপনারা ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করিবেন যেন আমরা নিরাপদে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারি। ঈশ্বরের পবিত্র ইচ্ছা পালন করাই আমার জীবনের উদ্দেশ্য। আশীর্ব্বাদ করুন যেখানে থাকি, যতদিন জীবিত থাকি, সর্ব্বদাই যেন ঐ উদ্দেশ্য পালন করিতে সক্ষম হই।"

দামিয়েন যে অর্ণবপোতারূঢ় হইয়া সেণ্ডউইচ দ্বীপে যাত্রা করিয়াছিলেন তাহা বাষ্পীয়পোত ছিল না, সুতরাং গন্তব্য স্থানে পৌছিতে পাঁচ মাসকাল সময় লাগিয়াছিল। পথি মধ্যে হরন অন্তরীপের নিকটে ঘোর ঝটিকা উপস্থিত হওয়াতে জাহাজ খানি জলে পূর্ণ হইয়া সমুদ্র গর্ভে মগ্ন হইবার সম্ভাবনা হয়। কিন্তু যাত্রীগণ ঈশ্বরানুগ্রহে সে বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হয়েন। এই ঘটনার পর কয়েক দিবস প্রবল বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে। হরন অন্তরীপের নিকট সর্ব্বদাই ঝটিকা হইয়া শত শত জাহাজ জলমগ্ন হয়। সুতরাং এই স্থানে প্রবল বায়ু প্রবাহিত হইতে দেখিয়া যাত্রীগণ বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। দামিয়েন অর্ণবপোতের রক্ষার জন্য খ্রীষ্টমাতা মেরীর নয় দিবস ব্যাপী উপাসনা আরম্ভ করেন। ইহা অতি বিস্ময়ের বিষয় যে যে, দিন তিনি উপাসনা সমাধা করিলেন, সেই দিবসই বায়ুর প্রবল তার লাঘব হইল এবং সমুদ্র শান্ত ভাব ধারণ করিল। ইহার কয়েক দিবস পরে চতুর্ব্বিংশ ঘণ্টাব্যাপী ঘোর ঝটিকা উপস্থিত হইয়া যাত্রীদিগের মনকে বিচলিত ও ভয়ার্ত্ত করিয়াছিল। পরিশেষে ১৮৬৪ সালের ১৯ মার্চ্চ তারিখে দামিয়েন সেণ্ডউইচ দ্বীপের রাজধানী হনালুলু নগরে উপস্থিত হইলেন।

আমরা এই স্থলে সেণ্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জের সংক্ষেপ বিবরণ প্রদান করিতেছি।

এই দ্বীপপুঞ্জ উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে এবং বিষুব রেখার উত্তর ভাগে দ্বাবিংশ ও ত্রয়োবিংশ ডিগ্রীর মধ্যে অবস্থিত। ইহাতে সর্ব্বশুদ্ধ দ্বাদশটী দ্বীপ আছে, তন্মধ্যে আটটীতে লোক জনের বসতি আছে, অবশিষ্ট চারিটী জীবজন্তু শূন্য। এই

দ্বীপপুঞ্জ হইতে এক হাজার ক্রোশ গমন না করিলে আমেরিকা মহা দেশের কোন অংশে উপস্থিত হওয়া যায় না। ১৭৭৮ খৃঃ অব্দে সুপ্রসিদ্ধ কাপ্তেন কুক্ এই দ্বীপ আবিষ্কার করেন। ১৭৭৯ খৃঃ অব্দে কুক্ সাহেব দ্বিতীয় বার এই দ্বীপে উপস্থিত হইলে তথাকার বর্ব্বর অধিবাসীগণ কর্ত্তৃক নিহত হয়েন। পৃথিবী বেষ্টনকারী এই সুবিখ্যাত ইংরাজ নাবিকই এই দ্বীপ গুলিকে "সেণ্ডউইচ দ্বীপ পুঞ্জ" নাম প্রদান করেন। ইহাদিগের মধ্যে হওয়ে নামক দ্বীপটী সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ঐ দ্বীপস্থ হনোলুলু নামক নগর সেণ্ডউইচ দ্বীপ পুঞ্জের রাজধানী। এই নগরের অধিবাসীর সংখ্যা দশ সহস্র মাত্র। রাজা ও তাঁহার অমাত্যগণ এইখানে বাস করিয়া থাকেন। দ্বীপপুঞ্জের জল বায়ু অস্বাস্থ্যকর নহে। দামিয়েন স্বয়ং তাঁহার ভ্রাতা পেমফাইলকে লিখিয়াছিলেন যে, যে সকল বিদেশী ঐ দ্বীপে আসিয়া বসতি করে তাহারা শারীরিক স্বাস্থ্যে উন্নতি লাভ করিয়া থাকে। হওয়ে দ্বীপে তিনটী আগ্নেয় গিরি আছে, তন্মধ্যে দুইটী হইতে অগ্ন্যুৎপাত হয় না, কিন্তু তৃতীয়টী হইতে মধ্যে মধ্যে জলন্ত অগ্নিময় দ্রবধাতু উদ্গীরিত হইয়া চতুর্দ্দিকে প্লাবিত হয়। এই আগ্নেয় গিরির অতি নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচারের ভারই দামিয়েনের উপর অর্পিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে আমেরিকা নিবাসী প্রটেষ্টাণ্ট খ্রীষ্টীয় মিসনরীগণ এই দ্বীপে সর্ব্ব প্রথমে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করেন। পরে ১৮২৫ খৃঃ অব্দে পোপ দ্বাদশ লিওর অনুজ্ঞা অনুসারে এই দ্বীপপুঞ্জে রোমেনকেথলিক ধর্ম্ম প্রচারিত হইতে আরম্ভ হয়। দামিয়েন এবং তাঁহার সহযাত্রী রোমেনকেথলিক

ধর্ম্মযাজকগণ এখানে উপস্থিত হইবার অষ্টাত্রিংশ বৎসর কাল পূর্ব্ব হইতে এই দ্বীপবাসীদিগের মধ্যে রোমেনকেথলিক ধর্ম্মমত প্রচারিত হইতেছিল।

দামিয়েন যখন আনন্দে ও উৎসাহে ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যের গুরুভার গ্রহণ করিয়া লুভেঁ নগর পরিত্যাগ করেন, তখন সময়াভাব তাঁহাকে ধর্ম্মযাজকের পদে উন্নত করিবার সুবিধা হয় নাই। ধর্ম্মযাজকের পদে উন্নীত না হইলে ধর্ম্মপ্রচারের অধিকার জন্মেন, সুতরাং হনোলুলু নগরে উপস্থিত হইয়াই দামিয়েন উক্ত পদের উপযুক্ত হইবার জন্য দুইমাস কাল সময় গ্রহণ করিলেন। তৎপরে ১৮৬৪ সালের জুন মাসে তিনি ধর্ম্মযাজকের পদে উন্নীত হইলেন। ধর্ম্ম প্রচারের অধিকার লাভ করিয়াই তিনি অপরিসীম আগ্রহ ও উৎসাহের সহিত স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ, ফাদার দামিয়েন ও ফাদার ক্লেমেণ্ট নামক অপর একজন প্রচারককে হওয়ে দ্বীপের নানা স্থানে প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত হইতে আদেশ করিয়াছিলেন। প্রথম কয়েক দিবস তিনি দুই তিন স্থানের ধর্ম্মযাজকদিগের সহিত পরিচয় করিতে ব্যাপৃত রহিলেন। ধর্ম্মযাজকপদ গ্রহণ করিবার প্রায় একমাস কাল পরে সর্ব্বপ্রথম অসভ্য অধিবাসীদিগের মধ্যে ধর্ম্মবিষয়ে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার পর শ্রোতাগণের মধ্যে অনেকে কেথলিক ধর্ম্ম নিয়মানুসারে তাঁহার নিকট আগমন করিয়া তাঁহাদের পাপ স্বীকার করিল। শারীরিক বল এবং স্বাস্থ্যের অভাবে অনেক উৎসাহী ব্যক্তির আশা পূর্ণ হইতে পায়না; কিন্তু দামিয়েনের শারীরিক স্বাস্থ্য ও বল, তাঁহার হৃদ-

য়ের প্রবল উৎসাহের অনুযায়ী ছিল, সুতরাং উৎসাহ তাঁহাকে যে কার্য্য যেরূপ ভাবে সম্পন্ন করিতে পরিচালিত করিত, তিনি প্রায়ই তাহা সেই ভাবে সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইতেন। ১৮৬৪ সালের একদিন তিনি ও ফাদার ক্লেমেণ্ট পঞ্চচত্বারিংশ ক্রোশ দূরবর্ত্তী এক স্থানে প্রচারার্থ গমনকালে কোন প্রকার যান না পাইয়া, ঐ পথের অধিকাংশ পদব্রজে গমন করিয়াছিলেন। অন্য এক সময়ে তিনি সহযোগী ক্লেমেণ্টের সঙ্গে সার্দ্ধ তিন দিন পদব্রজে ভ্রমণ করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিয়া বেড়াইয়াছিলেন।

পুনা-নামক অঞ্চলে ধর্ম্মপ্রচার করিবার ভার দামিয়েনের উপর অর্পিত হইয়াছিল। পুনা আয়তনে অতি বৃহৎ ছিল উহার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিতে তিন দিবস লাগিত। পুনা জিলায় বহু সংখ্যক লোকের বাস ছিল। দামিয়েনের পূর্ব্বে, ঐ জেলায় কোন ধর্ম্মপ্রচারক বাস করিয়া প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন নাই, সুতরাং দামিয়েন কার্য্য করিবার বিশাল ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইলেন। প্রথম দিবসেই তিনি প্রচার কার্য্যে বহির্গত হইয়া, উনত্রিংশ জন লোককে খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। এখানে উপাসনালয় ছিল না, অল্পকাল মধ্যেই তিনি দুইটী উপাসনালয় সংস্থাপন করিলেন। এখানকার অধিবাসীগণের খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষ ভাব ছিল। যাহারা খৃষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে যাইত, তাহাদিগের আত্মীয় বান্ধবগণ তাহাদিগকে বিশেষ বাধা দিত; তথাপি ফাদার দামিয়েন স্বীয় গভীর ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে পারগতার প্রভাবে অল্পকাল মধ্যেই বহু সংখ্যক লোককে খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী

করিতে সক্ষম হইলেন। উদার চরিত, প্রকৃত ধার্ম্মিক প্রচারক, ধর্ম্ম-মত প্রচার করিতে যত দূর চেষ্টিত হয়েন, তদপেক্ষা ধর্ম্মভাব, লোকের হৃদয়ে সঞ্চারিত করিবার জন্য অধিক যত্নশীল হয়েন। দামিয়েন এইরূপ উচ্চ শ্রেণীর ধর্ম্ম প্রচারক ছিলেন। তিনি বলিতেন, যে ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ও আত্মার মুক্তির জন্য প্রবল আগ্রহ, এই দুইটী ভাব পুনা অঞ্চলবাসীদিগের হৃদয়ে উদ্দীপ্ত করিতেই তিনি বিশেষ সমুৎসুক হইবেন। * হাওয়াই দ্বীপে অবস্থান কালে তিনি কিরূপে তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়াছিলেন পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আমরা তাহা বর্ণনা করিব।

* দামিয়েন তাঁহার পিতাকে লিখিয়াছিলেন;—"Among the Volcanoes of Puna I should wish above all to have that pure love of God, that ardent zeal for the salvation of souls, with which M. Vianney, the Cure d'Ars, was inflamed."

তৃতীয় অধ্যায়।

হাওয়াই দ্বীপে অবস্থান এবং ধর্ম্ম প্রচার।

—:০:—

কিরূপ অবস্থায় দামিয়েন তাঁহার জন্ম ভূমি, পিতা মাতা এবং আত্মীয় বন্ধুদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। বন্ধনে অনভ্যস্ত অশ্ব, বন্ধন মুক্ত হইলে যেমন আনন্দে উল্লম্ফন দিয়া উঠে, ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া তিনিও তেমনি উল্লসিত হইয়াছিলেন। কর্ত্তব্য সাধন সম্বন্ধে এইরূপ আন্তরিক অনুরাগ না থাকিলে কেহ কখন তাহা সুসম্পন্ন করিতে পারে না। লোকে সাধারণতঃ কার্য্য ক্ষেত্রের পরিমাণ বৃদ্ধি দেখিলে ভীত হয়। কিন্তু কার্য্য ক্ষেত্রের আয়তন বৃদ্ধি দর্শনে ভীত হওয়া দূরে থাকুক, দামিয়েনের উৎসাহ যেন আরও পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পিতা-মাতাকে এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে এই সময় তিনি যে সমস্ত পত্র লিখিতেন, তাহা তাঁহার অতুলনীয় উৎসাহ, কর্ত্তব্য নিষ্ঠা এবং ঈশ্বরেচ্ছার উপর নির্ভর ভাবের নিদর্শনে পূর্ণ। তাঁহার এই সময়ের লিখিত একখানি পত্রের অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

স্যাণ্ডউইচ্ দ্বীপপুঞ্জ, মার্চ্চ ১৮৬৫।

আমার একান্ত প্রিয় জনক জননি

যখন আমি আপনাদিগকে আমার সংবাদ প্রেরণ করিবার অবসর প্রাপ্ত হই এবং যখন আমি আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া

দিতে পারি, যে বিশাল প্রশান্ত সাগরের বক্ষে দুই শত পঁচিশ বর্গ ক্রোশ ব্যাপি একটি দ্বীপের অভ্যন্তর হইতে একজন পুত্ররূপে আপনাদিগকে ভাল বাসিতেছে, ধর্ম্মাচার্য্যরূপে ভগবানের নিকট আপনাদিগের জন্য প্রার্থনা করিতেছে; এবং প্রচারক রূপে আমাদিগের আবাধ্য মুক্তি দাতার বিপথগামী পুত্র কন্যা দিগকে ফিরাইয়া আনিতেছে, তখন আমার বড়ই আনন্দ হয়। প্রিয় জনক জননি, এখানে আমার অশান্তি এবং উদ্বেগের কারণ যথেষ্ট আছে, কিন্তু তথাপি আমি সুখে আছি।

অল্প দিন হইল আমাদিগেব ধর্ম্মাধ্যক্ষ আমার প্রচার কার্য্যের জন্য একটি নূতন স্থান নির্দ্দিষ্ট কবিয়া দিয়াছেন। আমাদিগের বাসস্থান ট্রিমিলু বিভাগ অপেক্ষা ইহা আয়তনে কিঞ্চিৎ অধিক। ইহার চতুর্দ্দিক একবার পরিবেষ্টন করিয়া আসিতে হইলে এক মাস সময় আবশ্যক করে। এখানে আমাদিগের পদব্রজে, শকটে অথবা রেল যোগে যাতায়াত কবিবাব উপায় নাই। আমরা কিরূপে তবে এত অধিক পথ ভ্রমণ করি বলুন দেখি? এখানে অশ্ব এবং অশ্বতর পাওয়া যায়। অল্প দিন হইল আমি প্রায় চল্লিশ টাকায় একটি অশ্ব এবং ত্রিশ টাকার একটি অশ্বতর ক্রয় করিয়াছি। সময়ে সময়ে আমাকে নৌকা করিয়াও ভ্রমণ করিতে হয়। দরিদ্র দ্বীপবাসীগণ যখন আমাকে এবং কামিনোকে আসিতে দেখে, তখন বড়ই আনন্দিত হয়। আমি তাহাদিগকে প্রকৃতই আন্তরিক স্নেহ করি এবং আমার মনে হয় আমাদিগের স্বর্গীয় প্রভুর ন্যায় আমিও অনায়াসে তাহাদিগের জন্য জীবন বিসর্জ্জন দিতে পারি। যখন দশ বার ক্রোশ দূরবর্ত্তী কোন পীড়িত ব্যক্তিকে দেখিবার প্রস্তাব হয়, আমি তখন নিজের

সুবিধার দিকে দৃষ্টিপাত করি না। এ বৎসর এখানে একবার ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে, এরূপ ঘটনা এখানে প্রায়ই হইয়া থাকে।

শাসন প্রণালী সম্বন্ধে এখানে এখন সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে ধর্ম্ম বিশ্বাস হীন ব্যক্তিদিগের হস্তেই এখানকার শাসনভার ন্যস্ত ছিল, এক্ষণে তাহার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এরূপ পরিবর্ত্তনে ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন কল্যাণ সাধিত হইবে কিনা, তাহা আমি এখনও বলিতে পারি না। পৌত্তলিকতা এখনও সম্পূর্ণরূপে এখান হইতে তিরোহিত হয় নাই। কোন ব্যক্তির পীড়া হইলে তাহারা এখনও দেব দেবীগণের উদ্দেশে বলি প্রদান করে। অনেকে কিন্তু ইহার মধ্যেই খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে, যাহারা আজিও হয় নাই আমরা তাহাদিগকে খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেছি।

প্রিয় জনক জননি, এখানে আমাদিগের কার্য্যের নানা প্রকার অন্তরায় আছে, এখানকার প্রচারকগণ যাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন তজ্জন্য আপনারা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবেন। প্রিয় জনক জননি, এখন তবে বিদায়। সকলকে আমার স্নেহ সম্ভাষণ জানাইবেন। লিযন্স, জিরার্ড এবং ভিক্টরকে আমায় পত্র লিখিতে বলিবেন এবং আপনাদিগের সংবাদও অতি অবশ্য পাঠাইবেন। আমার জন্য কোন কারণে উৎকণ্ঠিত হইবেন না, কিন্তু যাহাতে আমি কর্ত্তব্য সম্পাদনে দৃঢ়ব্রত হইতে পারি, তজ্জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবেন।

আপনাদিগের চিরানুগত পুত্র আচার্য্য দামিয়েন
ধর্ম্মযাজক এবং ধর্ম্মপ্রচারক।

দামিয়েনের পত্র হইতে পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন, যে কর্ত্তব্য সম্পাদন সম্বন্ধে তাঁহার কিরূপ আন্তরিক অনুরাগ ছিল। পিতা মাতার নিকট তাঁহার শেষ প্রার্থনা এই, যে যেন তিনি কর্ত্তব্য সম্পাদনে দৃঢ়ব্রত হইতে পারেন। অনুষ্ঠেয় কার্য্যে একপ অনুরাগ না থাকিলে তাহা সম্পাদন করা সম্ভব নয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে লিখিত একখানি পত্রেও তিনি এইরূপ ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। সুবৃহৎ প্রচার ক্ষেত্রের ভার প্রাপ্ত হইয়া তিনি ভ্রাতাকে সগৌরবে লিখিয়াছিলেন; "ভাই আমার প্রচার ক্ষেত্র সম্বন্ধে আমার যথার্থই গৌরব করিবার আছে। আয়তনে ইহা ম্যালিনিসের সমগ্র প্রচার ক্ষেত্রেরই ন্যায় বৃহৎ"। দামিয়েনের এই সুবৃহৎ প্রচার ক্ষেত্রে সাতটী উপাসনালয় সংস্থাপিত ছিল। তিনি অশ্বারোহণে এই সাতটীতেই পর্য্যায়ক্রমে উপাসনা করিতেন। পাছে তাঁহার পিতা মাতা তিনি এরূপ বৃহৎ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন শুনিয়া, তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হন, এই ভয়ে তিনি তাঁহাদিগকে ইতিপূর্ব্বে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার প্রচার ক্ষেত্রের আয়তন স্বল্প করিয়া লিখিয়াছিলেন। দামিয়েনের পূর্ব্বে যাঁহার উপর এ সুবৃহৎ প্রচার ক্ষেত্রের ভার অর্পিত ছিল, তিনি দুর্ব্বল এবং পরিশ্রমে অপটু ছিলেন, সুতরাং সেরূপ গুরুতর কার্য্যের ভার বহন করা তাঁহার পক্ষে কোন ক্রমেই সম্ভব ছিল না। ভগবানের কার্য্যের ক্ষতি হইতেছে, আর তিনি সবল পরিশ্রম পটু দেহ লইয়া অপেক্ষাকৃত অনায়াস-সাধ্য কার্য্যে সমুৎক্ষেপ করিতেছেন, এইরূপ চিন্তা করিয়া দামিয়েনের কর্ত্তব্যানুরাগী হৃদয় ব্যথিত হইল। তিনি উপযাচক

হইয়া তাঁহাদিগের ধর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট তাঁহার প্রচার ক্ষেত্র পরিবর্ত্তনের জন্য প্রার্থনা করিলেন এবং তাঁহার সহযোগী ধর্ম্ম ভ্রাতাকে অপেক্ষাকৃত লঘুভার সমর্পণ করিয়া প্রফুল্লিত চিত্তে নিজের স্কন্ধে সেই আয়াস-সাধ্য গুরুভার গ্রহণ করিলেন।

দামিয়েন কিরূপ ভাবে আপনার কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিতেন, নিম্ন লিখিত একটি ঘটনা হইতে পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন। হওয়াই দ্বীপপুঞ্জের অনেক স্থান পর্ব্বত এবং গণ্ড শৈলে আবৃত। অতি সামান্য ক্ষণ সেখানে পর্য্যটন করিলে ক্লান্ত হইয়া পড়িতে হয়, কিন্তু দামিয়েন প্রচার কার্য্যে বহির্গত হইয়া ক্লান্তি, ক্ষুৎপিপাসা কিছুরই দিকে ভ্রুক্ষেপ করিতেন না। এক দিন তিনি অশ্বারোহণে একটি উচ্চ এবং দুরারোহ পর্ব্বতের পাদদেশে উপস্থিত হইলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন পর্ব্বতের অপর পার্শ্বস্থিত একটি পল্লীতে কতকগুলি খৃষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী লোক বাস করেন। নূতন প্রচার ক্ষেত্রের ভার প্রাপ্ত হওয়া অবধি তিনি কখনও এই পল্লী দর্শন করেন নাই। তাঁহার মনে হইল, স্বচক্ষে তাঁহাদিগের অবস্থা একবার দর্শন করা তাঁহার একান্ত কর্ত্তব্য। তিনি নিকটবর্ত্তী একস্থানে অশ্বটীকে বন্ধন করিয়া পর্ব্বতের উপর উঠিতে আরম্ভ করিলেন। পর্ব্বত এরূপ দুরারোহ এবং তাহার উপর উঠিবার পথ এরূপ সঙ্কীর্ণ এবং পিচ্ছিল ছিল যে তিনি জানু এবং হস্তের উপর ভর দিয়া উঠিতে বাধ্য হইলেন। অতি কষ্টে এবং বহু পরিশ্রমে তিনি পর্ব্বতের শিখর দেশে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু উপস্থিত হইয়া দেখেন, তিনি একটি প্রকাণ্ড গহ্বরের পার্শ্বে আসিয়া পড়িয়াছেন। কোন দিকে মনুষ্যালয়ের চিহ্নমাত্র নাই; তাঁহার পার্শ্বে

সেই প্রকাণ্ড গহ্বর মুখ ব্যাদান করিয়া রহিয়াছে এবং তাহার অপর দিকে আর একটী উত্তুঙ্গ পর্ব্বত শৃঙ্গ মস্তক উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। দামিয়েন নির্ভীক হৃদয়ে এবং অকুণ্ঠিত চিত্তে গহ্বরে অবতীর্ণ হইলেন এবং তাহা অতিক্রম করিয়া, পূর্ব্বেরই ন্যায় পরিশ্রমে এবং ক্লেশে দ্বিতীয় পর্ব্বত শৃঙ্গের উপরে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং অতি কষ্টে যখন তাহার শিরোদেশ প্রাপ্ত হইলেন, তখন দেখিলেন, কোন স্থানে পল্লী অথবা উপাসনালয়ের নিদর্শন মাত্র নাই। তাঁহার সম্মুখে কেবল একখণ্ড সমতল ভূমি প্রসারিত রহিয়াছে। এবং তাহার অপর দিকে আর একটি নূতন পর্ব্বত শৃঙ্গ সগর্ব্বে মস্তক উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পাঠক, এ অবস্থায় আপনি কি করিতেন বলিয়া মনে হয়? আপনি নিশ্চয়ই বলিবেন, বিষাদিত চিত্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইতাম। কিন্তু প্রকৃত মনস্বী পুরুষদিগের হৃদয়, সাধারণ মনুষ্যের হৃদয় হইতে বিভিন্ন উপাদানে নির্ম্মিত। দামিয়েন জানিতেন, তাঁহার দয়াময় প্রভুর প্রিয় পুত্র কন্যাগণের আত্মার কল্যাণের ভার তাঁহার উপর অর্পিত রহিয়াছে, তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির ক্লেশে ভীত হইলে চলিবে কেন? তিনি সেখানে বসিয়া একবার প্রাণ ভরিয়া ভগবানের আরাধনা করিলেন এবং তাঁহার ইচ্ছার উপর নিজের মঙ্গলামঙ্গল সম্পূর্ণরূপ সমর্পণ করিলেন। তাঁহার শরীরে নূতন বল সঞ্চারিত হইল। অভিনব উৎসাহের সহিত তিনি তৃতীয় পর্ব্বত শৃঙ্গটি অতিক্রম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাহার পর আরও একটি প্রকাণ্ড গহ্বর অতিক্রম করিলেন। বারম্বার এইরূপ পরিশ্রমে তাঁহার সবল দেহও শিশুর দেহের ন্যায় দুর্ব্বল হইয়া

পড়িয়াছিল। পরিশ্রমে অবসন্নপ্রায় হইয়া তিনি কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিতে বাধ্য হইলেন। সমতল ভূমিতে অভ্যস্ত পাঠক এই পর্ব্বত আরোহণ এবং অবরোহণের ক্লেশ অনুভব করিতে পারিবেন না; কিন্তু যাঁহারা কখন পর্ব্বতারোহণের ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, যে বহুক্লেশে একটি পর্ব্বত শৃঙ্গের উপর উঠিয়া সেখানে আর একটি নূতন শৃঙ্গ দেখিলে শরীর এবং মন দুই কিরূপ অবসন্ন হয়। বারম্বার ব্যর্থ পরিশ্রম করিয়া দামিয়েনের হৃদয় যে কেবল নিরাশায় অবসন্ন হইয়া পড়িয়া ছিল তাহা নয়; তাঁহার শরীরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। সুতীক্ষ্ণ উপল খণ্ডের আঘাতে তাঁহার হস্ত ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল এবং তাহা হইতে অবিশ্রান্ত রক্ত নির্গত হইতেছিল। তাঁহার পদ দ্বয়ও অনাহত ছিল না। অনবরত প্রস্তর খণ্ডের সংঘর্ষণে তাঁহার পাদুকা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এ অবস্থায়ও দামিয়েন উদ্দেশ্য চ্যুত হইবার পাত্র ছিলেন না। নিজের আহত এবং অবসন্ন দেহ তাঁহার হৃদয়ে এক নূতন ভাব উদ্দীপিত করিল। নিজের রুধিরদিগ্ধ হস্তের দিকে তিনি দৃষ্টিপাত করিলেন; মহাত্মা খ্রীষ্টের অবস্থা বিদ্যুতের ন্যায় সহসা তাঁহার স্মৃতি পথে উদিত হইল। পৃথিবীর মলিনতা যাঁহাকে কলুষিত করিতে পারে নাই তাঁহার সেই স্বর্গীয় প্রভু মনুষ্য জাতির প্রেমে এত ক্লেশ সহ্য করিয়া গিয়াছেন, আর তিনি তাঁহার সেবক হইয়া শারীরিক ক্লেশে ভীত হইতেছেন, একথা সহসা তাঁহার মনে হইল। তিনি আপনাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হৃদয় আশ্বস্ত হও, তোমার দয়াময় প্রভুও এই সকল আত্মার জন্য রক্তপাত করিয়াছিলেন।" যে মহাপুরুষকে তিনি

জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার স্মৃতি তাড়িতের ন্যায় তাঁহার অবসন্ন দেহে বল আনিয়া দিল। তিনি পুনর্ব্বার উৎসাহের সহিত যাত্রা করিলেন, এবং অবশেষে পথশ্রান্তি এবং ক্লেশে অবসন্ন প্রায় হইয়া গন্তব্য স্থলে উপস্থিত হইলেন। পল্লীবাসীদিগকে দেখিয়া দামিয়েনের সমস্ত ক্লেশ দূরীভূত হইল। পল্লীস্থ ব্যক্তিগণ বহু দিন পর্য্যন্ত কোন ধর্ম্ম প্রচারকের বাণী শুনিতে পান নাই। নীরস শুষ্ক ভাবে তাঁহাদিগের ধর্ম্মজীবন অতিবাহিত হইতেছিল। দামিয়েনকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা আনন্দে পূর্ণ হইলেন, এবং তাঁহাদিগের আনন্দ দেখিয়া, দামিয়েনও আপনার সমস্ত পরিশ্রম এবং ক্লেশ সার্থক মনে করিলেন।

কিজন্য যে দামিয়েন মনুষ্য হইয়াও দেবতার ন্যায় কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, উপরি লিখিত ঘটনা হইতে পাঠক তাহা অনুমান করিতে পারিবেন। কর্ত্তব্য সাধন সম্বন্ধে এরূপ প্রাণগত অনুরাগ না থাকিলে কেহ কখন সেরূপভাবে জীবন উৎসর্গ করিতে পারেনা। বিধাতা তাঁহার শরীরে যেমনই অমানুষিক বল দিয়াছিলেন, তাঁহার হৃদয়েও তেমনই মনুষ্য জাতির প্রতি অদম্য অনুরাগ সঞ্চরিত করিয়াছিলেন। তাঁহার শরীরের বল দেখিয়া হাওয়াইবাসিগণ বিস্মিত হইত। তিনজন লোকে একত্রে যে কাষ্ঠখণ্ড উত্তোলন করিতে পারিত না, তিনি তাহা একাকী স্কন্ধে লইয়া পর্ব্বতের উপর উঠিতেন। লোকে তাঁহার বল দেখিয়া বিস্মিত হইত, ভাবিত তিনি কোন দৈব বলে বলবান। দামিয়েনের হৃদয়ের বলও তাঁহার শারীরিক বল অপেক্ষা ন্যূন ছিলনা। ক্লান্তি নাই, বিশ্রাম নাই, অবকাশ নাই, নরনারীর সেবায় জন্য সর্ব্বদাই তিনি ব্যস্ত থাকিতেন। বিধাতার আদেশে

তিনি যে কার্য্য সম্পাদনেব জন্য সেখানে আসিয়াছিলেন, তাহা-রই চিন্তা এবং ধ্যানে তাঁহাব সমস্ত হৃদয় পরিপূর্ণ থাকিত এবং প্রত্যেক নিশ্বাসেব সঙ্গে যেন তাহা তাঁহাব হৃদয় হইতে নিস্সৃত হইত। তাঁহার স্বভাবত স্নেহ-প্রবণ হৃদয়ে ভ্রাতা ভগ্নী জনক জননী প্রভৃতিব প্রতি স্নেহের মধ্যেও তাঁহার কর্ত্তব্যানুবক্তি এবং মনুষ্য জাতির প্রতি প্রেম কিরূপ একাধিপত্য করিত, তাহা তাঁহাব লিখিত পত্র হইতে পাঠক বুঝিতে পাবিবেন।

কোহালা, হাওয়াই
১২ই অক্টোবর ১৮৬৯।

আমাব প্রিয়জনক জননি,

এতদিন পবে আমি আপনাদিগেব পত্র প্রাপ্ত হইলাম। কিজানি আপনাদিগেব যদি কিছু অমঙ্গল ঘটিযা থাকে, সেই ভয়ে এতদিন আমি বড অসুখে ছিলাম, কিন্তু আপনাবা সুস্থ শরীবে আছেন শুনিয়া পবম সুখী হইলাম। আমি নিজে ঈশ্ববেব আশীর্ব্বাদে নির্ব্বিঘ্নে আছি। এখানে আসা অবধি একদিনেব জন্যও আমি অসুস্থ হই নাই। আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম পূর্ব্বেরই ন্যায় চলিতেছে। গত বৎসব আমি দুইটি নূতন উপাসনালয় নির্ম্মাণ করিযাছি। ইহার মধ্যে একটির ভাব, এবং আমার সুবৃহৎ প্রচাব ক্ষেত্রের অর্দ্ধাংশ, আব একজন ধর্ম্ম-প্রচারকের হস্তে সমর্পণ করিয়াছি। সেই জন্য আমার কার্য্য এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা একটু লঘু হইয়াছে। এখন আমাকে কেবল তিনটি উপাসনালয়ের কার্য্য করিতে হয়। এই সকল উপাসনা-লয় পবস্পরের নিকট হইতে সাত আট ক্রোশ দূরবর্ত্তী। আমি রবিবার পর্য্যায়ক্রমে তাহার এক একটিতে উপাসনা করি।

আমি শেষবার যে উপাসনালয়টি প্রস্তুত করিয়াছি তাহা দেখিতে অতি সুন্দর হইয়াছে এবং তাহার উপরে একটি সুন্দর চূড়া প্রস্তুত করিয়াছি। অর্গষ্ট * আমার নিকট বারম্বার যে ঘণ্টাটি দিবেন বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, আমি তাহার জন্য আজিও অপেক্ষা করিয়া আছি; কিন্তু কই আজিওত তাহা আসিলনা।

আমার শারীরিক পরিশ্রম ব্যতীত এই কাষ্ঠ নির্ম্মিত উপাসনালয়টি প্রস্তুত করিতে আমার প্রায় ষোলশত টাকা ব্যয় হইয়াছে। ইহার জন্য আমার প্রত্যেক পাইপয়সা শেষ করিয়াও আমার প্রায় ১৬০ টাকা ঋণ ছিল। কিন্তু ঈশ্বর অবশেষে আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন। উপাসনালয়ে ঘণ্টার অভাবে আমরা এখন শিঙ্গা বাজাইয়া উপাসকদিগকে আহ্বান করি।

এই সকল উপধর্ম্মাবলম্বীদিগের পরিবর্ত্তনের জন্য আপনারা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে থাকিবেন। বোধ হয় আপনাদিগের প্রার্থনার বলেই ঈশ্বর গত বৎসর আমাকে চল্লিশ পঞ্চাশ জন, ধর্ম্ম বিশ্বাসহীন এবং উপধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে সক্ষম করিয়াছেন। ঈশ্বরের নিকট আমাদিগের প্রার্থনা গ্রাহ্য করাইতে হইলে, বিধান মত প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা আমাদিগের বিবেককে পবিত্র করা এবং সকল কার্য্যে তাঁহাকে ভয় করিয়া চলাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। এখানে আমার আত্মার এবং শরীরের পক্ষে কত প্রকার বিপদই বর্ত্তমান আছে। কিন্তু আমি জানি

* দামিয়েনের ভ্রাতার নাম।

যে আমাব নিজের কিছুমাত্র শক্তি নাই। আমি সম্পূর্ণরূপে তাঁহাবই উপব নির্ভর কবিয়া থাকি। তিনিও আমাব প্রার্থনা শুনিযাছেন এবং দিন দিন আমাকে তাঁহার পবিত্র দেহ এবং পবিত্র রক্ত দ্বারা পবিপুষ্ট করিতেছেন। আমি যে আমার প্রিয় জনক জননী এবং ভ্রাতা ভগ্নীদিগেব জন্য সময়ে সময়ে উপাসনা কবি, তাহাতে আমি বিশেষ শান্তিলাভ কবি। * * *

যত শীঘ্র পারেন আমায় পত্র লিখিবেন আবও ভাল কবিয়া সকলের সংবাদ দিবেন। লিয়ন্স এবং এডওয়ার্ডেব কটি ছেলে মেয়ে হইয়াছে, কলটা কেমন চলিতেছে লিখিবেন।

আপনাদিগেব স্নেহশীল

পুত্র

জোসেফ্।

উপরি উদ্ধৃত পত্র হইতে পাঠক বুঝিতে পাবিবেন, যে কর্ত্তব্য সম্পাদনে দামিয়েনেব কিরূপ আন্তবিক অনুবাগ এবং উৎসাহ ছিল। লোকে নিজেব বাস গৃহ নির্ম্মাণ কবিয়া, যেমন সগৌরবে এবং আনন্দে আত্মীয় স্বজনকে সংবাদ দেয়; প্রচাব ক্ষেত্রে উপাসনালয় নির্ম্মাণ করিয়া, তিনি তেমনই প্রফুল্লচিত্তে পিতা মাতাকে সংবাদ প্রদান করিয়াছিলেন। প্রচার কার্য্যের কল্যাণেই যেন তাঁহাব কল্যাণ এবং তাঁহার জীবনেব সুখ যেন তাহারই উপর নির্ভব করিত। অনুষ্ঠেয় কার্য্য সামান্য হউক, অথবা গুরুতর হউক তাহার সম্বন্ধে এইরূপ অনুরাগ থাকারই নাম প্রকৃত কর্ত্তব্যনিষ্ঠা। এই কর্ত্তব্যনিষ্ঠা যাঁহাব নাই, তাঁহার দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। দামিয়েনের ভগ্নী পলিন চিরকৌমার ব্রত গ্রহণ করিয়া, হলণ্ডের অন্তর্গত উডেন

নামক স্থানে একটি ধর্ম্মাশ্রমে বাস করিতেছিলেন। দামিয়েন তাঁহাকে এই সময়ে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাও তাঁহার ভ্রাতৃস্নেহ, নির্ভরশীলতা এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠার নিদর্শনে পূর্ণ; আমরা নিম্নে সেই পত্রখানি প্রদান করিলাম।

কোহালা, হাওয়াই, ১৪ ই জুলাই, ১৮৭২।

আমার প্রিয় ভগ্নি পলিন,

তিন বৎসর গত হইল; কিন্তু আজিও তোমার নিকট হইতে একটি পংক্তিও প্রাপ্ত হইলাম না। স্নেহের বোন, তুমি তবে এখন কোথায়? তুমি কি ইতিমধ্যেই স্বর্গে গমন করিয়াছ? না তোমাব সে সৌভাগ্য ভোগ কবিতে হইলে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করা আবশ্যক। তোমার এই দরিদ্র ভাইএব উপর একটু দয়া রাখিও। তোমবা ভুলিয়া থাকিলে এই অসভ্যদিগের মধ্যে আমিও প্রকৃত প্রস্তাবে অসভ্য হইয়া যাইব। কিন্তু বোন, আমি আমাব এই অসভ্যদিগকে বাস্তবিকই ভাল বাসি; অল্প দিনেব মধ্যে তাহাবা ইউরোপীয়দিগেব অপেক্ষা সুসভ্য হইবে। তাহাবা সকলেই লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছে এবং রবিবার দিন সুন্দব পবিচ্ছদে সজ্জিত হয়। আমার নিজের প্রচার ক্ষেত্রের লোক সংখ্যা তিন হাজাব; সেখানে চারটি কাষ্ঠ নির্ম্মিত সুন্দর উপাসনালয় আছে, আমি ববিবার দিন পর্য্যায় ক্রমে ইহার এক একটিতে উপাসনা করি। আমি এখানকার লোকদিগকে, বিশেষত যাঁহারা এখানকার মধ্যে সম্ভ্রান্ত তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করি। এই সকল ব্যক্তি আমি উপস্থিত না থাকিলে, আমার পরিবর্ত্তে রবিবার দিবস সমাজ আহ্বান করেন এবং বক্তৃতাদি করেন। পীড়িত ব্যক্তিদিগকে

পরিদর্শন আমার সর্ব্ব প্রধান দৈনিক কার্য্য। এখানকার চিকিৎসকদিগের সঙ্গেও আমাদিগকে সংগ্রাম করিতে হইতেছে। তাহারা প্রায় সকলেই যাদুবিদ্যায় অভ্যস্ত। পীড়া হইলে পৌত্তলিকতানুযায়ী প্রথা অনুসারে পূজা দিবার রীতি এখনও এখানে প্রচলিত আছে। সকল প্রকার পীড়াই অপরিজ্ঞেয় এবং আধিদৈবিক কারণ হইতে উৎপন্ন বলিয়া এখানকার লোকের বিশ্বাস। এই সকল অশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের হৃদয় হইতে এইরূপ কুসংস্কার পূর্ণ বিশ্বাস দূরীভূত করা বড় কঠিন। কিন্তু আমার মনে হয়, ক্রমাগত উপদেশের বলে এবং পীড়িতাবস্থায় সর্ব্বদা পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা তাহাদিগের মধ্যে অনেকে মৃত্যুকালে বিশ্বাস এবং প্রফুল্লতার সহিত প্রাণত্যাগ করে। শেষাবস্থায় খ্রীষ্টধর্ম্মানুযায়ী বিধান প্রাপ্ত হইতে পারিলে তাহারা বড়ই সুখী হয়। এখানে প্রতি বর্ষে যত লোক জন্মগ্রহণ করে, তাহার অপেক্ষা মৃত্যু সংখ্যা অধিক। তজ্জন্য এখানকার অধিবাসীর সংখ্যা ক্রমাগতই হ্রাস হইয়া আসিতেছে। সমস্ত দ্বীপ গুলিতে এখন মোট ষাট হাজার লোক আছে। আমাদিগের প্রচার কার্য্য সুন্দর রূপ চলিতেছে। আমরা সমুদায়ে পঁচিশ জন প্রচারক এখানে আছি, এবং প্রায় সকল স্থানেই উপাসনালয় আছে। প্রোটেষ্ট্যাণ্ট সম্প্রদায় হইতে আমাদিগের আত্মরক্ষার জন্য আমরা সাধ্যানুসারে চেষ্টা করি। বালিকা বিদ্যালয় সম্বন্ধে আমাদিগের ধর্ম্ম ভগ্নীগণ তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়াছেন, কিন্তু বালকদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে আমরা তাঁহাদিগের নিকট পরাজিত। প্রচার এবং উপাসনাদি কার্য্যে অনেক সময় যায় বলিয়া আমরা বিদ্যালয়ের কার্য্য ভাল করিয়া করিতে পারি না। ধর্ম্ম-

ভ্রাতাদিগকে এই উদ্দেশ্যে এখানে রাখিতে পারিলে ভাল হয়। কয় মাস হইল এখানে দুইবার ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে। প্রথম বারের ঝড় কেবল দুই ঘণ্টা মাত্র ছিল, কিন্তু তাহাতেই প্রায় এক শত গৃহ চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় বারের ঝড় তিন দিন ধরিয়া ছিল। আমার নিজের উপাসনালয়গুলির ইহাতে কোন ক্ষতি হয় নাই ; কিন্তু নিকটবর্ত্তী একটি প্রচার ক্ষেত্রের দুইটি উপাসনালয় ইহাতে উড়িয়া গিয়াছে। আবশ্যক মত আমি এখানে ছুতারের কায করি, উপাসনালয় সাজাইতে এবং চিত্রিত করিতেও আমাকে অনেক কায করিতে হয়। মোটের উপর ধরিতে হইলে এখানে আমার অশান্তির কারণ যথেষ্ট এবং শান্তির বিষয় অতি সামান্যই আছে। কেবল ঈশ্বরের অনুগ্রহেই এই বন্ধন আমার নিকট কোমল এবং এই গুরুভার আমার নিকট লঘু মনে হয়। যখন আমার একটু অসুখ হয়, তখন মনে হয়, আমার শেষ দিন নিকটবর্ত্তী এবং তাই ভাবিয়া আমি আনন্দিত হই। কিন্তু যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছি, অধ্যবসায় বলে যদি তাহা সম্পন্ন করিতে পারি, তাহা হইলে আমি আমার বর্ত্তমান অবস্থায় পরিতৃপ্ত থাকিব। সুনিপুণ শিল্পকরের হস্তের যন্ত্রের ন্যায় আমরাও যেন ভগবানের হস্তে যন্ত্র স্বরূপ হইতে পারি। মৃত্যুতে হউক অথবা জীবনে হউক, সকল অবস্থাতেই আমরা যিশুর।

আমার মঙ্গলের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিও।

ডামিয়েন।

যে কার্য্যক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া বিধাতা ডামিয়েনকে হাওয়াই দ্বীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেখানে উপস্থিত

হইবার জন্য অদৃশ্য সূত্র দ্বারা তিনি তাঁহাকে ধীরে ধীরে আকর্ষণ করিতে ছিলেন। দামিয়েন নিজে অশান্তি ভোগ করুন, আর মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা করুন, বিধাতা তাঁহার দ্বারা যে কার্য্য সম্পন্ন করিয়া লইবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, তাহার অন্যথাচরণ করিতে পারেন, তাঁহার সে সাধ্য কি? দামিয়েন নিজেও তাহা বুঝিতেন এবং সেই জন্যই আপনাকে ভগবানের হস্তের যন্ত্র স্বরূপ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। আমরা অদৃষ্টবাদী নহি, সুতরাং মনুষ্য নিয়তির হস্তে ক্রীড়া পুতুল, তাহা মনে করি না। তবে এমন একটি মহা শক্তির সত্বায় বিশ্বাস করি, যে সে শক্তির নিকট পুরুষকার পরাজিত। ধর্ম্মবীর বুদ্ধদেব হইতে যুদ্ধবীর নেপোলিয়ান পর্য্যন্ত প্রত্যেকেই এই অপরিজ্ঞেয় শক্তিবলে পরিচালিত। ইহা অদৃষ্টবাদ নয়; ঈশ্বর বিশ্বাসীর নিকট ইহা ভগবৎ নির্দ্দিষ্ট বিধান। মানবাত্মার স্বাধীনতা স্বীকার করিলেও এই বিধানবাদ অস্বীকার করা যায় না। দামিয়েন এই অপরিজ্ঞেয় শক্তিবলে পরিচালিত হইয়াই ক্রমশঃ তাঁহার লক্ষস্থলের নিকটবর্ত্তী হইতেছিলেন। কোথায় ইউরোপস্থিত সুদূর বেলজিয়াম, আর কোথায় প্রশান্ত মহাসাগরের তরঙ্গমালা বেষ্টিত সেণ্ডউইচ দ্বীপ। কে তাঁহাকে সেখানে আকর্ষণ করিয়া আনিল? স্নেহময় জনক জননীর বক্ষ হইতে ছিন্ন করিয়া, ভ্রাতা, ভগ্নী এবং শৈশব সুহৃদদিগের আলিঙ্গন হইতে আকর্ষণ করিয়া, কে তাঁহাকে সেই দূর দেশে সংস্থাপিত করিল? তাঁহার জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াই বা কে যথাকালে তাঁহাকে সেখানে আহ্বান করিল? পাঠক এ সকলকে আকস্মিক ঘটনা বলিতে চান্

বলুন, কিন্তু আমরা ইহার মূলে বিধাতার গূঢ় মঙ্গল অভিপ্রায় দেখিতে পাই। যে অদৃশ্য কর্ম্ম সূত্র দামিয়েনকে আকর্ষণ করিতেছিল, তাহার অনুসরণ করিলেই পাঠক আমাদিগের কথার যাথার্থ্য উপলব্ধি কবিতে পারিবেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

হাওয়াই প্রবাস—মোলোকাই কুষ্ঠ উপনিবেশে গমনের সংকল্প।

কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশৎ বর্ষ হইল, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে কুষ্ঠ রোগ প্রথম লক্ষিত হয়। এই ভয়ঙ্কর ব্যাধি কেমন করিয়া সেখানে সর্ব্ব প্রথম আনীত হইল, তাহা নিশ্চিতরূপে জানিতে পারা যায় না। অনেকে অনুমান করেন, আসিয়া হইতেই কোন হতভাগ্য ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির দ্বারা ইহা প্রথমে সেখানে আনীত হয়। বৃক্ষলতার বীজ যেমন অভিনব ক্ষেত্রে পতিত হইলে সতেজে বর্দ্ধিত হইতে থাকে, অনেক সংক্রামক ব্যাধিও তেমনই নূতন দেশে এবং নূতন সমাজে প্রবর্ত্তিত হইলে অধিকতর বিক্রম প্রকাশ করে। কুষ্ঠ ব্যাধির বীজ হাওয়াইএ আনীত হইবার অনতিকাল মধ্যে সর্ব্বত্র ভয়ঙ্কর রূপে প্রসারিত হইল। দ্বীপ বাসিগণের সামাজিক আচার ব্যবহার এই ব্যাধির প্রসারণ সম্বন্ধে বিশেষ অনুকূলতা করিল। হাওয়াইবাসিগণ আতিথেয়তা এবং শিষ্টাচারের জন্য প্রসিদ্ধ। উপযুক্ত সংসারাভিজ্ঞতার অভাবে তাহাদিগের এই সকল সদ্গুণ, তাহাদিগের সর্ব্বনাশের কারণ স্বরূপ হইল। আত্মপর কাহাকে বলে, তাহারা তাহা জানিত না। অপরিচিত আগন্তুক, এক রাত্রি তাহাদিগের সহিত

যাপন করিলে, পরদিন আর তিনি আগন্তুক থাকেন না। চিরপরিচিত সুহৃদের ন্যায় তিনি তাহাদিগের আহার্য্য পরিচ্ছদ, গৃহ, সকল সামগ্রীতেই অধিকারী হন। অন্তঃপুরে তাঁহার গতি অব্যাহত, মহিলাগণের সহিত ঘনিষ্ঠতায় তিনিও পরিবারস্থ একজন, এবং সাংসারিক সুখ দুঃখের কথোপকথনে তিনিও একজন অংশভাগী। যাহারা অপরিচিতের সম্বন্ধে এইরূপ উদার, আত্মীয় স্বজন সম্বন্ধে তাহাদিগের বৎসলতা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। প্রথম হইতে সাবধান হইলে দ্বীপবাসিগণ হয়ত এই ভয়ঙ্কর ব্যাধির আক্রমণ হইতে অনেক পরিমাণে অব্যাহতি পাইতে পারিতেন। কিন্তু অভিজ্ঞতার অভাবে তাঁহারা প্রথমে এসম্বন্ধে কোন প্রকার সাবধানতা অবলম্বন করাই আবশ্যক মনে করেন নাই। তাঁহাদিগের ন্যায় স্নেহ-প্রবণহৃদয় লোকদিগের পক্ষে সহসা সাবধান হওয়াও সম্ভব ছিলনা। ব্যাধিগ্রস্ত আত্মীয়ের সহবাস পরিত্যাগ করা যে কর্ত্তব্য, সে কথা তাঁহাদিগের হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের সহিত তাঁহারা এক পাত্রে আহার, এক শয্যায় শয়ন এবং একই আধার হইতে ধূমপান করিতেন। সুস্থ ব্যক্তি অকুণ্ঠিত চিত্তে অসুস্থের ক্লেদপূর্ণ বিষাক্ত বস্ত্র পরিধান করিতেন। এরূপ অবস্থায় এই ভয়ঙ্কর ব্যাধি যে অল্পদিনের মধ্যে দেশব্যাপী হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? ক্রমশঃ সুকুমার শিশু, বলিষ্ঠ যুবা, অশীতিপর বৃদ্ধ, সকলেই সমভাবে ইহার করালগ্রাসে পতিত হইতে আরম্ভ করিলেন। গৃহে গৃহে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল। হাওয়াইবাসিগণ প্রফুল্লতা এবং সদানন্দ প্রকৃতির জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন; তাঁহাদিগের সেই প্রফুল্লতা এবং

সদানন্দ ভাব, কোথায় যেন অন্তর্ধান করিল। এক সময় যে স্থান আনন্দোৎসবে পরিপূর্ণ ছিল, বিষাদের ঘনান্ধকার ক্রমশঃ তাহা আবৃত করিয়া ফেলিল। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এত দিন নিশ্চেষ্ট ভাবে এই শোচনীয় দৃশ্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন, এখন তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, আর উদাসীন থাকিবার সময় নাই। তাঁহারা সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যে ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে সুস্থব্যক্তিদিগের নিকট হইতে স্থানান্তরিত না করিলে রক্ষা নাই। সেই জন্য মোলোয়াই নামক একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের উত্তরাংশ তাঁহারা কুষ্ঠরোগিদিগের বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিলেন। রোগাক্রান্ত ব্যক্তি মাত্রকেই মোলকাই যাইয়া বাস করিতে হইবে এবং না করিলে রাজবিধি অনুসারে দণ্ডনীয় হইতে হইবে, ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে এই রাজ নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইল।

গবর্ণমেণ্ট রোগ শান্তির জন্য ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করা সম্বন্ধে বিষম ব্যাঘাত উপস্থিত হইল। রাজ নিয়মের আশ্রয় গ্রহণ করা দূরে থাকুক, তাহার কার্য্যকারিতা বিফল করিবার জন্যই দ্বীপবাসিগণ সচেষ্ট হইল। ব্যাধিগ্রস্ত আত্মীয় স্বজনকে রাজপুরুষদিগের হস্তে সমর্পণ করিবার পরিবর্ত্তে তাহারা তাহাদিগকে পর্ব্বতের গহ্বরে এবং নির্জ্জন বনে লুকাইয়া রাখিতে লাগিল। কিন্তু গবর্ণমেণ্টও এ সম্বন্ধে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। যে উপায়েই হউক, ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদিকে সমগ্র দ্বীপ হইতে নিষ্কাশিত করিয়া মোলোকাইএ আবদ্ধ করিয়া রাখাই তাঁহারা রোগ শান্তির একমাত্র উপায় বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন। ধনী,

দরিদ্র কেহই যাহাতে রাজবিধির অন্যথাচরণ করিতে না পারে, তাঁহারা তৎসম্বন্ধে তীক্ষ্ণদৃষ্টি হইলেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে নূতন রাজপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ এ বিষয়ে আরও অধিকতর আকৃষ্ট হইল। স্বয়ং রাজমহিষীরও একজন নিকট সম্পর্কীয় আত্মীয় ব্যাধিগ্রস্ত বলিয়া মোলোকাইএ নির্ব্বাসিত হইলেন। এরূপ বল প্রয়োগ পূর্ব্বক নির্ব্বাসনে, রোগী এবং তাঁহাদিগের আত্মীয়গণের অবস্থা কিরূপ হইত তাহা বর্ণন করা নিষ্প্রয়োজন। দ্বীপের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আর্ত্তনাদে পরিপূর্ণ হইল। কিন্তু রাজপুরুষেরা হাহাকার আর্ত্তনাদ, কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। সর্প দষ্ট অঙ্গুলীর ন্যায় ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদিগকে তাঁহারা সমাজের অঙ্গ হইতে কর্ত্তন করিয়া ফেলিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন।

দামিয়েনের কোমল হৃদয় এই শোচনীয় দৃশ্যে আকৃষ্ট হইতেছিল। একদিকে রোগের মর্ম্মভেদী যন্ত্রণা, অন্য দিকে আত্মীয়গণের সহিত চিরবিচ্ছেদ, এই উভয় ক্লেশে হতভাগ্য ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিগণের জীবন যন্ত্রণাময় হইয়াছিল। এ অবস্থায় পৃথিবীর কোন পদার্থই সান্ত্বনা দিতে পারে না। যদি কোথাও সান্ত্বনার সম্ভাবনা থাকে, তবে তাহা অটল ধর্ম্ম বিশ্বাসে এবং সেই মঙ্গলময়ের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীলতায়। কিন্তু কয় জন ব্যক্তি এ অবস্থায় বিশ্বাস এবং নির্ভরশীলতা প্রদর্শন করিতে সক্ষম হন? হতভাগ্য ব্যাধিগ্রস্তগণ, সকল প্রকার সান্ত্বনার অভাবে দারুণ ক্লেশে জীবন অতিবাহিত করিত। তাহাদিগের অবস্থা চিন্তা করিয়া দামিয়েনের হৃদয় ব্যাকুলিত হইত। কি করিলে তাহাদিগের যাতনার কিয়ৎ পরিমাণে উপশম হইতে পারে, তিনি সর্ব্বদাই তাহা

চিন্তা করিতেন। রোগের যাতনার অপেক্ষা, আত্মীয় স্বজনগণের অদর্শন জনিত মনঃক্লেশে ব্যাধিগ্রস্তগণ অধিকতর কাতর হইত। রাজকর্ম্মচারিগণ যখন তাহাদিগকে আত্মীয় স্বজনগণের হৃদয় হইতে বলপূর্ব্বক বিচ্ছিন্ন করিয়া নির্ব্বাসন করিতেন, তখন তাহাদিগের মনের ভাব কিরূপ হইত, বর্ণন করা নিষ্প্রয়োজন। রোগাক্রান্তদিগকে নির্ব্বাসন করিবার সময় পোতাধিরোহণ স্থান আর্ত্তনাদ এবং হাহাকারে পরিপূর্ণ হইত। পতি পত্নীকে, পত্নী পতিকে, জননী পুত্রকে এবং পুত্র জননীকে, চিরদিনের জন্য বিদায় দিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন। অনেক সুস্থ শরীর ব্যক্তি, ব্যাধিগ্রস্ত আত্মীয়ের প্রতি স্নেহবশতঃ স্বেচ্ছাক্রমে নির্ব্বাসন দণ্ড গ্রহণ করিয়া সেখানে গিয়া বাস করিতেন। যিনি একবার সেখানে গিয়া বাস করিতেন, তিনি আর স্বদেশে প্রত্যাগমন কবিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইতেন না। জীবনের অবশিষ্ট কাল তাঁহাকে সেইখানেই অতিবাহিত করিতে হইত। ব্যাধিগ্রস্তগণের নির্ব্বাসন কালীন মর্ম্মভেদী দৃশ্য প্রায় প্রতিদিনই দামিয়েনের চক্ষুতে পতিত হইত। যিনি সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া, প্রতিবাসিনীর পীড়িত গাভীর সুশ্রুষা করিয়াছিলেন, তিনি যে এ দৃশ্যে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবেন তাহা সম্ভব নয়। তিনি নির্জ্জনে অশ্রুপাত করিতেন, ভগবানের নিকট তাহাদিগের কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিতেন, আর যাহাতে তিনি কোন প্রকার উপায়ে তাহাদিগের ক্লেশের শান্তি করিতে পারেন, সে জন্য বল এবং অবসর ভিক্ষা করিতেন। বিধাতা তাঁহার প্রার্থনা শ্রবণ করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় সম্পন্ন হইল। তিনি যে অবসরের প্রতীক্ষা

করিতেছিলেন, নিম্নলিখিত অনুকূল ঘটনায় তাহা উপস্থিত হইল।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের যে মাসে এক দিন একটি উপাসনালয় প্রতিষ্ঠার সময় দামিয়ন, তাঁহাদিগের ধর্ম্মাধ্যক্ষ এবং আরও অনেক প্রচারক একত্র উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদিগের ধর্ম্মাধ্যক্ষ ইহার কিছু দিন পূর্ব্বে প্রচার কার্য্যের সহায়তার জন্য ইউরোপ হইতে কয় জন নূতন প্রচারক সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। প্রতিষ্ঠাকার্য্য শেষ হইলে তিনি কথোপকথন প্রসঙ্গে বলিলেন, অন্যান্য বিষয়ে প্রচারকার্য্য সুসম্পন্ন হইতেছে বটে, কিন্তু প্রচারকের অভাবে মোলোকাই দ্বীপস্থিত কুষ্ঠরোগীদিগের জন্য কিছুই করা হইতেছে না। যদিও সময়ে সময়ে দুই একজন প্রচারক সেখানে কিছুকালের জন্য অবস্থান করিয়াছেন, কিন্তু তাহা দ্বারা কোন স্থায়ী উপকার সাধিত হয় নাই, মোলোকাই-এর কুষ্ঠ উপনিবেশের জন্য একজন স্থায়ী প্রচারকের প্রয়োজন। দামিয়েন অনেক দিন পূর্ব্ব হইতে এইরূপ অবসরের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ধর্ম্মাধ্যক্ষের কথা শুনিবামাত্র তিনি পুলকিত হৃদয়ে বলিলেন, "মহোদয়, আপনি যে সকল নূতন প্রচারকদিগকে সঙ্গে আনিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ আমার প্রচারক্ষেত্রের ভার গ্রহণ করিলে এবং আপনি দয়া করিয়া অনুমতি দিলে, আমিই মোলোকাই দ্বীপে গিয়া কুষ্ঠরোগিদিগের সেবা করিতে পারি। তাহাদিগের শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক দুরবস্থা স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় অনেকবার বিদীর্ণ প্রায় হইয়াছে।" ধর্ম্মাধ্যক্ষ দামিয়েনের এই নিস্বার্থ প্রস্তাব শুনিবামাত্র আনন্দের সহিত সম্মতি প্রকাশ করিলেন এবং সেই

দিনই তাঁহাকে এবং পঞ্চাশজন নির্ব্বাসন দণ্ডগ্রস্ত কুষ্ঠ-রোগীকে সঙ্গে লইয়া মোলোকাই যাত্রা করিলেন। মোলো-কাইএ উপস্থিত হইয়া তিনি সমস্ত কুষ্ঠরোগীদিগকে সমবেত করিলেন। দামিয়েনের নিস্বার্থ আত্মবিসর্জ্জন, ধর্ম্মাধ্যক্ষের হৃদয়ে গভীর ভাব মুদ্রিত করিয়াছিল। এতদিন পরে তিনি যে তাহাদিগের সেবার জন্য একজনকে নিয়োজিত করিতে পারিলেন, এই ভাবিয়া তাঁহার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। মানসিক ভাবের উচ্ছ্বাসে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতে লাগিল; তিনি সমবেত কুষ্ঠরোগিদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বৎসগণ, এতদিন তোমরা একা ছিলে, তোমাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে কেহ ছিলেন না; কিন্তু আজ হইতে তোমাদিগের অবস্থার পরিবর্ত্তন হইল। দেখ, আমি এমন এক জনকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছি, যিনি এখন হইতে তোমাদিগের পিতার অভাব পূর্ণ করিবেন। তিনি তোমাদিগকে এতই ভাল বাসেন, যে তোমাদিগের মঙ্গলের জন্য এবং তোমাদিগের অবিনশ্বর আত্মার কল্যাণের জন্য, তোমাদিগের অবস্থা প্রাপ্ত হইতে, তোমাদিগের মধ্যে বাস করিতে এবং তোমাদিগের ন্যায় প্রাণ ত্যাগ করিতেও তিনি কুণ্ঠিত নহেন।"

দামিয়েন যখন মোলোকাইএ উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ এবং সবল ছিল, কোন প্রকার ব্যাধির চিহ্ন মাত্রও তাঁহার শরীরে ছিল না। কিন্তু দীর্ঘকাল কুষ্ঠরোগীদিগের মধ্যে বাস করিলে, তাঁহার সেই সুস্থ এবং সবল দেহেরও পরিণাম কিরূপ হইবার সম্ভাবনা তাহা ধর্ম্মাধ্যক্ষের উপরিলিখিত কথা হইতে প্রতীয়মান হইতেছে। কুষ্ঠ ব্যাধি যে কি ভয়ঙ্কর, ধর্ম্মাধ্যক্ষ

তাহা জানিতেন বলিয়াই, তিনি তাঁহার বক্তৃতায় সেরূপ ভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। দামিয়েন নিজেও এসম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ছিলেন না। মোলোকাইএ আগমনের অব্যবহিত কাল পূর্ব্বে তিনি তাঁহার পিতাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি কুষ্ঠরোগের সংক্রামকত্ব এবং একবার আক্রমণ করিলে তাহার গ্রাস হইতে যে অব্যাহতি নাই, সে কথা সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তিনি হাউয়াইএ কুষ্ঠরোগের ভীষণত্ব সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন; "কুষ্ঠরোগ এখানে ক্রমে ক্রমে বড়ই প্রবল হইতেছে। এখান-কার অনেক লোকই ইহার দ্বারা আক্রান্ত। ইহাতে হঠাৎ মৃত্যু হয় না, কিন্তু একবার আক্রান্ত হইলে ইহা হইতে প্রায়ই আরোগ্য লাভ করিতে পারা যায় না। ইহার সংক্রামকত্ব অত্যন্ত প্রবল এবং সেই জন্য এই ব্যাধি অতি ভয়ানক বিপদ-জনক।" দামিয়েনের মহত্ব বুঝিতে হইলে এই কয়টি কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। স্বেচ্ছাক্রমে এবং সম্পূর্ণরূপ জ্ঞাতসারে এরূপ আত্ম বলিদানের দৃষ্টান্ত জগতে বড়ই বিরল। দুই একজন মনুষ্য দেব ভিন্ন আর কেহই তাহা দেখাইতে পারেন নাই। কুষ্ঠরোগের সংক্রামকত্ব না জানিয়া, তাহার সংসর্গে প্রাণত্যাগ করিলে, দামিয়েনের মহত্ব যে পরিমাণে প্রকাশিত হইত, জানিয়া শুনিয়া করাতে তদপেক্ষা শত গুণ অধিক প্রকাশিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি মত্তসিংহের বিক্রম না জানিয়া তাহার কবলিত প্রাণীর রক্ষার জন্য প্রস্তুত হন, তাহার অপেক্ষা যিনি তাহার বল এবং প্রচণ্ড স্বভাব পরিজ্ঞাত থাকিয়াও তাহার সম্মুখীন হন, তিনিই অধিকতর বীরত্বের পরিচয় প্রদান করেন। এইরূপ স্বেচ্ছা গৃহীত ক্লেশভোগেই প্রকৃত মহত্বের পরিচয়। যে ভয়ঙ্কর ব্যাধির কথা

স্মরণ করিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, অবিরাম তাহার অভ্যন্তরে বাস করিতে যাইতেছি ভাবিয়া, দামিয়েনের মস্তকের একটি কেশও একবার কম্পিত হইল না। যে আনন্দোচ্ছ্বাসের পূর্ণতায় তিনি স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এখনও তাহা অক্ষুন্ন রহিল। যে কার্য্য সম্পাদন করিতে যাইতেছি, তাহা সেই মঙ্গলময় ঈশ্বরের কার্য্য এবং যেখানেই থাকি, তাঁহার মঙ্গল হস্ত সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান রহিয়াছে, এই ভাবিয়া তিনি চিরদিনের জন্য মনুষ্য সমাজের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন;—তাঁহার জীবন রূপ মহাকাব্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অধ্যায় আরব্ধ হইল।

পঞ্চম অধ্যায়।

মোলোকাই কুষ্ঠ উপনিবেশে বাস এবং অনুষ্ঠিত কার্য্য।

বিধাতা দামিয়েনের জন্য যে কর্ম্ম ক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন, এতদিন পরে তিনি সেখানে উপস্থিত হইলেন। মহাপুরুষদিগের স্মৃতি, অনেক অপরিচিত স্থানকে পরিচিত এবং অনেক উপেক্ষণীয় দেশকে তীর্থ ক্ষেত্রে পবিণত করিয়াছে। পার্থিব সুখের নির্ব্বাণ ক্ষেত্র বলিয়া, যেমন বুদ্ধগয়া এবং স্বদেশের জন্য আত্মবিসর্জ্জনের ক্ষেত্র বলিয়া যেমন থার্ম্মাপলি, তীর্থ ক্ষেত্রে পবিণত হইয়াছে; আধিক্লিষ্ট মনুষ্য জাতির সেবার উৎকৃষ্ট কর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া মোলোকাইও তেমনি চিরদিন সম্মান প্রাপ্ত হইবে। যতদিন মানব জাতি প্রকৃত মহাপুরুষদিগকে সম্মান করিতে এবং নিস্বার্থ আত্মবিসর্জ্জনের মাহাত্ম্য অনুভব করিতে বিস্মৃত না হইবে, ততদিন দামিয়েনের কর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া মোলোকাইএর নাম বিলুপ্ত হইবেনা। পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেরই নিকট মোলোকাইএর নাম নূতন বলিয়া, আমরা ইহার ভৌগোলিক বিবরণ সংক্ষেপে প্রদান করিতেছি। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের বিবরণ পূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে; মোলোকাই এই হাউয়াই দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত এবং আয়তনে ইহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। ইহা দৈর্ঘ্যে ত্রিশ হইতে চল্লিশ মাইল এবং প্রস্থে সাত মাইল মাত্র। দ্বীপস্থ ভূভাগ দক্ষিণ হইতে

ক্রমোচ্চ হইয়া, উত্তরদিকে একটি দুরারোহ এবং লম্বভাবে দণ্ডায়-মান শৈল শ্রেণীতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই শৈল শ্রেণী পূর্ব্ব এবং পশ্চিমদিকে সাগরগর্ভ পর্য্যন্ত প্রসারিত। তাহার উত্তর দিকে একটি ক্ষুদ্রায়তন প্রায়দ্বীপ, প্রায়দ্বীপের উত্তরে সমুদ্র। এইরূপে তিনদিকে সমুদ্র এবং একদিকে দুরারোহ পর্ব্বত শ্রেণী বর্ত্তমান থাকাতে উক্ত প্রায়দ্বীপটি মোলোকাই-এর অন্যান্য অংশ হইতে সম্পূর্ণ রূপে ব্যবচ্ছিন্ন। পর্ব্বতশ্রেণী এরূপ দুরারোহ ছিল, যে তাহা অতিক্রম করিয়া আসা সহজ ছিলনা; সুতরাং প্রায়দ্বীপ হইতে মোলোকাইএর অপর অংশে আসিতে হইলে সমুদ্র দিয়াই আসিতে হইত। হাউয়াই গবর্ণ-মেণ্ট, এই নির্জ্জন মনুষ্যাবাস শূন্য উপদ্বীপটি কুষ্ঠ রোগীগণের বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। এখানে কলোয়া এবং কর্লৌ পাপানামে দুইটী পল্লী, কুষ্ঠ উপনিবেশরূপে সংস্থাপিত হইয়া-ছিল। হতভাগ্য ব্যাধিগ্রস্তগণ আত্মীয় স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া, জীবনের অবশিষ্ট কাল সেইখানে অতিবাহিত করিত। কিরূপ অবস্থায় যে তাহারা সেখানে জীবন যাপন্ করিত, তাহা বর্ণন করিয়া হৃদয়ঙ্গম করাইবার সম্ভাবনা নাই। নিরাশ্বাস এবং রোগজনিত যন্ত্রণায়, তাহাদিগের মানসিক বৃত্তি সমূহ নিতান্ত কলুষিত আকার ধারণ করিত। পৃথিবীতে তাহাদিগের আর কোন প্রকার সুখের প্রত্যাশা নাই এবং সমাজ তাহাদিগকে অপবিত্র এবং অস্পৃশ্য ভাবিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে, এই ভাবিয়া তাহারা নিরাশায় কোন প্রকার সাধু বৃত্তিরই উন্মেষণে যত্নবান হইত না। বাস গৃহের অভাব, পরিধেয়ের অভাব, আহার্য্য বস্তুর অভাব, সকল প্রকার অভাব, তাহাদিগকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য

পশুর ন্যায় করিয়া ফেলিয়াছিল দারিদ্র্যের নিপীড়নে মনুষ্যের পক্ষে যত প্রকার নিকৃষ্ট পাপ আচরণ করা সম্ভব, তাহারা তাহার কোনটিতেই পরাঙ্মুখ হইত না। ন্যায়পরতা এবং অত্যাচার, সরলতা এবং কপটতাচরণ, পরোপকার এবং স্বার্থসাধন তাহাদিগেব নিকট সমতুল্য বলিয়া বিবেচিত হইত। কোন প্রকার সামাজিক বন্ধন তাহাদিগের মধ্যে বর্ত্তমান ছিলনা। কোন নূতন লোক সেখানে আসিলে তাহাদিগেব মধ্যে অনেকে বলিত; এখানে যাহা ইচ্ছা হয় কর, এখানে আবার বিধি নিয়ম কি?" স্ত্রী পুরুষের পবিত্র সম্বন্ধ তাহাদিগের নিকট উপহাসের সামগ্রী হইয়াছিল। জগতে ধর্ম্মেব জন্য ধার্ম্মিক কয়জন? অধিকাংশ লোকই সামাজিক শাসনের অনুরোধে ধার্ম্মিক। এই সামাজিক শাসন অথবা বন্ধনের অভাবে, মোলোকাইবাসী কুষ্ঠরোগীগণ মনুষ্যত্ব হইতে যেন একপদ নিম্নবর্ত্তী হইয়াছিল। পর্ব্বতের নিকটে এক প্রকার উদ্ভিত জন্মিত, তাহাবা তাহার কাথ হইতে অতি তীব্র সুরা প্রস্তুত কবিবা পান কবিত। পানদোষের সঙ্গে ব্যভিচার দোষও বিলক্ষণ প্রবল ছিল। জীবিকা উপার্জ্জনের জন্য, অনেক হতভাগিনী রমণী দ্বীপের অন্যান্য স্থান হইতে সেখানে গিয়া পাপস্রোতে পৃথিবী কলঙ্কিত করিত। সে পৈশাচিক দৃশ্য বর্ণন করিয়া বুঝাইবাব সম্ভাবনা নাই। স্ত্রী পুরুষ সকলে একত্রিত হইয়া সুবাপান, ব্যভিচাব এবং হুলা নামক এক প্রকার নৃত্যে জীবন অতিবাহিত করিত। এরূপ অত্যাচার এবং ইন্দ্রিয় সেবার ফলে তাহাদিগের আয়ুষ্কালও অল্প দিনের মধ্যে সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিত। মোলোকাই আসিবার তিন চারি বৎসরের মধ্যে অনেকে পরলোক গমন করিত।

মোলোকাই দ্বীপের কুষ্ঠ উপনিবেশের এইরূপ অবস্থায় দামিয়েন সেখানে উপনীত হইলেন। আমাদিগের শাস্ত্রকারগণ বলিয়া গিয়াছেন; যখন পৃথিবীতে অধর্ম্ম এবং অত্যাচারের প্রাবল্য হয়, ভগবান তখন দুষ্কৃতগণের বিনাশের জন্য এবং সাধুগণের পবিত্রাণের জন্য, অংশরূপে পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। হতভাগ্য কুষ্ঠরোগী গণের দুরবস্থা চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়াই, যেন ভগবান দামিয়েনকে দেবদূত রূপে মোলোকাইএ প্রেরণ করিলেন। মোলোকাইএ পদক্ষেপ করিযাই দামিয়েন আপনাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,"জোসেফ এই তোমার জীবনের কর্ম্মক্ষেত্র" এবং সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাঁহার হৃদয় কুষ্ঠরোগীগণের কল্যাণের জন্য উৎসর্গীকৃত হইল। স্বাস্থ্য এবং সহৃদয়তায় বিধাতা তাঁহাকে এই মহাব্রতের উপযুক্ত করিয়া সৃজন করিয়াছিলেন। তাঁহার বয়স এক্ষণে তেত্রিশ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। তাঁহার সেই শালপ্রাংশু নীরোগ দেহ দেখিলে তিনি যে কখনও ব্যাধিগ্রস্ত হইবেন, তাহা কেহ কল্পনাও করিতে পারিত না। এই দেবতুল্য দেহ এবং হৃদয়, তিনি কুষ্ঠরোগীদিগের সেবায় উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইলেন। তিনি দেখিলেন চিকিৎসা, পথ্য এবং শুশ্রূষার অভাবে কুষ্ঠরোগীদিগের অবস্থা দিন দিন অতি ভয়ানক আকার ধারণ করিতেছে। যাহারা রোগের কেবল বীজ মাত্র লইয়া, মোলোকাইএ আগমন করে, সেখানে আসিবার অল্পদিন পরে তাহারাও একবারে মুমূর্ষু অবস্থা প্রাপ্ত হয়। প্রতি সপ্তাহে দশ বার জন করিয়া প্রাণত্যাগ করে। ঔষধ পথ্য কাহাকে বলে এজন্মে তাহারা কখন দেখিতে পায় না। গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে কেবল বর্ষে বর্ষে যৎসামান্য পরিধেয় বসন

পাঠাইয়া নিরস্ত থাকেন; হতভাগ্যগণ দুই চারি বৎসর মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া অবশেষে নিষ্কৃতি লাভ করে।

দামিয়েন কুষ্ঠরোগীগণের এইরূপ নিদারুণ কষ্টের লাঘব করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। নিজের সুখ সচ্ছন্দের দিকে দৃষ্টিপাত করিবার তাঁহার অবসর রহিল না। যাহাদিগের সেবার জন্য বিধাতা তাঁহাকে সেখানে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহারাই তাঁহার সমস্ত মনোযোগ আকৃষ্ট করিল। মনের উৎসাহে তিনি ধর্ম্মাধ্যক্ষের অনুমতি পাইবামাত্র মোলোকাই যাত্রা করিয়াছিলেন; নিজের প্রয়োজনীয় কোন প্রকার সামগ্রী সঙ্গে লইয়া আসিবার সময় প্রাপ্ত হন নাই। যে পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া আসিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার একমাত্র পরিচ্ছেদ ছিল। ধর্ম্মপ্রচারকের জন্য কুষ্ঠ উপনিবেশে কোন নির্দিষ্ট গৃহ ছিলনা; সুতরাং বাস গৃহের অভাবে দামিয়েনকে প্রথম প্রথম বৃক্ষতলে রাত্রি যাপন করিতে হইত। নিজের জন্য গৃহ নির্ম্মাণ করিবার তাঁহার সময় ছিলনা; সময় থাকিলেও গৃহ নির্ম্মাণের উপযুক্ত উপকরণ তিনি কোথায় পাইবেন? রৌদ্র, বৃষ্টি এবং শীত কিছুরই দিকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া, তিনি বৃক্ষ তলে বাস করিতেন এবং কুষ্ঠ রোগীদিগের সেবা করিয়া রাত্রিতে একটু অবসর পাইলে সেইখানেই নিদ্রা যাইতেন। নিজের সুখের দিকে দৃষ্টি করিবার অবসর পাওয়া দূরে থাকুক, শরীর রক্ষার জন্য যে সকল নিয়ম প্রতিপালন করা আবশ্যক, তাহাও তিনি সকল সময় করিয়া উঠিতে পারিতেন না। দারিদ্র্য এবং রোগ যন্ত্রণার তাড়নায় নিরাখাস হইয়া পড়িত, তিনি তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিতেন, হৃতাশজ-

দিগকে অসৎপথ হইতে নিবৃত্ত হইতে উপদেশ দিতেন, এবং ধর্ম্মের সুশীতল বারি সিঞ্চন করিয়া, তাহাদিগের তাপদগ্ধ হৃদয় শীতল করিবার চেষ্টা করিতেন। পীড়ার যন্ত্রণায় এবং লোকের দুর্ব্যবহারে হতভাগ্য ব্যাধিগ্রস্তগণ, মানব হৃদয়ের স্বাভাবিক কোমলতা এবং সরল ভাব হারাইয়া ফেলিয়াছিল। যে ঈশ্বরের জগতে বাস করিয়া তাহারা এত যন্ত্রণাভোগ করিতেছে, তিনি করুণাময়, এবং পারত্রিক মঙ্গলের জন্য তাঁহার উপাসনা আবশ্যক, একথা তাহাদিগের হৃদয়ে স্থানপ্রাপ্ত হইত না। তাহাদিগের ন্যায় অবস্থায় পড়িলে আমাদিগের মধ্যে কয়জনেরই বা ঈশ্বর প্রেম অক্ষুণ্ণ থাকে? হতভাগ্য কুষ্ঠ রোগীগণের নিকট ইহকাল এবং পরকাল, ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম, ন্যায়, এবং অন্যায়, সমান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। দামিয়েনের মহত্ত্ব এবং নিস্বার্থভাব উপলব্ধি করিতেও যেটুকু মনুষ্যত্বের প্রয়োজন, তাহাও যেন তাহাদিগের প্রকৃতিতে ছিলনা। এরূপ স্থলে ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করা কতদূর কঠিন, তাহা সহজেই অনুভব করা যাইতে পারে। কিন্তু বনচর পশুও যখন ভালবাসার আকর্ষণ বুঝিতে পারিয়া প্রতিপালকের অনুগামী হয়, তখন হতভাগ্য কুষ্ঠ রোগীগণ যন্ত্রণায় বিশুষ্ক হৃদয় হইলেও যে দামিয়েনের সদ্ব্যবহারে বশীভূত হইবে না, তাহা কখনও আশা করা যাইতে পারে না। দামিয়েনের স্নেহের আকর্ষণ, তাহারা অল্প দিনের মধ্যেই অনুভব করিতে শিক্ষা করিল। তাঁহার স্নেহপূর্ণ সহাস্য দৃষ্টি যাহার উপর পতিত হইত, সে যেন ক্ষণকালের জন্য সমস্ত ক্লেশ ভুলিয়া যাইত। নিরাশ হৃদয় তাঁহার মধুর আশ্বাস বাক্যে আশা প্রাপ্ত হইত, এবং পাপাসক্ত ব্যক্তি তাঁহার উপদেশ গুণে নিজের অনুষ্ঠিত

কার্য্যের অহিতকারিতা উপলব্ধি করিতে পারিত। ধীরে ধীরে মোলোকাইবাসীগণের মধ্যে একটী পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইল এবং নিরাশার ঘোরান্ধকার ভেদ করিয়া উষার প্রথমালোক সেখানে নিপতিত হইল।

দামিয়েন যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে যে কোনরূপ বিঘ্ন জন্মিতে পারে, তাহা অনুভব করাই সুকঠিন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার কার্য্যে নানারূপ বিঘ্ন উপস্থিত হইতে লাগিল। যে সকল স্থল হইতে দামিয়েন কখন কোনরূপ প্রতিবন্ধকের আশা করেন নাই, সেই সকল স্থান হইতেও বাধা আসিতে লাগিল। মোলোকাইএ কয়েক সপ্তাহ অবস্থানের পর, তিনি প্রয়োজনবশতঃ একবার স্যাণ্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী হনলুলু নগরে গমন করিলেন। সেখানে যাইয়া, তিনি স্থানীয় স্বাস্থ্য সংরক্ষিণী সমিতির সভাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কুষ্ঠরোগীদিগের অবস্থা বর্ণন করিয়া, যাহাতে কোন উপায়ে তাহাদিগের কষ্টের লাঘব করিতে পারেন, সেই জন্যই তিনি সভাপতি মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। কিন্তু সভাপতি তাঁহার প্রতি কোন প্রকার আদর অথবা সম্মান প্রদর্শন করিলেন না, বরং তাঁহাকে সেখানে উপস্থিত দেখিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। বিদায় লইবার সময় দামিয়েন যখন তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন, তখন তিনি তাঁহাকে স্পষ্টরূপে বলিলেন; "ইচ্ছা করিলে আপনি মোলোকাইএ প্রতিগমন করিতে পারেন, কিন্তু তাহা হইলে আপনাকে চিরদিনই সেখানে অবস্থান করিতে হইবে, আর কখনও অন্য কোথাও যাতায়াত করিতে পারিবেন না।" দামিয়েন, ধর্ম্মপ্রচারক এবং চিকিৎসকের

পক্ষে স্বতন্ত্র নিয়ম হওয়া উচিত এবং ক্যাথলিক ধর্ম্মের নিয়মানুসারে তাঁহার পক্ষে মধ্যে মধ্যে অন্য কোন ধর্ম্ম প্রচারকের নিকট আসিয়া নিজের অপরাধ স্বীকার করা আবশ্যক, এই বলিয়া তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট কুষ্ঠ রোগের সংসর্গ দোষ সমূলে উৎপাটিত করিবার জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, সুতরাং সভাপতি তাঁহার প্রার্থনায় কিছুতেই কর্ণপাত করিলেন না। দামিয়েন অগত্যা নিরাশ হৃদয়ে মোলোকাই প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইলেন এবং দুই চারি দিনের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইলেন, যে ভবিষ্যতে যদি তিনি কখন মোলোকাই ত্যাগ করেন, অথবা তাহার অপর কোন অংশে গমনাগমন করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ কারারুদ্ধ করা হইবে। দামিয়েন নিজের সুখ-সচ্ছন্দের জন্য মোলোকাই ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু তিনি মনে করিতেন, কুষ্ঠরোগীদিগের প্রয়োজনীয় কার্য্য সাধনের জন্য, এবং নিজের বিশ্বাসানুরূপ ধর্ম্ম সাধনের জন্য, তাঁহার পক্ষে মধ্যে মধ্যে দ্বীপের অন্যান্য স্থানে গমনাগমন আবশ্যক। এক দিকে কর্ত্তব্যজ্ঞান, অন্য দিকে রাজশাসন, দামিয়েন মহা সমস্যায় পতিত হইলেন ;—কিন্তু কর্ত্তব্য সাধন করিতে যাইয়া শাস্তিভোগের ভয়ে ভীত হইবার পাত্র দামিয়েন ছিলেন না। গবর্ণমেণ্টের আদেশ শুনিবামাত্র তিনি স্বাভাবিক দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, "আমি নিশ্চয়ই যাইব, আমার ধর্ম্মোপদেষ্টার সহিত সাক্ষাৎ নিবারণ করিতে পার, তোমাদিগের সে সাধ্য নাই।" ইহার কিছু দিন পরে তাঁহাদিগের ধর্ম্মাধ্যক্ষ, পোতারোহণে দ্বীপের অন্যান্য স্থান দর্শন

করিয়া মোলোকাইএর কুষ্ঠোপনিবেশের নিকটে উপস্থিত হই-লেন; এবং তাঁহাকে সেখানে অবতীর্ণ করিয়া দিবার জন্য পোতাধ্যক্ষকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের আদেশের বিরুদ্ধ বলিয়া, পোতাধ্যক্ষ কিছুতেই তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন না। ধর্ম্মাধ্যক্ষ অগত্যা তাঁহাকে সঙ্কেত-সূচক পতাকা দ্বারা দামিয়েনকে পোতের নিকট আহ্বান করাইতে সম্মত করিলেন। এই রূপ সঙ্কেত অনুসারে দামিয়েন একখানি নৌকায় করিয়া জাহাজের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং দূর হইতে ধর্ম্মাধ্যক্ষের সঙ্গে নিজের বিশ্বাসানুযায়ী ক্রিয়া-কলাপ সম্পন্ন করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। দামিয়েনকে অধিক দিন এরূপ ক্লেশ ভোগ করিতে হইল না। অল্প দিনের মধ্যেই হাওয়াই গবর্ণমেণ্ট তাঁহার সম্বন্ধে এই কঠোর নিয়মের প্রত্যাহার করিয়া, তাঁহাকে স্বেচ্ছা মত দ্বীপের সর্ব্বত্র যাতা-য়াতের অনুমতি দান করিলেন। যদিও প্রথম প্রথম দামি-য়েনকে রাজকর্ম্মচারিদিগের হস্তে এই রূপ নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল; কিন্তু যখন তাঁহার অলৌকিক আত্ম-বিসর্জ্জনের বিবরণ, রাজ-পুরুষগণের কর্ণগোচর হইল, তখন তাঁহারা তাঁহার ব্যাধিমূলক সংস্পর্শও কল্যাণের আকর বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। অন্যের কথা দূরে থাকুক, রাজপরিবারস্থ ব্যক্তি-গণও তাঁহাকে সম্মান করা গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করি-তেন। তিনি রাজধানীতে আসিলে, রাজপ্রাসাদে তাঁহার নিমন্ত্রণ হইত এবং রাজগৃহে তাঁহার শয্যা নির্দ্দিষ্ট থাকিত। শুভ কার্য্যে পরিণামে ঈশ্বর যে সহায় হন, তাহাতে অণুমাত্রও সংশয় নাই; কিন্তু ঐহিক সাহায্য প্রাপ্ত হইতে হইলে প্রথমাবস্থায় যে

কত ক্লেশ এবং কত নির্য্যাতন সহ্য করিতে হয়, দামিয়েনের জীবনের উপরিউক্ত ঘটনা তাহার অন্যতর দৃষ্টান্তস্থল।

মোলোকাই কুষ্ঠ উপনিবেশে অবস্থানের কয়েক বৎসর পরে দামিয়েন কুষ্ঠরোগীদিগের অবস্থা সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের নিকট যে বিবরণ প্রদান করেন, তাহাতে তিনি মোলোকাই আগমন করিয়া তাহাদিগকে কিরূপ দুর্দশাগ্রস্ত দেখিয়াছিলেন, তাহা বিবৃত করিয়াছেন। পাঠক তাহা হইতে বুঝিতে পারিবেন আন্তরিক যত্ন থাকিলে মানুষ কত মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়। তিনি এই বিবরণীতে লিখিয়াছিলেন ;

"আমাদিগের স্বর্গীয় প্রভু তাঁহার পার্থিব জীবনে কুষ্ঠরোগী-দিগের সম্বন্ধে বিশেষ সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। আমার প্রতি অনুগ্রহবশতঃ ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের মে মাসে কালোয়া কুষ্ঠ উপনিবেশে গমনের জন্য তিনি আমার পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিলেন। আমার বয়স তখন তেত্রিশ বৎসর, আমার শরীর তখন সম্পূর্ণ সুস্থ এবং বলিষ্ঠ ছিল।

আমি মোলাকাইএ যাইয়া দেখিলাম, প্রায় আশী জন রোগী চিকিৎসালয়ে রহিয়াছে। অপর সকলে দুই চারি জন সাহায্যকারী লোকের সঙ্গে দূরবর্ত্তী উপত্যকা ভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা পণ্ডানস্ এবং পুনুহালা নামক বৃক্ষের জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে, কিন্তু অধিকাংশেরই এরণ্ড বৃক্ষের শাখ দ্বারা নির্ম্মিত ক্ষুদ্র কুটীর ভিন্ন কোন প্রকার বাসস্থান নাই। এই সকল কুটীর ইক্ষুপত্রে অথবা কাই (নামক এক জাতীয়) বৃক্ষের পত্র দ্বারা আচ্ছাদিত। যে গুলি সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহাতে পিলি ঘাসের আচ্ছাদন।

আমাকেও অনেক দিন পর্য্যন্ত উপাসনালয়ের প্রাঙ্গনস্থিত একটি পণ্ডানস্ বৃক্ষের তলে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। এই বৃক্ষটি এখনও সেখানে বর্ত্তমান আছে। এই রূপ আচ্ছাদনের নিয়ে সমাজ নির্ব্বাসিত এই সকল হতভাগ্যগণ, স্ত্রী পুরুষ, বালক বৃদ্ধ, নূতন এবং পুরাতন রোগী নির্ব্বিশেষে, সকলে একত্র অবস্থান করিত। তাশ ক্রীড়া, হুলা নামক দেশীয় নৃত্য, কাই বৃক্ষের মূল হইতে উৎপন্ন তীব্র মদিরা সেবন এবং ইহার আনুসঙ্গিক বীভৎস আমোদ প্রমোদ এই তাহাদিগের সময় ক্ষেপের উপায় স্বরূপ ছিল। জল পাওয়া সহজ ছিল না। অনেক দূর হইতে জল বহিয়া আনিতে হইত বলিয়া, তাহাদিগের বস্ত্রাদি পরিষ্কার থাকিত না। নবাগতদিগের পক্ষে সে অবস্থায় বাস করা সম্ভব নয়, বলা যাইতে পারে। অনেকবার তাহাদিগের গৃহে বসিয়া উপাসনা করিবার সময়, নির্ম্মল বায়ুর জন্য আমাকে ছুটিয়া বাহিরে আসিতে হইয়াছে। দুর্গন্ধ নিবারণ করিবার জন্য আমি তামাক ব্যবহার করিতাম। তামাকের গন্ধে আমার বস্ত্র হইতে কুষ্ঠরোগীদিগের বিকট দুর্গন্ধ কিয়ৎ পরিমাণে অন্তর্হিত হইত। উপনিবেশের মৃত্যু সংখ্যাও অতি ভয়ানক ছিল। এবং সেই জন্য মোলোকাইএর কুষ্ঠ উপনিবেশ, জীবন্ত সমাধিক্ষেত্র নামে অভিহিত হইত; কিন্তু আনন্দের বিষয় যে এখন আর সে নাম ইহার সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে না।"

কুষ্ঠরোগীদিগের কল্যাণ সাধনে তিনি কিরূপে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহাও তিনি সংক্ষেপে এই বিবরণীতে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছিলেনঃ—

মৃত্যু সংখ্যার আধিক্য বশতঃ আমি অনেক সময়েই হত-

ভাগ্য কুষ্ঠরোগীদিগের গৃহে যাইয়া তাহাদিগকে দেখিবার অব সর প্রাপ্ত হইতাম। আমি প্রধানত পীড়িত এবং মুমূর্ষুদিগকে উদ্দেশ করিয়া উপদেশ দিতাম, কিন্তু আমার উপদেশ অনেক সময় প্রকাশ্য পাপাচারীদিগেরও কর্ণে পতিত হইত। তাহারা অল্পে অল্পে তাহাদিগের পাপ কলুষিত জীবনের পরিণাম বুঝিতে পারিত, এবং পারিয়া মুক্তিদাতা প্রভুর করুণার উপর নির্ভর করিয়া তাহাদিগের অসদভ্যাস পরিত্যাগ করিত। আমি সকলেরই সঙ্গে সদয় ব্যবহার করিতাম, অভাবগ্রস্তকে সাহায্য করিতাম, পীড়িত এবং মুমূর্ষুকে আন্তরিক যত্নে সেবা করিতাম, এবং সেই সঙ্গে তাহাদিগকে বিশুদ্ধ ধর্ম্মানুমোদিত উপদেশ প্রদান করিতাম। কুষ্ঠরোগীদিগের মধ্যে সুনীতি প্রব র্ত্তিত করিবার জন্য, আমি প্রতিনিয়তই এই সকল উপায় অবলম্বন করিতাম। আমার উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ হইবে, প্রথমে সে সম্বন্ধে আমার কোন আশাই ছিলনা, কিন্তু আনন্দের বিষয় এই, যে ভগবানের অনুগ্রহে এবং স্থানীয় শাসনকর্ত্তাদিগের সাহায্যে আমার পরিশ্রম অনেক পরিমাণে সার্থক হইয়াছে।"

মোলোকাইএ আসিবার প্রায় সাত মাস পরে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে তাঁহার এই স্বেচ্ছা গৃহীত মহাব্রত সম্বন্ধে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। পাঠক তাহাতে দেখিতে পাইবেন, যে শরীর গত প্রবৃত্তির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়াই তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কঠোর কর্ত্তব্যের অনুরোধে তাঁহার হৃদয়, যদিও কুষ্ঠরোগীদিগের সেবায় উৎসুক হইত, কিন্তু তাঁহার রক্তমাংসময় দেহ, সে ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া, সময়ে সময়ে তাঁহার সদিচ্ছার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান

হইত। কিন্তু সুনিপুণ সারথি যেমন দুষ্টাশ্বদিগকে বশীভূত করিয়া গন্তব্য পথে প্রেরণ করে, তিনিও তেমনই অবাধ্য শরীরকে বল-পূর্ব্বক নিয়ন্ত্রিত করিয়া কুষ্ঠরোগীগণের সেবায় নিয়োজিত করি-তেন। দামিয়েনের রক্তমাংসময় দেহেরও অপরাধ নাই; সে ক্লেশ সহ্য করা সহজ নয়। যাঁহারা কখন কুষ্ঠরোগীদিগের সহ-বাসে দুই এক দণ্ড বাস করিয়া সে ক্লেশ সহ্য না করিয়াছেন, তাঁহারা দামিয়েনের প্রকৃত মহত্ব বুঝিতে পারিবেন না। বিকট দুর্গন্ধে এক একবার তাঁহার নিশ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইত, কিন্তু তথাপি তিনি কর্ত্তব্য সাধনে নিরস্ত হইতেন না। এইরূপ কার্য্যেই প্রকৃত মহত্ব এবং ইহারই নাম প্রকৃত সহৃদ-য়তা। যিনি গৃহে বসিয়া দরিদ্রকে অর্থ সাহায্য করেন, তিনি দয়ালু, আর যিনি স্বহস্তে দরিদ্রের সেবা করেন তিনি দয়াবীর, পৃথিবীতে দয়াবীরেরই অধিক আদর। যে পত্রে দামিয়েন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্য্যের বিবরণ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

মোলোকাই,

২৫এ নবেম্বর, ১৮৭৩।

আমার প্রিয় ভ্রাতঃ,

ধর্ম্মশাস্ত্রে যে ভয়ঙ্কর কুষ্ঠ ব্যাধির কথা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করা হইয়াছে, ভগবান অনুগ্রহ করিয়া তোমার এই অযোগ্য ভ্রাতাকে সেই রোগাক্রান্ত দরিদ্র ব্যক্তিদিগের সেবার জন্য মনোনীত করিয়াছেন। গত দশ বৎসর হইতে এই মহাব্যাধি এখানে এরূপভাবে প্রসারিত হইয়াছে, যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবশেষে রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে স্থানান্তর প্রেরণ দ্বারা পৃথক্ করিতে

বাধ্য হইয়াছেন। মোলোকাই দ্বীপের এক প্রান্তে তুষারোহ পর্ব্বত এবং সমুদ্র পরিবেষ্টিত স্থানে এই হতভাগ্যগণ চির-নির্ব্বাসন দণ্ড ভোগ করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যে দুইসহস্র ব্যক্তি এখানে প্রেরিত হইযাছিল তাহাদিগের মধ্যে আটশত লোক এখনও জীবিত আছে। ইহাদিগের মধ্যে রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়স্থ ব্যক্তিগণের জন্য একজন ধর্ম্ম প্রচারকের প্রয়োজন ছিল। দ্বীপের অন্যান্য অংশের সঙ্গে কুষ্ঠ রোগীগণের সংস্রব রাখার নিষেধ বশতঃ প্রেরিত ধর্ম্ম প্রচারকের, পক্ষে জীবনের অবশিষ্ট কাল কুষ্ঠরোগীদিগের সঙ্গে আবদ্ধ থাকা ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না। সেই জন্য আমাদিগের প্রচারাধ্যক্ষ এরূপ কঠোর ব্রত আমাদিগের মধ্যে কাহারও উপর অর্পণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু আমার মনে হইল, যে দিন আমি ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি সেই দিনই আমি শবাচ্ছাদন বস্ত্র পরিধান করিয়াছি, সুতরাং মৃত্যু আর আমার নিকট নূতন কি? সেই ভাবিয়া আমি আমাদিগের প্রচারাধ্যক্ষের নিকট যাইয়া জানাইলাম, যে তিনি উপযুক্ত মনে করিলে আমি কুষ্ঠ উপনিবেশে অবস্থান রূপ দ্বিতীয়বার মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত আছি। আমার এইরূপ অভিপ্রায়ানুসারে গত ১১ই মে একখানি বাষ্পীয়পোত আমাকে এবং হাওয়াই দ্বীপ হইতে রাজপুরুষগণ কর্ত্তৃক সংগৃহীত পঞ্চাশ জন কুষ্ঠরোগীকে এখানে অবতীর্ণ করিয়া দিয়া গিয়াছে।

আমি আসিয়া দেখিলাম, স্বর্গীয় মহাপুরুষ পাইলোবিনার উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত একটী ক্ষুদ্র উপাসনালয় ভিন্ন অপর কোন উপাসনালয় এখানে নাই। আমার নিজের আশ্রয়ের জন্যও

কোন গৃহ ছিল না। কুষ্ঠরোগীদিগের সঙ্গে এক গৃহে বাস করিতে ইচ্ছা ছিল না বলিয়া, অনেক দিন পর্য্যন্ত আমাকে বৃক্ষতলে বাস করিতে হইয়াছিল। অবশেষে রাজধানী হনোলুলুর শ্বেতকায় পুরুষগণ অর্থ সাহায্য করাতে, আমি নিজের জন্য প্রায় দশ হাত দীর্ঘ এবং ছয় হাত প্রশস্ত একটী কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছি, এবং সেই কুটীর হইতেই আমি তোমাকে এই পত্র লিখিতেছি। দেখ ভাই, আমি এই ছয় মাস কাল কুষ্ঠরোগীদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছি, কিন্তু ইহার সংসর্গ দোষ আমাকে আক্রমণ করিতে পারে নাই। আমার মনে হয়, আমাদিগের দয়াময় প্রভুর এবং পবিত্রা কুমারী মেরীর বিশেষ অনুগ্রহই ইহা দ্বারা প্রকাশিত হইতেছে। *

যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাতে কুষ্ঠ ব্যাধি আরোগ্য হইবার নয় বলিয়াই মনে হয়। ইহা প্রথমে রক্ত দূষিত হইয়া আরব্ধ হয়। ত্বকের উপরিভাগে এবং প্রধানতঃ দুই গণ্ডে প্রথম বিবর্ণ চিহ্ন সকল দেখা দেয়; সেইরূপ বিবর্ণ চিহ্ন ক্রমশ সর্ব্ব শরীরে ব্যাপ্ত হইতে থাকে। শরীরের যে সকল অংশ ইহা দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহা অসাড় হইয়া যায়; তাহার পর ক্ষত হইতে থাকে। শরীরের সীমাস্থল অর্থাৎ অঙ্গুলি নাসিকা ইত্যাদির অগ্রভাগই ইহাদ্বারা প্রধানতঃ আক্রান্ত হয়। শরীরের মাংস জীর্ণ হইতে থাকে, এবং তাহা হইতে বিজাতীয় দুর্গন্ধ নির্গত হয়। অধিক কি, কুষ্ঠরোগীর নিশ্বাস পর্য্যন্ত

* খ্রীষ্টিয়ান সম্প্রদায়, বিশেষতঃ তাঁহাদিগের মধ্যে রোমান-ক্যাথলিকগণ খ্রীষ্টমাতা কুমারী মেরিকেও বিশেষ শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন।

এরূপ দুর্গন্ধময় হয়, যে নিকটস্থ বায়ু তাহা দ্বারা বিবাক্ত হইয়া উঠে। এইরূপ বায়ুতে অভ্যস্ত হইবার জন্য আমাকে প্রথম প্রথম অনেক আয়াস পাইতে হইয়াছে। একদিন রবি বাসরীয় উপাসনার সময় আমার বোধ হইতে লাগিল যেন নিশ্বাসরোধ হইয়া যায়। বেদী ছাড়িয়া বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ু সেবানের জন্য আমার ইচ্ছা হইতে লাগিল কিন্তু সেই সময় আমার মনে হইল— আমাদিগের প্রভু কুষ্ঠ রোগী লাজারাসের সমাধি উন্মুক্ত করিবার আদেশ দিয়াছিলেন। "ইহা গলিত এবং দুর্গন্ধময়" বলিয়া মার্থা তাঁহাকে নিবারণ করিলেও তিনি তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই। প্রভুর এই কার্য্য স্মৃতিপথে উদিত হওয়াতে আমি আমার ইচ্ছা দমন করিলাম। দুর্গন্ধের জন্য এখন আর আমার পূর্ব্বের মত কষ্ট হয় না, আমি এখন কুষ্টরোগীদিগের কুটীরে অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারি। যে সকল রোগীর ক্ষত কৃমিতে পরিপূর্ণ, কেবল তাহাদিগের অন্তিম কালীন পাপের পরিচয় গ্রহণ করিবার সময় আমার এক এক বার ঘৃণা উপস্থিত হয়। অনেকের হস্ত পদ একপ গলিত হইয়া গিয়াছে, যে মৃত্যুর পূর্ব্বে কেমন করিয়া তাহাতে আমাদিগের ধর্ম্মানুমোদিত বিধানানুসারে তৈলাভিষেক করিব তাহা বুঝিতে পারি না। *

উপরোক্ত যে বিবরণ প্রদান করিলাম তাহা হইতে আপনি আমার দৈনিক কার্য্য কিয়ৎপরিমাণে অনুমান করিতে পারিবেন। মনে করুন একস্থানে কতকগুলি কুটীর শাহাতে

*রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মানুসারে মুমূর্ষুর হস্ত পদ এবং মস্তকে তৈল দিবেক একটী বিশেষ পবিত্র কার্য্য। ইংরাজীতে ইহাকে Extreme Tinction বলে।

আটশত কুষ্ঠরোগীর বাস। চিকিৎসক নাই, অথবা যখন আরোগ্য হইবার রোগ নয়, তখন চিকিৎসকের নৈপুণ্য প্রদর্শনের অবসর কোথায়? যাহা কিছু চিকিৎসা কার্য্য করিতে হয়, তাহা কুষ্ঠরোগগ্রস্ত একজন ইউরোপীয় এবং আপনার এই বিনীত দাসই সমস্ত করে।

প্রতিদিন প্রাতে উপাসনা এবং আনুসঙ্গিক উপদেশ দানের পর আমি পীড়িতদিগকে দেখিবার জন্য যাই। ইহাদিগের প্রায় অর্দ্ধেক রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত। কুটীরে প্রবেশ করিয়াই আমি তাহাদিগের পাপ স্বীকার শ্রবণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করি। যাহারা এইরূপ আধ্যাত্মিক সাহায্য গ্রহণে অস্বীকার করে, ঔষধ পথ্যাদি দ্বারা আমি তাহাদিগকে সাংসারিক বিধানানুসারে সাহায্য করিতে ত্রুটি করি না। সেরূপ স্থলে ধর্ম্ম এবং সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষেই আমি সাহায্য করি। দুই চারি জন সাম্প্রদায়িকতায় অন্ধ ও ধর্ম্ম বিশ্বাসহীন ব্যক্তি ভিন্ন আর সকলে আমাকে পিতার ন্যায় জ্ঞান করে। তাহাদিগের সকলকে প্রকৃত খৃষ্টভক্ত করিবার জন্য আমি আপনাকে তাহাদিগের ন্যায় ব্যাধিগ্রস্ত বলিয়াই মনে করি এবং সেই জন্য উপাসক মণ্ডলীকে কোন কথা বলিবার সময়, ইউরোপে যেমন "ভ্রাতৃগণ" বলিয়া সম্বোধন করিবার প্রথা আছে, তাহার পরিবর্ত্তে "আমরা কুষ্ঠরোগী" এই বলিয়া সম্বোধন করি। এখানে আমার প্রতিপত্তি কিরূপ, তাহা আপনি নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে বুঝিতে পারিবেন। গত শনিবার এখানকার কতকগুলি যুবক, তাহাদিগের অবস্থার অসন্তুষ্ট হইয়া এবং গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের সঙ্গে উপযুক্ত ব্যবহার করিতে-

ছেন না ভাবিয়া, বিদ্রোহ উত্থাপনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল ; তাহাদিগেব মধ্যে দুইজন ভিন্ন অপব সকলেই ক্যালভিনিষ্ট অথবা মর্ম্মণ সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। আমি উপস্থিত হইয়া কেবল দুই একটি কথা মাত্র বলিলাম, তাহাবা লজ্জায় মস্তক অবনত কবিল এব° সমস্ত গোলযোগেব নিষ্পত্তি হইয়া গেল।

এখানে আসা অবধি আমি প্রায় এক শত জনকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছি। দীক্ষাকালীন শ্বেত পবিচ্ছদ পরিহিত অবস্থাবই তাহাদিগেব মধ্যে অনেকে পবলোক গমন কবিয়াছে ; আমাকে অনেককে সমাধিস্থও কবিতে হইয়াছে। আমাদিগের মধ্যে গড় মৃত্যু স°খ্যা প্রতি দিন একজন। তাহাদিগেব মধ্যে অনেকে একপ নিঃসম্বল, যে তাহাদিগেব অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া কবিবার সঙ্গতি নাই ; বস্ত্রাবৃত কবিয়াই তাহাদিগকে সমাধিস্থ কবিতে হয় ; অন্যান্য কর্ত্তব্যকার্য্য কবিষা যত টুকু সময় থাকে, আমি তাহা এইরূপ দরিদ্রগণেব জন্য শবাধাব নির্ম্মাণে ক্ষেপণ করি।

স্বস্তি বাচনের জন্য আমাব নিকট আর নূতন অনুরোধ পাঠাইবেন না।* এখানে যাহা করিতে হয়, তাহাই আমার সাধ্যাতিরিক্ত। সকলেই জানেন, আমরা যাহা কবি, তাহা নিস্বার্থ ভাবেই করি। আমাদিগের কার্য্যেব পুবস্কার কি, আমাদিগের দয়াময় প্রভুই তাহা জানেন। অথবা সে কথাই বা বলি কেন ? তিনিত আমাদিগকে পূর্ব্ব হইতেই পুরস্কৃত করিয়া রাখিয়াছেন। প্রভু যদি আমায় জিজ্ঞাসা করিতেন, "কেমন আমি যখন তোমাকে অর্থ, ধর্ম্মগ্রন্থ, পাদুকা কিছুই না দিয়া

* হিন্দুধর্ম্মের ন্যায় রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মেও স্বস্ত্যয়ন, আশীর্ব্বাদ, ইত্যাদির প্রচলন আছে।

এখানে পাঠাইয়াছিলাম, তখন কি তোমার কোন অভাব ছিল ?
আমি তাহা হইলে বলিতাম, "না প্রভো, কিছুরই অভাব ছিল না।"
বাস্তবিকও যখন আমি এখানে আসি তখন কিছুই সঙ্গে লইয়া
আসি নাই। আমার যাহা কিছু ছিল, সমস্তই কোহালাতে
কালার ক্যাবিয়ালকে দান করিয়া আসিয়াছিলাম। আমার
একটি পয়সাও আয় নাই; অথচ আমার কিছুরই অভাব নাই
আমি বরং অন্যকে সাহায্য করি। ইহার অর্থ কি বলিতে
পারেন ? যাঁহারা তাঁহার নামে সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহা-
দিগকে যিনি শতগুণ প্রতিদান করিতে প্রতিশ্রুত আছেন,
ইহার অভ্যন্তরে তাঁহারই গূঢ় উদ্দেশ্য বর্ত্তমান।

অল্প দিন হইল, আমি আমাদিগের উপনিবেশের অপর
প্রান্তে এবং পুরাতন উপাসনালয় হইতে দুই মাইল দূরে, আর
একটি উপাসনালয় নির্ম্মাণ করিয়াছি। আমার নিজের সূত্র-
ধরের কার্য্য ব্যতীত ইহাতে আমার প্রায় এক শত পঁচিশ টাকা
ব্যয় হইয়াছে। ইহার মধ্যে আমার দশ টাকা মাত্র ঋণ আছে।
স্বর্গীয় মহাপুরুষ জোসেফই স্বয়ং আমার অভাব পূর্ণ কর্ত্তা।
আমার হনোলুলুঁ স্থিত ধর্ম্ম ভগ্নীগণ আমাকে বস্ত্র পাঠাইয়া দেন,
অন্যান্য যাহা কিছু অভাব হয়, কয়েক জন দানশীল ব্যক্তি
তাহা পূরণ করিয়া থাকেন।

কয় মাস গত হইল, এখানকার হোমসেক্রেটরী, আমাকে
কুষ্ঠ উপনিবেশ ভিন্ন অন্য কোথাও পদার্পণ করিতে নিষেধ
করিয়াছিলেন। সুতরাং আমাকে বন্দীর ন্যায় থাকিতে হইয়া-
ছিল। আজ ফরাসী রাজ প্রতিনিধি একখানি পত্রে আমার
মুক্তির সংবাদ পাঠাইয়াছেন। ঈশ্বরের মহিমা বর্দ্ধিত হউক।

আমি এখন কেবল যে আমার কুষ্ঠরোগীদিগের তত্ত্বাবধান করিতে পারিত্ব তাহা নয়, দ্বীপের অন্যান্য স্থানেও খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের জন্য পরিশ্রম করিতে পারি। আমি ভিন্ন সমস্ত দ্বীপে আর একজনও ধর্ম্ম প্রচারক নাই। এ কার্য্যে একজন সঙ্গী পাইলে ভাল হয় কিন্তু তাহা কোথায় পাইব? আমার প্রচার ক্ষেত্রের কল্যাণের জন্য আপনি নিজে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবেন এবং অন্য সকলকেও প্রার্থনা করিতে বলিবেন।

পবিত্র আত্মাশ্রিত
আপনার ভ্রাতা
দামিয়েন।

দামিয়েনের একান্ত ইচ্ছা ছিল যে একজন কেহ আসিয়া তাঁহার প্রচার কার্য্যের সহায়তা করেন। ঈশ্বরানুগ্রহে তাঁহার সেই আশা পূর্ণ হইল। পর বৎসর জানুয়ারি মাসে আর একজন প্রচারকের উপর মোলোকাইএর অবশিষ্ট অংশের ভার অর্পিত হইল। সুতরাং দামিয়েন কুষ্ঠউপনিবেশের কল্যাণের জন্য অধিকতর মনোযোগ দিবার অবসর প্রাপ্ত হইলেন। তিনি একজন সহযোগী প্রাপ্ত হইলেন বটে, কিন্তু গুরুতর কার্য্যের ভার, সমস্তই তাঁহার স্কন্ধে বর্ত্তমান রহিল এবং প্রকৃত প্রস্তাবে তিনিই দ্বীপের সর্ব্বময় কর্ত্তা রহিলেন। নিকটবর্ত্তী একস্থানে একটি উপাসনালয়ের আবশ্যক ছিল; দামিয়েন তাঁহার সহযোগীর উপর চারি মাসের জন্য কুষ্ঠ উপনিবেশের ভার সমর্পণ করিয়া, নূতন প্রচার ক্ষেত্রে উপাসনালয় নির্ম্মাণ করিতে গেলেন। তাঁহার মানাপমান জ্ঞান ছিল না, সামান্য শ্রমজীবীর ন্যায় পরিশ্রম করিয়া তিনি উপাসনালয় নির্ম্মাণের কার্য্য

সহায়তা করিতে লাগিলেন এবং কার্য্য শেষ হইলে, সহযোগীকে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যক্ষেত্রের ভার প্রদান করিয়া, কুষ্ঠ উপনিবেশের ভার পুনর্ব্বার গ্রহণ করিলেন।

হাউয়াই দ্বীপে অবস্থান কালে ডামিয়েন কিরূপ ভাবে প্রচার কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। মোলোকাইএ আসিয়াও তাঁহার কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিবর্ত্তন হয় নাই। হাওয়াইএ তাঁহার অধিকাংশ সময়, তত্রস্থ উপাসকমণ্ডলীর আধ্যাত্মিক কল্যাণ চিন্তাতেই অতিবাহিত হইত; কিন্তু মোলোকাইএ আগমন অবধি তাঁহার উপাসকমণ্ডলীর ঐহিক এবং পারত্রিক উভয়বিধ কল্যাণই তাঁহার চিন্তার বিষয় হইল। কি করিলে তাহারা প্রলোভন এবং অবিশ্বাসের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিতে পারিবে, ইহাও তিনি যেমন চিন্তা করিতেন, আবার কি করিলে তাহারা শীতাতপ হইতে রক্ষা পাইবে এবং তাহাদিগের দুর্ব্বিবহ রোগ যন্ত্রণায় কিয়ৎপরিমাণে উপশম হইবে, তাহাও তাঁহার তেমনই চিন্তার বিষয় হইল। হতভাগ্য ব্যাধিগ্রস্তগণ তাঁহাকে যে পিতার ন্যায় ভক্তি করিত ইহাই তাহার প্রধান কারণ। ধর্ম্মসাধন ধর্ম্মেরই জন্য সে কথা সত্য; পার্থিব কোন বস্তুর সহিত যে তাহার সম্বন্ধ নাই, সে কথাও স্বীকার করি। কিন্তু যখন ক্ষুধা তৃষ্ণায় প্রাণ অস্থির হয়, শীত গ্রীষ্মে মস্তক রাখিবার একটু স্থান না থাকে, সজীব অবস্থাতেই রক্ত মাংসের ভিতর শত শত কৃমি দংশন করিতে থাকে, সে অবস্থায় ধর্ম্মসাধন করিতে পারেন কয় জন? যাঁহারা পারেন, তাঁহাদিগকে দেবতা বলিয়া পূজা করি, যাঁহারা না পারেন তাঁহাদিগকে নিন্দা করি না। অনেক

ধর্ম্মপ্রচারক এমন আছেন, যে তাঁহারা নিজের বিশ্বাস এবং ধর্ম্মানুরাগের প্রাবল্যে মনে করেন, জগতের সকল লোকই তাঁহাদিগের ন্যায় বিশ্বাসী এবং ধর্ম্মানুরাগী। সাংসারিক ক্লেশ দুঃখ যাহাই ঘটুক, ভগবৎ প্রসঙ্গ হইলেই লোকের আত্মবিস্মৃত হওয়া কর্ত্তব্য। এই সকল লোক প্রেমিক অথবা বিশ্বাসী হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা সংসারাবিজ্ঞ নহেন। সেই জন্য তাঁহারা দরিদ্রের কুটীরে যাইয়া, তাহার দারিদ্র্য দুঃখ উপশমের প্রসঙ্গ করেন না, রোগীর শয্যা পার্শ্বে বসিয়া তাহার যাতনার দিকে দৃষ্টিপাত করেন না, শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করেন না, যে যে শ্রেণীর লোক হউক, সকলকেই সমভাবে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া কর্ত্তব্য শেষ হইল, মনে করেন। এই জন্য অধিকাংশ স্থলে তাঁহাদিগের কার্য্য ফলদায়ক হয় না। দামিয়েন এ শ্রেণীর ধর্ম্মোপদেষ্টা ছিলেন না। তাঁহার উপাসকমণ্ডলীর আধ্যাত্মিক এবং আধিভৌতিক, উভয়বিধ অভাবই, তিনি সুন্দর রূপে অনুভব করিতেন এবং অনুভব করিয়া তাহা বিমোচনের চেষ্টা করিতেন। হতভাগ্য সমাজ নির্ব্বাসিত কুষ্ঠরোগীগণ, কত যন্ত্রণায় কাতর, তাহা তিনি বিলক্ষণ বুঝিতেন, এবং সেই জন্য তাঁহার শরীর এবং মন উভয়ই তাহাদিগের সেবায় নিয়োজিত করিতেন। তিনি স্বহস্তে গৃহহীনের গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিতেন, পীড়িতকে ঔষধ সেবন করাইতেন, মুমূর্ষুর রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া তাহাকে সেবা করিতেন, আবার সেই সঙ্গে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া, তাহাদিগের নিরাশ প্রাণে আশার সঞ্চার করিয়া দিতেন। এরূপ অবস্থায় তিনি যে তাহাদিগের হৃদয়ে একাধিপত্য করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

দামিয়েন মোলোকাইএ আসিয়া কুষ্ঠরোগীদিগের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কতকগুলি উল্লেখের যোগ্য। মোলোকাইএ ব্যবহারোপযোগী জলপ্রাপ্ত হওয়া নিতান্ত কঠিন ছিল। অনেক দূর হইতে জল বহিয়া আনিতে হইত; তাহাও আবার নিতান্ত কদর্য্য এবং পানের অযোগ্য ছিল। সুখে স্নানাবগাহন করা দূরে থাকুক, অনেক সময় প্রাণধারণোপযোগী পানীয় জল পর্য্যন্ত পাওয়া কঠিন হইত। জলের অভাবে তাহারা পূয রক্তে বিষাক্ত গাত্রবস্ত্র প্রক্ষালন করিতে এবং শরীরের ক্ষতস্থান সকল পরিষ্কার করিতে পারিত না, তাহাদিগের শরীরের দুর্গন্ধ অসহ্য হইত। দামিয়েন প্রথমেই এ অভাব বিমোচন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। দূরবর্ত্তী একটি উপত্যকায় নির্ম্মল জলপূর্ণ একটি হ্রদ ছিল, অতি প্রবল গ্রীষ্মের সময়ও তাহা শুষ্ক হইয়া যাইত না। দামিয়েন এই হ্রদ হইতে জল আনিয়া কুষ্ঠ উপনিবেশের অভাব দূর করিতে মনস্থ করিলেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহার সাহায্য করিলেন এবং অল্প দিনের মধ্যে প্রচুর নির্ম্মল জল প্রাপ্ত হইয়া, কুষ্ঠরোগীগণের ক্লেশ দূরীভূত হইল।

জলাভাব দূর করিয়া, দামিয়েন কুষ্ঠ উপনিবেশের আর একটি অভাব দূর করিতে মনস্থ করিলেন। ব্যাধিগ্রস্তগণের বাসের জন্য গৃহ ছিল না। কেহ বৃক্ষতলে, কেহ পর্ব্বত গুহায়, কেহবা উন্মুক্ত আকাশের তলে পড়িয়া থাকিত। স্ত্রী পুরুষ, সুস্থ অসুস্থ পার্থক্য ছিল না; পশুপালের ন্যায় দলে দলে সকলে একত্রিত হইয়া রাত্রি যাপন করিত। যে দুই একটী ক্ষুদ্র কুটীর ছিল, তাহাও গৃহ নামের উপযুক্ত নয়। বর্ষার ধারা এবং শীত

গ্রীষ্মের প্রকোপ, কিছুই তাহাতে নিবারিত হইত না। একেইত তাহা সঙ্কীর্ণ এবং বায়ু সমাগম শূন্য, তাহার উপর গৃহবাসীগণের ব্যবহার দোষে তাহা মনুষ্যাবাসের উপযুক্ত ছিল না। রাশীকৃত আবর্জ্জনা, ক্লেদ, পূয বক্তে গৃহের বায়ু নরকের বায়ুর অপেক্ষাও দূষিত এবং বিষাক্ত হইয়া থাকিত। দামিয়েনকে এইরূপ গৃহে বসিয়াই রোগীদিগের সেবা করিতে এবং মুমূর্ষুদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে হইত। এইরূপ গৃহে বসিয়াই তিনি রাত্রির পর রাত্রি যাপন কবিতেন এবং এইরূপ গৃহ হইতেই গলিত মৃতদেহ বক্ষে লইয়া, সমাধিস্থ করিতেন। যে ক্লেশ প্রেতেরও পক্ষে অসহ্য, অকুণ্ঠিত চিত্তে তিনি তাহা সহ্য করিতেন। জলাভাব ক্লেশ দূর কবিবার পর, তিনি উপনিবেশের বাস গৃহের অভাব দূর করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার চরিত্রের এই একটি বিশেষ প্রশংসনীয় গুণ ছিল, যে যে উৎসাহানল তাঁহাব নিজের হৃদয়ে প্রজ্বলিত হইত, তিনি তাহা অন্যেরও হৃদয়ে উদ্দীপিত করিতে পারিতেন। কুষ্ঠ রোগীদিগের দুরবস্থা বর্ণন করিয়া, তিনি গবর্ণমেণ্টেব এবং রাজধানীস্থ বদান্য ব্যক্তিগণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। তাঁহাব প্রার্থনা নিরর্থক হইল না। অল্প দিনের মধ্যে তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট গৃহ নির্ম্মাণোপযোগী কাষ্ঠাদি প্রাপ্ত হইলেন এবং রাজধানীস্থ বদান্য ব্যক্তিগণ তাঁহাকে অর্থ, উপকরণ ইত্যাদি প্রেরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া, দামিয়েন কুষ্ঠরোগীদিগের জন্য গৃহ নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি স্বয়ং সূত্রধরের কার্য্য করিতেন, আর কুষ্ঠ রোগীদিগের মধ্যে যাহারা অপেক্ষাকৃত সবলকায় ছিল, তাহারা তাঁহার কার্য্যের সহায়তা

করিত। এইরূপে ১৮৭৪ হইতে ৮৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে, প্রায় তিন শত কাষ্ঠ নির্ম্মিত সুন্দর কুটীর নির্ম্মিত হইল। শুষ্ক, বায়ুসঞ্চালিত গৃহে বাস করিয়া, কুষ্ঠরোগীদিগের স্বাস্থ্য অনেকাংশে উন্নত হইল এবং উপনিবেশের দৈনিক মৃত্যু সংখ্যা কিয়ৎপরিমাণে স্বল্প হইয়া আসিল।

দামিয়েন এইবার কুষ্ঠরোগীদিগের আহার্য্য এবং পরিচ্ছদের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। হাওয়াই গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের ভরণপোষণের জন্য প্রতি বৎসর কিয়ৎ পরিমাণ অর্থব্যয় করিতেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাহাদিগের সমস্ত অভাব দূরীভূত হইত না। দামিয়েন পুনঃ পুনঃ আবেদন করিয়া, গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি এদিকে অধিকতর আকৃষ্ট করিলেন। ব্যাধিগ্রস্তদিগকে তিনি নিজের পুত্র কন্যার ন্যায় ভাল বাসিতেন। কোনরূপে যৎসামান্য কিছু আহার করিয়া তাহারা প্রাণ ধারণ করিবে, ইহাতে তাঁহার তৃপ্তি বোধ হইত না। সাধারণ খাদ্যের সঙ্গে তাহারা যাহাতে সময়ে সময়ে একটু তৃপ্তিকর উপাদেয় খাদ্যও আহার করিতে পায়, তাহা তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল। সেই জন্য তিনি তাঁহাদিগকে অল্প পরিমাণে দুগ্ধ দিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিলেন; হাওয়াই গবর্ণমেণ্টেরও বিশেষ প্রশংসার বিষয় এই যে, তাঁহারা সাধ্যানুসারে দামিয়েনের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে চেষ্টা করিতেন। দামিয়েনের আগমনের পূর্ব্বে রোগিদিগকে বস্ত্রাভাবে দারুণ ক্লেশ পাইতে হইত। যাহারা অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিপন্ন ছিল, তাহাদিগের আত্মীয় স্বজনগণ তাহাদিগের জন্য বস্ত্রাদি পাঠাইয়া দিতেন; কিন্তু অপর সকলের কষ্টের সীমা ছিল না। দামিয়েন তাহাদিগের জন্য

একটি বস্ত্র বিক্রয়ের স্থান স্থাপিত করিলেন এবং প্রত্যেক কুষ্ঠ-রোগীকে বস্ত্র দানের পরিবর্ত্তে বার্ষিক প্রায় ১২ টাকা সাহায্য দানের নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিলেন। ইহা দ্বারা রোগীদিগের ক্লেশ যদিও অপেক্ষাকৃত দূরীভূত হইল, কিন্তু তিনি ইহাতে পরিতৃপ্ত রহিলেন না। যাহাতে গবর্ণমেণ্ট ও দানশীল ব্যক্তিগণের দ্বারা তাহাদিগের অবস্থার অধিকতর উৎকর্ষসাধন করিতে পারেন, তজ্জন্য অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এ সকলের অপেক্ষা আরও একটি গুরুতর বিষয়ে দামিয়েন মনোযোগী হইলেন। তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট কুষ্ঠ-উপনিবেশে একটি চিকিৎসালয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা নাম মাত্র চিকিৎসালয় ছিল। চিকিৎসালয় অথচ তাহাতে চিকিৎসক নাই, শুশ্রূষাকারিণী নাই, ধাত্রী নাই। দামিয়েন যত দিন পর্য্যন্ত না চিকিৎসালয়ের জন্য একজন স্থায়ী চিকিৎসক, এবং ঔষধাগার সংস্থাপিত করিতে পারিলেন, তত দিন নিরস্ত রহিলেন না। কুষ্ঠরোগ যে আরোগ্য হইবার নয়, তাহা তিনি বুঝিতেন; কিন্তু চেষ্টা দ্বারা যাহাতে রোগীদিগের যন্ত্রণার কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাস করা যাইতে পারে, তজ্জন্য তিনি সাধ্যানুসারে বন্দোবস্ত করিলেন। তাঁহার অধিকাংশ সময়ই চিকিৎসালয়ে অতিবাহিত হইত। রোগীদিগের ভাল রূপ শুশ্রূষা হইতেছে কিনা, তাহারা তাহাদিগের প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ প্রাপ্ত হইতেছে কিনা, দেখিবার জন্য তিনি সর্ব্বদাই চিকিৎসালয়ে যাইয়া তত্ত্বাবধান করিতেন। এই সকল কার্য্যেই তাঁহার সহৃদয়তা অধিক প্রমাণে প্রকাশিত হইত। তিনি রোগীদিগের শয্যার পার্শ্বে বসিয়া তাহাদিগের সেবা করিতেন, তাহাদিগকে উপদেশ

দিতেন এবং ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট স্থল পাঠ করিয়া শুনাইতেন। দারুণ রোগে যাহাদিগের হস্ত এবং অঙ্গুলি গলিত হইয়া গিয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে স্বহস্তে আহার করাইয়া দিতেন। রাজধানী হনলুলুস্থিত তাঁহার ধর্ম্ম ভগ্নীগণ তাঁহার নিকট প্রচুর পরিমাণে মিষ্টান্ন, পিষ্টক ইত্যাদি পাঠাইয়া দিতেন, তিনি কুষ্ঠরোগীদিগকে তাহা আহার করাইয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন। তাঁহার আগমনের পূর্ব্বে চিকিৎসালয় সম্বন্ধে লোকের এরূপ অবস্থা ছিল, যে সেখানে যাইতে হইবে শুনিলে তাহাদিগের হৃৎকম্প উপস্থিত হইত। না হওয়াই আশ্চর্য্য। দামিয়েনের আগমনের পূর্ব্বে সেখানে কোন নূতন রোগী আসিবামাত্র অমনি তাহার মৃতদেহ প্রোথিত করিবার জন্য শবাধার সংগ্রহের চেষ্টা হইত। কেহ যে অব্যাহতি পাইবে, চিকিৎসকদিগের মনে সে কথা উদিত হইত না। রোগী এবং চিকিৎসক উভয়েই বুঝিতেন, গৃহে যে দশ দিন বাঁচিবে, চিকিৎসালয়ে এক রাত্রি বাস করিলেই তাহার আয়ু শেষ হইবে। দামিয়েনের চেষ্টায় এ ভাব কিয়ৎ পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইল।

এই সকলের সঙ্গে দামিয়েন আরও একটি সহৃদয়তার কার্য্য করিলেন। মৃতদেহ সমাহিত করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট কোনরূপ অর্থ সাহায্য করিতেন না। সুতরাং নিতান্ত নিঃস্ব ব্যক্তিদিগকে যে কোনরূপে হউক এক প্রকারে প্রোথিত করা হইত। দামিয়েন এই শ্রেণীর লোকদিগের জন্য "শবাধার সভা" নামক একটী সভা স্থাপিত করিলেন। দরিদ্রদিগকে সমাহিত করিবার জন্য তাহা হইতে শবাধার প্রদত্ত হইত। তাঁহার উপাসনালয়ের সংস্রবে একটি সুবেষ্টিত ভূমিখণ্ডে তিনি একটি সমাধি ক্ষেত্র

প্রস্তুত করিলেন। অনেক সময় লোকাভাবে তাঁহাকে নিজেই কবর খনন করিতে এবং মৃতদেহ তাহাতে শায়িত করিতে হইত। অবকাশ পাইলে তিনি স্বহস্তে শবাধার প্রস্তুত করিয়া দিতেন, সুবিধা না হইলে অগত্যা বস্ত্রাবৃত করিয়াই সমাহিত করিতেন।

পাঠক মনে করিবেননা দামিয়েনের কার্য্য এখানেই পরিসমাপ্ত হইল। যিনি মৃত এবং মুমূর্ষুদিগের জন্য এত চিন্তা করিতেন, তিনি যে, অপেক্ষাকৃত সুস্থকায় ব্যক্তিদিগের জন্য কিছু না করিয়া ক্ষান্ত থাকিবেন, তাহা কখনও সম্ভব নয়। যিনি অনাথ নির্ব্বান্ধবগণের নশ্বরদেহ স্বয়ং সমাধিস্থ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, তিনি যে তাহাদিগের অমর আত্মার কল্যাণের জন্য কিছু করিবেন না, তাহা কখনও মনে করা যাইতে পারে না। হাওয়াই দ্বীপ হইতে যাহারা মোলোকাইএ প্রেরিত হইত, তাহারা সকলেই যে একবারে রোগে চলৎশক্তি হীন এবং মুমূর্ষু প্রায় ছিল, তাহা নয়। তাহাদিগের মধ্যে অনেক সবল এবং পরিশ্রম পটু ব্যক্তিও থাকিত। রোগের বীজ কাহারও দেহে বদ্ধমূল দেখিলেই রাজপুরুষগণ তাহাকে নির্ব্বাসিত করিতেন। অনেক অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক বালিকাও এইরূপে মোলোকাইএ প্রেরিত হইত। দামিয়েন এই সকল বালক বালিকাদিগের জন্য একটি আশ্রম স্থাপিত করিলেন। তাঁহার নিজের বাস গৃহের নিকটে তিনি দুইটি গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন, একটিতে বালকেরা এবং অপরটিতে বালিকারা থাকিত। তিনি নিজে চল্লিশটি অনাথ বালক বালিকার তত্ত্বাবধান করিতেন। রোগাক্রান্ত অবস্থায় তাহাদিগের পক্ষে যে সকল বিষয় শিক্ষা করা সম্ভব, সেখানে তাহা-

দিগকে সেই সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইত। বালিকারা সীবন কার্য্য এবং শিল্প কর্ম্মাদি শিক্ষা করিত। যে সকল বালক বালিকা আপন আপন পিতা মাতার সঙ্গে বাস করিত, তিনি তাহাদিগের শিক্ষা সম্বন্ধেও উদাসীন ছিলেন না। প্রথম প্রথম সুবিধা মত একটি অনাবৃত স্থানে কতকগুলি বালক বালিকাকে একত্রিত করিয়া শিক্ষা দিতেন। তাহার পর একটি বিদ্যালয় গৃহ নির্ম্মিত হইল। ছাত্র সংখ্যা ক্রমশই বর্দ্ধিত হইতেছে দেখিয়া, ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে তিনি আরও একটি নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করিলেন। তিনি যাহা কিছু করিতেন, তাহা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর না হইলে তাঁহার মনোনীত হইত না। উপাসনালয়ে যে সকল বালক সঙ্গীত করিত, রোগে তাহাদিগের মূর্ত্তি বিকৃত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু তথাপি তিনি তাহাদিগকে এরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন যে রবিবাসরীয় উপাসনার দিন তাহাদিগের পরিচ্ছন্ন পরিচ্ছদ দেখিলে দর্শকের হৃদয়ে তৃপ্তি বোধ হইত। তাঁহার চেষ্টায় যতদূর সম্ভব, কুষ্ঠরোগাক্রান্তদিগের সচ্ছন্দ বিধানে তিনি অমনোযোগ করিতেননা। যে জন্য তিনি তাঁহার জন্মভূমি এবং প্রিয় জনক জননীর ক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া, এতদূর দেশে আসিয়াছিলেন; তাঁহার জীবনের সেই প্রিয় কার্য্য সম্বন্ধেও তিনি উদাসীন ছিলেন না। খ্রীষ্টধর্ম্মের সুসমাচার প্রত্যেক নর নারীর দ্বারে দ্বারে আর্শিবাদ জন্য তাঁহার হৃদয়ে প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল। যে স্থানে এবং যাহাদিগের নিকট তিনি এই সুসমাচার প্রচার করিবার জন্য আসিয়াছিলেন, তাহা চিন্তা করিলে অবাক হইয়া যাইতে হয়। যাঁহাদিগের শরীরের গুড়িগুলি প্রত্যেক পর্য্যন্ত ঘৃণা বোধ করে, তাহা

দিগের মুখের নিকট মুখ দিয়া, শরীরে শরীর স্পর্শ করাইয়া, তাঁহাকে এই সুসমাচার শুনাইতে হইত। দিন নাই রাত্রি নাই, সকল সময়েই মুমূর্ষুর শয্যা পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া তিনি এই সুসমাচার শুনাইতেন। উপনিবেশের দৈনিক মৃত্যু সংখ্যা গড় একজনের ন্যূন ছিলনা; সুতরাং প্রায় প্রতিদিনই তাঁহাকে অন্ততঃ একবার করিয়া মুমূর্ষুকে অন্তিম উপদেশ দিতে অথবা তাহার অন্তিম অপরাধ স্বীকার শ্রবণ করিতে হইত। ঝটিকা বৃষ্টি, নিজের স্বাস্থ্য, অস্বাস্থ্য, কিছুতেই তিনি ভ্রূক্ষেপ করিতেন না; সংবাদ পাইবামাত্র অমনি মুমূর্ষুর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। তাঁহার একমাত্র উৎকণ্ঠা এই ছিল, পাছে তাঁহার কোন ভ্রাতা ভগ্নী, মৃত্যুকালে খৃষ্টের আশ্বাস বাণী না শুনিয়া, কলুষিত হৃদয়ে প্রাণত্যাগ করে। মুমূর্ষু পাপীকে এই আশ্বাস বাণী শুনাইতে তিনি কোন ক্লেশই ক্লেশ বলিয়া মনে করিতেন না। তাঁহার এক দিনের কার্য্য বিবরণ সম্বন্ধে তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন; "আজ রাত্রি আটটার সময় একটি মুমূর্ষু রমণীকে দেখিবার জন্য আমাকে যাইতে হইয়াছিল। রাত্রি ঘোরান্ধকারময়ী, পথ কর্দমে পরিপূর্ণ, তাহার উপর অনবরত মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতে ছিল; আমি অশ্বারোহণে যাইতে বাধ্য হইলাম। গন্তব্য স্থলে উপস্থিত হইয়া, অশ্বটিকে প্রথমে সযত্নে এক স্থলে বন্ধন করিয়া আমি গৃহে প্রবেশ করিলাম; দেখিলাম অনেকগুলি কাথলিক সম্প্রদায়স্থ রমণী সেখানে উপস্থিত রহিয়াছে; তাহারা সকলেই ব্যাধিগ্রস্তা। যে মুমূর্ষু রমণীকে আমি দেখিতে গিয়াছিলাম, সে পূর্ব্বে ধর্ম্মচ্যুত হইয়াছিল, কিন্তু এখন সরল হৃদয়ে সমস্ত অপরাধ স্বীকার করিল।

উপাসনা শেষ হইলে, আমি বাহিরে আসিয়া দেখি, আমার অশ্বটী বন্ধনরজ্জু ছিন্ন করিয়া কোথায় পলায়ন করিয়াছে। তাহার পর্য্যাণের সঙ্গে আমার আচ্ছাদন বস্ত্র আবদ্ধ ছিল, সেখানিও নাই। ঘোরতর অন্ধকারে দুই পদ সম্মুখের বস্তুও দেখিবার সম্ভাবনা ছিল না, সুতরাং সে সময় অশ্বটিকে অন্বেষণ করা বৃথা ভাবিয়া আমি ক্ষান্ত হইলাম। আচ্ছাদন বস্ত্রখানি থাকিলেও বৃষ্টিপাত হইতে রক্ষা পাইতে পারিতাম। কিন্তু কি করি, অবশেষে নিরুপায়ে কর্দ্দম বৃষ্টি ভোগ করিতে করিতে পদব্রজে প্রস্তরাকীর্ণ পথ অতিক্রম করিয়া কুটীরে প্রত্যাগমন করিলাম। এখন নিরাপদে গৃহে পৌঁছিয়াছি, আর কোন অসুবিধা নাই। আচ্ছাদন বস্ত্র খানি হারাইয়াছি বলিয়া কষ্ট হইতেছে, কিন্তু একটি আত্মার উদ্ধার সাধনে আমি যে সহায়তা করিতে পারিয়াছি, তজ্জন্য আমার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ। দয়াময় বিভুকে ধন্যবাদ দি" একদিনের ঘটনা এইরূপ, কিন্তু একদিন দুইদিন নয়, মোলোকাইএ পদার্পণ হইতে যত দিন না তিনি একবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছিলেন, ততদিন অবিশ্রান্তই এইরূপ পরিশ্রম করিতেন। অপর সকলে বিশ্রাম পাইলে আনন্দ অনুভব করে, তিনি পরিশ্রমেই আনন্দ অনুভব করিতেন। কর্ত্তব্য সাধনে তিনি এমনই নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন, যে তাঁহার প্রিয় পরিজনবর্গের এমন কি তাঁহার জননীর কথাও তাঁহার মনে স্থান প্রাপ্ত হইত না। তিনি তাঁহার জননীকে লিখিয়াছিলেন। "মা, নানা কারণে আমি এমন ব্যস্ত, যে এক উপাসনার সময় ভিন্ন অন্য সময় তোমার কথা ভাবিবারও আমার অবসর থাকে না।"। অতি প্রত্যূষে উঠিয়াছি

তিনি প্রাভাতিক উপাসনা সমাধা করিতেন। যে সকল রোগী একবারেই চলৎশক্তি হীন, তাহারা ভিন্ন অপর সকলে এই উপাসনায় যোগদান করিত। প্রভাতের এইরূপ নিয়মিত উপাসনার বলেই তিনি অকুণ্ঠিত চিত্তে দিবসের কঠোর পরিশ্রমে সমর্থ হইতেন। ইহার পর বিদ্যালয়, অনাথ শিশুদিগের জন্য সংস্থাপিত আশ্রম, চিকিৎসালয় ইত্যাদি পরিদর্শন করিতেন। রোগীদিগের সেবা, বিবাহ, অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া প্রভৃতি উপলক্ষে পৌরোহিত্য কার্য্য এবং দিবস বিশেষে ক্যাথলিক ধর্মানুমোদিত প্রথানুসারে পাপ স্বীকার শ্রবণ ইত্যাদি কার্য্যে অবশিষ্ট সময় অতিবাহিত হইত। তদ্ভিন্ন মুমূর্ষুকে আশ্বাস দান এবং মৃতদেহ সমাধিস্থ করণ, তাঁহার নিত্য ক্রিয়ার মধ্যেই হইয়াছিল। পরিচর্য্যায় যিনি ভৃত্য, রোগে যিনি শুশ্রূষাকারিণী জননী, বিদ্যালয়ে যিনি শিক্ষক, ধর্ম্মশিক্ষায় যিনি গুরু এবং মৃত্যুর পর যিনি শববাহী, তাঁহার কার্য্যের আবার বিরাম কোথায়? এরূপ অবস্থায় তিনি যে প্রিয় পরিজনবর্গকে, এমন কি তাঁহার জননীকেও পত্র লিখিতে অবসর প্রাপ্ত হইতেন না, তাহা অসম্ভব নয়। এইরূপেই মোলোকাই কুষ্ঠ উপনিবেশে তাঁহার কার্য্য আরব্ধ এবং এইরূপেই পরিসমাপ্ত হইয়াছিল। যে দেশে এমন মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন, সে দেশ ধন্য, এবং যে সমাজে এমন মহাপুরুষ আবির্ভূত হন, সে সমাজ পবিত্র।

দামিয়েনের মোলোকাই আগমনের পূর্ব্বে ব্যাধিগ্রস্তগণের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় ছিল, আমরা পূর্ব্বে তাহা বর্ণন করিয়াছি। কিরূপ ধর্ম্মহীন এবং নীতিহীন ভাবে, পৈশাচিক আমোদ প্রমোদে, তাহাদিগের জীবন অতিবাহিত হইত, পাঠক-

স্বর্গ তাহা অবগত আছেন। দামিয়েনের যত্নে হতভাগ্য ব্যাধি-গ্রস্তগণের ধর্ম্মজীবনে একটি যুগান্তর উপস্থিত হইল। জুয়া-নৃত্য, ব্যভিচার, মদ্যপান প্রভৃতি ক্রমশঃ অদৃশ্য হইয়া আসিতে লাগিল। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের অন্যান্য স্থলে যদিও খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল কিন্তু দামিয়েনের আগমনের পূর্ব্বে নিজ মোলোকাই, কুসংস্কার এবং উপধর্ম্মের নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। উপনিবেশ বাসীগণ ধর্ম্মের নামে উপেক্ষা প্রদর্শন করিত। ঈশ্বর করুণাময় শুনিলে তাহারা হাস্য সম্বরণ করিতে পারিত না। দামিয়েনের আগমনের সঙ্গে এই প্রগাঢ় অন্ধকার ভেদ করিয়া, প্রথম সূর্য্যালোক নিপতিত হইল। প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া তিনি দ্বীপের সর্ব্বত্র খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারে যত্নবান হইলেন। স্বহস্তে উপাসনালয় নির্ম্মাণ করিয়া, স্বয়ং বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করিয়া, এবং আত্ম জীবনে খৃষ্টধর্ম্মের উপদেশ সকল প্রতিপালিত করিয়া, তিনি খৃষ্টধর্ম্মের মাহাত্ম্য শত শত নর নারীর হৃদয়ে মুদ্রিত করিলেন। তাঁহার পরিশ্রমের বিরাম ছিলনা; পদব্রজে অথবা অশ্বারোহণে এক উপাসনালয় হইতে অপর উপাসনালয়ে ভ্রমণ করিয়া, তিনি প্রত্যেকটীর নিরূপিত ক্রিয়া সমাধা করিতেন। এক এক দিন তাঁহাকে দুই তিন স্থানে উপাসনা এবং উপদেশ দান করিতে হইত। এই সকল কার্য্যে তাঁহাকে নিদারুণ পরিশ্রম করিতে হইত সত্য; কিন্তু যে জন্য তিনি এত পরিশ্রম করিতেছিলেন, তাহা নিষ্ফল হইল না। তাঁহার চেষ্টায় হতভাগ্য দ্বীপবাসীগণ ধর্ম্মের মধুময় স্বাদ উপলব্ধি করিতে শিখিল। অবিশ্বাস এবং উপেক্ষার স্থলে বিশ্বাস এবং অনুরাগ সঞ্চারিত হইল এবং ঘোর রোগ যন্ত্রণা

এবং দারিদ্র্যের পীড়নের মধ্যেও তাহারা সেই নিত্য মঙ্গলময়ের মঙ্গল হস্ত অবলোকন করিতে শিখিল। যাহারা এক সময় ধর্ম্মের নামে এবং ঈশ্বরের নামে উপহাস করিত, তাহাদিগের মধ্যে অনেকে বিশ্বাসপূর্ণ হৃদয়ে ভগবানের করুণা এবং তাঁহার বিচারের উপর নির্ভর করিয়া প্রাণত্যাগ করিত। একজনের মৃত্যুকালীন অবস্থা সম্বন্ধে দামিয়েন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে এইরূপ লিখিয়াছিলেন, "অল্পদিন হইল আমি আমার একজন প্রকৃত বিশ্বাসী খৃষ্টীয়ানকে সমাধিস্থ করিয়াছি। ইহাঁর মৃত্যুকালীন অবস্থা অতি শিক্ষাপ্রদ, মৃত্যুর পূর্ব্বে মহাপুরুষ বলেন "এদেহের অবসান হউক এবং আমি খৃষ্টের সহিত মিলিত হই।" এই বাণীটী অনবরত তাঁহার মুখ হইতে নিগত হইতেছিল। যখন আমি ধর্ম্মানুমোদিত বিধানে তাঁহার নিকট উপাসনা বিশেষের অনুষ্ঠান করিতে আসিলাম, তখন দেখিলাম, ধর্ম্ম বিশ্বাস এবং প্রেম যেন অভ্রান্তরূপে তাঁহার মুখমণ্ডলে প্রতিভাত হইতেছে।" কেবল একজন নয়, অনেকেই এইরূপ বিশ্বাসপূর্ণ হৃদয়ে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। সাধারণ উপাসক মণ্ডলী সম্বন্ধেও দামিয়েন লিখিয়াছিলেন, 'আমার কুষ্ঠরোগীগণ ধর্ম্মানুরাগে পূর্ণ, প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত সমস্ত সময়, তাহারা উপাসনালয়ে উপস্থিত থাকে। তাহারা যেরূপ আগ্রহের সহিত প্রার্থনা করে, তাহা দেখিলে অনেক ধার্ম্মিক ব্যক্তিকেও লজ্জিত হইতে হয়।" যাহারা এক সময় ঘোরতর কুসংস্কার এবং অজ্ঞানান্ধকারের মধ্যে বাস করিত, দামিয়েনের শিক্ষাগুণে তাহারা এইরূপে ক্রমশঃ ধর্ম্ম এবং পবিত্রতার নির্ম্মল আলোক প্রাপ্ত হইল; এবং যে সমাজ এক সময় দুর্নীতি এবং অসংযতেন্দ্রিয়তার জন্য লোক-

অসভ্যদের ন্যায় ছিল, তাহা ক্রমশঃ শান্তিময়, সুনিয়ম পরিচালিত মনুষ্যাবাসে পরিণত হইল।

দামিয়েন যখন মোলোকাইএ আসিয়া তাঁহার কার্য্য আরম্ভ করেন, তখন তিনি নিঃসহায় এবং নিঃসম্বল ছিলেন। বাস গৃহের অভাবে তাঁহাকে অনাবৃত স্থানে বৃক্ষমূলে বাস করিতে হইয়াছিল। তাঁহার কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ করা দূরে থাকুক, অনেকে তাঁহাকে বাধা দিতে পর্য্যন্ত ত্রুটী করেন নাই। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট, তাঁহাকে মোলোকাই ত্যাগ করিতে নিষেধ করিয়া, তাঁহাকে একরূপ বন্দীর ন্যায় রাখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু ভগবানের অনুগ্রহে ক্রমে সকল প্রকার অসুবিধা দূরীভূত হইল। সহানুভূতি, প্রশংসা, অর্থ-সাহায্য, অজস্র ধারে তাঁহার নিকট প্রবাহিত হইতে লাগিল। রাজধানীর সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ তাঁহার সহিত পরিচিত হওয়া গৌরবের বিষয় মনে করিতে লাগিলেন। রাজ প্রাসাদে তাঁহার নিমন্ত্রণ হইত, রাজোচিত শয্যা তাঁহার শয়নের জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকিত, কুষ্ঠরোগ সংস্পর্শে তাঁহার বিষাক্ত দেহ পবিত্র বলিয়া পরিগণিত হইত। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে রাজ্ঞী নিজে মোলোকাইস্থিত হাওয়াইদ্বীপপুঞ্জের কুষ্ঠরোগীদিগের অবস্থা দর্শন করিবার জন্য সেখানে গমন করিয়াছিলেন। দামিয়েনের কার্য্য দর্শন করিয়া, তিনি এমনই পরিতুষ্ট হইলেন, যে রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া, তিনি দামিয়েনকে তাঁহার রাজ্যের একটি অতি সম্মানসূচক পদবীতে ভূষিত করিবার আজ্ঞা দিলেন। মহা সমারোহে এবং সর্ব্বজন সমক্ষে দামিয়েনকে এই উপাধি প্রদান করা হইল। রাজ্ঞী এই সময়ে দামিয়েনকে

যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

ভক্তি ভাজন মহোদয়,

আমার প্রজাগণের মধ্যে যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা হতভাগ্য, এবং যাহারা আপনাদিগের আত্মীয়গণের সস্নেহ ব্যবহারে বঞ্চিত হইয়া দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তাহাদিগের শারীরিক এবং আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য আপনি অসীম দয়া, অনুরাগ এবং সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিতেছেন। আপনার সেই প্রকৃত বীরোচিত এবং নিস্বার্থ কার্য্যের জন্য আমি আপনার নিকট আমার কৃতজ্ঞতা এবং শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেছি। আমি আশা করি, ইহা দ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে আপনার কার্য্য সম্বন্ধে প্রকাশ্য সম্মান প্রদর্শন হইবে।

আমি বিলক্ষণ জানি, যে বিপন্নের সেবা ভিন্ন আপনার পরিশ্রম এবং আত্মত্যাগের অপর কোন উদ্দেশ্য নাই, এবং যে সর্ব্বনিয়ন্তা প্রভু পরমেশ্বর আপনাকে প্রণোদিত এবং উৎসাহিত করিতেছেন, তাঁহার নিকট ভিন্ন অপর কাহারও নিকট আপনি কোন পুরস্কারের প্রত্যাশা করেন না। কিন্তু তথাপি আমি আমার নিজের পরিতৃপ্তির জন্য, আপনাকে আমার রাজ্যের নাইট কমাণ্ডার অফ্ দি রয়াল অর্ডার উপাধি প্রদান করিতেছি। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহা গ্রহণ করুন। আপনি এই হতভাগ্যগণের দুর্দশা এবং যন্ত্রণার লাঘবের জন্য যেরূপ যত্ন করিতেছেন, দুষ্ট উপনিবেশ পরিদর্শন করিবার সময় আমি স্বয়ং তাহা প্রত্যক্ষ

করিয়াছি। আমার প্রদত্ত এই উপাধি তাঁহার সাফল্যযুক্ত হউক।

আপনার সুহৃদ
লিলিয় কলানী
রাজার অভিভাবিকা।

রাজ দত্ত সম্মানের সঙ্গে সাধারণেরও নিকট দামিয়েনের ক্ষমতা এবং প্রতিপত্তি পরিবর্দ্ধিত হইল। রাজ্যের পদস্থ এবং মাননীয় ব্যক্তিগণ তাঁহার কার্য্যের পরিপোষ্টা হইলেন। তাঁহাদিগের সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া দামিয়েন কুষ্ঠ রোগীদিগের দুর্দশার অনেক পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম হইলেন। আমোদ প্রমোদ প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই তিনি ব্যাধিগ্রস্তদিগকে সাধারণ মনুষ্যদিগের ন্যায় সুখ সচ্ছন্দে রাখিতে চেষ্টা করিতেন। তাহাদিগের পরিতৃপ্তির জন্য সময়ে সময়ে নাটকাভিনয় করা হইত। কুষ্ঠরোগীগণ যখন সুন্দর পরিচ্ছদে সুশোভিত হইয়া অভিনয় করিত, তখন তাঁহার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ হইত। তিনি নিজে তাহাদিগের অভিনয় কার্য্যে সহায়তা করিতেন। বিশেষ বিশেষ উৎসব দিনে তিনি তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া এবং স্বয়ং সকলের অগ্রগামী হইয়া, কুষ্ঠ উপনিবেশের পথে সমারোহের সহিত যাত্রা করিতেন। তাহারা খৃষ্ট ধর্ম্মানুমোদিত ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠানে যোগ দিতেছে দেখিলে তাঁহার আনন্দের আর সীমা থাকিত না; কুষ্ঠ রোগীদিগের অবস্থার পরিবর্ত্তনের আশাতেই তিনি মোলোকাইএ আসিয়াছিলেন; বিধাতা তাঁহার সে অভিলাষ পূর্ণ করিলেন। রোগাক্রান্ত হইবার পূর্ব্ব হইতে তিনি আপনাকে কুষ্ঠ রোগিদিগের সমশ্রেণীস্থ বলিয়া মনে

করিতেন। এক্ষণে একাদশ বর্ষকাল তাহাদিগের মধ্যে বাসের পর তিনি প্রকৃতই তাহাদিগের সমাবস্থ হইলেন। যেরূপে তাঁহার কার্য্য আরব্ধ হইয়াছিল, পাঠক তাহা অবগত আছেন, যেরূপে তাহা পরিসমাপ্ত হইয়াছিল, পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তাহা বিবৃত হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

মোলোকাই কুষ্ঠউপনিবেশে বাস— শেষ জীবন।

মোলোকাইএ আগমনের পূর্ব্বেই দামিয়েন কুষ্ঠ রোগের সংক্রামকত্ব সম্পূর্ণরূপ অবগত ছিলেন কিন্তু তজ্জন্য তিনি বিন্দুমাত্রও ভীত ছিলেন না। যেদিন তিনি কুষ্ঠ উপনিবেশে প্রথম পদার্পণ করিলেন সেই দিন হইতে তাঁহার হৃদয় ইহার করাল গ্রাসে পতিত হইবার জন্য প্রস্তুত হইল। রোগের ভীষণ মূর্ত্তি একদিনের জন্যও তাঁহাকে ভীত এবং গন্তব্য পথ হইতে বিচলিত করিতে পারিল না। কুষ্ঠ রোগ সংক্রামক এবং ইহাদ্বারা আক্রান্ত হইলে অব্যাহতি নাই এইরূপ ভাবিয়া তিনি কখনও ব্যাধিগ্রস্তদিগের সেবায় নিবৃত্ত থাকিতেন না। সুতরাং সর্ব্বদা একত্র অবস্থান একত্র রাত্রিযাপন এবং পরস্পরের মধ্যে শারীরিক নৈকট্য দ্বারা এই ভয়ঙ্কর ব্যাধির বীজ অল্পে অল্পে তাঁহার দেহে বদ্ধমূল হইতেছিল। অবশেষে একাদশ বর্ষব্যাপী সংগ্রামের পর তাঁহার শরীর ইহার করাল গ্রাসে পতিত হইল। তিনি যে রোগাক্রান্ত হইয়াছেন ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মনে সর্ব্ব প্রথম সে সন্দেহ উপস্থিত হইল। এবং পর বৎসর নিম্নলিখিত ঘটনায় তাঁহার সন্দেহ অমূলক বলিয়া প্রমাণিত হইল। একদিন [illegible]

গমনের পর, শরীর অসুস্থ বোধ হওয়াতে, তিনি উষ্ণ জলে পাদ নিমজ্জনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। জল অগ্নিবৎ উত্তপ্ত ছিল, কিন্তু তিনি অনায়াসে তাহাতে পদ নিমগ্ন করিয়া রহিলেন, তাঁহার বিন্দুমাত্র ক্লেশ বোধ হইল না। নিমজ্জন শেষ হইলে তিনি দেখিতে পাইলেন, তাঁহার পদের অনেক স্থান গুরুতররূপে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে অথচ তাঁহার চৈতন্য হয় নাই। কুষ্ঠরোগের প্রধান লক্ষণ এই, যে ইহা দ্বারা আক্রান্ত অঙ্গ সকল একবারে অসাড় হইয়া যায়, সুতরাং শরীরের কোন স্থল অজ্ঞাতসারে দগ্ধ হইলে রোগী কিছুমাত্র জানিতে পারে না। দামিয়েন নিজের পদদ্বয়ের অবস্থা দেখিয়া আপনার পরিণাম বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু তজ্জন্য তিনি কিছু মাত্র উদ্বিগ্ন অথবা ভীত হইলেন না। তিনি পূর্ব্ব হইতেই ইহার জন্য প্রস্তুত ছিলেন সুতরাং তাঁহার নিকট ইহা আর কিছু নূতন বলিয়া মনে হইল না। বরং যাহাদিগের জন্য তিনি জীবন উৎসর্গ করিতে আসিয়াছিলেন, এতদিন পরে তিনি যে তাহাদিগের সমাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন, তাহাতেই যেন তাঁহার শান্তিবোধ হইল। অনেক দিন পূর্ব্ব হইতে তিনি সামাজিক প্রার্থনার সময় "আমরা কুষ্ঠরোগী" এই বলিয়া প্রার্থনা করিতেন। এখন তাঁহার মনে হইল, এতদিন পরে "আমরা" শব্দ ব্যবহার করিবার প্রকৃত প্রস্তাবেই তাঁহার অধিকার জন্মিয়াছে। কুষ্ঠ রোগীদিগের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক অনুরাগ পূর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিত হইল, এবং তিনি মনে করিলেন, এত দিন পরে যথার্থই তাঁহার এবং রোগীদিগের মধ্যে একটি অচ্ছেদ্য [illegible] স্থাপিত হইল। ব্যাধিগ্রস্ত হইলাম ভাবিয়া, ভগবানের

কল্পনায় অবিশ্বাসী হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার বিশ্বাসশীলতা যেন আরও বদ্ধমূল হইল। এবং তিনি পূর্ব্বেরই ন্যায় সযত্নে রোগীদিগের সেবা করিতে লাগিলেন। রোগাক্রান্ত হইয়া তিনি তাহাদিগের ধর্ম্মাধ্যক্ষকে লিখিয়াছিলেন, "রোগাক্রান্ত হইয়াছি বলিয়া আমি এখন আর হনলুলুতে যাতায়াত করিতে পারি না। আমার বাম গণ্ডে এবং কর্ণে কুষ্ঠ রোগের লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে, আমার ভ্রূরোম সকল ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে অল্প দিনের মধ্যেই আমার মূর্ত্তি বিকৃত হইয়া যাইবে। এ রোগের প্রকৃতি কিরূপ, তাহা নিঃসন্দেহরূপে অবগত আছি বলিয়া, আমি এখন নিশ্চিন্ত এবং ভগবানের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। আমার কুষ্ঠ রোগীদিগের মধ্যে বাস করিয়া আমি সম্পূর্ণ সুখে আছি। আমার উদ্ধারের জন্য কি কর্ত্তব্য, আমার দয়াময় প্রভু তাহা জানিতেছেন। আমি প্রতিদিনই হৃদয়ের সহিত বলি, নাথ, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।"

কি অনন্ত বিশ্বাস, কি অটল অহেতুক প্রেম। এরূপ বিশ্বাস এবং এরূপ প্রেম না থাকিলে, কেহ কি কখন সেরূপ ভাবে আত্মবিসর্জ্জন করিতে পারে? যে দিন কুষ্ঠরোগীদিগের সেবা করিবার বাসনা দামিয়েনের হৃদয়ে প্রথম আবির্ভূত হইয়াছিল, সেই দিন হইতে তিনি নিজে রোগাক্রান্ত হইবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। সকল অবস্থাতেই তিনি আপনাকে কুষ্ঠরোগীদিগের সেবক বলিয়া মনে করিতেন। তাহাদিগের নিকট হইতে দূরে থাকিয়া, পৃথিবীর সর্ব্বোত্তম স্বাস্থ্য সুখও তিনি ভোগ করিতে চাহিতেন না। রোগাক্রান্ত হইবার পর এক দিন একজন কুষ্ঠরোগীকে দেখিতে যাইয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "বরং আপনাকে

কেহ বলেন, তুমি আরোগ্যলাভ করিতে পারিবে, কিন্তু তাহার মূল্য স্বরূপ তোমাকে মোলোকাই ত্যাগ করিতে হইবে, তাহা হইলে আমি সে আরোগ্য প্রার্থনা করি না।”

ডামিয়েন কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইলেন বটে কিন্তু তাঁহার কার্য্যের বিরাম হইল না। পূর্ব্বের ন্যায় ধর্ম্ম প্রচার, রোগীগণের শুশ্রূষা, অনাথ বালক বালিকাদিগকে শিক্ষাদান প্রভৃতি কার্য্যে তাঁহার সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল। আমরা নিম্নে তাঁহার এক খানি পত্র উদ্ধৃত করিলাম। পাঠক তাহা হইতে তাঁহার এই সময়কার অনুষ্ঠিত কার্য্যের পরিচয় প্রাপ্ত হইবেন। পাছে তাঁহার জননী তাঁহার অসুস্থ সংবাদে উদ্বিগ্ন হন, সেই জন্য তিনি নিজের রোগ সম্বন্ধে একটি কথাও উল্লেখ করেন নাই। পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত ছিলেন বলিয়া রোগের কথা তাঁহার মনে স্থান প্রাপ্তও হইত না। পত্র খানি এই,—

কালাওয়া, মোলোকাই,

২৫এ নবেম্বর, ১৮৮৫।

আমার প্রিয় জননি, ভ্রাতৃগণ এবং সমস্ত পরিজনবর্গ,

আজ দেবী কাথেরাইনের উৎসব দিন, আজ উপাসনার সময় আপনাদিগের সকলের কথা—বিশেষতঃ মার কথা—স্মরণ করিয়া স্মরণ করিয়াছি, এবং দয়াময় প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিয়াছি, যেন তিনি প্রতিপালিকা দেবী কাথেরাইনের উপরোধে মাতা ঠাকুরাণী এবং তাঁহার পরিজন বর্গের কল্যাণ বিধান করেন। মার বয়স এখন অধিক হইয়াছে বলিয়া আমার সর্ব্বদা মনে হয়, যেন আপনাদিগের পক্ষে জানিতে পাইলে, তিনি এখন আর পূর্ব্বের মত পরিশ্রম করিতে পারেন না।

কিন্তু আমার আশা হয়, তিনি এবং আপনারা সকলে সুস্থ শরীরে আছেন।

আমার নিজের জীবন সেই পূর্ব্বানুরূপ কার্য্যেই অতিবাহিত হইতেছে। গত মার্চ্চ মাস হইতে আমি একা এখানকার প্রচার কার্য্যে নিযুক্ত আছি। সেই জন্য এখন আর আমি আমার প্রচার ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যত্র যাতায়াত করিবার সময় পাইনা। প্রতি রবিবার আমাকে দুইবার দুইটি প্রচার ক্ষেত্রে উপাসনা করিতে হয়, চারিবার উপদেশ দিতে হয় এবং দুইবার আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করিতে হয়। এইরূপ পরিশ্রমের পর আমি রাত্রে প্রায়ই বড় ক্লান্ত হইয়া পড়ি। সপ্তাহের অন্যান্য দিন পীড়িতদিগকে পরিদর্শন এবং বালক বালিকাদিগের তত্ত্বাবধান কার্য্যেই অতিবাহিত হয়। এই সকল বালকবালিকাদিগের সকলেই ব্যাধিগ্রস্ত। অষ্ট প্রহর এইরূপ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকা শরীরের পক্ষে বড়ই ক্লেশকর, কিন্তু আমি তাহাতেই তৃপ্তিলাভ করি। আমি আমার প্রতিপালক স্বর্গীয় মহাপুরুষ দামিয়েনের ন্যায় কিয়ৎপরিমাণে শারীর বিদ্যায়ও পারদর্শিতা লাভ করিয়াছি। ভগবানের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া আমি সেই জন্য তাহাদিগের শারীরিক ক্লেশ দূর করিবার চেষ্টা করি, এবং তাহার পর তাহাদিগকে ক্রমশ মুক্তি পথে আনয়ন করি। খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নির্দ্দিষ্ট তত্ত্ব সকল তাহারা অতি সুন্দর রূপে কণ্ঠস্থ করে, এবং প্রতিদিন নিয়ম মত প্রাতঃকালীন উপাসনা এবং সায়াহ্নকালীন সাব [illegible] উপস্থিত থাকে।

[illegible] আমার জন্য যে দুইখানি [illegible] পাঠাইয়াছেন তাহা [illegible] আমার নিকট আসিয়াছে [illegible]

জন্য আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিই। এই প্রবাসে আমার নিকট তাহা বড়ই উপাদেয়। জিবার্ড যেন এই দুইখানি পত্রের বার্ষিক মূল্য নিয়ম মত প্রদান করেন, তাহা হইলে আমি নিয়ম মত তাহা প্রাপ্ত হইব। এই দুই খানি পত্রিকার মধ্যে জিরার্ডের নিজের পরিবার বর্গের জন্য "ক্যাথলিক প্রচার পত্রিকা" নামক পত্রিকা খানি গ্রহণ করিতেও আমি অনুরোধ করি। এই পত্রিকা অতি উপাদেয় এবং সদুপদেশপূর্ণ। জিবার্ডের এবং লিষজের পুত্র কন্যাগণ উহা পাঠ করিয়া নিশ্চয়ই আনন্দিত হইবে। খৃষ্ট জন্মোৎসব এবং নববর্ষ সমীপবর্ত্তী, আমি ভগবানের নিকট তোমাদিগের সকলের জন্য সময়োচিত কল্যাণ প্রার্থনা করি। আমার সুশিক্ষিতা ভ্রাতুষ্পুত্রীগণ আমাকে যেন টিমিলুর সংবাদ লিখিয়া পাঠান। মা, জিবার্ড এবং লিয়ন প্রত্যেকে আমাকে এক পংক্তি করিয়াও লিখিয়া পাঠাইলে আমি বড় সুখী হইব। ভগবানের কার্য্যে যেন আমাদিগের চিত্ত স্থির থাকে; যেন আমরা পবিত্র উপাসনা কার্য্যে নিরত থাকি, এবং পরস্পরের কল্যাণের জন্য সর্ব্বদা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি।

তোমাদিগের স্নেহশীল
পুত্র এবং ভ্রাতা,
জোসেপ দামিয়েন।

এই পত্র লিখিবার এক বৎসর কালের মধ্যেই দামিয়েনের স্নেহময়ী জননী পরলোক গমন করেন। দামিয়েন যে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াছেন, সে কথা তাঁহার কর্ণগোচর হইয়াছিল। পুত্রপরায়ন পুত্রের এরূপ নিদারুণ রোগ সংবাদে তিনি বৃদ্ধ বয়সে মর্মান্তিক

যাতনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দামিয়েনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জননীর মৃত্যু সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"তিন বৎসর হইল (অর্থাৎ ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে) মাতা ঠাকুরাণী মৃত্যু শয্যায় শয়ান ছিলেন। সেই সময় আমাদিগের দেশের কতকগুলি সংবাদ পত্রে দামিয়েনের ব্যাধির সংবাদ প্রচারিত হয়। প্রকৃত অবস্থার অপেক্ষা তাহাতে অনেক অতিরিক্ত বর্ণনা ছিল। তাহাতে লিখিত ছিল, যে দামিয়েনের শরীরের মাংস, জীর্ণ বস্ত্র খণ্ডের ন্যায় গলিত হইয়া যাইতেছে। নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ এক ব্যক্তি মাতাকে এই সকল বিবরণ পাঠ করিয়া শুনায়। মাতা শুনিয়া সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতার সহিত বলেন, "ভালই আমরা দুইজনে তবে একসঙ্গে স্বর্গে যাইতে পারিব।" ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ৫ই আগষ্ট তিনি প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার পৌত্রী তাঁহার শুশ্রূষা করিত, মৃত্যুর দিন প্রাতে তিনি তাহাকে বলেন, "দেখ আজ এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথাও যাইও না।" ইহার পর যে কয়েক ঘণ্টা কাল জীবিত ছিলেন, কখনও নাম জপ, কখনও ধ্যান, কখনও বা সমস্ত্র শ্রবণ ইত্যাদি নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে অতিবাহিত করেন। রোগের প্রারম্ভ হইতেই তিনি এইরূপে সময়াতিপাত করিতেন। অপরাহ্ণ ৪ টার সময় মৃত্যুকাল নিকটবর্ত্তী বুঝিতে পারিয়া তিনি প্রথমে কুমারী মেরীর চিত্রের দিকে এবং তাঁহার পুত্র দামিয়েনের একখানি প্রতিমূর্ত্তির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন এবং প্রত্যেকটিকে লক্ষ্য করিয়া মস্তক ঈষৎ অবনত করিলেন। ইহার পর তাঁহার শক্তি ক্রমশঃই হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল এবং অবশেষে ধীরে ধীরে তাঁহার আত্মবায়ু নির্গত হইয়া গেল।" ;

দামিয়েনের জননী পুত্রকে কিরূপ শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহার গৌরবে আপনাকে কিরূপ গৌরবান্বিতা মনে করিতেন, উপরি উল্লিখিত কয়েক পংক্তি হইতে পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন। এরূপ পুত্রের গৌরবে কোন্ মাতাই বা আপনাকে সৌভাগ্যবতী বলিয়া মনে না করেন ? দামিয়েনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্যামফাইল, মলোকাই দ্বীপে যাইয়া ভ্রাতার কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য অনেক দিন হইতে সঙ্কল্প করিতেছিলেন। এই সময় তিনি তাঁহার উপরিতন কর্ম্মচারিগণের নিকট তজ্জন্য বিশেষ অনুরোধ সহকারে আবেদন করিলেন। কিন্তু তাঁহারা কিছুতেই তাঁহাকে মলোকাই যাইতে অনুমতি দান করিলেন না। দামিয়েন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সঙ্কল্প অবগত হইয়া কৃতজ্ঞতা এবং আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাকে নিম্নলিখিত পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন :—

আমার প্রিয় ভ্রাতা প্যামফাইল,

তোমার ৩০এ মে তারিখের পত্র প্রাপ্ত হইয়া সুখী হইলাম। ইহাতে মাতাঠাকুরাণীর পীড়ার কথা আছে। আমি প্রার্থনা করি, ঈশ্বর তাঁহাকে পুনর্ব্বার স্বাস্থ্য জনিত সুখ প্রদান করুন, কিন্তু তিনি যে আবার পূর্ব্বের ন্যায় সবল হইবেন আমার আর সে আশা নাই।

ভগবান তাঁহার দাস দাসীগণের জন্য যে চির বিশ্রাম সুখ নিরূপিত করিয়া রাখিয়াছেন, এই বিরাশী বৎসরকালব্যাপী পবিত্র এবং কর্ম্মিষ্ঠ জীবনের পর মাতাঠাকুরাণীর পক্ষে সে সুখ প্রাপ্ত হইবার দিন বোধ হয় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। তুমি নিকটে আছ, সুতরাং সর্ব্বদাই মাতা ঠাকুরাণীর সহিত

সাক্ষাৎ করিতে পারে। বোধ হয় তাহাতে আত্মার অভাব কিয়ৎপরিমাণে দূরীভূত হইবে। তাঁহাকে নিশ্চয় বলিও যে উপাসনা কালে আমি তাঁহাকে সর্ব্বদাই স্মরণ করি। প্রকৃত বিশ্বাসী খৃষ্টানের ন্যায় তিনি যে পবিত্রভাবে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, তদ্বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। জিরল্ড এবং জিরার্ডও যে অতি পবিত্রভাবে জীবন অতিবাহিত করিতেছে, তদসম্বন্ধে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। তাঁহাদিগের এবং পরিবারস্থ অপর সকলের আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধন সম্বন্ধে মনযোগী হইবার জন্য, তোমাকে কোন কথা বলা অনাবশ্যক। আমাদিগের দয়াময় প্রভু আমাদিগের পরিবারস্থ এবং দেশস্থ সকলের উদ্ধারের জন্যই তোমাকে স্বদেশে রাখিয়াছেন এবং আমাকে মলোকাই দ্বীপের এই কুষ্ঠরোগীদিগের কল্যাণের জন্য তাহাদিগের মধ্যে স্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহার মঙ্গল অভিপ্রায় ইহাতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। আমি তোমার পত্র ধর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট প্রেরণ করিয়াছি। এসম্বন্ধে আমাদিগের ধর্ম্মাধ্যক্ষগণের অভিপ্রায়ের উপর সম্পূর্ণরূপ নির্ভর করাই তোমার এবং আমার উভয়ের পক্ষে কল্যাণকর। এই প্রচার ক্ষেত্রে আগমন সম্বন্ধে ঈশ্বরের অব্যবহিত নিয়ে আমি তোমারই নিকট কৃতজ্ঞ। কিন্তু তোমাকে আমার সহযোগী রূপে প্রাপ্ত হইলে আমি যে সুখ প্রাপ্ত হইবার আশা করি, তজ্জন্য আমি আমাদিগের ধর্ম্মাধ্যক্ষগণেরই উপর নির্ভর করিতেছি। এসম্বন্ধে আমার মনের ভাব যে কি, আমি ব্যক্ত করিয়া না বলিলেও বোধ হয় তুমি বুঝিতে পারিবে।

গত ৮ সপ্তাহ অবধি আমি জাপানী পদ্ধতি অনুসারে

চিকিৎসা করাইতেছি। আমার পীড়া তাহাতে কিছু উপশম হইয়াছে। তোমার এই পত্রের ভিতর আমাদিগের ধর্ম্মাধ্যক্ষের নামেও একখানি পত্র পাঠাইলাম। তুমি পত্রখানি পড়িয়া এবং যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে একখানি প্রতিলিপি রাখিয়া তাহা তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিও। আমি কার্য্যে এত ব্যস্ত, যে তোমাকে অথবা পরিবারস্থ কাহাকে, ইহার অপেক্ষা সুদীর্ঘ পত্র লিখিতে আমার অবসর নাই। হাওয়াই গবর্ণমেণ্ট কয়েক শত কুষ্ঠ রোগীর চিকিৎসার জন্য একটী প্রকাণ্ড চিকিৎসালয় নির্ম্মাণ করিতে আমাকে অনুমতি দিয়াছেন। এই সকল রোগী সম্পূর্ণরূপে আমারই তত্ত্বাবধানে থাকিবে। আমাকে সেই জন্য ধর্ম্মাচার্য্য, চিকিৎসক এবং গৃহ নির্ম্মাতা, একাধারে সকলেরই কার্য্য করিতে হয়। সৌভাগ্যের বিষয় যে আমার শক্তি কিয়ৎ পরিমাণে পুনঃ প্রত্যাগত হইয়াছে। লুভেঁ এবং ট্রিমিলুব সকলকে আমার নমস্কার জানাইও। সত্বর আমাকে পত্র লিখিও।

তোমার ভ্রাতা

জোসেফ দামিয়েন্ দি বিউস্তার।

পীড়িত অবস্থায়ও দামিয়েনকে যে কিরূপ পরিশ্রম করিতে হইত তাঁহার পত্র হইতে পাঠক তাহা অবগত হইতে পারিয়াছেন। স্থানীয় প্রচার কার্য্য তাঁহাকে একাই সম্পন্ন করিতে হইত। যদিও সময়ে সময়ে দুই একজন প্রচারক মলোকাই পরিদর্শন করিতে আসিতেন, কিন্তু তাহাতে দামিয়েনের পরিশ্রমের কিছুমাত্র লাঘব হইত না। এই সময়ে মলোকাই দ্বীপে দামিয়েনের অনুষ্ঠিত কার্য্য, তাঁহার নাম সভ্য জগতের সর্ব্বত্র

প্রচারিত করিয়াছিল। ইয়ুরোপীয় এবং মার্কিন দেশীয় সংবাদ পত্র সমূহে তাঁহার দৈনিক ক্রিয়া কলাপ উদ্ধৃত এবং আলোচিত হইত। কে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রশংসা করিতে পারে, এই লইয়া সংবাদপত্র সম্পাদকগণ, পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতেন। তাঁহার নাম উচ্চারিত হইবা মাত্রেই লোকের হৃদয় ভক্তি এবং শ্রদ্ধায় উচ্ছ্বসিত হইত। মহাত্মা-গণের মিত্রের ন্যায় শত্রুও থাকে, দামিয়েনেরও ছিল। কিন্তু ইহাদিগের কথায় কেহ কর্ণপাত কবিত না। তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কুৎসা রটনা হইলে সহস্র লেখনীতে তাহার অলীকত্ব প্রমাণিত হইত, এবং সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রই তাঁহার নিঃস্বার্থ আত্ম-বিস-র্জনের জন্য অন্তরের সহিত তাঁহাকে শ্রদ্ধা কবিতেন। দামি য়েনের এই সময়কার কার্য্য কলাপ এবং শারীরিক অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া, এক ব্যক্তি তাহাব সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন, "মলোকাই দ্বীপে আমার প্রথম আগমন অবধি আমি দুই মাস অন্তর এক এক বার এই স্থান দর্শন কবিতে আসিতাম। কাদার দামিয়েনেব অবস্থা অতীব শোচনীয়। প্রত্যেক বারেই আমার প্রত্যাগমনের পূর্ব্বে আমি তাঁহার রোগের বৃদ্ধি এবং এক একটী নূতন লক্ষণ দেখিতে পাইতাম। সহৃদয় দামিয়েন কিন্তু কখন নিরাশ্বাস হইতেন না। অদ্ভুত নির্ভরশীলতার সহিত তিনি একদিন আমায় বলিলেন "বড় সুখের বিষয় যে আমার রোগ সম্বন্ধে আর আমার সন্দেহ মাত্র নাই। আমি এখন প্রকৃত প্রস্তাবে কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত।" গত ২৭এ সেপ্টেম্বর আমি যখন মলোকাইএ আসি, তখন দেখিলাম যে তাঁহার অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক মন্দ। দুই মাস কাল-বিলম্বে তিনি তাহাদিগের প্রতি

অনুসারে চিকিৎসা করাইতেছিলেন এবং তদ্দ্বারা প্রত্যক্ষ উপকারও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় রোগের ক্লেশ ছিল না, আহারে রুচি হইয়াছিল এবং রাত্রিতেও পূর্ব্বাপেক্ষা সুনিদ্রা হইত। দামিয়েন পদব্রজে অথবা অশ্বারোহণে উপনিবেশের চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণ করিয়া আসিতে পারিতেন। ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ যে মার্কিন দেশীয় একটী যুবক এ অবস্থায় দামিয়েনের কার্য্যের সহায়তা করিবার জন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছেন। ইনি অবিশ্বাসী এঞ্জিলিকান সম্প্রদায় হইতে খ্রীষ্টধর্ম্মে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিলেন। দামিয়েনের পীড়ার সংবাদ অবগত হইয়া, তিনি মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, যে ভগবান যখন অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে খ্রীষ্ট ধর্ম্মে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন, তখন তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতার স্বরূপ আমি দামিয়েনের কার্য্যের সাহায্যে এবং মলোকাইএর ব্যাধিগ্রস্তগণের সেবায় সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিব। দামিয়েনের যেরূপ অবস্থা দেখিতেছি, তাহাতে এখন আমরা আশা করিতে পারি, যে তিনি দীর্ঘকাল জীবিত থাকিয়া কুষ্ঠ রোগীদিগের সেবায় নিয়োজিত থাকিতে পারিবেন।

দামিয়েন এই সময় নিজের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল। তিনি লিখিয়াছিলেনঃ—

মলোকাই।

৯ই নবেম্বর, ১৮৮৭।

আমার প্রিয় ভ্রাতঃ,

অভিলাষ, বেজমিন্‌মের কোন কোন সংবাদ পত্রে তোমার

এই নির্ব্বাসিত ভ্রাতার মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে। বোধ হয়, সেই জন্যই তুমি আমাকে আর পত্র লেখ নাই। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, যে সর্ব্বশক্তিমান এই দুঃখময় জগৎ হইতে আমাকে আজিও আহ্বান করেন নাই। আমি (সমাজের পক্ষে) অকর্ম্মণ্য অবস্থায় অদ্যাপি জীবিত রহিয়াছি, এবং আরো কত বৎসর যে এরূপ অবস্থায় থাকিব, বলিতে পারি না। আমাদিগের স্বর্গীয় প্রভু যে দিন হইতে মলোকাইএর নির্ব্বাসিত কুষ্ঠরোগীদিগের আধ্যাত্মিক কল্যাণের ভার আমার উপর সমর্পণ করিয়াছেন, সেই দিন হইতে আমি অবিরাম আমার কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনে ব্রতী আছি। বোধ হয় অনেক দিন পূর্ব্বে তুমি শুনিয়াছ যে ভগবান আমাকেও এই ঘৃণাকর ব্যাধি ভোগ করিবার জন্য মনোনীত করিয়াছেন। আশা করি যে এই রোগ আমার জীবনের দিন ক্রমে সংক্ষেপ করিয়া আনিবে এবং (পরলোক রূপ) আমাদের পিতৃভূমি গমনের পথ অপেক্ষাকৃত সরল করিয়া দিবে। এই অনুগ্রহের জন্য ভগবানের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। এইরূপ বিশ্বাসের বলে আমি এই ব্যাধিকে আমার বিশেষ পরীক্ষার উপকরণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। শিরিনিয়ান দেশীয় সাইমন্ যেমন ক্রুশ কাষ্ঠ স্কন্ধে করিয়া আমাদিগের স্বর্গীয় প্রভুর পদানুসরণ করিয়াছিল, আমিও তেমনি এই ব্যাধি শরীরে বহন করিয়া তাঁহার অনুবর্ত্তী হইব। যাহাতে আমার গন্তব্য স্থলে উপস্থিত হইবার জন্য উপযুক্ত শক্তি এবং অধ্যবসায় থাকে, তজ্জন্য তুমি অনুগ্রহ করিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিও।

দুই বৎসর আমার শরীরে এখন দুর্ব্বল হইয়াছে এবং

তজ্জন্য যদিও আমি কিয়ৎ পরিমাণে বিকৃত মূর্ত্তি হইয়াছি, কিন্তু এখনও আমার শরীরে সামর্থ্য এবং বল আছে। আমার সবেব ভয়ানক যন্ত্রণা এখন আর নাই। এখন পর্য্যন্ত রোগে আমার করদ্বয় বিকৃত হইয়া যায় নাই। আমি এখনও প্রতিদিন নিয়মিত উপাসনা করিতে পারি। প্রতি রবিবার আমার উপাসনালয় কুষ্ঠ রোগীতে প্রায় পূর্ণ হইয়া যায়। আমি সেখানে নিয়মিত আশীর্ব্বাদাদি প্রয়োগ করি। আমার নিজের এবং আমার উপাসক মণ্ডলীর কার্য্যের জন্য ভগবান আজিও যে আমার করদ্বয় অবিকৃত রাখিয়া, নিয়মিত কর্ম্মপালনে সক্ষম করিতেছেন, ইহাই আমার পক্ষে বিশেষ শান্তির বিষয়। পঞ্চাশটী কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত বালক আমার সঙ্গে একত্র বাস করে। সুতরাং যে টুকু অবসর পাই তাহাদিগের কার্য্যেই অতিবাহিত হয়। মৃত্যু বশতঃ রোগীর সংখ্যা ন্যূন হইয়া এখন ৫০০ শত হইয়াছে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট প্রতি সপ্তাহেই দশ বার জন করিয়া নূতন রোগী প্রেরণ করিতেছেন। সুতরাং অল্পদিনের মধ্যে রোগীর সংখ্যা বর্ত্তমান সংখ্যার দুই তিন গুণ হইবে এবং সর্ব্ব শক্তিমান ঈশ্বর যদি আমাকে সবল রাখেন, তাঁহা হইলে যে সকল কুষ্ঠ রোগী খৃষ্ট ধর্ম্মে পরিবর্ত্তিত হইবে, তাহাদিগের আধ্যাত্মিক কল্যাণের জন্য যথেষ্ট কার্য্য ক্ষেত্র প্রাপ্ত হইব। এই সকল সমাজ নির্ব্বাসিত হতভাগ্যগণ যাহাতে খৃষ্ট ধর্ম্মে পরিবর্ত্তিত হয় তজ্জন্য তোমার উপাসক মণ্ডলীকে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে বলিও। কারণ ইহাদিগের মধ্যে অনেকের শারীরিক অপেক্ষা আধ্যাত্মিক কুষ্ঠ রোগই প্রবল। যাহাতে ইহাদিগের [illegible] ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনের ব্যাঘাত ঘটে, তজ্জন্য পাপপুরুষ শয়তান

অপবিত্র মর্ম্মশূদ্রগিগকে এখানে আনয়ন করিয়াছ। হায়! যাহারা একবার, তাহাদিগের কুহকে নিপতিত হইয়াছে, তাহাদিগকে পরিবর্ত্তিত করা কতই দুরূহ।

আমাদিগের স্বর্গীয় প্রভু আমার হস্তে যে কর্ম্ম ক্ষেত্র সমর্পণ করিয়াছেন, তাহাতে উপযুক্ত রূপ রোপণ এবং সেচন কার্য্যে আমি সাধ্যানুসারে চেষ্টা করি। সময়ে সময়ে আমাকে খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার রূপ সুমধুর ফল লাভের জন্য দুই একটী কণ্টকী বৃক্ষও উৎপাটিত করিতে হয়। এ অবস্থায় পবিত্রাত্মার আশীর্ব্বাদ এবং করুণ হৃদয় ব্যক্তিগণের প্রার্থনা, আমার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। তুমি যখন স্বয়ং এখানে আসিতে পারিতেছ না, তখন তোমার নিজের প্রার্থনা এবং অন্যের প্রার্থনা দ্বারা আমার এই অদ্ভুত প্রচার কার্য্যের সহায়তা করিও।

১৬ই নবেম্বর। এখন আমি একাই এখানকার প্রচার কার্য্যে নিয়োজিত আছি। গত ষোল মাসের মধ্যে ফাদার কলম্বস ভিত্রিঙ্ক এবং ফাদার ওয়েগুলিন মুলার ব্যতীত আর কোন প্রচারকই এখানে আসেন নাই। যথেষ্ট কার্য্য ক্ষেত্র আছে বলিয়া, সময় আমার নিকট দীর্ঘ বলিয়া মনে হয় না। পবিত্রাত্মাগণ আমার হৃদয় যে সন্তোষ এবং আনন্দে প্লাবিত করিয়াছেন, তাহাতে আমার মনে হয়, যে পৃথিবীতে যত ধর্ম্মপ্রচারক আছেন, আমিই তাঁহাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুখী। যখন আমি চিন্তা করি, ঐশ্বরিক বিধানে আমার স্বাস্থ্য উৎসর্গ করাতে এই রকম কুষ্ঠ রোগীদিগের মধ্যে আমার প্রচার কার্য্য অধিকতর ফলপ্রদ হইয়াছে, তখন আবার মনে হয়, আমার এই স্বাস্থ্য বিসর্জ্জন অতি আত্মিক্রিকর এবং আমার পক্ষে বিশেষ কল্যাণজনক। মহাপুরুষ

পলের উক্তির অনুকরণে আমিও বলি, আমার সত্বা বিলুপ্ত হইয়াছে এবং আমি খৃষ্টের সহবাসে ভগবানে বিলীন হইয়াছি।

তোমাকে নূতন সংবাদ দিবার মতন কিছুই নাই। কিন্তু তোমার নিকট আমার অনুরোধ, আমার ভ্রাতৃস্নেহ জিরনস্ জিরারড ও তাহাদিগের পরিবার বর্গকে জানাইও। আমাদিগের সুর্ভেস্থিত ধর্ম্ম ভ্রাতাদিগকে, ধর্ম্মাধ্যক্ষকে ও ওখানকার ধর্ম্মাচার্য্যদিগকে বলিও, যে তাঁহাদিগের কথা আমি সস্নেহে স্মরণ করিয়া থাকি। আমার এই অনাথ কুষ্ঠরোগীদিগের এবং আমার নিজের কল্যাণের জন্য আমি তাঁহাদিগের উপাসনার উপর নির্ভর করি।

আমার ভ্রাতস্পুত্রীদিগকে বলিও, তাঁহারা যেন আমাদিগের গ্রামের এবং পরিবার বর্গের বর্ত্তমান অবস্থার আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠান। সুর্ভের সংবাদ এবং তৎস্থানের উপাসকমণ্ডলীর অবস্থা তুমি স্বয়ং লিখিয়া পাঠাইও।

তোমার ভ্রাতা

জোসেফ্ দামিয়েন্।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি দামিয়েনের আত্ম বিসর্জ্জনের ইতিহাস সভ্য জগতের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। দেশ দেশান্তরের গুণগ্রাহী মনস্বী পুরুষগণ অর্থ সাহায্যের দ্বারা, তাঁহার কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন। তাঁহার সদ্গুণে বিমোহিত হইয়া, কেহ কেহ শত সহস্র যোজন ব্যাপী মহাসমুদ্র অতিক্রম করিয়াও তাঁহাকে দেখিতে যাইতেন। তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার অলৌকিক কার্য্যকলাপের বিবরণ লোকের নিকট প্রচার করিতেন। ইউরোপ ভূমি এক দিকে যেমন

বিলাস সুখপ্রিয়, অন্য দিকে আবার তেমনি মহাপুরুষগণের সমাদরে এবং প্রত্যেক সাধুকার্য্যের সহায়তায় উদ্যোগশীল। দামিয়েনের প্রতিষ্ঠিত কুষ্ঠাশ্রম সমূহের সাহায্যার্থ ইউরোপের অনেক স্থান হইতে যথেষ্ট অর্থ এবং রোগীদিগের ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি প্রেরিত হইতে লাগিল। দুই একজন সদাশয় খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক, দামিয়েনের কার্য্যের সহায়তা করিবার জন্য মলোকাই উপনিবেশে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। ভগবান যে উদ্দেশ্যে দামিয়েনকে মলোকাইএ প্রেরণ করিয়াছিলেন, এইরূপে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। রোগের ভীষণ আক্রমণে দামিয়েনের জীবনের দিন যদিও সংক্ষেপ হইয়া আসিতেছিল কিন্তু তাঁহার স্থান অধিকার করিবার জন্য, ঐশীশক্তি সেখানে নূতন কর্ম্মকুশল ব্যক্তিদিগকে সংস্থাপিত করিল। দামিয়েনের পার্থিব জীবনের কার্য্য শেষ হইয়াছিল, যে দিনের জন্য তিনি এত দিন উৎসুকচিত্তে অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহার জীবনে ভগবদিচ্ছা পূর্ণ হইবার সেই শুভদিন ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল।

যে ভয়ঙ্কর ব্যাধি দামিয়েনকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহা অল্পে অল্পে তাঁহার সর্ব্ব শরীরে আধিপত্য বিস্তার করিল। দামিয়েনের সুস্থ সবল দেহ, ক্রমে শিশুর দেহের ন্যায় দুর্ব্বল এবং চির রোগীর শরীরের ন্যায় স্ফূর্ত্তিহীন হইয়া আসিল। তাঁহার সেই সুন্দর, প্রীতি বিকসিত মুখ, রোগের ভীষণ আক্রমণে বিকৃত আকার ধারণ করিল। তাঁহার যে বাহুতে একদিন মত্ত হস্তীর বল ছিল, এবং তাঁহার যে পদ বহু যোজন পর্য্যটনেও ক্লান্তি বোধ করিত না, তাঁহার সেই বাহু এখন পূজোপযোগী দ্রব্য উত্তোলনেও ক্লেশ অনুভব করিত এবং গৃহ হইতে গৃহান্তরে গমন

করিতেও তাঁহার সেই পদ্ম এখন ক্লান্ত হইত। কিন্তু এ অবস্থায়ও তিনি তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন না। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের শেষভাগেও তিনি একটি নূতন উপাসনালয় নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন এবং মৃত্যুর অল্পদিন পূর্ব্বপর্য্যন্ত সাধ্যানুসারে তাহার নির্ম্মাণ কার্য্যে সহায়তা করিয়া তাহা সম্পূর্ণ করিলেন। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে অর্থাৎ তাঁহার মৃত্যুর কিঞ্চিন্ন্যূন দুইমাস পূর্ব্বে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, পাঠক তাহা হইতে তাঁহার তাৎকালিক অবস্থা অবগত হইতে পারিবেন। সেই পত্রখানি এই :—

১৯এ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৯।

প্রিয়ভ্রাতঃ প্যামফাইল,

ভগবদিচ্ছায় আমি যে ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছি, তাহার সংক্রামক প্রকৃতির বিষয় বিবেচনা করিয়া, আমি এখন আর তোমাকে অথবা পরিবারস্থ অপর কাহাকে পূর্ব্বের মত পত্র লিখি না কিন্তু এখনও আমি পূর্ব্বেরই ন্যায় সুখী এবং নিজের অবস্থায় পরিতুষ্ট। আমার পীড়া যদিও অতি কঠিন, কিন্তু আমার একমাত্র অভিলাষ এই যে ভগবানের পবিত্র ইচ্ছা চরিতার্থ হউক।

লিগ হইতে সমাগত ফাদার কন্‌রাডী এখন আমার সঙ্গে রহিয়াছেন। ফাদার ওয়েণ্ডিলিন নামক আরও একজন ধর্ম্মযাজক নিকটবর্ত্তী একটি পল্লীতে বাস করিতেছেন। ইহাঁরা দুইজন ভিন্ন আরও দুইজন ধর্ম্মভ্রাতা এখানে আছেন। তাঁহারা আমাকে আমার তত্ত্বাবধানে রক্ষিত প্রায় একশত পিতৃ মাতৃহীন বালক বালিকার প্রতিপালন কার্য্যে সহায়তা করেন।

এখানকার চিকিৎসালয়ে এখন সহস্রাধিক কুষ্ঠরোগী বর্ত্তমান আছে। কয়েকজন ধর্ম্মভগ্নী এবং ফ্রানসিস্কান সম্প্রদায়স্থ শুশ্রূষাকারিনীও এখানে আছেন।

লণ্ডনস্থ প্রোটেষ্টাণ্ট, রোমান ক্যাথলিক প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের লোকই আমার প্রতি এবং আমার অনুষ্ঠিত কার্য্য সম্বন্ধে সহানুভূতি প্রদর্শন করিতেছেন।

অনুগ্রহ পূর্ব্বক লিয়ন্স জিবার্ড প্রভৃতি পরিবারস্থ সকলকে এবং লুভেঁস্থিত ধর্ম্মাচার্য্যগণকে আমার কথা স্মরণ করাইয়া দিও। সহজে দাঁড়াইতে না পারিলেও আমি প্রতিদিনই বেদীর নিকট দণ্ডায়মান হইয়া তোমাদিগের প্রত্যেকের জন্য প্রার্থনা করি। ভাই, আমি ধীরে ধীরে মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতেছি, তুমি আমার জন্য প্রার্থনা করিও এবং আর সকলকেও আমার জন্য প্রার্থনা করিতে বলিও। ভগবানের নিকট প্রার্থনা, যেন তিনি আমাকে বল দেন এবং যাহাতে আমি নিশ্চিন্ত মনে প্রাণত্যাগ করিতে পারি, তজ্জন্য যেন তিনি আমায় আশীর্ব্বাদ করেন।

তোমার চিরানুগত ভ্রাতা
দামিয়েন।

এই তাঁহার শেষ লিপি। এত দিন বিশ্বাস এবং সহিষ্ণুতার সঙ্গে তিনি যাহার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া রহিয়াছিলেন, মৃত্যুর সেই করাল ছায়া ধীরে ধীরে তাঁহার উপর নিপতিত হইল। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসের শেষ হইতে তাঁহার পীড়া ক্রমশঃ বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল, অবশেষে তিনি শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। মার্চ্চ মাসের শেষে তিনি তাঁহার যে যৎসামান্য পার্থিব

বিভব ছিল, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া, তাঁহার সহযোগী ফাদার ওয়েগুিলিনকে বলিলেন, "আমার যথাসর্ব্বস্ব আমি আজ দান করিয়া যাইতেছি, আমার নিজের বলিতে পারি, পৃথিবীতে এমন আর কিছুই রহিলনা, আমি দরিদ্রের ন্যায় মরিতেছি, আজ আমার কি আনন্দ" ফাদার ওয়েগুিলিন, তাঁহার মৃত্যু কাল পর্য্যন্ত তাঁহার নিকটে ছিলেন এবং প্রাণপণে তাঁহার শুশ্রূষা করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার এই সময়কার অবস্থা সম্বন্ধে বলিয়াছেন ; "দামিয়েনের তৎকালিক সেই প্রফুল্লভাব কি শিক্ষাপ্রদ! কি যেন একটী ঔজ্জ্বল্য এবং ঔৎফুল্ল ভাব তাঁহাকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছিল। একদিন তিনি ওয়েগুিলিনকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন 'দেখ আমার হস্তের ক্ষতগুলি সমস্তই শুষ্ক হইয়া গিয়াছে, এবং তাহার উপর কৃষ্ণবর্ণ আবরণ পড়িয়া আসিতেছে। ইহাই মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবী লক্ষণ। আমার চক্ষুর দিকে চাহিয়া দেখ। আমি এত কুষ্ঠ রোগীকে মরিতে দেখিয়াছি যে এ সম্বন্ধে আমার ভ্রম হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। মৃত্যু আমার নিকট হইতে এখন আর দূরবর্ত্তী নয়। এই সময় আমাদিগের ধর্ম্মাধ্যক্ষের সহিত একবার আমার দেখা হইলে ভাল হইত ; কিন্তু দয়াময় ঈশ্বর আমাকে তাঁহার সহিত এক সঙ্গে উত্থানোৎসব * সম্পাদন করিবার জন্য আহ্বান করিতেছেন। এই অনুগ্রহের জন্য আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিই।"

* কথিত আছে, ক্রূশ বিদ্ধ হইয়া মৃত্যুর পর খৃষ্ট পুনর্ব্বার জীবনলাভ করিয়া কবর হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুনরুত্থান স্মরণার্থ উৎসবের নাম উত্থানোৎসব।

ইহার চার দিন পরে, এপ্রিল মাসের ২রা তারিখে ফাদার কনরাড্‌ী তাঁহার মৃত্যুকালীন তৈলাভিষেক ক্রিয়া সমাধা করিলেন। * ক্রিয়া শেষ হইলে দামিয়েন ওয়েণ্ডিলিনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "দেখ দেখি দয়াময়ের কি অসীম করুণা; তিনি আমায় এত দিন জীবিত রাখিয়াছেন, যে আমি দুই জন ধর্ম্মযাজককে আমার মৃত্যু কালে সেবা করিতে এবং এখানকার চিকিৎসালয়ে পরোপকারিণী ভগ্নীদিগকে দেখিয়া যাইতে পারিলাম। আমার বাসনা পূর্ণ হইয়াছে। আমি এখন ভগবানের নিকট বলিতে পারি, "দাও নাথ, তোমার এই সেবককে সচ্ছন্দে বিদায় লইতে দাও," এখানকার কুষ্ঠ রোগীদিগের জন্য এখন আর আমার কোন চিন্তা নাই। আমার জীবন এখন আর তাহাদিগের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় নয়; অল্পদিনের মধ্যে আমি ওই উর্দ্ধ লোকে প্রস্থান করিব"। ওয়েণ্ডিলিন তাঁহার কথা শুনিয়া বলিলেন; "আচার্য্য, আপনি যাহাদিগকে অনাথ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন, পরলোকে গিয়া তাহাদিগের কথা বিস্মৃত হইবেন না?" দামিয়েন বলিলেন, "না কখনই নয়, ভগবানের নিকট যদি আমার কিছুমাত্র প্রতিপত্তি থাকে, তবে নিশ্চয় জানিও আমি এই কুষ্ঠ নিবাসের সকলের জন্যই তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিব"। ওয়েণ্ডিলিন তাঁহার পর তাঁহাকে বলিলেন, "আপনার ওই বস্ত্র খানি আমাকে দিন,

* মৃত্যুর পূর্ব্বে মুমূর্ষুর হস্তপদ এবং মস্তকে বিধানানুসারে তৈলনিষেক ক্যাথলিক ধর্ম্মানুসারে বিশেষ পবিত্র অনুষ্ঠান। ইংরাজীতে ইহাকে Extreme Unction বলে।

উহা পরিধান করিয়া যেন আমি আপনার ন্যায় হৃদয় প্রাপ্ত হইতে পারি।" দামিয়েন বলিলেন "এ বস্ত্র লইয়া তুমি কি করিবে, কুষ্ঠরোগের পুয় রক্তে ইহা বিষাক্ত।" তৎপরে তিনি অশ্রু-পূর্ণ নয়নে ওয়েগুলিনকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাঁহার বড়ই ইচ্ছা ছিল, ফ্রানসিস্কান সম্প্রদায়স্থ দয়াবতী মহিলাগণ আসিয়া মলোকাইএ কুষ্ঠরোগীগণের সেবার ভার গ্রহণ করিবেন। বিধাতা তাঁহার সে বাসনা পূর্ণ করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদিগের জন্যও ভগবানের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিলেন।

দিন দিন দামিয়েনের দেহ অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল। যিনি এক দণ্ডও কার্য্য না করিয়া স্থির থাকিতে পারিতেন না, এখন তিনি জড়ের ন্যায় শয্যায় নিপতিত থাকিতে বাধ্য হইলেন। যাঁহারা এই সময় তাঁহার অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মুক্তকণ্ঠে তাঁহার সহিষ্ণুতার প্রশংসা করিয়াছেন। এ অবস্থায়ও দামিয়েনের উপাসক মণ্ডলীর প্রতি অনুরাগের হ্রাস হয় নাই। তাঁহাদিগের সঙ্গে একত্রিত হইয়া উপাসনা করিতে পারেন, তাঁহার শরীরে সেরূপ বল ছিল না; সেই জন্য তিনি ফাদার ওয়েগুলিনকে বলিলেন "আপনি আমাদিগের উপাসকমণ্ডলীর প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া আগার সঙ্গে উপাসনা করুন, তাহা হইলে আমার তৃপ্তি হইবে। যাহারা সেই পবিত্র আত্মার উপর বিশ্বাস করিয়া প্রাণ ত্যাগ করে, তাহাদিগের নিকট মৃত্যু কতই মধুর।" কুষ্ঠ নিবাসের দরিদ্রতম ব্যক্তির ন্যায় তিনি একটী সামান্য মাদুরের উপর শয়ন করিয়া থাকিতেন। বন্ধু বান্ধবগণ অনেক অনুরোধের পর তাঁহাকে একটি যৎসামান্য শয্যায় শয়ন করিতে স্বীকৃত করাইলেন। বিনি

কুষ্ঠ রোগীদিগের সেবার জন্য এত অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহার নিজের একখানি শয্যাস্তবণ পর্য্যন্ত ছিল না। অধিক কি, তিনি যে পরিচ্ছদ পবিধান করিয়া থাকিতেন তাহাই তাঁহার একমাত্র সম্বল স্বরূপ ছিল, পরিবর্ত্তন করিবার উপযুক্ত দ্বিতীয় বস্ত্র মাত্র ছিল না।

অনাথের পর্ণ কুটীর এবং পীড়িতের যাতনাময় গৃহ আলোকিত করিবাব জন্য, বিধাতা যে দীপ প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন, নিয়তির অলঙ্ঘনীয় নিয়মে তাহার তৈল ক্রমশঃ নিঃশেষিত হইয়া আসিল। রোগেব যন্ত্রণায় তিনি কখনও বা একবারেই সংজ্ঞা শূন্য হইয়া পড়িতেন, আবার এক এক সময় অল্পক্ষণের জন্য চেতনা লাভ করিতেন। এইরূপ অবস্থায় একবার তিনি সমীপবর্ত্তী আত্মীয়দিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন। "ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হউক, ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে তিনিই কেবল বলিতে পাবেন আমার অনুষ্ঠিত কার্য্যের দোষগুণ, সমস্তেরই ভার তাঁহাব হস্তে। উত্থানোৎসবের পূর্ব্বেই আমি আমাব মুক্তিদাতার সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

১৩ই এপ্রিল হইতে তিনি একবারেই অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। ব্যাধির ভয়ঙ্কর বীজ তাঁহার মুখে এবং কণ্ঠনালীতে প্রবেশ কবিয়া, তাঁহার বাক্যরোধ কবিয়া ফেলিয়াছিল। নাসিকা হইতে অতি কষ্টে শ্বাস বায়ু নিঃসৃত হইতেছিল। উপাসনালয়ের ঘণ্টাধ্বনি, অতি অস্পষ্টভাবে তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল। যাহাদিগের সেবায় তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই প্রিয় কুষ্ঠরোগিগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইয়া আর্ত্তনাদে আকাশ পরিপূর্ণ করিতেছিল। এইরূপ অবস্থায়

১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল তাঁহার প্রাণবায়ু নিঃসৃত হইল। গগন বিহারী বিহগ, যেমন মেঘলোক ভেদ করিয়া, নিত্যা-লোক সমুজ্জল ঊর্দ্ধ দেশে বিচরণের জন্য উত্থিত হয়,—দামি-য়েনের অমর আত্মাও তেমনি জরামরণশীল মানব দেহ পরি-ত্যাগ করিয়া, সেই অমৃত নিকেতনে সিদ্ধ পুরুষদিগের অধ্যুষিত প্রদেশে বাস করিবার জন্য উত্থিত হইল। তাঁহার পঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে বিমিশ্রিত হইল, কিন্তু তাঁহার অশরীরী আত্মা নূতন কার্য্যক্ষেত্রে নূতন ভাবে কার্য্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। হিন্দু শাস্ত্রকারগণ যাহাকে চিরানন্দময়, চির পুণ্যময় পুণ্যাভিসম্ভব বৈরাজ নামক লোক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, ষোড়শ বর্ষব্যাপী নরসেবারূপ তপশ্চর্য্যার ফলে তাঁহার আত্মা সেই পবিত্র লোকের অধিকারী হইল।

সম্পূর্ণ।

উপসংহার।

আত্মবিসর্জ্জনের যে অলৌকিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া দামিয়েন ইহলোক হইতে অবসৃত হইলেন, তাহার সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র সমস্ত পৃথিবী বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইল—সমগ্র মানব জাতি পুণ্য ভূমি মলোকাইএর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া সেই পুণ্যাত্মার উদ্দেশে যেন ভক্তিভরে প্রণিপাত করিল। জাতি নির্ব্বিশেষে, সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকলেই তাঁহার অপূর্ব্ব মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে লাগিল। ইংলণ্ড প্রায় সকল মহদনুষ্ঠানে ইউরোপের সকল দেশের অগ্রগামী হইয়া থাকেন। ফাদার দামিয়েনের স্মরণ চিহ্ন স্থাপনার্থ এবং তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থ ইংলণ্ডই সর্ব্ব প্রথমে এক মহতী সভা আহ্বান করিলেন। সে সভার উদ্দেশ্যের প্রতি সমগ্র সভ্য জগৎ সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রদর্শন করিল। ঐ সভায় একটী কমিটী নিযুক্ত হইল। আর্ক বিশপ অব্ কেণ্টারবেরির ন্যায় ধর্ম্মাচার্য্য, ডিউক অব ওয়েষ্টমিনষ্টারের ন্যায় সম্ভ্রান্ত লোক, গ্লাডষ্টোন ও লর্ড হার্টিংটনের ন্যায় রাজনীতিজ্ঞ পুরুষ, বেরন রথস্ চাইলডের ন্যায় ধনকুবের প্রভৃতি ইংরাজ সমাজের শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিগণ সাগ্রহে ঐ কমিটীর সভ্য হইলেন্ এবং স্বয়ং প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ ঐ কমিটীর সভাপতির পদ সোৎসাহে গ্রহণ করিলেন। এই কমিটী কাল বিলম্ব না করিয়া দামিয়েনের স্মরণ চিহ্ন স্থাপন জন্য অর্থ সংগ্রহে তৎপর হইলেন এবং অদ্যাপিও তাঁহারা ঐ কার্য্যে নিযুক্ত

আছেন এ পর্য্যন্ত ঐ উদ্দেশ্যে যথেষ্ট অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে এবং আরও সংগৃহীত হইবে তাহার সম্ভাবনা আছে। উক্ত কমিটী স্থির করিয়াছেন যে সংগৃহীত অর্থ হইতে দামিয়েনের স্মরণ চিহ্ন স্বরূপ তাঁহার সমাধি মন্দিরের উপর বহু মূল্য প্রস্তর নির্ম্মিত একটী ক্রশ স্থাপনা করিবেন, লণ্ডনের কোন একটী চিকিৎসালয়ের বিভাগ স্বরূপ কুষ্ঠরোগীদিগের চিকিৎসার্থ একটী চিকিৎসাগার নিম্মাণ করিবেন, কুষ্ঠরোগের সমস্ত তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য পৃথিবীর নানা দেশে কয়েকজন সুদক্ষ চিকিৎসককে প্রেরণ করিবেন, এবং কুষ্ঠরোগের আবাস ভূমি যে ভারতবর্ষ তথাকার কুষ্ঠরোগীদিগের অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত একটী কমিসন নিযুক্ত করিবেন।*

সাধু দামিয়েনের স্মৃতি রক্ষার্থ প্রিন্স অব ওয়েলস প্রমুখ ইংলণ্ডবাসীগণ যে চেষ্টা করিতেছেন তাহা অতীব প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাদের সঙ্কল্পিত অনুষ্ঠান গুলি অপেক্ষা দামিয়েনের উচ্চতর ও মহত্তর স্মৃতিচিহ্ন পৃথিবীতে চিরকাল বর্ত্তমান থাকিবে। মানব জাতির দুঃখ মোচন ও কষ্টের লাঘব করিয়া তাহাদিগের সুখ ও উন্নতির পথ প্রশস্ত করিতে যাইলে কুষ্ঠ রোগীর ন্যায় অস্পৃশ্য, ঘৃণিত ও পরিত্যক্ত জীবদিগকেও আলিঙ্গন করিতে হইবে, দামিয়েন জলন্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা জগৎকে এই যে মহোপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাঁহার প্রকৃত

---

* এই কমিসন নিযুক্ত হইয়া গিয়াছে এবং ইহার সভ্যগণ এক্ষণে ভারতবর্ষের নানা স্থানে পর্য্যটন করিয়া কুষ্ঠরোগ সম্বন্ধে তত্ত্ব অবধারণে ব্যাপৃত আছেন।

স্মৃতিচিহ্ন, তাহাই তাঁহাব অবিনশ্বর স্মরণ স্তম্ভ, তাহাই তাঁহার **অমর কীৰ্ত্তি**। এক্ষণ হইতে যে দেশে যে কালে যে ব্যক্তি দামিয়েনের মহৎ দৃষ্টান্তানুসারে কার্য্য করিবেন তিনিই তাঁহার মূৰ্ত্তিমান স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ বিবেচিত হইবেন, তিনিই নির্ব্বাক বাগ্মীতা সহকারে দামিয়েনেব **অমর কীৰ্ত্তি** ঘোষণা কবিবেন।

☞ অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রস্তাবনাংশটী পাঠ করুন।

অম্বষ্ঠ-দর্পণ।

অর্থাৎ।

অম্বষ্ঠ বংশীয় এক পরিবারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
এবং তৎসহ বৈদ্যজাতির উৎপত্ত্যাদির
বিবরণ।

রেভারেণ্ড, আর, কে, ডি, গুপ্ত কর্ত্তৃক
প্রণীত ও প্রকাশিত।

২৪ পরগণা, বারুইপুর।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা,

১নং ডিহি শ্রীরামপুর রোড, পোষ্ট-ডিস্পাচ্ প্রেসে।
জে, ই, ডিক্সন দ্বারা মুদ্রিত।

১৮৯২

মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

প্রায় দুই বৎসর অতিবাহিত হইল, অম্বষ্ঠ দর্পণ প্রথম বাব ছাপা হইয়া প্রকাশিত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহাতে বহু সংখ্যক বর্ণাশুদ্ধি ও ছাপার ভুল সন্নিবেশিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ বৈদ্য ও কৈবর্ত্ত বংশীয় কোন কোন সদাশয় ব্যক্তি আমাকে পত্র লিখিয়া আমাব কোন কোন ভ্রম প্রমাদ সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। এবং যাঁহার নামে গ্রন্থ উৎসর্গ কবা গিয়াছিল তিনিও প্রথমতঃ পত্র লিখিয়া ও তৎপর আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমার ২১ টী ভ্রম নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন। অতএব যথা সাধ্য সংশোধন কবিয়া দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ কবিলাম।

গ্রন্থোৎসর্গ—

পরমারাধ্য শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দাস গুপ্ত

অগ্রজ মহাশয় শ্রীচরণেষু—

আর্য্য।

চতুর্দ্দশ বৎসর অতিবাহিত হইল, আমি আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণেব বাসস্থান পরিদর্শন কবিতে সেন্নাচর গমন কবিয়া ছিলাম। তথায় ভ্রমণ করিতে কবিতে আমাব মনে যে অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিতে লেখনী অশক্ত। মহাত্মা আদিপুরুষগণেব জীবনী বর্ত্তমান বিষয়েব ন্যায়, স্মৃতি-পথারূঢ় হইল। তাঁহাদের কার্য্যকলাপ ও গুণাগুণের বিষয় ধ্যান করিতে করিতে নদী তীরে উপনীত হইলাম; দেখিলাম, প্রাচীনা স্রোতস্বতী বুড়ি-গঙ্গা, যেরূপ দেড়শত বৎসব পূর্ব্বে, অবিকল সেই ভাবে আজও ধীরবেগে ও নিঃশব্দে প্রবাহিত হইতেছে। তীরে শ্মশান-ভূমি দর্শনে স্মরণ হইল, এই স্থানেই আমাদেব পবমারাধ্য পিতৃ মাতৃগণের অনিত্য দেহ ভস্মীভূত হইয়াছে। তাঁহাদের জীবনী, ও মানব জীবনের অনিত্যতা স্মরণ করতঃ অধৈর্য্য হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া ছিলাম, এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়া ছিলাম যে, সেই মহাত্মাগণের নাম ও গুণাগুণ যেন বিলুপ্ত হইয়া না যায় ও ভাবী বংশ তাঁহাদের বিষয় অজ্ঞাত না থাকে, এই অভিপ্রায়ে পূর্ব্বপুরুষগণের জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশ করিব। কিন্তু এক পক্ষে সংসার বাসনা ও উন্নতি লালসা, অন্য পক্ষে

দৈব দুর্ব্বিপাক বিঘ্ন স্বরূপ হওয়াতে, এ যাবৎ সেই অভিলাষিত পুণ্যব্রতাবলম্বনে সক্ষম হই নাই। সম্প্রতি আপনাব আশীর্ব্বাদে সমস্ত বিঘ্ন বিপদেব হস্ত হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি এবং চিব বাঞ্ছনীয আশাও এক প্রকাব সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু কতদূব কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পাবি না। ভবাদৃশ জন ব্যতীত আমাব পূজ্যপাদ আব কেহই এখন পৃথিবীতে বর্ত্তমান নাই, মনু বলিযাছেন "ভ্রাতা জ্যেষ্ঠঃ সমঃ পিত্রা ভার্য্যা পুত্রঃ স্ববা তনুঃ" অতএব মদ্রচিত এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি, ভক্তি ও প্রীতিপূর্ব্বক আপনাব শ্রীচবণে উৎসর্গ কবিলাম।

সেবক

শ্রীরামকান্ত দাস গুপ্ত।

ভূমিকা।

আপনাপন পূর্ব্বপুরুষদের বৃত্তান্ত অবগত হওয়া মনুষ্য-মাত্রেরই নিতান্তকর্ত্তব্য। তাঁহারা কে ছিলেন, কি করিতেন, কোথায় ও কি অবস্থায় জীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন, সুনামের ও দুর্নামের কার্য্যই বা কি করিযাছিলেন, কোন্ কোন্ মহাত্মা তাঁহাদের বল ও সহায় ছিলেন, কে বা বিপক্ষ ছিল, কাহাদের দ্বারা উপকৃত হইযাছেন, কে বা তাঁহাদের অনিষ্ট সাধন করিয়াছে? তাঁহাদের পরম সুহৃদ, বিপদ কালের বন্ধু ও আত্মীয় বন্ধু বান্ধব কে ছিলেন? এই সমস্ত অবগত হইবার বাসনা স্বভাবতই অন্তঃকরণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিশেষতঃ যে মহাত্মাদের শোণিত শরীরে প্রবাহিত হইতেছে, যাঁহাদের নামে লোক সমাজে পরিচিত হইয়া থাকি, যাঁহাদের সদাচার ও সদ্‌গুণ প্রভাবে সমাজে আদরণীয় এবং দোষ প্রযুক্ত নিন্দনীয় হইয়া থাকি, যাঁহাদের মান ও যশোরূপ অক্ষয়ধনের অধিকারী হইয়াছি ও যাঁহাদের অপযশরূপ দীনতারও ভাগী ও উত্তরাধিকারী হইয়াছি, যাঁহাদের রক্তেররক্ত ও মাংসের মাংস সেই মহাপুরুষগণের গুণাগুণ ও ধর্ম্মাধর্ম্মের বিষয় অবগত হইতে যিনি উদাসীন, তিনি মনুষ্য শব্দে বাচ্য হইবার যোগ্য নন। পূর্ব্বপুরুষদের বিবরণ যে ব্যক্তি অজ্ঞাত থাকেন তাঁহার ও তাঁহার ভাবীবংশের মানসিক ভাবী উন্নতি কোন মতেই সম্ভবে না। আত্মগৌরব তাঁহার অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়। অবশেষে পূর্ব্বপুরুষদের দাসের দাস হইতেও কুণ্ঠিত হন না ও লজ্জাবোধ করেন না।

মহাত্মা আদিপুরুষগণের জীবনী পাঠ, গায়ত্রী জপ, এবং চতুর্ব্বেদ ও অষ্টাদশ পুরাণ পাঠাপেক্ষা উপকারী ও অন্যান্য সমুদায় বিদ্যোপার্জ্জনাপেক্ষা লাভকরী সন্দেহ নাই। এই কারণেই বোধ হয়, পিতা, পিতামহ, ও জ্যেষ্ঠতাত প্রভৃতি পূজ্যপাদ গুরুজনগণ প্রত্যহ সায়ং সন্ধ্যা সমাপনান্তে বাটীস্থ বালকদিগকে একত্র করিয়া পিতৃকুল ও মাতৃকুলের নামাবলী, কুল, গোত্রাদি কণ্ঠস্থ করাইতেন। কিন্তু কালের কি কুটিলাগতি। আজকাল বঙ্গ-সন্তানদিগকে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে একেবারে নিরুত্তর। গ্রীসদেশের ইতিহাসে, রোমের ইতিহাসে, ইংলণ্ডের ইতিহাসে বিশেষ পারদর্শী, অনেক যবন ও মেচ্ছ রাজার চৌদ্দ পুরুষের নাম কণ্ঠস্থ, কিন্তু পিতা মহাদির নাম জিজ্ঞাসা করিলে মৌনব্রতাবলম্বন করিয়া থাকেন। আবর দেশীয় লোক যাঁদেরকে অনেকে অসভ্য ও "মোটা বুদ্ধির" লোক বলিয়া থাকেন। কিন্তু তাহাদের আদিপুরুষ ইস্মায়েল পর্য্যন্ত পূর্ব্ব পুরুষদের নামাবলী কণ্ঠস্থ বলিতে না পারে এমন লোক তাহাদের মধ্যে অতি বিরল।

আমাদের বংশধরেরা তাহাদের পূর্ব্বপুরুষদের বিষয় অনভিজ্ঞ না থাকে ও তাঁহাদের নাম ও গুণাগুণ যেন বিলুপ্ত হইয়া না যায়, এই অভিপ্রায়ে আমি যথাসাধ্য পূর্ব্বপুরুষগণের বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে প্রকাশ করিতেছি। ইহাতে কল্পিত, অসত্য ও অপ্রামাণিক একটী বিষয়ও সন্নিবেশিত করা হয় নাই।

"রোগশূন্য দেহ নাই," "দোষ ও কলঙ্ক রহিত মনুষ্য এ সংসারে নাই," ভাবী বংশ তাঁহাদের বিষয় যেন আংশিক রূপে জ্ঞাত না হয়, এই অভিপ্রায়ে আমি পূর্ব্ব পুরুষগণের গুণরাশির

সঙ্গে সঙ্গে দোষ গুলিও সন্নিবেশিত করিতে কুণ্ঠিত হই নাই।

ইহাতে বৈদ্য জাতির উৎপত্ত্যাদির বিবরণও বর্ণিত হইল। কিন্তু যে অম্বষ্ঠ জাতি এক সময়ে দুর্দ্দণ্ড প্রতাপে সার্ব্বভৌম রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, যে অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণের ন্যায় তপোযুক্ত ও ক্ষত্রিয়ের ন্যায় যুদ্ধ বিদ্যা বিশারদ হইয়া "ব্রহ্ম ক্ষত্র" আখ্যায়িকা লাভ করিয়াছেন, যে অম্বষ্ঠের প্রসাদে ব্রাহ্মণাদি কুলীন উপাধি লাভ করিয়া সমাজে উচ্চাসন প্রাপ্ত হইয়াছেন ও যে অম্বষ্ঠ সদাচারীকে সমাজে উচ্চাসন ও দুরাচারীকে অবনতির অতলস্পর্শ কূপে নিপাতিত করিয়া গিয়াছেন, এক পক্ষে ব্রাহ্মণগণ ও অন্য পক্ষে শূদ্রগণ যে জাতির দ্বিজত্ব ও শূদ্রত্ব প্রতিপাদনার্থ শাস্ত্র সিন্ধু মন্থন করিয়া সারা হইয়া গেলেন। সেই প্রসিদ্ধ অম্বষ্ঠ জাতির অভ্রান্ত ইতিহাস রচনা করা মৎসদৃশ জনের পক্ষে, খঞ্জের গিরি লঙ্ঘন ও বামনের চন্দ্র স্পর্শের ন্যায় অসম্ভব। অতএব এই দুরূহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে আমার বাসনা ছিল না। আমার পূর্ব্ব পুরুষ গণের জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করাই আমার একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু আমার পূর্ব্ব পুরুষগণ অম্বষ্ঠ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন। তাঁহাদের বৃত্তান্ত লিখিতে গিয়া, প্রসঙ্গ ক্রমে বৈদ্য জাতির উৎপত্ত্যাদির বিবরণ সংক্ষেপে বিবৃত করিতে বাধ্য হইলাম। মদ্রচিত ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি সাধারণের করে অর্পণ করিতেছি। মনুষ্যের কার্য্য ভ্রম রহিত হইতে পারে না। অতএব যদি কেহ ইহাতে কোন প্রকার ভ্রম প্রমাদ দেখিতে পান, তবে তিনি তাহা আমাকে জ্ঞাত করিলে কৃতজ্ঞতার সহিত সেই ভ্রম সংশোধন করিব।

বিনয়াবনত গ্রন্থকার।

প্রশংসা পত্র।

অম্বষ্ঠ দর্পণ সম্বন্ধে ন্যূনাধিক বিংশতি খানা প্রশংসা পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। তন্মধ্যে মাত্র। ২।৩ খানা সংক্ষিপ্ত পত্র নিম্নে প্রকাশ করা গেল।

ঋগ্বেদ সম্পাদক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত প্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মত—

"গ্রন্থখানির আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া সুখী হইলাম। গ্রন্থকার যদিও বাল্যকালে হিন্দু সমাজ ত্যাগ করিয়া প্রতিনিয়ত বিজাতীয় ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনায় সময়ক্ষেপ করিয়াছেন, তথাপি মন্বাদির আলোচনায় বিশেষ পাণ্ডিত্য দেখাইতে ত্রুটী করেন নাই। অম্বষ্ঠ দর্পণ, বাস্তবিক অম্বষ্ঠ জাতির দর্পণ স্বরূপ। ... ... ফল কথা এই, গ্রন্থখানি গ্রন্থকারের অসাধারণ অধ্যবসায়, বিপুল পরিশ্রম ও বহু গবেষণার ফল তাহার সন্দেহ নাই" ইত্যাদি।

বাবু আদি নাথ দাস গুপ্ত লিখিয়াছেন—

"আপনার অগ্রজ মহাশয়, আপনার কৃত অম্বষ্ঠ দর্পণ এক খণ্ড আমাকে দান করেন। তাহা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলাম, আপনার অনুগ্রহে বৈদ্য জাতির একটী অভাব দূর হইয়াছে। আমি বহুকালাবধি আমাদের আদি বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে লালায়িত ছিলাম। আপনার কৃপায় গ্রন্থখানা প্রাপ্ত হইয়া নিতান্ত আনন্দিত হইলাম। আপনার অধ্যবসায় ও শ্রমে বৈদ্যজাতির একটী দর্পণই বাহির হইয়াছে।"

বাবু এইচ্ এন্ সেন গুপ্ত লিখিয়াছেন—

"গ্রন্থখানা অত্যুৎকৃষ্ট হইয়াছে। বৈদ্য সমাজে আদরণীয় হওয়াব সম্ভাবনা।"

নির্ঘণ্ট।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

বঙ্গদেশের পূর্ব্বাকীর্ত্তি

সুপ্রসিদ্ধ বঙ্গদেশে, বিশাল জলধি ভীষণ মূর্ত্তি পদ্মা, প্রচণ্ড বেগে ভীমনাদে, অপ্রতিহত প্রভাবে সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হইতেছে। বর্ষাকালে তৎপ্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে অপার বারিধি বলিয়া ভ্রম জন্মে এবং পবনদেব বেগে বহিতে আরম্ভ করিলে শৈলাকার ঊর্ম্মিরাশি উত্থিত করিয়া দিঙ্‌মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া থাকে। জল কল্লোলের গভীরধ্বনি ও ভীষণ নিনাদ শ্রবণ করিলে প্রাণী মাত্রেরই হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

কিন্তু বর্ষান্তে প্রশান্তাবস্থাতে কবিকল্পিত "মন্দাকিনী" ও ইহার নিকট পরাজিতা, এবং রজত মণ্ডিত বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্র বলিয়া প্রতীয়মান হয়। মনুষ্য বিদ্যা, জ্ঞান, বীরত্ব ও মাহাত্ম্য প্রভাবে যোগ্যতানুরূপ বিশেষ বিশেষ প্রকার উপাধি লাভ করিয়া থাকেন। পদ্মা দেবীও অগণ্য গ্রাম, নগর, ও জনপদ এবং অনেকের বহু পুরুষে উপার্জ্জিত মনোরম উদ্যান, মনোহর অট্টালিকা, বিশেষতঃ উজ্জ্বল বঙ্গনক্ষত্র রাজা রাজবল্লভের অতুল কীর্ত্তিরাশি ধ্বংশ ও উদরস্থ করিয়া "কীর্ত্তিনাশা" আখ্যা ধারণ করতঃ চিরস্মরণীয়া হইয়াছেন।

উভয় তটস্থ জনপদ সমূহ, ইহার প্রকোপ শান্তি করণাশয়ে স্বীয় স্বীয় ক্রোড়স্থ স্রোতস্বতীগণ দ্বারা কর যোগাইয়া অহর্নিশি যেন সশঙ্কিত ভাবে কালাতিবাহিত করিতেছে। এই আশ-

জাতেই যেন "মেঘনাদ" মেঘনা নাম ধারণ ও সূর্য্যোদয়ে চন্দ্রের ন্যায় নিষ্প্রভ তেজোহীন ও নিরীহ ভাবাবলম্বন ও গোমতী, সুর্ম্মা ব্রহ্মপুত্র, শীতলক্ষা, ও বুড়ী-গঙ্গা হইতে জলকর গ্রহণ করিয়া সেই কর দানে ইহার তুষ্টিসাধন ও অধীনতা স্বীকার করিতেছে। যে সমস্ত করদায়িনী, করদানে বাজু দেশকে * পদ্মার প্রকোপ হইতে রক্ষা করিতেছে, তন্মধ্যে ইচ্ছামতী বা ইছামতী একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী। উক্ত ইচ্ছামতী স্রোতস্বতীর তীরে বর্ত্তমান নবাবগঞ্জ থানার অনতি দূরে, গোবিন্দপুর নামক একটী গ্রাম আছে। স্বনাম খ্যাত অন্য গ্রাম হইতে পার্থক্য জ্ঞাপনার্থে সাধারণতঃ লোকে ইহাঁকে কলাকোপা গোবিন্দপুর বলিয়া থাকে।

অন্যূন দেড়শত বৎসর অতিবাহিত হইল উক্ত গোবিন্দপুর গ্রামে অম্বষ্ঠজাতীয় দাস বংশজ জনৈক জমিদার বাস করিতেন। জনশ্রুতি প্রমাণে, তাঁহার বাটীর চতুষ্পার্শ্বে কর্ম্মকার, কুম্ভকার, গোয়ালা, নাপীত, ধোপা, ধীবর ও ভূমালী প্রভৃতি নানা জাতীয় প্রজার বসতি ছিল, সুতরাং তিনি সুখ স্বচ্ছন্দে কালাতিবাহিত করিতে ছিলেন এবং গোবিন্দপুর একটি সমৃদ্ধিশালী গ্রাম বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। উক্ত জমিদারের দুই পুত্র ছিলেন। জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণচরণ দাস ও কনিষ্ঠ শ্যামাচরণ দাস।

যে সময়ের কথা লিখিত হইতেছে, তৎকালে সমগ্র বঙ্গদেশে যবনাধিকার ছিল ও পারসী রাজ ভাষা বলিয়া এক্ষণকার ইংরেজীর ন্যায় সর্ব্বত্র আদরণীয় ছিল। নবাব সরকারে পারসী ভাষাতে ব্যুৎপন্ন ও কৃতবিদ্য লোকেরা সম্মানিত ও আদরণীয় হইতেন।

* পদ্মা ও যমুনা তীরবর্ত্তী বর্ত্তমান আকবরগঞ্জ ও নবাবগঞ্জ থানার [illegible] ভূভাগকে পূর্ব্বে বাজু দেশ বলা যাইত।

বর্ত্তমান সময়েব ইংরেজীর ন্যায় তৎকালে পারসী অর্থ-করী বিদ্যা বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল।

কলম্ গুইযেদ্, কি মন্ সাহে জাহানম্।
কলম্ কশ্‌রা বদৌলৎ মি বেছানম্॥
আগব বদ্ বখ্‌ৎ বাশদ্ মন্ চিদানম্।
ভলী এক বাব দৌলৎ মি বেছানম্॥

লেখনি বলিতেছে, আমি পৃথিবীর রাজা, যে কেহ আমাকে ব্যবহার কবে তাহাকে আমি ধনবান কবিয়া থাকি। সে যদি নিতান্ত দুর্ভাগাও হয, তদ্বিষয় ও আমি গ্রাহ্য করি না। কিন্তু একবাব তাহাকে সৌভাগ্যেব দ্বারে উপনীত কবিয়া থাকি। এই মনোবম্য পাবসী বচনটি চাণক্য পণ্ডিতের নীতি শ্লোক্যেবন্যায় ভদ্র লোকদেব মুখে মুখে শুনা যাইত। বিশিষ্ট লোকেবা আপনাপন সন্তানদিগকে জাহাঙ্গীব নগর, পাটনা, মুরশিদাবাদ ও দিল্লীতে পাঠাইয়া পাবসী অধ্যয়ন কবাইতেন। কিন্তু সংসারেব কি আশ্চর্য্য পবিবর্ত্তন দেড়শত বৎসব অতীত না হইতে হইতেই সামান্য লোকেবা কথায় কথায় বলিয়া থাকে "পড়ে ফাবসী বেচে তেল্। দেখ কুদবৎ কি খেল্।" ইদানীং বাঙ্গালীজাতি, ইংবেজী শিক্ষা করিতে লালায়িত। ইংবেজীই মান, যশ্ গৌরব ও ধনোপার্জ্জনেব সোপান স্বরূপ। অতএব অনেকেই ইংরেজী শিক্ষা মানব জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বিবেচনা কবিয়া থাকেন। কত কত বাঙ্গালী আছেন, যাঁহারা মাতৃভাষাকে কুৎসিত, ঘৃণার্হ ও ভদ্র-লোকের ব্যবহারের অনুপযুক্ত মনে করিয়া স্ব স্ব পরিবার হইতে এবালীশ করিয়াছেন এবং তৎপরিবর্ত্তে ইংরেজী প্রচলিত করিয়া

লইয়াছেন। কিন্তু সংসারের গতি দেখিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, শত বৎসর পরেই হউক আর সহস্র বৎসর পরেই হউক, ইংরেজীও পারসীর অনুগমন করিবে।

এই গ্রন্থে বার বার মুরশিদাবাদের নামোল্লেখ হইবে। অতএব সংক্ষেপে মুরশিদাবাদের বিষয় ২।১ টি কথা লেখা বিহিত বোধ করিলাম।

মুরশিদাবাদ কলিকাতা হইতে অন্যূন একশত মাইল উত্তরে ভাগীরথী নদীতীরে অবস্থিত। ইহার পূর্ব্বনাম মুখসাদাবাদ ছিল, মুরসিদ কুলিখাঁ নবাব এইস্থানে রাজধানী করিয়াছিলেন।

মুরশিদ অতি দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান ছিলেন। তাঁহার পিতা দারিদ্রতা নিবন্ধন তাঁহাকে পারস্য দেশীয় হাজি সুফিয়া নামক এক জন বণিকের নিকট বিক্রয় করেন। হাজি তাঁহাকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া পোষ্য পুত্র রূপে প্রতিপালন ও ইস্পাহান নগরে পারসী অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন।

কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর মুরশিদ নিরুপায় হইয়া বিরারের দেওয়ানের অধীনে কোন সামান্য কার্য্যে নিযুক্ত হন। পরে স্বীয় কার্য্য দক্ষতা গুণে প্রথমে হায়দরাবাদের ও তৎপর বাঙ্গালার দেওয়ান পদে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। এ কার্য্য এমন দক্ষতা পূর্ব্বক সম্পাদন করেন যে, দিল্লীশ্বর আরঙ্গের সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ১৭০১ খ্রীঃ বাঙ্গালা বেহার ও উড়িষ্যার নবাব পদে অভিষিক্ত করিলেন। তিনি, রাজধানী প্রাচীন নগরী ঢাকা হইতে পরিবর্ত্তিত করিয়া মুকসাদাবাদে আনয়ন, ও স্বীয় নামানুসারে, ১৭০৪ খ্রীঃ এ স্থানের নাম মুরশিদাবাদ রাখিয়াছিলেন। বিধাতা মুরশিদকে অতি হীনাবস্থা হইতে সৌভাগ্যের

চরম সীমায় উপনীত করিয়াছিলেন। শিশু কালে অন্নাভাবে যবন হস্তে বিক্রীত হন, কিন্তু মৃত্যুকালে কোটি কোটি টাকার সংস্থান রাখিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু জাগতিক ধন কেমন অনিত্য ও কেমন "অনর্থের মূল।" হিন্দুরা ৩৩ কোটি দেব দেবী কল্পনা করিয়া লইয়াছেন, তন্মধ্যে ধন একটি দেবতা। কিন্তু ধন দেব সর্ব্বাপেক্ষা চঞ্চল ও অস্থির। তিনি জাতি ভেদ মানেন না, বংশভেদ মানেন না, স্বাধীন ও কৃতদাসে, রাজা ও প্রজাতে বিভেদ দেখেন না। আজ সর্ব্বজন পূজিত দ্বিজালয়ে, কাল, অস্পর্শনীয় শুণ্ডিকাগারে। আজ আর্য্যাধিকারে, কাল যবন ও ম্লেচ্ছাধিকারে। এক সময়ে কুবেরের ভাণ্ডারে ছিলেন, এক সময়ে রোম নগরে, কোন সময় সুলেমানের * শান্তির রাজ্যে ও তৎপর কারূনের + ভাণ্ডারে। উনিশ শত শতাব্দীতে ধন দেবতা ইংরেজদের চিরানুগত কৃতদাস। ইংলণ্ড দ্বীপ তাঁহার ভারে টল টলায়মান। কিন্তু ইহার পর কোন্ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কোথা পলায়ন করিবেন কে বলিতে পারে।

মুরশিদাবাদ, রাজধানী হওয়াতে অতি প্রসিদ্ধ স্থান হইয়া উঠিল। রাজধানী বিদ্যাশিক্ষার ও উপযুক্ত স্থান, অতএব বিদ্যার্থীগণ চতুর্দ্দিক হইতে তথায় আসিয়া পারসী অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। তদনুসারে কৃষ্ণ চরণ ও শ্যামা চরণ মুরশিদাবাদে

---

* সুলেমান খ্রীঃ পূঃ ১০০ বৎসর পেলেষ্টাইনের রাজা ছিলেন, তত্তুল্য ধনবান রাজা আর পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার প্রজারা স্বর্ণ পাত্রকে মৃৎপাত্র স্বরূপ জ্ঞান করিত।

+ হিন্দুরা কথায় কথায় বলেন কুবেরের ধন। মুসলমানেরা বলেন গঞ্জ কারূন।

প্রেরিত হইয়া সুচারু রূপে পারসী অধ্যয়ন করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের পিতার পরলোক প্রাপ্তির পর দুই সহোদরে বিবাদ হওয়াতে তাঁহারা পরস্পর পৃথক হইয়া গেলেন। তাহাতে কৃষ্ণ চরণ পিতৃ গৃহে বাস করিতে লাগিলেন, তদ্ভিন্ন তাঁহার বিষয় আর কিছুই জ্ঞাত হইতেই পারি নাই। শ্যামাচরণ দাস, পিতৃ গৃহ পরিত্যাগ ও মুরশিদাবাদ গমন করিয়া নবাব সরকারে সৈন্য দলে ভুক্ত হইলেন।

এই সময়ে আলী বর্দ্দি খাঁ বাঙ্গালার নবাব পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বঙ্গ দেশীয় নবাবদের মধ্যে আলীবর্দ্দি খাঁ সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। তিনি ধীশক্তি সম্পন্ন রাজনীতি বিশারদ যুদ্ধকুশল ও প্রজাবৎসল বলিয়া বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়া ছিলেন। তিনি ১৭৪০ খ্রীঃ হইতে ১৭৫৬ খ্রীঃ পর্য্যন্ত ষোড়শ বৎসর সুনিয়মে বঙ্গদেশ শাসন করিয়া অশীতি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে পরলোক গমন করেন। মুরশিদাবাদের অন্তর্গত খোশ বাগ নামে বিখ্যাত উদ্যানে আলীবর্দ্দি ও তাঁহার দৌহিত্র ও পোষ্য পুত্র এবং উত্তরাধিকারী তাঁহার প্রাণ তুল্য ভালবাসা বঙ্গদেশের দুর্ভাগা শেষ নবাব সিরাজদ্দৌলার সমাধি মন্দির বর্ত্তমান রহিয়াছে। উভয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হয় যেন একটী আলীবর্দ্দির গুণরাশি ও অপরটী সিরাজের দোষ রাশি দর্শকদের নিকট উচ্চৈঃস্বরে প্রচার করিবার নিমিত্তই বর্ত্তমান রহিয়াছে।

যে বৎসর আলীবর্দ্দি বাঙ্গালার সিংহাসনারূঢ় হন, সেই বৎসর হই মারহাট্টাগণ বাঙ্গালা দেশ আক্রমণ করে। তৎকালে মারহাট্টা-জাতি অতি প্রবল ও সমগ্র ভারতের বিভীষিকাস্বরূপ ছিল

যে দিকে যাইত লুটপাট করিয়া প্রজাদিগকে যৎপরোনাস্তি বিপন্ন করিত। দিল্লীশ্বর আহাম্মদ শাহ তাহাদিগকে দক্ষিণ রাজ্যে রাজস্বের চতুর্থাংশ দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

তাহাদের দৌরাত্ম্যে সম্রাট আওরাঙ্গেব * ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে তাহারা বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়া ভাগীরথী তীরবর্ত্তী অনেক স্থান লুণ্ঠন করত প্রজাদিগকে অত্যন্ত কষ্ট দেয়। আলীবর্দ্দি সসৈন্যে তাহাদের গতিরোধ করেন। কাঁটোয়ার নিকট ঘোর যুদ্ধ হয়। নবাব তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া বঙ্গদেশ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিলেন। কিন্তু ইহাতেও মারহাটা জাতি নিস্তেজ হয় নাই। ইহার পরও তাহারা বার বার বাঙ্গালা দেশ আক্রমণ করে। পরিশেষে আলীবর্দ্দি তাহাদিগকে বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার করিয়া সন্ধি করিলেন।

---

* পশ্চিম দেশীয় লোকদের মধ্যে জনশ্রুতি আছে যে আওরঙ্গেব বহু সেনা সমবেত করিয়া দক্ষিণ দেশে মারহাট্টাদের সঙ্গে যুদ্ধে গমন করেন। তৎকালে একটি হিন্দু স্ত্রীলোক বাদশাহের সঙ্গে যুদ্ধে গমন কারী আপন স্বামীর নিকট খেদ প্রকাশ করিয়া হিন্দি ভাষাতে একখানা পত্র লেখে, তাহাতে পদ্যে এই কথা লিখিত ছিল বরষ বেথা কি ভাব, মে ডরেক ভব্ আবেনীব সবকে কান্ত বটোরকে লে গেয়ে আলমগীর।

পত্র খানা কোন প্রকারে বাদশাহের হস্তগত হইল তিনি নিজ হস্তে এই কথা লিখিয়া পত্র খানা সেই স্ত্রীলোকের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। "বৈঠ রহো সন্তোষ কর, মনমে রাখোধীর। শা ইহে মিস্তি কয়ো, যো বহোতে আলমগীর।"

মাবহাট্টা দিগকে এদেশীয় লোকেরা 'বর্গী' বলিত। বর্গীর দৌবাত্ম্য এমনি চিবস্মবণীয় যে তাহা অদ্যাপি এদেশীয় স্ত্রীলোকদেবও অন্তঃকরণরূপ চিত্রপটে চিত্রিত বহিয়াছে, এবং বোধ হয় চিরকাল থাকিবে। অদ্যাপি কোন কোন স্থানে স্ত্রীলোকেরা ছেলে ঘুম পাড়াবাব সময় এই গান গাইয়া থাকে।

"আমার আচাভুয়া ঘুমাল পাড়া জুড়াল। বর্গী এল দেশে।
বুলবুলিতে ধান খেয়েচে খাজনা দেবো কিসে॥"

শ্যামাচবণ কাঁটোযাব যুদ্ধে আলীবর্দ্দিব অধীনে একজন সেনা নায়ক ছিলেন। কাঁটোয়াব যুদ্ধে জয়ী হওয়াতে তিনি লস্কবী উপাধি * প্রাপ্ত হইলেন। অতএব তদবধি তিনি শ্যামাচরণ লস্কব্ধী নামে বিখ্যাত হইলেন।

শ্যামাচবণ সৈন্যদলে ভুক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া কেহ কেহ তাঁহার নিন্দা কবিযা বলিয়াছেন "অম্বষ্ঠাণাং চিকিৎ সিতম্।"

* অনেক ব্রাহ্মণ বৈদ্য ও শূদ্র মুশলমানদের সময়ে খাশ্ নবীশ, খাঁ, কাণা, মুনশী, মীর মুনশী, মোৎসদ্দী, বক্সী প্রভৃতি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অদ্যাপি অনেকে সেই সমস্ত উপাধি ব্যবহার করিয়া থাকেন। মালখান্ নগরের দেবী দাস বসু নবাবদের অধীনে ঢাকার কাননগু ছিলেন। তিনি ঠাকুর উপাধি প্রাপ্ত হন। অদ্যাপি মাল্খান্ নগরের বসু দিগকে বোস ঠাকুর বলা যায়।

অনেক হিন্দু ও মুশলমানের লস্কর খিতাব আছে তাহা লস্করী শব্দের অপভ্রংশ। কলিকাতা অঞ্চলের লস্করেরা বলেন নবাবেরা তাঁহাদের পুর্ব্ব পুরুষ দিগকে নস্কর খিতাব দিয়াছিলেন। কেহ কেহ রাজা ও জমিদারদের হইতে লস্কর উপাধি পাইয়াছে। বর্ত্তমান কালে লস্করীর পরিবর্ত্তে বাহাদুর উপাধি দেওয়া যায়।

"চিকিৎসা অম্বষ্ঠ জাতির জীবিকা, অতএব শ্যামাচরণ স্বজাতীয় ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয় বৃত্তি অবলম্বন করাতে অন্যায় করিয়াছিলেন।"

কিন্তু উপরোক্ত বচনে এ প্রকার বলা হয় নাই যে, মাত্র চিকিৎসাই বৈদ্য জাতির উপজীবিকা। প্রাচীন শাস্ত্রালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, শাস্ত্র কারেরা প্রত্যেক জাতীয় লোকের দ্বিবিধ, ত্রিবিধ ও চতুর্ব্বিধ জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন। যথা মনু লিখিয়াছেন—ব্রাহ্মণ স্বীয় বৃত্তি দ্বারা অর্থাৎ অধ্যয়ন অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান প্রতিগ্রহ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহে অক্ষম হইলে ক্ষত্রিয়ের * বৃত্তি অবলম্বন করিবেন, কারণ তাহাই তাঁহার নিকটস্থ উপজীবিকা।

ক্ষত্রিয় স্বীয় বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহে অক্ষম হইলে, বাণিজ্য কৃষি কর্ম্মাদি বৈশ্যের কর্ম্ম করিবে। বৈশ্য স্বীয় বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহে অক্ষম হইলে শূদ্রের বৃত্তি অবলম্বন করিবে।

শূদ্র স্বীয় বৃত্তি অর্থাৎ দ্বিজ সেবায় অক্ষম হইলে শিল্প কর্ম্মাদি দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করিবে।

শাস্ত্র কারেরা অম্বষ্ঠ জাতিরও চারি প্রকার জীবিকার উপায় নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। যথা "বৈশ্যায়াং বিধিনা বিপ্রাৎ জাতোঽম্বষ্ঠ উচ্যতে। কৃষ্যা জীবো ভবেত্তস্য তথৈবাগ্নেয় বৃত্তিকঃ। ধ্বজিনী জীবিকা বাপি চিকিৎসাশাস্ত্র জীবকঃ" †

---

* দ্রোণাচার্য্য, ও জমদগ্নি সুত পরশু রাম ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু ইহাদের ব্যবহার ক্ষত্রিয়বৎ ছিল।

† অদ্যাপি স্থানে স্থানে অম্বষ্ঠ জাতি কৃষি কর্ম্ম করিয়া থাকেন।

ব্রাহ্মণ দ্বারা বিধিমত বৈশ্য কন্যাতে জাত সন্তান অম্বষ্ঠ। কৃষি, আগ্নেয়, সেনাপত্য ও চিকিৎসা এই সকল তাঁহার বৃত্তি।

পুরাকালে অম্বষ্ঠগণ সেনা নায়ক হইয়া সমরে প্রবিষ্ট হইতেন, বৈদ্য জাতীয় রাজা লক্ষ্মণ সেন মিথিলা বারানসী প্রভৃতি স্থান জয় করিয়া তত্তৎ স্থানে বিজয় স্তম্ভ স্থাপন করিয়া ছিলেন। ধীসেন দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অধীনে বৈদ্যজাতীয় সেনাপতি ছিল, এই অনুমান অমূলক বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং শ্যামাচরণ দাসের সৈন্যদলে যুক্ত হওয়া অনুচিত বলিয়া বিবেচিত হয় না।

যে সময়ে শ্যামাচরণ দাস মুরশিদাবাদে নবাব সরকারে কার্য্যারম্ভ করেন, সেই সময়ে আলীবর্দ্দির জ্যেষ্ঠ জামাতা নিবাইশ মহম্মদ, ঢাকার নবাব ও রাজনগর নিবাসী রাজা রাজবল্লভ, সহকারী নবাব পদাভিষিক্ত হইয়া পূর্ব্ব বঙ্গদেশ শাসন করিতে ছিলেন, এবং ঢাকার ৩ ক্রোশ পূর্ব্বদিকে কতুল্লার সন্নিকটস্থ সেয়াচর নামক গ্রাম নিবাসী দেওয়ান রূপরাম, দেওয়ান পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। দেওয়ান রূপরাম কোথাকার লোক ছিলেন, তাহা জানা যায় না। কিন্তু তিনি মুরশিদাবাদে একজন বিখ্যাত পারস্য ভাষাবিৎ পণ্ডিত বলিয়া প্রসিদ্ধ ও নবাবদের পরিচিত ছিলেন। তিনি রূপরাম মোয়াল্লীম * নামে বিখ্যাত ছিলেন। ঢাকার, নিবাইশ মহাম্মদের অধীনে দেওয়ান নিযুক্ত করা আবশ্যক হইলে রূপরাম তৎপদে নিযুক্ত ও ঢাকায় প্রেরিত হইলেন, এবং সেয়াচর গ্রামে বাটী প্রস্তুত

---

* মোয়াল্লীম আরবি ভাষা মূলক শব্দ। ইহার অর্থ পণ্ডিত বা শিক্ষক, রূপরাম মোয়াল্লীম নবাবদের পরিবারস্থ বালকদের অধ্যাপক ছিলেন।

করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন। অদ্যাপি তাঁহার বসত বাটী বাগান ও তাঁহার খনিত জলাশয়, দেওয়ান বাড়ী, দেওয়াণীর বাগান ও দেওয়াণীর দীঘী * নামে বিখ্যাত ও পতিতাবস্থাতে বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু তৎপ্রতিষ্ঠিত দেবালয় (দেওয়াণীর মঠ) প্রায় ২৫ বৎসর হইল ভূমিস্যাৎ হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি তাহার চিহ্ন মাত্র লক্ষিত হয়। দেওয়ান রূপরাম কোন্ সময়ে ও কতকাল নিবাইশ মহম্মদের দেওয়ান ছিলেন, নিশ্চয় জানা যায় না। অনুমান হয় তাঁহার রাজত্বের শেষভাগে তিনি দেওয়ান ছিলেন। শ্যামাচরণের পাঠ্যাবস্থাতেই রূপরামের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় ও বন্ধুত্ব জন্মে।

দেওয়ান রূপরাম মাহিষ্য জাতীয় ছিলেন। মাহিষ্য জাতির উৎপত্তি বিবরণ মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ে, ষষ্ঠ, দশম, চতুর্দ্দশ ও এক চল্লিশ শ্লোকে এইরূপ লিখিত আছে।

"স্ত্রীষ্বনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্।
সদৃশানেব তানাহুর্ম্মাতৃ দোষ বিগর্হিতান্ ॥" ৬

দ্বিজগণ দ্বারা অনন্তর জাতীয়া স্ত্রীতে উৎপন্ন সন্তানগণ মাতৃ দোষ বিগর্হিত ও পিতৃ সদৃশ হইবে। অর্থাৎ হীন জাতীয়া মাতৃ গর্ভে উৎপন্ন হইলেও পিতৃ সদৃশ হইবে। পিতৃ জাতি হইবে না কারণ মাতা হীন জাতীয়া। মাতৃ বর্ণ প্রাপ্ত হইবে না, কারণ পিতা উচ্চ জাতি। অতএব তাহারা পিতার স্বজাতি হইবে না, মাতৃ জাতিও প্রাপ্ত হইবে না, কিন্তু পিতা

* রেলের রাস্তা এই দীঘীর ধার দিয়া গিয়াছে।

অপেক্ষা নিকৃষ্ট ও মাতা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পৃথক এক জাতি হইবে। যথা ব্রাহ্মণ দ্বারা ক্ষত্রিয়াতে মূর্দ্ধাবসিক্ত, ক্ষত্রিয় দ্বারা বৈশ্যাতে মাহিষ্য, বৈশ্য দ্বারা শূদ্রাতে করণ জাতি জন্মিয়াছে। এবং ব্রাহ্মণ দ্বারা বৈশ্যাতে অম্বষ্ঠ জাতি জন্মিয়াছে।

বিপ্রস্য ত্রিষু বর্ণেষু নৃপতের্ব্বর্ণয়োর্দ্বয়োঃ।
বৈশ্যস্যবর্ণে চৈকস্মিন্ ষড়েতেঽপসদাঃস্মৃতাঃ।
১০।

ব্রাহ্মণের, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন বর্ণে জাত পুত্র ক্ষত্রিয়ের বৈশ্য ও শূদ্র এই দুই বর্ণে জাত পুত্র এবং বৈশ্যের ন্যায় শূদ্রা জাত পুত্র, এই ছয় পুত্রকে অপসদ বলে।

"পুত্রা যেঽনন্তরস্ত্রীজাঃ ক্রমেণোক্তা দ্বিজন্মনাং।
তাননন্তরনামস্তু মাতৃদোষাৎ প্রচক্ষতে।" ১৪

পুত্রাইতি। যে দ্বিজাতী নাম নন্তরৈকান্তরব্যান্তর জাতি স্ত্রীষু আনু লোম্যেন উৎপন্নাঃ পূর্ব্ব মুক্তাঃ পুত্রাস্তান্ হীন জাতি মাতৃ দোষা ন্মাতৃ জাতি ব্যপদেশ্যা না চক্ষতে।

অতএব দ্বিজগণের অনন্তরজ ও একান্তরজ পুত্রগণ হীন জাতি হইলেও মাতৃ বর্ণে ব্যপদেশ, অর্থাৎ মাতৃ জাতির সংস্কারাদি প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং—

স্বজাতিজানন্তরজাঃ ষট সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ।"

দ্বিজগণের স্বজাতীয়া স্ত্রীতে জাত তিন পুত্র অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীতে এক, ক্ষত্রিয় ও ক্ষত্রিয়াতে এক, বৈশ্য ও বৈশ্যাতে এক এই স্বর্ণজ তিন পুত্র এবং পর পর বর্ণীয়া স্ত্রীতে উৎপন্ন তিন পুত্র অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়াতে এক (মূর্দ্ধাবসিক্ত)

ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যাতে এক (অম্বষ্ঠ) এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যাতে এক (মাহিষ্য) এই ছয় পুত্র দ্বিজধর্ম্মী। উপনয়নের অধিকারী ও দ্বিজ শব্দ বাচ্য।

মনুসংহিতায় কুত্রাপি মূর্দ্ধাবষিক্ত ও মাহিষ্য নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। মনু, মাত্র তাঁহাদের উৎপত্ত্যাদির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য সংহিতায় স্পষ্ট রূপে লিখিত আছে যে ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়ায় জাত পুত্র মূর্দ্ধাবষিক্ত, এবং ক্ষত্রিয়েব বৈশ্যায় জাত পুত্র মাহিষ্য, যথা যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতাব প্রথম অধ্যাযে লিখিত আছে।

বিপ্রান্মূর্দ্ধাভিষিক্তোহি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃস্ত্রিয়াম্‌ ·
অম্বষ্ঠঃ, শূদ্র্যাং নিষাদো জাতঃ পারশবোঽপিবা।
বৈশ্যা শূদ্রোস্তু রাজন্যাৎমাহিয্যোগ্রৌতথা সুতৌ
বৈশ্যাত্তু করণঃ শূদ্র্যাং বিন্নাস্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ।"

ব্রাহ্মণেব বিবাহিতা ক্ষত্রিযাতে মূর্দ্ধাবষিক্ত, বিবাহিতা বৈশ্যাতে অম্বষ্ঠ, বিবাহিতা শূদ্রাতে নিষাদ (পাবশব) জন্মিয়াছে এবং ক্ষত্রিয়ের বিবাহিতা বৈশ্যাতে মাহিষ্য ও বিবাহিতা শূদ্রাতে উগ্র এবং বৈশ্যেব বিবাহিতা শূদ্রাতে করণ (কায়স্থ) জাতি জন্মিয়াছে। পবশুবাম সংহিতায় লিখিত আছে।—

শূদ্রায়াং ক্ষত্রিয়াদুগ্রো বিট্‌ ক্ষত্র্যোর্মাগধো ভবেৎ
ক্ষত্রিয়াদ্বৈশ্য কন্যায়াং মাহিষ্য চ সম্ভবঃ।

ক্ষত্রিয় দ্বারা শূদ্রাতে উগ্র, বৈশ্য দ্বারা ক্ষত্রিয়া স্ত্রীতে মাগধ, এবং ক্ষত্রিয় দ্বারা বৈশ্য কন্যাতে মাহিষ্য জাতি

জন্মিয়াছে। রাধাকান্ত দেব বলেন "মাহিষ্যঃ পুং বর্ণ সঙ্কর জাতি বিশেষ!" স চ ক্ষত্রিয়াদ্বৈশ্যকন্যায়াং জাতঃ ইত্যমরঃ। শব্দ কল্প দ্রুম চতুর্থ কাণ্ড ৩৪৮৩ পৃষ্ঠা। পুনশ্চ পরশুরাম সংহিতায় ও পদ্মপুরাণে লিখিত আছে।—

ক্ষত্র বীর্য্যেন "বৈশ্যায়াং কৈবর্ত্তঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।"

ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বৈশ্য কন্যাতে জাত পুত্র কৈবর্ত্ত নামে খ্যাত। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে মাহিষ্য জাতি, কৈবর্ত্ত নামেও অভিহিত।

অতএব মাহিষ্য জাতি সর্ব্বত্র কৈবর্ত্ত বলিয়া আত্ম পরিচয় দান করিয়া থাকেন। বঙ্গীয় কৈবর্ত্তগণ আপনাদিগকে পরাশর দাসও বলিয়া থাকেন।

সংহিতাদিতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যাদির পাতিত্যের উল্লেখ আছে, অর্থাৎ কোন্ কোন্ জাতি, কি কি কারণে পতিত হইয়াছে তদ্বিবরণ বিস্তারিত বর্ণিত আছে। কৈবর্ত্তের পাতিত্য সম্বন্ধেও পরশুরাম সংহিতায় লিখিত আছে যথা।

ক্ষত্রবীর্য্যেন বৈশ্যায়াং কৈবর্ত্তঃ পরিকীর্ত্তিতঃ
কলৌ তীবর সংসর্গাৎ ধীবর পতিতো ভুবি।

ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বৈশ্যায় জাত পুত্র কৈবর্ত্ত। কলিতে তীবর সংসর্গে ধীবর জাতি পতিত। *

---

* কেহ কেহ অত্রি সংহিতা, যম সংহিতা ও অঙ্গিরাঃ সংহিতায় লিখিত "রজকশ্চর্ম্ম কারশ্চ নটোবরুড় এবচ, কৈবর্ত্ত মেদ ভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে চান্ত্যজাঃ স্মৃতাঃ।" বচন উদ্ধৃত করিয়া বলেন, কৈবর্ত্ত অন্ত্যজ জাতি। কিন্তু এ বচনে উল্লিখিত কৈবর্ত্ত, কৃষি কৈবর্ত্ত নয়, মৎস্য জীবি অন্ত্য ব্যবসায়ী ধীবর জাতি।

কেহ কেহ উক্ত বচন প্রমাণে বলিয়া থাকেন, কলিতে কৈবর্ত্তজাতি পতিত ও অস্পর্শনীয় হইয়াছিল। কিন্তু বল্লাল সেন তাহাদের জল প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন। * তদ্বিবরণ যাহা সচরাচর লোক মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, ও যাহা সত্য বলিয়া সাধারণ লোকে বিশ্বাস করিয়া থাকে, তাহাই নিম্নে লিখিত হইল।

এক দিন প্রাতঃকালে বল্লাল সেন কার্য্যোপলক্ষে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন, তাঁহার পুত্র বধূ লক্ষ্মণ সেনের স্ত্রী নিজ কুঠরীতে বসিয়া কিছু লিখিতেছেন। শ্বশুরের অনপেক্ষিত রূপে আগমনে তিনি সশঙ্কিত হইয়া তক্তি ফেলিয়া পলায়ন করিলেন, বল্লাল সেন তক্তিতে কি লেখা আছে, জানিতে কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাহা হস্তে লইয়া পাঠ করিলেন, তাহাতে লিখিত ছিল —

"পতিত্যবিরতং বারি নৃত্যন্তি শিখিনো মুদা,
অদ্যকান্তঃ কৃতান্তো বা দুঃখ শান্তিং করিষ্যতি।"

তৎকালে রাজপুত্র লক্ষ্মণ সেন কর্ম্মোপলক্ষে স্থানান্তরে ছিলেন, অনুমান তিনি সুবর্ণ গ্রামের রাজ ধানীতে অবস্থান করিতে ছিলেন। মহারাজা বল্লাল সেনের রামপাল, সুবর্ণ গ্রাম, নদীয়া ও গৌড় নগর এই চারি স্থানে রাজধানী ছিল। যখন যেখানে ইচ্ছা বাস করিতেন। সুবর্ণ গ্রামে খাস্‌নগরের দীঘী নামে বিস্তীর্ণ জলাশয় তীরে তাঁহার রাজধানী ছিল। কিন্তু তিনি অধিকাংশ সময় রামপাল রাজধানীতে ও

* বিস্তারিত কৈবর্ত্ত সমালোচনায় বলা যাইবে।

গৌড় নগরে অবস্থান করিতেন; এই শেষোক্ত স্থানেই তিনি ১০২৯ শকাব্দে দান সাগর নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া অবিনশ্বর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। লক্ষ্মণ সেনের স্ত্রী স্বামী বিরহে দুঃখ প্রকাশ করিয়া উপরোক্ত বিরহটী রচনা করিতে ছিলেন। বল্লাল সেন তখন রাজধানীর সর্ব্বত্র প্রচার করাইলেন "অদ্য সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে যে কেহ লক্ষ্মণ সেনকে রাজধানীতে আনিয়া উপস্থিত করিতে পারিবে তাহার যে কিছু প্রার্থনীয় হউক তাহা তাহাকে দত্ত হইবে।" এবিষয় কৈবর্ত্তদের গ্রামেও প্রচারিত হইল। তাহারা দীর্ঘ, দ্রুতগামী নৌকা সহ লক্ষ্মণ সেন সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে রাজাজ্ঞা জ্ঞাত করিল। এবং সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই রাজ পুত্রকে রাজধানীতে আনিয়া উপস্থিত করিল। পরে রাজ সমীপে কি প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য তাহা স্থির করিতে রাত্রিতেই কৈবর্ত্তগণ সমবেত হইল। কেহ কেহ বলিল, অর্থ প্রার্থনা করিবে, কেহ কেহ বলিল, ভূমি নিষ্কর করিয়া লইবে। কিন্তু কোন কোন বিবেচক কৈবর্ত্ত কহিল এমন কিছু প্রার্থনা করা উচিত যাহা চিরস্থায়ী হইবে। উচ্চ জাতীয় লোকেরা আমাদিগকে অস্পর্শনীয় মনে করেন, অতএব আমাদের জল প্রচলিত হউক এমত প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য। এই প্রস্তাবে সমস্ত কৈবর্ত্ত এক বাক্যে সম্মত হইল এবং পরদিন রাজসদনে উপস্থিত হইয়া তাহাই প্রার্থনা করিল। মহারাজা আদেশ করিলে কৈবর্ত্তগণ স্বর্ণ পাত্রে করিয়া জল আনয়ন করিল এবং মহারাজা স্বয়ং ও তাঁহার পারিষদবর্গ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য সকলে সেই জল গ্রহণ করিলেন। তদবধি কৈবর্ত্তের জল বল্লালাধিকারে সর্ব্বত্র প্রচলিত হইল।

একথা অমূলক, মাত্র কল্পনা দেবী তাঁহাদের কণ্ঠে আবির্ভূতা হইয়া এপ্রকার বলাইয়া থাকেন।

বল্লালের জন্ম বিষয়েও তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা একটী অমূলক গল্প কল্পনা করিয়া লইয়াছিলেন, তাঁহারা বলিতেন ব্রহ্মপুত্র নদ ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়া বল্লাল সেনের জন্ম দিয়াছিলেন, কিন্তু বল্লাল সেন স্বরচিত দান সাগর নামক গ্রন্থে স্পষ্টরূপে লিখিয়াছেন যে, তিনি "বিজয় সেনের পুত্র ও হেমন্ত সেনের পৌত্র" * বঙ্গে যবন প্রবেশ করিলে ব্রাহ্মণেরা কল্পিত কথা দ্বারা বৃদ্ধ নৃপতি লাক্ষণ্য সেনকে ভুলাইয়া বলিয়াছিলেন "শাস্ত্রে লিখিত আছে বঙ্গদেশ যবনাধিকৃত হইবে, এখন তাহারা উপস্থিত।"

---

* ডাক্তার মিত্র বাহাদুর বলেন 'বল্লাল প্রভৃতি সেন রাজগণ ব্রহ্মক্ষত্রিয় ছিলেন" তিনি স্ব মত পোষকার্থ—

"সব্রহ্ম ক্ষত্রিয়াণামজনি কুল শিরোদাম সামন্ত সেনঃ"

বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখান যে, সেন রাজগণ ব্রহ্মক্ষত্র জাতি ছিলেন কিন্তু তৎপ্রতিবাদে পণ্ডিত প্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় যে, "রাঢ়ি বারেন্দ্র" গ্রন্থ লেখেন তাহাতে তিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে, সেন রাজগণ ক্ষত্রিয় নহেন, অম্বষ্ঠ জাতি ছিলেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় ব্রহ্মক্ষত্র শব্দের অর্থ এইরূপ লিখিয়াছেন, "ব্রহ্মজ্ঞান ও ক্ষত্রিয় বীর্য্য বিশিষ্ট' অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ন্যায় তপোযুক্ত ও ক্ষত্রিয়ের ন্যায় ধনুর্বিদ্যা বিশারদ, তিনি এতদ্ব্যতীত আরও ভারতীয় সমস্ত স্মৃতি ও পুরাণ হইতে দেখাইয়াছেন যে 'ব্রহ্মক্ষত্র" নামে কোনও জাতি ভারতবর্ষে নাই, বরঞ্চ বিষ্ণু পুরাণের—

"মদ্রারামা স্তথাম্বষ্ঠা পারসীকা দয়স্তথা"

বচন উদ্ধৃত করিয়া অম্বষ্ঠ জাতিরই অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়াছেন। তৎপরে নিম্নলিখিত বচনে সেন রাজগণের অম্বষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন।

বৈদ্য জাতীয় রাজাদের মধ্যে বল্লাল সেন সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। তিনি অন্যূন ৫০ বৎসর সুরাজত্ব করিয়া কতকগুলি দেশ হিতকর কার্য্যে সমাজের মঙ্গল সাধন করিয়া গিয়াছেন। একটী দেশ হিতকর কার্য্যে বল্লালেরনাম অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহা কৌলীন্য প্রথা স্থাপন। কৌলীন্য প্রথা স্থাপনের মহৎ উদ্দেশ্য ছিল।

"আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থ দর্শণং
নিষ্ঠা বৃত্তিস্তপো দানং নবধা কুল লক্ষণং।"

এই নব গুণ যে ব্যক্তিতে বর্ত্তমান তিনিই কুলীন পদ বাচ্য হইতে পারিতেন। এই সমস্ত সদ্‌গুণ অতি অল্প লোকেতেই সম্ভবে। যাঁহাতে এই সমস্ত গুণ বিদ্যমান তিনি কুলীন ও সমাজে পূজনীয় হইবার যোগ্য তাহার আর সন্দেহ কি? কিন্তু হিন্দু সমাজের দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে, আসন্নকালে বিপরীত বুদ্ধি, কৌলীন্য প্রথা গুণ গত না রাখিয়া বংশগত করিয়া লওয়াতে বহু বিবাহাদি জঘন্য পাপেতে হিন্দু সমাজকে কলুষিত করিয়া ফেলিয়াছে। তাঁহারা কেমন ভ্রান্ত? হিন্দু সমাজেই

"অতোভূমিষ্ঠ বল্লাল অম্বষ্ঠ কুল নন্দন"

"অম্বষ্ঠানাং কুলেহসৌ প্রথিত নৃপবর রাজ বল্লাল সেনঃ"

"তাম্র শাসন অনুলিপি"

বিদ্যারত্ন মহাশয়ের মতই সমীচীন বলিয়া পণ্ডিত সমাজে গৃহীত হইয়াছে। বল্লাল সেন স্বরচিত দান সাগর নামক গ্রন্থে আত্ম পরিচয় দান করিয়াছেন। তাহাতে তিনি আপনাকে "অম্বষ্ঠঃ, শঙ্কর সেবকঃ" লিখিয়াছেন। প্রায় সহস্র বৎসর পরে রাজেন্দ্র লাল মিত্র বাহাদুর ও কায়স্থ বান্ধবগণ বলিতেছেন, সেন রাজগণ অম্বষ্ঠ ছিলেন না,-কিন্তু ক্ষত্রিয় জাতি ছিলেন।

নবগুণ বিশিষ্ট লোক আছেন, তাঁহাদিগকে কুলীন বলিয়া স্বীকার করিবেন না, কিন্তু দুর্ব্বিনীত, মুর্খ, কলুষিত স্বভাবি কুলীন বংশজেরাই কুলীন পদ বাচ্য হইতেছেন।

এরূপ ব্যবহার শাস্ত্র বিরুদ্ধ, ন্যায বিরুদ্ধ ও যুক্তি বিরুদ্ধ। শাস্ত্রে অথণ্ডনীয় প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে যে, কত কত নীচ বংশীয় লোক সদ্গুণ প্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া যজ্ঞোপবীত ধারণের অধিকারী হইয়াছিলেন। তদ্রূপ অনেক ব্রাহ্মণও অনাচার হেতু শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ে ৬৫ ও ৬৪ শ্লোকে লিখিত আছে।

শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণজ্জাতঃ শ্রেয়সা চেৎ প্রজায়তে।
অশ্রেয়ান্ শ্রেয়সীং জাতিং গচ্ছত্যাসপ্তমাদ্যুগাৎ। ৬৪।
শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চৈতি শূদ্রতাং।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবন্তু বিদ্যাদ্বৈশ্যাত্তথৈব চ। ৬৫।

শূদ্রায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ পারশবাখ্যোবর্ণঃ প্রজাযত ইতি সামর্থ্যাৎ স্ত্রীরূপঃ স্যাৎ সা যদি স্ত্রী ব্রাহ্মণেনোঢ়া সতী প্রসূয়তে সা দুহিতরমেব জনয়তি সাপ্যনেন ব্রাহ্মণেনোঢ়া সতী দুহিতরমেব জনয়তি সাপোরমেবং সপ্তমে যুগে জন্মনি স পারশবাখ্যোবর্ণোবীজপ্রধানাৎ ব্রাহ্মণাং প্রাপ্নোতি আসপ্তমাদ্যুগাদিত্যভিধানাৎ সপ্তমে জন্মনি ব্রাহ্মণঃ সম্পদ্যত ইত্যর্থঃ। ৬৪।

শূদ্রইতি। এবং পূর্ব্বশ্লোকোক্তরীত্যা শূদ্রোব্রাহ্মণতাং যাতি ব্রাহ্মণশ্চ শূদ্রতামেতি ব্রাহ্মণোঽত্র ব্রাহ্মণাৎ শূদ্রায়ামুৎপন্নঃ পারশবোজ্ঞেয়ঃ স যদি পুমান্ কেবলশূদ্রোদ্বাহেন কন্যাং

পুমাংসমেব জনয়তি সোঽপি কেবল শূদ্রোদ্বাহেনাপবং পুমাং-সমেতি জনয়তি সোঽপ্যেবং সপ্তমং জন্ম প্রাপ্তঃ কেবল শূদ্রাতাং বীজনিকর্ষাৎ ক্রমেণ প্রাপ্নোতি এবং ক্ষত্রিয়াদ্বৈশ্যাচ্চ শূদ্রায়াং জাতোস্যোৎ কর্ষাপকর্ষৌ জানীয়াৎ কিন্তু জাতেবপ-কর্ষাৎ জাত্যুৎকর্ষোযুগে জ্ঞেয়ঃ সপ্তমে পঞ্চমেঽপি বা ইতি যাজ্ঞবল্ক্যদর্শনাচ্চ ক্ষত্রিয়াজ্জাতস্য পঞ্চমে জন্মনি উৎকর্ষাপকর্ষৌ বোদ্ধব্যৌ বৈশ্যাজ্জাতস্য তত্তোপ্যপকর্ষাৎ, যাজ্ঞবল্ক্যেনাপি বা শব্দেন পক্ষান্তরস্য সংগৃহীতত্বাৎ বৃদ্ধ ব্যাখ্যানুবোধাচ্চ তৃতীয়ে জন্মনি উৎকর্ষাপকর্ষৌ জ্ঞেয়ৌ, অনেনৈব ন্যায়েন ব্রাহ্মণেন বৈশ্যায়াং জাতস্য পঞ্চমে জন্মান উৎকর্ষাপকর্ষৌ ক্ষত্রিয়ায়াং জাতস্য তৃতীয়ে ক্ষত্রিয়েণ বৈশ্যায়াং জাতস্য তৃতাবএব বোদ্ধব্যৌ। ৬৫।

ব্রাহ্মণের বিবাহিতা শূদ্রা স্ত্রীতে যে কন্যা জন্মে, ঐ কন্যাকে যদি অন্য ব্রাহ্মণে বিবাহ করে এবং তদ্গর্ভজাত কন্যাকে যদি অন্য ব্রাহ্মণে বিবাহ করে, তাহা হইলে এইরূপ সপ্তম জন্মে, উহারা ব্রাহ্মণ শ্রেণীতে পরিগণিত হইবে। ৬৪। এই রূপে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ইহারাও ক্রমিক উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট সদসৎ শ্রেণীতে পরিগণিত হইবে। ৬৫। *

পূর্বকালে ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম গ্রহণ করিলেই ব্রাহ্মণ হইতেন এরূপ প্রথা ছিল না। গুণ প্রভাবে শূদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে, পারিতেন, দোষ প্রযুক্ত ব্রাহ্মণও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতেন। বিষ্ণু পুরাণে লিখিত আছে মনুর এক পুত্র গো হত্যা করাতে শূদ্র

* বিদ্যারত্ন মহাশয়ের ও শিরোমণি মহাশয়ের সম্পাদিত মনুসংহিতা হইতে হীত।গৃ

হইলেন, তাঁহার কোন কোন পুত্র ক্ষত্রিয়, কোন কোন পুত্র বৈশ্য, কোন কোন পুত্র শূদ্র হইলেন অবশিষ্টেরা ব্রাহ্মণ থাকিলেন।

নাভাগারিষ্টের দুই পুত্র বৈশ্য ছিলেন কিন্তু ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন।

বিশ্বামিত্র মুনি ক্ষত্রিয় ছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। বশিষ্ঠ মুনি বেশ্যা গর্ভে ও ব্যাস মুনি কৈবর্ত্তিনী * গর্ভে জন্মিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

মেধাতিথি ক্ষত্রিয় বংশে জন্ম গ্রহণ করেন, কিন্তু কম্বায়ন ব্রাহ্মণগণ ইহাঁরই বংশোদ্ভব। দিবোদাসের পুত্র মিত্রযু ক্ষত্রিয় ছিলেন কিন্তু মৈত্রেয় ব্রাহ্মণগণ তাঁহারই বংশে উৎপন্ন।

ভারত সাবিত্রীতে ও ইহার প্রমাণ লিখিত আছে,—

"বেশ্যাগর্ভসমুৎপন্নো বশিষ্ঠশ্চ মহামুনিঃ।
দাসীগর্ভসমুৎপন্নো নারদশ্চ মহামুনিঃ।
কৈবর্ত্তীগর্ভউৎপন্নো ব্যাসশ্চৈব মহামুনিঃ।
ক্ষত্রিযাগর্ভউৎপন্নো বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
মৃগীগর্ভসমুৎপন্নঃ ঋষ্যশৃঙ্গো মহামুনিঃ।
কুম্ভাচ্চৈব সমুৎপন্নো অগস্তশ্চ মহামুনিঃ।
শূদ্রীগর্ভ সমুৎপন্নঃ কুশিকশ্চ মহামুনিঃ।
তপস্যা ব্রাহ্মণো ভূযাৎ তস্মাৎ জাতি র্ন কারণং।"

উপরোক্ত ঋষিদের ন্যায় অনেকানেক স্ত্রীলোকও অধমকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া গুণঃশ্রীভাবে উৎকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

* মৎস্যজীবী অন্ত্য ব্যবসায়ী ধীবর রমণী।

-মনুসংহিতার নবম অধ্যায়ের ২৩ ও ২৪ শ্লোক ও তাহার ব্যাখ্যাতে লিখিত আছে।

"নিকৃষ্ট কুলে জাতা অক্ষমালা নাম্নী শূদ্রা রমণী বশিষ্ঠের সহ ধর্ম্মিণী হইয়া এবং শারঙ্গী নাম্নী রমণী মন্দপাল ঋষির সহধর্ম্মিণী হইয়া সচ্চরিত্রতাগুণে সমাজে অতিশয় মাননীয়া হইয়া ছিলেন। তাঁহারা, এবং সত্যবতী প্রভৃতি অনেকানেক স্ত্রীলোক নিকৃষ্ট কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও স্বামীর গুণে উৎকৃষ্ট হইয়াছিলেন।"

. শাস্ত্রসিন্ধু মন্থন করিলে শত শত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণ সন্তান হইলেই ব্রাহ্মণ থাকিবেন, এবং শূদ্র সন্তান শূদ্রই থাকিবে এই কুপ্রথা প্রচলিত ছিল না। কর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণ শূদ্রত্ব ও শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারিতেন।

পুরাকালীন উৎকৃষ্ট রীতিগুলি সমাজে প্রচলিত থাকিলে হিন্দুসমাজ আজ অধঃপাতে যাইত না।

বল্লাল সেন আর একটী মহৎ প্রশংসনীয় কার্য্য করিয়া কতকগুলি কুলীন ব্রাহ্মণের বিরাগ ভাজন ও অভিসম্পাতের পাত্র হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু সেই কার্য্যে তিনি সর্ব্বদেশে অতি প্রশংসনীয়। আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, তাঁহাদের সন্তানেরা কুলীন বলিয়া খ্যাত তাঁহাদের ১৯ জন স্বর্ণ ধেনুর উদরস্থ স্বর্ণ চুরি করেন, এই অপরাধে মহারাজা বল্লাল তাহাদিগকে চিরকালের মত পতিত করিয়া গিয়াছেন, যেমত কুলসার সংগ্রহে সেকেলে বাঙ্গালায় নিম্নরূপ ভাবে লিখিত আছে।

"স্বর্ণময়ী ধেনু, অনুপম তনু,
সুরভি সমান কায়া।
কৌতুক করিয়া, উদর পুরিয়া,
অলক্তক রাখি দিয়া॥
রাজা বলে ওরে ডাক বণিকেরে,
কাঞ্চন ভাঙ্গিয়া দিতে।
ছিন্ন করিবারে, কহে বারে বারে,
ছেদিক হানিল তাতে॥
ভাঙ্গিতে লাগিল, মোড়ক সকল,
বাহির হইল লাহা।
পতিত হইল, প্রতি গ্রাহী দলু,
বণিক পাইল ছায়া॥
ছিল ব্যপ দেশ, তাহা অপশেষ,
প্রকাশ হইয়া প'লো।
নৃপতি হাসিয়া, কহে ডাক দিয়া,
উভয়ে মলিন হ'লো॥
প্রতি গ্রাহী বলি, দ্বিজে হইল গালি,
দায়াদ রহিল ভাল।
ঊনবিংশ জন, লইযা তখন
গাইল দ্বিজের কুল॥
সম্বন্ধ-ভোজনে, যাগ যজ্ঞ দানে,
বর্জ্জিত হইল যারা।
এ যে বড় পাপ, পাই অনুতাপ,
একার্লে তাহারা কারা?"

এই কালে যদি আর একটী বল্লালের অভ্যুদয় হইত তাহা হইলে শত শত ভণ্ডকে পতিত করিতেন তাহার সন্দেহ নাই। যে মহাত্মারা উইল্‌সন্ হোটেলে গিয়া উদর পূর্ণ করিয়া গো মাংস ভোজন করিয়াও ধার্ম্মিক বৈষ্ণব, এবং যে মহাত্মারা কোনও ধর্ম্মের ধার ধারেন না অথচ সমাজের মাথা, অনুমান হয়, সগর রাজা কতকগুলি দুর্বৃত্তের প্রতি যে প্রকার কঠিন ব্যবহার করিয়া ছিলেন * বল্লাল ও তাহাদের প্রতি তদ্রূপ ব্যবহার করিয়া তাহাদিগকে সিন্ধু পারে প্রেরণ করিতেন।

কিন্তু বঙ্গমাতা তোমার দুর্ভাগ্য, তুমি একটী মাত্র বল্লাল প্রসব করিয়া চিরবন্ধ্যা হইয়া রহিয়াছ। আর একটী বল্লাল প্রসব কর, বহু পাপের আশ্রয় হিন্দু সমাজকে সংস্কার করুক। তোমার সন্তানদের দুরবস্থা দর্শনে বিজাতীয় লোকেরা ব্যথিত হৃদয় হইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া থাকেন। সম্রাট আকবর সতী দাহরূপ পিশাচ কার্য্য নিবারণ করিতে কৃত সংকল্প হইয়াছিলেন, কিন্তু লর্ড বেণ্টিঙ্ক ও ইংলিশ গভর্ণমেণ্ট যেন অযুত অযুত বিধবার আশীর্ব্বাদে বঞ্চিত না হন এই অভিপ্রায়েই যেন জগদীশ্বর তাঁহার মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হইতে দিলেন না। বিজাতীয়েরা আসিয়া তোমার মধ্য হইতে নিষ্ঠুর নরবলি অন্তর্হিত করিয়াছেন, নিতান্ত পাষণ্ড ও নারকীয় ধর্ম্ম শিশু হত্যা নিবারণ করিয়াছেন। তোমার সন্তানগণ কিন্তু রাজা ও রায় বাহাদুর অসার উপাধি লইয়াই ব্যতিব্যস্ত। আর একটী বিজাতি লোক আসিয়া যদি তোমার মধ্য হইতে বাল্য বিবাহ, বহু

* লিখিত আছে। "অর্দ্ধ মুণ্ড শিরস্কাংশ্চ সর্ব্ব মুণ্ডা নথা পরান্। কাংশ্চিৎ শ্মশ্রুধরান্ কাংশ্চিৎ মুক্ত কচ্ছ নথা পরান্।" হরিবংশ।

বিবাহ ও কন্যা বিক্রয়রূপ জঘন্য ব্যাধি লুপ্ত করেন তাহা হইলেই তোমার মঙ্গল।

দেওয়ান রূপরামের জাহ্নবী নাম্নী অসামান্যরূপ লাবণ্যবতী একটী সহোদরা ছিলেন। শ্যামাচরণ তাঁহার সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া তাঁহার পাণিগ্রহণ করিলেন। এই বিবাহ একটী চিরস্মরণীয় ঘটনা। তদ্দ্বারা বংশানুক্রমে ঘোর বিবাদ ও দলাদলি চলিয়া আসিয়াছে। অনুমান হয়, এই বিবাহই তাঁহার সহোদরের সহিত বিরোধ ও পৃথক হওয়ার প্রধান কারণ। কিন্তু পূর্ব্বকালে অসবর্ণে বিবাহ সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল। বৈদ্যদের মধ্যে কর, ধর, নন্দী, কুণ্ড প্রভৃতি বৈদ্যের অসবর্ণে বিবাহ জাত সন্তান। কায়স্থদের মধ্যে অসবর্ণে বিবাহ অদ্যাপি হইয়া থাকে। অনেক কট্‌কী কায়েত বিবাহ দ্বারা কুলীন কায়স্থ হইয়া গিয়াছেন। অনেক তাঁতী, সীকদার অর্থাৎ নফর, নাপীত, ঘরামি, মাঝি, এবং পালকীবেহারা প্রভৃতিরা ও প্রতিলোম বিবাহ দ্বারা কায়স্থ হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণদের মধ্যেও অসবর্ণে বিবাহ হইয়া থাকে, অতএব সপ্তশতীর সংখ্যা ক্রমে হ্রাস পাইয়া আসিতেছে। নবাব আলীবর্দ্দির মৃত্যুর পর নবাব সরকারে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। সিরাজউদ্দৌলা সিংহাসনারূঢ় হইয়া অত্যাচার আরম্ভ করাতে অনেক বিশিষ্ট লোক স্বীয় স্বীয় ধন ও প্রাণ লইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কথিত আছে, রাজা রামমোহন রায়ের পিতা, রাজা রামকান্ত রায়, সরকারী কার্য্য ও স্বীয় বসতবাটী পরিত্যাগ করিয়া হুগলী প্রস্থান ও তথায় বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

শ্যামাচরণ কার্য্য পরিত্যাগ করিযা পরিবার সহ সেয়াচরে আপন জ্যেষ্ঠ শ্যালক দেওয়ান রূপরামের নিকট গমন করিলেন, ও তদবধি সেয়াচরেই বাস কবিতে লাগিলেন।

শ্যামাচবণের এক মাত্র পুত্র ছিলেন, তাঁহার নাম বৈষ্ণব চরণ।

দেওয়ান রূপরাম অনপত্যাবস্থাতে পরলোক গমন কবেন। অতএব তাঁহার উপার্জ্জিত স্থাবর অস্থাবর সমুদায় সম্পত্তি নিজ ভাগিনেয় বৈষ্ণব চরণকে দান কবিযা যান। সুতবাং বুড়ীগঙ্গাব তীর হইতে শীতলক্ষাব তীর পর্য্যন্ত নলখালীর উভয় তীরস্থ সমস্ত ভূমিতে বৈষ্ণব চরণেব অধিকাব হইল। দেওয়ান রূপরামেব সাহস, পাণ্ডিত্য ও বদান্যতা সম্বন্ধে অনেক কথা অদ্যাপি জন সমাজে প্রচলিত আছে। তাঁহাব সাহসেব একটী উদাহবণ উল্লেখ করিতেছি। বঙ্গদেশ ইংবেজাধিকৃত হইলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁহাকে কোন উচ্চ পদ দান কবিতে চাহিয়াছিলেন। ঢাকাব প্রথম ও প্রধান ইংবেজ কর্ম্মচাবী তাঁহার নিকট উপস্থিত হইযা কোম্পানিব অভিপ্রায় তাঁহাকে জ্ঞাত করিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে দক্ষিণ হস্ত দেখাইয়া পাবসী ভাষাতে উত্তব দিলেন, এই যে হস্ত নবাবেব সেবা করিয়াছে, সে হস্ত প্রাণান্তেও বণিকের সেবা কবিবে না। যদি প্রলোভনেব বশীভূত হইয়া বণিক সেবায় উদ্যত হয়, তাহা হইলে তাহাকে কর্ত্তন কবিয়া দূবে ফেলিযা দিব। এরূপ উত্তর দেওয়া ক্ষত্রিয় সন্তানের পক্ষে উপযুক্ত বটে। মৃত্যু কালেও তিনি, ভাগিনেয় বৈষ্ণব চরণকে বলিয়াছিলেন, সাবধান প্রাণান্তেও বণিকের দাসত্ব স্বীকার করিও না। এই

সাম্মান্য ধ্বস্বা দ্বারাও প্রতিপন্ন হয়, যে হিন্দু কর্ম্মচারীগণ নবাব দিগকে মনের সহিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। বৈষ্ণব চরণের পুত্র যশোবন্ত। বৈষ্ণব চরণ ও যশোবন্ত উভয়ে মুরশিদাবাদে বিবাহ করিয়াছিলেন, তদ্ভিন্ন তাঁহাদের বিষয় আর কিছুই জ্ঞাত হইতে পারি নাই।

যশোবন্ত প্রভুরাম মুন্শীর ভগিনীর সহিত স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র দিগুদাসের বিবাহ দিয়াছিলেন। প্রভুরাম মুন্শী দারোগার পদে নিযুক্ত ছিলেন। তৎকালে দারোগাগিরি অতি সম্মানের কাজ ছিল। দারোগারা পঁচিশ টাকার অধিক বেতন পাইতেন না, কিন্তু এই পদ এত অর্থকরী ছিল, যে বঙ্গদেশে অনেক হিন্দু ও মুশলমান দারোগাগিরি করিয়া বিস্তর সম্পত্তি ও মনোরমা বাটী প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের বংশধরেরা ইদানীং জমিদার ও সম্মানী লোক বলিয়া প্রসিদ্ধ।

প্রভুরাম মুন্শী দারোগাগিরি করিয়া বিস্তর সম্পত্তি করিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি দেওয়ান পদে উন্নীত হন বলিয়া দেওয়ান প্রভুরাম নামেতে বিখ্যাত। তাঁহার ভগিনী অনপত্যাবস্থাতে বিধবা হইয়া সহোদরের আলয়েই জীবনের অবশিষ্ট সময় যাপন করিয়াছিলেন।

যশোবন্তের কনিষ্ঠ পুত্র রামরতন। তিনি শীতলক্ষা নদী তীরবর্ত্তী রূপগঞ্জে বিবাহ করেন, তাঁহার স্ত্রীর নাম ভাগীরথী।

রামরতন দাসের সময়ে সমগ্র বঙ্গদেশে অভূত পূর্ব্ব ও অশ্রুত পূর্ব্ব দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। রাঢ় দেশে ইহাকে "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" বলে। কারণ ১১৭৬ শালে এই দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। সেই দুর্ভিক্ষ এমনি চিরস্মরণীয় যে,

অদ্যাপি বিক্রেতা কোন বস্তুর অতিবিক্ত মূল্য চাহিলে ক্রেতা বলিয়া থাকে "কি ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হয়েছে"? বঙ্গদেশে এই দুর্ভিক্ষের নাম "বাবপণি আকাল" বিক্রেতা কোন বস্তুব অতিবিক্ত মূল্য চাহিলে ক্রেতা বলিয়া থাকে "কি বারপণি আকাল হইয়াছে"? তৎকালে একজন শ্রমজীবী সূর্য্যোদয় হইতে আবম্ভ করিয়া সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত কর্ম্ম কবিলে ২।০ পণ কড়ি মাত্র পাইত, কাবণ তৎকালে সর্ব্বত্র কড়ি প্রচলিত ছিল। চাউল ১ টাকাতে ৪।৫ মণ পাওযা যাইত, কিন্তু এই দুর্ভিক্ষ এমনি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করে, যে এক "কাঠা" অর্থাৎ আড়াই সের পবিমিত চাউলেব মূল্য বাবপণ অর্থাৎ প্রায় তিন আনা হয। তাহাতে আবার বিক্রেতাগণ কাঠাব পবিমাণ কমাইযা প্রায় দুই সেব পরিমিত কবিযা তোলে। অতএব বিক্রেতা ওজনে কম দিলে অদ্যাপি সামান্য লোকেবা বলিযা থাকে "তোমাব ওজন যে বাবপণি কাঠা," এই ভযানক দুর্ভিক্ষে বঙ্গদেশেব এক তৃতীয়াংশ লোক অনাহাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অনেক ভদ্র লোক নাম মাত্র মূল্যে আপনাপন দাস দাসীদিগকে বিক্রয় কবিযা ফেলেন। অনেকে তাহাদিগকে প্রতিপালন অথবা বিক্রয় কবিতে অক্ষম হইযা বিদায় কবিয়া দিলেন।

এই দুর্ভিক্ষেব পব রামবতন দাস এক প্রকাব হীনাবস্থাতে পতিত হন। কাবণ ঢাকার একজন বস্ত্র ব্যবসাযী পোদ্দার ব্যবসায় করিবার জন্য তাঁহা হইতে দশ হাজাব টাকা ধার নেয। দৈবাৎ এই দুর্ভিক্ষ বৎসবে সেই ব্যক্তি দেউলিয়া হইয়া যাওয়াতে রামবতন বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন।

রামরত্নের তিন কন্যা ও গৌরচরণ, নিত্যানন্দ ও রাম মোহন বা রামধন নামে তিন পুত্র জন্মে। ইঁহাদের মধ্যে সর্ব্ব কনিষ্ঠ রামধন ১২১১ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। রামরত্ন আপন কন্যাদিগকে ত্রিপুরাতে বিবাহ দিলেন ও তাঁহাদের প্রত্যেক জনকে এক একটী দাস ও এক একটী দাসী দান করিলেন। সেই দাস দাসীর বংশ অদ্যাপি ত্রিপুরার স্থানে স্থানে বাস করিতেছে। ইহাদের মধ্যে তারাচাঁদ সীকদার ও জয়কৃষ্ণ সীকদার নামক ব্যক্তিদ্বয়ের অনেক সন্তান সন্ততি বর্ত্তমান আছে, কিন্তু ব্যবস্থানুসারে এখন ইহারা স্বাধীন লোক।

১২১৩ সালে রামরত্ন দাস পরলোক গমন করেন। তৎ-কালে তাঁহার তিন পুত্রই নাবালক ছিলেন। এই সময়ে তাঁহারা এক প্রকার হীনাবস্থাপন্ন। তাঁহাদের পিতা, বসতবাটী ও নলখালীর উভয় তীরস্থ ভূমি সম্পত্তি ব্যতীত আর কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই।

দেওয়ান রূপরামের সময়ে সেয়াচর একটী ছোট নগর তুল্য ছিল, কিন্তু তৎপরে অধিবাসীর সংখ্যা ক্রমে হ্রাস পাইয়া আসে। বিশেষতঃ, পূর্ব্বোক্ত দুর্ভিক্ষ সময়ে অনেক লোক স্থানান্তরে চলিয়া যায়। তাহাতে নলখালীর উভয় তীর প্রায় নর শূন্য হইয়া পড়ে। কিন্তু অনেক প্রাচীন বাটীর চিহ্ন অদ্যাপি লক্ষিত হইয়া থাকে। দুর্ভিক্ষের পর বহুকাল সে সমুদায় স্থান অরণ্যাবস্থাতে পতিত ছিল পরে ২৫।৩০ বৎসর গত হইল, বহুয়া জাতি আসিয়া তাহার কোন কোন স্থান আবাদ করিয়া তথায় বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। অদ্যাপি বহুয়া জাতি তথায় বাস করিতেছে।

অভিভাবক বিহীন ও প্রায় নব শূন্য সেযাচর গ্রামে বাস করা দুঃসাধ্য হওয়াতে, বামবতনের স্ত্রী স্বীয় বসত বাটী ও ভূমি সম্পত্তি স্বীয় স্বামীর খুড়ী কৃষ্ণপ্রিয়া দাসীর নিকট ৪৫০ টাকাতে বন্ধক রাখিয়া, পুত্র ত্রয় ও প্যারী নাম্নী দাসীকে সঙ্গে লইয়া ত্রিপুরায় নিজ কন্যাদের নিকট চলিয়া গেলেন।

গৌরচরণ দাস বাঙ্গালা ও পারসী অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি ত্রিপুরার একজন জমিদারের সরকারে নায়েবের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। নিত্যানন্দ কবিরাজী ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। অতএব তিনি নিত্যানন্দ কবিরাজ নামে বিখ্যাত ও পরিচিত হন।

তাঁহারা তিন ভ্রাতাই ক্রমে ক্রমে বিবাহ করিলেন। রামধনের স্ত্রীর নাম চম্পাবতী। এপক্ষে তাঁহার দুই কন্যা জন্মিলে পর স্ত্রী বিয়োগ হওয়াতে তিনি শ্রীহট্টের অন্তঃপাতী ধরমপাশা নামক স্থানে শিবরাম দাস নামক জনৈক বর্দ্ধিষ্ণু কৃষকের কন্যা ভাবিনী সুন্দরীকে বিবাহ করিলেন। এপক্ষে রামধনের দুই পুত্র ও দুই কন্যা জন্মে।

গৌরচরণ অতি বুদ্ধিমান ও সুলেখক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি এমন ধর্ম্ম নিষ্ঠ লোক ছিলেন যে, লোকে তাহাকে "ধর্ম্ম পুত্র যুধিষ্ঠির" বলিত, ও যথেষ্ট সমাদর করিত। এবং কোন গুরুতর বিষয় উপস্থিত হইলে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক মনে করিত। তিনি অনপত্য ছিলেন। মনে বৈরাগ্য ভাবের উদয় হওয়াতে, কনিষ্ঠ রামমোহনকে স্বীয় কাজে নিযুক্ত করাইয়া তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইলেন। এবং তিন বৎসর পর্য্যন্ত তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলেন।

তিনি সেতু বন্ধ রামেশ্বর ও দ্বারকাপুরী পর্য্যন্ত সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করিয়াছিলেন।

এই সময়ে দেশে আজ কালকার ন্যায় সুশাসন ছিল না, কোম্পানির আমল ছিল। পুলিসের সৃষ্টিও হয় নাই। দেশ শাসনের যে সমস্ত অত্যুৎকৃষ্ট নিয়ম বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহার প্রায় কিছুই ছিল না। দৌরাত্ম্য, অন্যায়, দাঙ্গা হাঙ্গামার তো কথাই ছিল না। জমিদারগণ মধ্যে প্রায়ই দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়া নরহত্যা হইত। রামধন যে জমিদার সরকারে কার্য্য করিতেন, তাঁহার সঙ্গে অন্য এক জমিদারের দাঙ্গা হয়, তাহাতে উভয় পক্ষে অনেক লোক আহত ও কয়েকজন হত হয়।

যাহারা দাঙ্গাতে লিপ্ত ছিল, তাহাদের মধ্যে ৩৫ জন ধৃত ও বিচারে দোষী হওয়াতে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল। অনেকে পলায়ন করিয়া আত্ম রক্ষা করিল। রামধন রায়েরও এক দলের নায়ক ছিলেন, সুতরাং গুরুতর দণ্ড হইবে জানিয়া পলায়ন করিয়া আত্ম রক্ষা করিলেন। কিন্তু ত্রিপুরাতে কিম্বা ধনমপাড়াতে নিরাপদে থাকা দুঃসাধ্য বিবেচনায় বিক্রমপুরে পলায়ন করিলেন। এই সময়ে তাঁহার মন্ত্র দাতা গুরু ব্রহ্মপুত্র তীরে, নাঙ্গলবন্ধ নামক তীর্থে প্রবাস করিতে ছিলেন। রামধন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার উপরে বিপৎপাতের আদ্যোপান্ত বর্ণন করিলেন। এবং তাঁহারই পরামর্শানুসারে, আত্ম পরিচয় গোপন রাখিয়া, সুবর্ণ গ্রামের প্রসিদ্ধ জমিদার বীরেশ্বর রায়ের নিকট উপস্থিত হইয়া কর্ম্ম প্রার্থী হইলেন। বীরেশ্বর তাঁহাকে কর্ম্ম দক্ষ লোক দেখিয়া বাড়ীর

দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করিলেন। এই সময় হইতে, নবাব-দেব হইতে প্রাপ্ত লস্করী উপাধি, এই পরিবার হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

বীরেশ্বর, নিজ বাটীর অতি নিকটে বাটী প্রস্তুত করিতে রামধনকে স্থান দান করিলেন। তিনি তথায় বাটী প্রস্তুত ও পরিবার আনাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু এক বৎসর পরেই বীরেশ্বরের মৃত্যু হইল। এবং জমিদারী কার্য্য সম্বন্ধে বীরেশ্বর রায়ের স্ত্রী চন্দ্রকলা দাসীর সহিত অনৈক্য হওয়াতে তিনি কার্য্য পরিত্যাগ করিলেন।

এই সময় গৌরচরণ তীর্থ পর্যটন করিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। এবং পৈতৃক ভূমি সেয়াচরে ফিরিয়া যাওয়া পরামর্শ সিদ্ধ হওয়াতে, পৈতৃক বাটী ও ভূমাদির অবস্থা জ্ঞাত হওনার্থে নিত্যানন্দ কবিরাজ ও রামধন তথায় গমন করিলেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, তাঁহারা পূর্ব্বদেশে গমনকালীন তাঁহাদের বসতবাটী ও স্থাবর সম্পত্তি কৃষ্ণপ্রিয়া দাসীর নিকট বন্ধক রাখিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহাদের সম্পত্তিতে কৃষ্ণপ্রিয়ারও অংশ ছিল। তাঁহার সন্তানাদি ছিল না অতএব পুণ্য ক্ষেত্র কাশীধামে গিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল যাপন করা শ্রেয়ঃ বিবেচনায় তিনি কাশী প্রস্থান করিলেন। সেয়াচর গ্রামে জয়নারায়ণ গুহ নামে একজন ভদ্র লোক বাস করিতেন। রামরতন দাসের সঙ্গে তাঁহার প্রণয় ছিল। জয়নারায়ণের মৃত্যু হইলে পর, তাঁহার পুত্র মহাদেব গুহ, ফতুল্লা বাজারের পার্শ্বে তাঁহার শ্মশানের উপর একটী মঠ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। মহাদেব কৃষ্ণপ্রিয়ার

সম্পত্তি ক্রয় করিতে কাশীতে লোক প্রেরণ করিলেন। কৃষ্ণ প্রিয়া,দেশে আর ফিরিয়া আসা হইবে না বিবেচনা করিয়া, নাম মাত্র মূল্যে অর্থাৎ পাঁচ শত মাত্র টাকা লইয়া নিজের অংশ বিক্রয় করিয়া ফেলিলেন; সুতরাং মহাদেব গুহ ক্রমে ক্রমে সমস্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ ও অধিকার করিয়া বসিলেন।

নিত্যানন্দ ও রামধন তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহাদের পৈতৃক সম্পত্তি পর হস্তগত হইয়াছে। বিচারালয়ে উপস্থিত না হইলে বৃত্তি উদ্ধারের উপায়ান্তর নাই। তাহাও বহু ব্যয় সাপেক্ষ। সুতরাং নৈরাশ হইয়া জয়রামপুর নামক গ্রামে বাটী প্রস্তুত করিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

নিত্যানন্দ কবিরাজী ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। তাহাতে যে যৎকিঞ্চিত উপার্জ্জন হইত, তদ্দ্বারা কোন মতে পরিবারের ভরণপোষণ করিতে লাগিলেন। গৌরচরণ সংসারত্যাগী লোক ছিলেন, মাত্র ধর্ম্ম চর্চ্চায় কাল যাপন করিতেন। রামধন কর্ম্মহীন হইয়া বসিয়া রহিলেন, সুতরাং অতি কষ্টে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ হইতে লাগিল।

বিপদ, বিপদের অনুগমন করে। দুর্ঘটনা প্রায়ই একাকী আইসে না। অল্পকাল পরে নিত্যানন্দ কবিরাজের মৃত্যু হইল। এবং ছয় মাস অতীত না হইতে হইতেই গৌরচরণও পরলোক গমন করিলেন। রামধন ভ্রাতৃদ্বয়ের শোকে, একেবারে কাতর হইয়া পড়িলেন, এবং অল্প দিন মধ্যেই শঙ্কটাপন্ন পীড়িত ও কর্ম্মাক্ষম হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে তাঁহারা এমনি শোচনীয় দৈন্য দশায় পতিত হইয়াছিলেন, যে তাহা বর্ণন করা দুঃসাধ্য। মানুষের পার্থীব অবস্থা রথচক্রের ন্যায়

ঘূর্ণায়মান, ক্ষণে উর্দ্ধগামী ক্ষণে অধোগামী। সৌভাগ্য সূর্য্য উদয় হয়, অস্ত গমনও করে। এক পুরুষ সৌভাগ্যের চরম সীমায় উপনীত হয়, আর এক পুরুষ দুর্ভাগ্যের অতলস্পর্শ কূপে নিপতিত হয়। এই কালে এই প্রাচীন পরিবারের সৌভাগ্য সূর্য্য অস্তাচলে গমন করিল। গৌরচরণ অনপত্য ছিলেন। তাঁহার স্ত্রী স্বীয় সহোদরের নিকট চলিয়া গেলেন। নিত্যানন্দের স্ত্রী, পুত্রকন্যাসহ ত্রিপুরায় পিত্রালয়ে গমন করিলেন। তাঁহার এক পুত্র ও এক কন্যা অদ্যাপি ত্রিপুরায় বাস করিতেছেন।

সুখ ও দুঃখের মধ্যে অভেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। সুখ, দুঃখের এবং দুঃখ সুখের পশ্চাৎ অবিরত ধাবমান হইতেছে দুয়েতে অভেদ্য সম্বন্ধ, কিন্তু দুই অস্থায়ী। রামধন দেড় বৎসর উৎকট পীড়া ভোগ করিয়া সুস্থতা লাভ করিলেন। এই সময়ে অতি প্রসিদ্ধ জমিদার মিঃ জি, পি, ওয়াইজ, সুবর্ণ গ্রামে বিস্তর ভূমি সম্পত্তি ক্রয় করেন। রামধন, তাঁহার জমিদারীতে আমিন ও তহশীলদার নিযুক্ত হইলেন। সৌভাগ্য দেবী তাঁহার প্রতি অর্দ্ধ প্রসন্ন হইলেন। তাঁহার অবস্থার কথঞ্চিৎ পরিবর্তন হইল ও তিনি সকলের পরিচিত হইয়া স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন। রামধন দাসের দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র দাস, কনিষ্ঠ এই গ্রন্থের লেখক।

আমার পূর্ব্বপুরুষগণ অম্বষ্ঠ জাতীয় দাস বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; অতএব সংক্ষেপে অম্বষ্ঠ জাতির উৎপত্তি বিবরণ বর্ণন করা যাইতেছে।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

চাতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি।

আদিতে এ জগতে বর্ণ ভেদ ও জাতি ভেদ ছিল না একমাত্র বর্ণ প্রতিষ্ঠিত ছিল। শাস্ত্রকারেরা ইহা বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। ভাগবতে লিখিত আছে,

"এক এব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সর্ব্ববাঙ্ময়ঃ।
দেবো নারায়ণোনান্য একোঽগ্নির্ব্বর্ণ এবচ ॥"

পূর্ব্বকালে এক বেদ, এক প্রণব, এক ঈশ্বর ও এক বর্ণ ছিল।

এক সময়ে ধর্ম্ম পুত্র যুধিষ্ঠির বৈশম্পায়নকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে ও ব্রাহ্মণের লক্ষণ কি? বৈশম্পায়ন উত্তর করিলেন।

"একবর্ণ মিদং পূর্ণং বিশ্বমাসীৎ যুধিষ্ঠির।
কর্ম্ম ক্রিয়া বিশেষেণ চাতুর্ব্বর্ণং প্রতিষ্ঠিতং।"

হে যুধিষ্ঠির? পূর্ব্বে এই জগতে একমাত্র বর্ণ ছিল, এক্ষণে কর্ম্ম ক্রিয়া বিশেষ দ্বারা ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণ হইয়াছে। ব্রাহ্মণের লক্ষণ কি কি, তদুত্তরে বৈশম্পায়ন কহিলেন।

"ক্ষান্ত্যাদি ভিগুর্ণৈর্যুক্ত স্ত্যক্ত দণ্ডো নিরামিশঃ।
ন হন্তি সর্ব্ব ভূতানি প্রথমং ব্রহ্ম লক্ষণং।

ক্ষান্ত্যাদি গুণযুক্ত, নির্বহঙ্কার এবং হবিষ্যাশী হওয়া অথচ কোন প্রাণিহিংসা না করা ব্রাহ্মণের প্রথম লক্ষণ। অন্যান্য লক্ষণ এই বিনানুমতিতে পরদ্রব্য গ্রহণ করিবে না, ক্রুর স্বভাব ত্যাগী, নিস্পৃহ, নির্লোভ, অনতিশয় রমনেচ্ছুক হইবে। এবং সত্য, দয়া, ইন্দ্রিয় দমন, পরহিতৈষিতা ও তপস্যা এই পঞ্চ সদ্‌গুণ সম্পন্ন হইবে।

আরও লিখিত আছে—

"সত্যং দানং ক্ষমাশীল মানৃশংস্যং তপো ঘৃণা
দৃশ্যন্তে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতিস্মৃতঃ।

সত্য, দান, ক্ষমাশীল, সারল্য, তপস্যা এবং করুণা বিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রেই ব্রাহ্মণ।

জিতেন্দ্রিয়ো ধর্ম্মপরঃ স্বাধ্যায নিরতঃ শুচিঃ।
কাম ক্রোধৌ বশে যস্য তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ।"

জিতেন্দ্রিয়, ধার্ম্মিক, স্বাধ্যায়ে রত, শুচি এবং কাম ক্রোধকে বশীভূত করিয়াছেন যে ব্যক্তি সেই ব্রাহ্মণ।

"যস্য চাত্ম সমোলোকো ধর্ম্মজ্ঞস্য মনস্বিনঃ।
সর্ব্ব ধর্ম্মেষু চরতস্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ।"

যে ধর্ম্মজ্ঞ প্রশস্তচিত্ত ব্যক্তি সমস্ত লোককে আত্ম তুল্য দেখেন, এবং যিনি সকল ধর্ম্মানুষ্ঠানে রত হয়েন, তাঁহাকে দেবতারা ব্রাহ্মণ বলিয়া জানেন।

বেদেও লিখিত আছে—

"নির্ম্মমো নিরহঙ্কারো নিঃসঙ্গো নিস্পরিগ্রহঃ।
রাগ দ্বেষ বিনির্ম্মুক্ত স্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ।"

যে ব্যক্তি মমতা শূন্য, নিরহঙ্কারী, নিঃসঙ্গ ও নিষ্পরিগ্রহ হইয়া রাগ, দ্বেষাদি বিবর্জ্জিত হয়, তাঁহাকেই দেবগণ ব্রাহ্মণ বলিয়া থাকেন।

যোগস্তপো দমো দানং ব্রতং শৌচং দযা ঘৃণা,
বিদ্যা বিজ্ঞান মাস্তিক্য মেতৎ ব্রাহ্মণ লক্ষণং।

এই সকল বচন দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়, পূর্ব্বে ব্রাহ্মণত্ব বংশ গত ছিল না, কিন্তু গুণ গত ছিল।

"ন কুলেন ন জাত্যা বা ক্রিয়াভি ব্রাহ্মণো ভবেৎ
চণ্ডালোপি হি বৃত্তস্থো ব্রাহ্মণঃ স যুধিষ্ঠির।"

হে যুধিষ্ঠির, কুলেতে বা জাতিতে কিম্বা ক্রিযাতে ব্রাহ্মণ হয় না কিন্তু যে ব্যক্তি সদাচাবী সে চণ্ডাল হইলেও ব্রাহ্মণ।

পূর্ব্ব বর্ণিত সদ্‌গুণাভাবে ব্রাহ্মণগণই কর্ম্মানুরূপ বিশেষ বিশেষ বর্ণে বিভক্ত হইয়াছেন।

"শাস্ত্রকারেরা বর্ণ ভেদের গূঢ় তত্ত্ব উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন, নিম্নলিখিত শাস্ত্রীয় বচন গুলিও তাহার অখণ্ডনীয় প্রমাণ। যথা মহর্ষি ভৃগু ভরদ্বাজকে বলিলেন যে,

"ব্রাহ্মণানাং সিতো বর্ণঃ ক্ষত্রিযানাঞ্চ লোহিতঃ।
বৈশ্যানাং পীতকোবর্ণঃ শূদ্রানামসিতস্তথা॥"

"ব্রাহ্মণগণের শুভ্র বর্ণ, ক্ষত্রিয়গণের লোহিত বর্ণ, বৈশ্যগণের পীতবর্ণ এবং শূদ্রগণেব কৃষ্ণবর্ণ।" ভৃগু বাক্যে ভরদ্বাজের সন্দেহ উপস্থিত হইল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,

চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য বর্ণেন যদি বর্ণোবিধিয়তে।
সর্ব্বেষাং খলু বর্ণানাং দৃশ্যতে বর্ণসঙ্করঃ॥

কামঃ ক্রোধঃ ভয়ং লোভ শোকশ্চিন্তা ক্ষুধাশ্রমঃ।
সর্ব্বেষাং নঃ প্রভবতি কস্মাদ্বর্ণো বিধিয়তে ॥
স্বেদমূত্র পুরীষানি শ্লেষ্মাপিত্তং সশোণিতং।
তনুঃ ক্ষরতি সর্ব্বেষাং কস্মাদ্ বর্ণো বিধিযতে ॥
জঙ্গমানামসংখ্যেয়াঃ স্থাববানাঞ্চ জাতয়ঃ।
তেষাং বিবিধ বর্ণানাং কুতো বর্ণবিনিশ্চযঃ।

চাতুর্ব্বর্ণেব বর্ণানুসাবে যদি জাতি বিধান হয, তাহা হইলে সকল বর্ণেব বর্ণ সঙ্কব নিশ্চিত দৃষ্ট হইতেছে। কাম, ক্রোধ, ভয়, লোভ, শোক, চিন্তা, ক্ষুধা, শ্রম আমাদেব সকলেব উপবই প্রভুত্ব কবিয়া থাকে, তবে বর্ণবিভেদ কি প্রকাবে হইল? স্বেদ, মূত্র, মল, শ্লেষ্মা, পিত্ত ও শোণিত, সকলেব পক্ষে সাধাবণ, এবং সকলেরই দেহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তবে বর্ণ বিধান কি প্রকারে হইল? অসংখ্য স্থাবব জঙ্গম জাতি দৃষ্ট হয, সেই বিবিধ জাতিদিগেব জাতি নির্ণয কিরূপে সাধিত হইবে?

ভবদ্বাজেব চিত্ত বাস্তবিকই সন্দেহাকূল হইযাছিল। বর্ণ অনুসারে জাতিভেদ কবিতে হইলে, তিনি দেখিলেন, কিছুই স্থিব করিতে পাবা যায না, কারণ তাঁহাব সময়ে অনেক ব্রাহ্মণ শ্বেতকায় ছিলেন না, হীনজাতিগণের ন্যায় নানা বর্ণ বিশিষ্ট ছিলেন। মহর্ষি ভৃগু উত্তব কবিলেন।

ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রাহ্মমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বং সৃষ্টংহি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতং ॥

কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণা ক্রোধনাঃ প্রিয় সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্ম্মা রক্তাঙ্গা স্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥
গোভ্যো বৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজা বৈশ্যতাং গতাঃ॥
হিংসানৃতপ্রিযা লুব্ধাঃ সর্ব্ব কর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টা স্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥
ইত্যেতৈঃ কর্ম্মভির্ব্যস্তা দ্বিজাঃ বর্ণান্তরং গতাঃ।
ধর্ম্মো যজ্ঞক্রিয়া তেষাং নিত্যং ন প্রতিসিধ্যতে॥
ইত্যেতে চতুরোবর্ণা যেষাং ব্রাহ্মী সরস্বতী।
বিহিতা ব্রহ্মণা পূর্ব্বং লোভাত্বজ্ঞানতাং গতাঃ॥

জাতি বিভেদ নাই। ব্রহ্মা কর্তৃক এই সমস্ত জগৎ পূর্ব্বে ব্রাহ্মণময় সৃষ্টি হইয়াছিল, পরে কর্ম্ম দ্বারা বর্ণতা প্রাপ্ত হইযাছে। যে ব্রাহ্মণগণ কামভোগপ্রিয, উগ্র ও ক্রোধযুক্ত, সাহসী, স্বধর্ম্মত্যাগী এবং লোহিত দেহ, তাহারা ক্ষত্রতা প্রাপ্ত হইযাছে। যে ব্রাহ্মণগণ গাভীজাত দ্রব্যে জীবন নির্ব্বাহ করে, পীতবর্ণ, কৃষি উপজীবী ও স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে না, তাহারা বৈশ্যতা প্রাপ্ত হইল। যে ব্রাহ্মণগণ হিংসা এবং অসত্য প্রিয, লোভী, সর্ব্বকর্ম্মোপজীবী, কৃষ্ণবর্ণ ও শুচ্চাচার ভ্রষ্ট, তাহারা শূদ্রতা প্রাপ্ত হইল। এইরূপে কর্ম্ম দ্বারা বিভিন্ন হইয়া দ্বিজগণ বর্ণান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে; কিন্তু তদ্দ্বারা তাহাদের ধর্ম্মাচরণ ও যজ্ঞ ক্রিয়াদি চিরকালের জন্য নিষিদ্ধ হয় নাই। আমি এই চতুর্বর্ণের বিষয় কীর্ত্তন করিলাম, ব্রহ্মা পূর্ব্বে ইহাদের জন্য

ব্রাহ্মী সবস্বতী বিধান করিয়াছিলেন, কিন্তু লোভবশতঃ ইহারা অজ্ঞানতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

মহর্ষি ভৃগু ব্রাহ্মণেব যে লক্ষণ নির্দেশ কবিলেন, তাহার সহিত উপরোক্ত ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রেব কোন সাদৃশ্য নাই।

জাতকর্ম্মাদিভির্যস্তু সংস্কারৈঃ সংস্কৃত শুচিঃ।
বেদাধ্যয়নসম্পন্ন ষঠ্‌ সুকর্ম্মস্ববস্থিতঃ॥
শৌচাচারস্থিত সম্যগ্‌ বিঘসাশী গুরুপ্রিয়ঃ।
নিত্যব্রতী সত্যপরঃ স বৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥

যিনি জাতকর্ম্মাদি সংস্কার দ্বাবা সংস্কৃত এবং শুচি হইয়াছেন, যিনি বেদাধ্যয়নসম্পন্ন ও ষডকর্ম্মস্থিত, শৌচাচাবী যজ্ঞান্নভোজী, গুরুপ্রিয়, নিত্যব্রতী এবং সত্যনিষ্ঠ, তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বলা যায়।

আর্য্য সমাজের মধ্যে যে সকল ব্যক্তি উপবোক্ত গুণ সম্পন্ন নহেন, তাঁহারাই ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র নামে অভিহিত হইলেন। ভৃগুর মতে ইহারা সকলেই "ত্যক্তস্বধর্ম্মা" কিম্বা "স্বধর্ম্মান্নানুতিষ্ঠন্তি।"

ভাবতবর্ষেব চাতুর্ব্বর্ণেব উৎপত্তি সম্বন্ধে পুরাতন ঋষিগণেব কি প্রকাব বিশ্বাস ছিল, তাহা সকলেই জানেন। তাঁহাদের মতে ব্রহ্মাব মুখ, বাহু, উরু এবং পাদ হইতে ক্রমান্বয়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রের সৃষ্টি হইয়াছে। মহাভারত লেখক প্রভৃতির ন্যায় যাঁহাবা বর্ণবিভেদের গূঢ় তত্ত্বানুসন্ধান কবিয়াছেন, তাঁহাদেব মত লোক সমাজে প্রচারিত হয় নাই, সাধাবণ হিন্দু ব্রহ্মার অঙ্গচতুষ্টয় চাতুর্ব্বর্ণেব উৎপত্তি স্থান বলিয়া বিশ্বাস

করেন। আমরা বর্ণোৎপত্তি সম্বন্ধে বৈদিক প্রমাণও উদ্ধৃত করিলাম। *

ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৯০ম সূক্তের ১ম ঋকের নাম পুরুষ-সূক্ত, এবং এই সূক্তে চাতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি প্রক্রিয়া কথিত হইয়াছে। আমরা সমুদয় ঋকগুলি উদ্ধৃত করিলাম।

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলং॥ ১
পুরুষঃ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যং।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি॥ ২
এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্ব ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥ ৩
ত্রিপাদূর্দ্ধোদৈত পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ।
ততো বিশ্বং ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি॥ ৪
তস্মাদ্ বিরাড়জায়ত বিরাজো অধিপুরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ ভূমিমথো পুরঃ॥ ৫
যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবাঃ যজ্ঞমতন্বত।
বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্মং ইধ্মঃ শরদ্ হবিঃ॥ ৬
তং যজ্ঞং বর্হিষি পৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ।
তেন দেবাঃ যাজন্ত সাধ্যাঃ ঋষয়শ্চ যে॥ ৭
তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ সম্ভৃতং পৃষদাজ্যং।
পশূন্ তংশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যান্‌গ্রাম্যাংশ্চ যে। ৮
তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাৎ যজুস্তস্মাদজায়ত॥ ৯

* বিদ্যারত্ন মহাশয়ের প্রণীত "প্রবন্ধ রত্ন" হইতে উদ্ধৃত হইল।

তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কেচোভয়াদতঃ।
গাবোহ জজ্ঞিরে তস্মাত্তস্মাজ্জাতা অজাবয়ঃ॥ ১০
যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধাবি অকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কোরুপাদোচ্যেতে॥ ১১
ব্রাহ্মণোহস্য মুখমাসাদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরু তদস্য যদ বৈশ্যঃ পদভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥ ১২
চন্দ্রমা মনসো জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত।
মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্ বায়ুরজায়ত॥ ১৩
নাভ্যাং আসীদন্তরিক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত।
পদভ্যাং ভূমির্দ্দিশঃ শ্রোত্রাৎ তথা লোকানকল্পয়ন্॥ ১৪
সপ্তাস্যাসন্ পরিধয় স্ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ।
দেবাঃ যদ্ যজ্ঞং তন্বানাঃ অবধ্নন্ পুরুষং পশুং॥ ১৫
যজ্ঞেন যজ্ঞ মযাজন্ত দেবা
স্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমান্যাসন্।
তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত,
যত্র পূর্ব্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ॥ ১৬

পুরুষ সহস্রশীর্ষ, সহস্রচক্ষু ও সহস্রপাদ। তিনি এই পৃথিবী সর্ব্বত্র আবরণ পূর্ব্বক দশাঙ্গুলব্যাপ্ত স্থান দ্বারা ব্যাপিয়া রাখিয়াছেন। পুরুষই এই সমস্ত বিশ্ব, ভূত ভাবী সমস্তই পুরুষ, এবং তিনি অমৃতত্বের ঈশ্বর, যেহেতু তিনি অন্নদ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া থাকেন। তাঁহার মহিমা এই প্রকার, এবং পুরুষ তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এই ভূতগণ তাঁহার চতুর্থাংশ মাত্র, অবশিষ্ট তিন ভাগ স্বর্গে, অমৃত রূপে বিরাজ করিতেছে। পুরুষ ত্রিপাদ সহ ঊর্দ্ধে গমন করিলেন, তাঁহার চতুর্থাংশ এই পৃথি-

বীতে পুনর্ব্বার প্রাদুর্ভূত হইল। অনন্তর তিনি সমস্ত ভোজী ও অভোজী বস্তু অধিকার করিয়া এই বিশ্বে ব্যাপ্ত হইলেন। তাঁহা হইতে বিরাটের উৎপত্তি হইল, এবং বিরাট হইতে পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিলেন। জন্মিয়া তিনি অগ্র পশ্চাৎ উভয়ত পৃথিবী অতিক্রম করিয়া দেহ প্রসারণ করিলেন। পুরুষরূপ বলি দ্বারা দেবতারা যে যজ্ঞ করিলেন, বসন্ত তাঁহার আজ্য, গ্রীষ্ম ইন্ধন ও শরৎ হবিঃ হইয়াছিল। অগ্রজাত যজ্ঞরূপ সেই পুরুষকে কুশোপরি বলি প্রদান করিয়া দেবগণ ও সাধ্যাযসম্পন্ন ঋষিগণ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সর্ব্বলোক সম্পন্ন সেই যজ্ঞ হইতে ক্ষীর এবং নবনী সঞ্চিত হইল, এবং উক্ত যজ্ঞ বায়বা, আরণ্য ও গ্রাম্য পশু সৃষ্টি করিল। সর্ব্বলোক সম্পন্ন সেই যজ্ঞ হইতে ঋক ও সাম সমূহ জন্মলাভ করিল। তাহা হইতে ছন্দঃ সকল ও যজুঃ উৎপন্ন হইল। তাহা হইতে অশ্ব ও দ্বিশ্রেণী দন্তবিশিষ্ট পশু সকল জন্ম লাভ করিল এবং তাহা হইতে গো মেষ ও অজা উৎপন্ন হইল। দেবতারা যৎকালে পুরুষকে বিভক্ত করিলেন, তখন তাঁহাকে কত খণ্ড করিয়াছিলেন? ইহার মুখ কি, বাহুদ্বয়ই বা কি, ও উরু এবং পাদই বা কাহাকে বলে? ব্রাহ্মণ ইহার মুখ ছিলেন, বাহুদ্বয় দ্বারা রাজন্যের সৃষ্টি হইল, ইঁহার উরুদ্বয় তাহাই যাহা বৈশ্য, এবং পাদদ্বয় হইতে শূদ্রের উৎপত্তি হইল। তাঁহার মন হইতে চন্দ্র, চক্ষু হইতে সূর্য্য, মুখ হইতে ইন্দ্র ও অগ্নি এবং নিশ্বাস হইতে বায়ু সৃষ্টি হইল। নাভি হইতে অন্তরীক্ষ, মস্তক হইতে দ্যুলোক, পদদ্বয় হইতে ভূমি, কর্ণ হইতে দিক্ সমূহ সৃষ্ট হইল। এইরূপে সমস্ত লোক সৃষ্টি করিলেন। যৎকালে যজ্ঞোদ্যত দেবতারা পুরুষকে পশু রূপে

বন্ধন করিলেন, তৎকালে তাঁহারা সপ্তপরিধি ও একবিংশ সমিধ স্থাপন করিয়াছিলেন। দেবতাবা অগ্নি দ্বাবা যজ্ঞ সম্পন্ন করিলেন। এই সকল প্রথম ধর্ম্ম ক্রিয়ারূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই মহিমাময় ক্রিয়া সকল স্বর্গে সমুথিত হইয়াছে, যেখানে পূর্ব্বকালীন সাধ্যায ও দেবগণ বর্ত্তমান রহিয়াছেন। *

উল্লিখিত শাস্ত্রীয বচন দ্বাবা প্রমাণিত হইল, পুবাকালে পৃথিবীতে এক মাত্র বর্ণ প্রতিষ্ঠিত ছিল। পবে কর্ম্মভেদে বর্ণভেদ প্রাপ্ত হইযাছে।

যে ব্রাহ্মণগণ কামভোগপ্রিয, উগ্র,ক্রোধী, সাহসী, স্বধর্ম্মত্যাগী ও লোহিত বর্ণ দেহ তাহাবা ক্ষত্রত্ব প্রাপ্ত হইলেন, যে ব্রাহ্মণগণ গাভীজাত দ্রব্যে জীবন নির্ব্বাহ করেন, ও কৃষি উপজীবী, পীতবর্ণ, স্বধর্ম্মানুষ্ঠান করেন না, তাঁহাবা বৈশ্য হইলেন ও যে ব্রাহ্মণগণ হিংসা ও অসত্যপ্রিয়, লোভী, সর্ব্বকর্ম্মোপজীবী ও ও কৃষ্ণবর্ণ এবং শুদ্ধাচাব ভ্রষ্ট তাহাবা শূদ্র হইল। এইরূপে ভাবতে চাবি বর্ণ প্রতিষ্ঠিত হইল। ব্রহ্মাব চাবি অঙ্গ হইতে চাতুর্ব্বর্ণেব উৎপত্তি বিববণ রূপক বর্ণনা মাত্র। ব্রাহ্মণ পূর্ব্বোল্লিখিত শাস্ত্রীয় বচন প্রমাণে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ সম্পন্ন, সদাচাবী ও সদা সৎকর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া ব্রহ্মাব শ্রেষ্ঠ অঙ্গ মুখ হইতে তাঁহাদের উৎপত্তি কল্পনা কবা হইযাছে। ক্ষত্রিয়গণ বাজ্য পালন ও যুদ্ধাদি বলের কর্ম্ম কবিতেন, এজন্য ব্রহ্মার বলিষ্ঠ অঙ্গ বাহু হইতে তাহাদেব উৎপত্তি কল্পনা করা হইযাছে। বৈশ্য বাণিজ্য ও কৃষিজীবী, অতএব তাহাদিগকে উরুৎপন্ন বলা

---

* বিদ্যারত্ন মহাশয়ের প্রকাশিত ঋগ্বেদ হইতে মূল ও তদীয় অনুবাদ উদ্ধৃত হইল।

গিয়াছে। শূদ্রগণ উপরোক্ত দ্বিজ বর্ণত্রয়ের দাস্য বৃত্তি করিত, অতএব ব্রহ্মার অধমাঙ্গ চরণোৎপন্ন বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে।

উপরোক্ত চাতুর্ব্বর্ণের পরস্পর সংমিলনে অন্যান্য সমুদায় বর্ণ সঙ্কর * জাতির উৎপন্ন হইয়াছে। তাহাদের উৎপত্ত্যাদির বিবরণ এ গ্রন্থে বিবৃত করা লেখকের উদ্দেশ্য নহে, অন্য গ্রন্থে তদ্বিবরণ বিস্তারিত লিখিবার বাসনা রহিল।

এ গ্রন্থে মাত্র অম্বষ্ঠ জাতির উৎপত্তি বিবরণ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে।

* অম্বষ্ঠ বর্ণসঙ্কর বাচ্য কি না এ বিষয়ে সময় সময় তুমুল আন্দোলন হইয়া থাকে। অনেকে বলেন, বিশুদ্ধ বর্ণ না হইলেই তাহাকে সঙ্কর বর্ণ বলা যাইতে পারে। তাঁহারা মনু বচন উদ্ধৃত করিয়া বলেন।

"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।"

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই বর্ণত্রয় দ্বিজাতি।

"চতুর্থ এক জাতিস্তু শূদ্রোনাস্তিতুপঞ্চমঃ।"

শূদ্র এক জাতি চতুর্থ এতদ্ব্যতীত শুদ্ধ পঞ্চম বর্ণ আর নাই।

অম্বষ্ঠ বিশুদ্ধ বর্ণ নহেন সুতরাং বর্ণ সঙ্কর। তাঁহাদের মতে মূর্দ্ধাবসিক্ত, মাহিষ্য, এবং শূদ্র মধ্যে কায়স্থ ও সঙ্কর বর্ণ।

অন্যেরা বলেন, দ্বিজাতির দ্বিজাতীয়া স্ত্রীতে বিধি মত জাত সন্তান বর্ণসঙ্কর বাচ্য নহে। প্রতিলোম সন্তানেরাই বর্ণসঙ্কর। তৎপ্রমাণার্থে তাঁহারা নারদ সংহিতার এই বচন উল্লেখ করিয়া থাকেন, যথা "আনুলোম্যেন বর্ণানাং যজ্জন্ম স বিধিঃ স্মৃতঃ। প্রতি লোম্যেন যজ্জন্ম স জ্ঞেয়ো বর্ণ সঙ্করঃ।"

অনুলোম ক্রমে যাহার জন্ম সে বিধিমত জাত বলিয়া গণ্য। প্রতি লোম ক্রমে যাহার জন্ম সেই বর্ণ সঙ্কর। তাঁহাদের মতে মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্যকে বর্ণ সঙ্কর বলা অনুচিত।

বৈদ্য জাতির উৎপত্তি বিবরণ।

মনু বলেন—

"ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্য কন্যায়ামম্বষ্ঠো নাম জায়তে।"

ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্য কন্যাতে জাত পুত্রকে অম্বষ্ঠ বলে। মনুসংহিতা ১০ম অধ্যায় ৮ম শ্লোক।

"বৈশ্যাযাং বিধিনা বিপ্রাৎ জাতোহম্বষ্ঠ উচ্যতে।"

ব্রাহ্মণের বিধিমত বৈশ্য কন্যাতে জাত পুত্র অম্বষ্ঠ। পরশুরাম সংহিতায় লিখিত আছে, যথা,

"বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতা অম্বষ্ঠা মুনি সত্তম।
ব্রাহ্মণানাং চিকিৎসার্থং নির্দ্দিষ্টা মুনি পুঙ্গবৈঃ॥

অস্যার্থ। "ব্রাহ্মণ হইতে বৈশ্যাতে অম্বষ্ঠের জন্ম। ব্রাহ্মণদিগের চিকিৎসার জন্যে মুনিরা ইহাদিগকে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

যাজ্ঞ বল্ক্য সংহিতায় লিখিত আছে,

"বিপ্রান্মূর্দ্ধাভিসিক্তো হিক্ষত্রিয়াযাং বিশঃ স্ত্রিযাম্।
অম্বষ্ঠঃ, শূদ্র্যাং নিষাদো জাতঃ পারসবোহপিবা॥"

ব্রাহ্মণের বিবাহিতা ক্ষত্রিযাতে মূর্দ্ধাবসিক্ত, বিবাহিতা বৈশ্যাতে অম্বষ্ঠ, বিবাহিতা শূদ্রাতে নিষাদ [পারশব] জন্মিযাছে।

পরাশর সংহিতায় লিখিত আছে,

"বৈশ্য কন্যা সমুৎপন্নো ব্রাহ্মণেন তু সংস্কৃতঃ।"

স্কন্দ পুরাণে বৈদ্যোৎপত্তি বিবরণ অন্য প্রকারে লিখিত আছে। তাহার ভাব মাত্র গৃহিত হইল।

এক সময়ে গালব নামক মহর্ষি তীর্থ পর্য্যটনে বহির্গত হইয়াছিলেন, এক দিবস তিনি পথ শ্রান্তিতে ক্লান্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়া তৃষ্ণা নিবারণ মানসে বিনা বিচারে জল কুম্ভ বাহিনী এক কন্যার নিকট বারি প্রার্থনা করিলেন। কন্যাদত্ত জল পানে ঋষি পুনর্জ্জীবিত প্রায় হইয়া উপকারী ব্যক্তির প্রত্যুপকার করা অবশ্য কর্ত্তব্য জ্ঞানে শুভ বর প্রদান করিয়া কহিলেন, "আমার বর প্রভাবে তুমি পুত্রবতী হও।" এই আশীর্ব্বাদ বিবাহিতা কন্যাদের পক্ষে পরম বাঞ্ছনীয় বটে, কিন্তু অনূঢা কন্যাদের পক্ষে অসম্ভাবনীয় বিবেচনায় কন্যা কহিল, মহর্ষি। আমি কুমারী, এ অবস্থাতে আমার সন্তান হওয়ার সম্ভাবনা নাই। মহর্ষি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কোন জাতীয়া কন্যা? কুমারী বলিল আমি বৈশ্য কন্যা, আমার নাম বীরভদ্রা। মহর্ষি গালব ঐ কন্যার সঙ্গে তদীয় পিত্রালয়ে উপনীত হইয়া তাহার পিতাকে তাবদ্বিবরণ জ্ঞাত করিলেন। বৈশ্য আদ্যন্ত শ্রবণ করিয়া স্বীয় কন্যাকে গ্রহণ করিতে মহর্ষিকে অনুরোধ করিল। গালব বলিলেন, যিনি মুমূর্ষু কালে জল দানে আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন তিনি মাতৃতুল্যা। এ কন্যা কোন মতেই আমার গ্রহণ যোগ্য হইতে পারে না। গালবের এই বাক্য শ্রবণে অন্যান্য ঋষিগণ তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিলেন, এই কন্যা হইতে অমৃতাচার্য্য ধন্বন্তরি জন্ম গ্রহণ করিবেন।

ঋষিগণ বিবেচনা করিলেন, ঋষি বাক্য কোন ক্রমেই অন্যথা হইবার নহে, অতএব কুশা দ্বারা একটী কুমার নির্ম্মাণ করিয়া কন্যার ক্রোড়ে স্থাপন করা যাউক। গালবের বর

অব্যর্থ, অবশ্যই মানবাকার ধারণ করিবে। অতএব ঋষিগণ বেদ মন্ত্র পাঠে ঐ পুত্তলিকার প্রাণ প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক, বীরভদ্রা ক্রোড়ে স্থাপন করিলেন, তাঁহার ক্রোড় স্পর্শ মাত্রে পুত্তলিকাতে জীবন সঞ্চার হইল। বেদ মন্ত্র উচ্চারণ দ্বারা তাঁহার জীবন সঞ্চার হইয়াছিল, অতএব তাঁহার নাম বৈদ্য এবং অম্বাকুলে অর্থাৎ মাতৃক্রোড়ে সংস্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার নাম অম্বষ্ঠ হইল।

অম্বষ্ঠ শব্দের, আর একটী সাধারণ ব্যুৎপত্তি, যথা, "অম্বাবৎ তিষ্ঠতি যঃ স অম্বষ্ঠঃ।"

রোগের উপশম করিতে যিনি মাতার ন্যায় অবস্থিতি করেন তিনি অম্বষ্ঠ।

ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণে লিখিত আছে, সমুদ্র মন্থনে ধন্বন্তরির উৎপত্তি হয় যথা—

"নারায়ণাংশো ভগবান্ স্বয়ং ধন্বন্তরির্ম্মহান।
পুরা সমুদ্র মথনে সমুত্তস্থৌ মহোদধেঃ॥
সর্ব্ব দেবেষু নিষ্ঠাতো মন্ত্র তন্ত্র বিশারদঃ।
শিষ্যোহি বৈনতেয়স্য সঙ্কর স্যোপ শিষ্য কঃ॥"

শ্রীকৃষ্ণ জন্ম খণ্ড এক পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ১ম ও ২য় শ্লোক।

কৃষ্ণ কহিলেন রাধে। পুরা কালে সমুদ্র মন্থনে নারায়ণের অংশ জাত মহাত্মা ধন্বন্তরি স্বয়ং মহা সমুদ্র হইতে সমুত্থিত হইয়াছিলেন। সেই মন্ত্র তন্ত্র বিশারদ ধন্বন্তরি বিনতা নন্দন গরুড়ের শিষ্য, ভগবান শঙ্করের উপশিষ্য হইয়া দেবগণের মাননীয় হইয়াছিলেন।

ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুবাণের চতুর্থ ভাগে, শ্রীকৃষ্ণ জন্ম খণ্ডে ধন্বন্তরিব বিষয়ে একটী গল্প লিখিত আছে। গল্পটী এই—

"একদা ধন্বন্তরি সহস্র শিষ্য সঙ্গে লইযা কৈলাসধামে গমন কবিতে ছিলেন। পথিমধ্যে তক্ষক লক্ষ নাগ পরিবেষ্টিত হইয়া, ধন্বন্তবিকে ভক্ষণ কবিবার বাসনায় মুখব্যাদান কবিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। কিন্তু ধন্বন্তবি তাহা দেখিয়া হাস্য কবিতে লাগিলেন। তাঁহার শিষ্য, ভীষণ মূর্ত্তি তক্ষকের দন্ত ধাবণ পূর্ব্বক মন্ত্র বলে তাহাকে নির্ব্বিষ কবিয়া, তাঁহার মস্তকস্থিত অমূল্য মণিবত্ন হবণ, ও তাহাকে দূবে ফেলিয়াদিলেন, তাহাতে তক্ষক পথিমধ্যে মৃতবৎ পড়িয়া রহিল। কিন্তু নাগগণ বাসুকিব নিকট গমন করিযা তাঁহাকে তদ্বিবরণ জ্ঞাত কবিল। বাসুকি এই বৃত্তান্ত শ্রবণে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া, ধন্বন্তবি বিনাশার্থে অসংখ্য বিশাবদ সর্প ও সর্প সেনা প্রেরণ করিলেন। ধন্বন্তবির শিষ্যগণ অসংখ্য নাগেব নিঃশ্বাসে অচেতন হইয়া ধরাশায়ী হইল। কিন্তু ধন্বন্তবি মন্ত্রবলে তাহাদিগকে সচেতন কবিলেন। এবং সমস্ত সর্প সেনাকে অচেতন কবিয়া ফেলিলেন। বাসুকিকে সংবাদ দিতে একটী সর্পও সচেতন রহিল না। কিন্তু বাসুকি কোন প্রকারে এই বিপদ সংবাদ পাইয়া, নিজ ভগিনী মনসাকে কহিল, মনসে! তুমি গিয়া এই মহা শঙ্কট হইতে নাগগণকে উদ্ধার কর।

মনসা কহিল, আমি রণস্থলে গিয়া অবলীলাক্রমে শত্রুকে সংহার করিব। যদি ব্রহ্মাদি দেবগণও রণস্থলে উপস্থিত হন, তথাপি আমি সেই শত্রুকে পরাজয় করিব। এই বলিয়া

মনসা রণস্থলে উপস্থিত হইলেন, এবং সক্রোধে সরোবর হইতে একটী পদ্ম আনিয়া ধন্বন্তবির প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সেই পদ্ম জলদগ্নির ন্যায় ধন্বন্তবির নিকট আসিতে লাগিল। কিন্তু তিনি নিঃশ্বাস বায়ু দ্বাবা তাহা ভস্ম করিয়া ফেলিলেন। মনসা কুপিতা হইযা সমন্ত্রক সর্ষপ নিক্ষেপ করিলেন, ধন্বন্তরি হাস্য কবিয়া তাহাও ভস্ম কবিয়া ফেলিলেন। ইহাতে মনসা ক্রোধে গ্রীষ্ম কালীন সূর্য্যেব ন্যায় হইয়া ধন্বন্তবির প্রতি শক্তি নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু তিনি অবলীলাক্রমে শূল দ্বাবা সেই শক্তি ছেদন কবিয়া ফেলিলেন। শক্তি ব্যর্থ গেল দেখিয়া মনসা মহা ক্রোধে নাগপাশ ক্ষেপণ করিলেন। ধন্বন্তবি নাগপাশ দর্শনে হাস্য করিয়া গরুড়কে স্মরণ কবিলেন। খগপতি দীর্ঘকাল ক্ষুধার্ত্ত ছিলেন, সুতবাং নাগগণকে ধরিযা উদব পূর্ণ করিতে লাগিলেন। নাগপাশ ব্যর্থ গেল দেখিয়া মনসাব নয়ন যুগল ক্রোধে বক্তবর্ণ হইল। তিনি ভস্মমুষ্টি মন্ত্রপূত কবিয়া ধন্বন্তরির প্রতি নিক্ষেপ কবিলেন, কিন্তু গরুড়ের পক্ষ বায়ুতে ভস্ম উড়িযা গেল। মনসা আবও ক্রোধিতা হইয়া ধন্বন্তরিকে বিনাশ কবিতে শিবদত্ত শূল গ্রহণ করিলেন। এমন সময়ে ব্রহ্মা ও শঙ্কর সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন এবং ব্রহ্মা ধন্বন্তবিকে সম্বোধন কবিয়া কহিলেন যথা—

"ধন্বন্তরে মহাভাগ সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ।
রণন্তে মনসা সার্দ্ধং নাহি সাম্যঞ্চ মেবতং॥

হে ধন্বন্তরে মহাভাগ! তুমি সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ, আমার বিবেচনায় মনসার সহিত যুদ্ধ করা তোমার কর্ত্তব্য নহে।

এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা তাঁহাদের যুদ্ধ থামাইয়া দিলেন। ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণ এই প্রকার অসার ও অলীক গল্পে পরিপূর্ণ।

পণ্ডিত বেণী মাধব ন্যায়রত্ন "জাতি সঙ্কর" নামক গ্রন্থে বৈদ্যোৎপত্তি বিবরণ এই রূপ লিখিয়াছেন। যথা—

"বৈদ্যোঽশ্বিনী কুমারেণ জাতশ্চ বিপ্রযোষিতি।

অশ্বিনীকুমার কর্তৃক বিপ্র রমণীতে বৈদ্যজাতি উৎপাদিত হয়।

শৌনক উবাচ।

"কথং ব্রাহ্মণ পত্ন্যাঞ্চ সূর্য্য পুত্রোঽশ্বিনী সুতঃ
অহো কেন বিপাকেন বীর্য্যাধানং চকার সঃ।"

শৌনক কহিলেন বিপ্র পত্নীতে কিরূপে কি বিপাক বশে সূর্য্য পুত্র অশ্বিনী তনয় বীর্য্যাধান করিয়াছিলেন সেই আশ্চর্য্য কথা কীর্ত্তন করুন।

সৌতিরুবাচ।

"গচ্ছন্তীং তীর্থ যাত্রায়াং ব্রাহ্মণীং রবিনন্দনঃ।
'দদর্শ কামুকশ্চান্তঃ পুষ্পোদ্যানে চ নির্জ্জনে॥
'তয়া নিবারিতো যত্নাদ্ বলেন বলবান্ সূরঃ।
'অতীব সুন্দরীং দৃষ্টা বীর্য্যাধানং চকার সঃ।
'দ্রুতং তত্যাজ গর্ব্ভং সা পুষ্পোদ্যানে মনোহরে।
'সদ্যো বভুব পুত্রশ্চ তপ্তকাঞ্চন সন্নিভঃ॥
'সপুত্রা পতি গেহং সা জগাম ব্রীড়িতা তদা।
স্বামিনং কথয়ামাস যন্মার্গে নৈব সঙ্কটং।

বিপ্রো রোষেণ তত্যাজ তঞ্চ পুত্রঞ্চ কামিনীং॥
সরিদ্ ভূতা চ যোগেন সাচ গোদাবরী স্মৃতা॥
পুত্রং চিকিৎসা শাস্ত্রঞ্চ পাঠয়ামাস যত্নতঃ।
নানা শিল্পঞ্চ মন্ত্রঞ্চ স্বয়ং স রবি নন্দনঃ।

"শৌতি কহিলেন এক ব্রাহ্মণ রমণী তীর্থযাত্রায় গমন করিতেছিলেন রবি নন্দন অশ্বিনীকুমার তাঁহাকে নির্জ্জনে অন্তঃ পুষ্পোদ্যানে দর্শন করিয়া কামাতুর হইলেন। সেই ব্রাহ্মণী যত্ন পুর্ব্বক নিবারণ করিলেও সেই বলবান দৈব তাহাকে অত্যন্ত সুন্দরী দর্শন করিয়া বলপূর্ব্বক বীর্য্যাধান করিলেন। সেই শুক্র দ্বারা তিনি গর্ত্ত প্রাপ্ত হইলেন এবং সত্বর গর্ত্ত মোচন করিলেন। সেই মনোহর পুষ্পোদ্যানে তৎক্ষণাৎ তপ্ত কাঞ্চন সন্নিভ এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করিল। ব্রাহ্মণী লজ্জিতা হইয়া পুত্রের সহিত পতিগৃহে গমন করিলেন এবং পথিমধ্যে যে দৈব সঙ্কট ঘটিয়াছিল, তাহা স্বামীকে নিবেদন করিল। সেই বিপ্র রোষভরে নিজ কামিনীকে পুত্র সহ পরিত্যাগ করিলেন। বিপ্র কামিনী ধ্যানযোগে সেই স্থানে গোদাবরী নদী সৃষ্টি করিয়া তাহার তীরে বাস করিতে লাগিল। তথায় স্বয়ং অশ্বিনী কুমার আসিয়া সেই পুত্রকে চিকিৎসা শাস্ত্র নানাবিধ শিল্প ও মন্ত্র, যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা দিতে লাগিলেন।"

পণ্ডিত মহেশচন্দ্র বিদ্যারত্নও 'জাতি মালা' নামক গ্রন্থে অবিকল পূর্ব্বোক্ত প্রকারই লিখিয়াছেন। প্রভেদের মধ্যে এই যে তিনি সংস্কৃত শ্লোকটী পয়ারে অনুবাদ করিয়াছেন তাহাও নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"সৌতি কন্ কারণ সৌনক মুনি প্রতি।
তীর্থে যাত্রা করেছিল বিপ্রের যুবতী॥
সেই তীর্থে যাত্রা করে রবির নন্দন।
পথি মধ্যে উভয়ে হইল দরশন॥
অতিশয় সুন্দরী দেখিয়া বিপ্রনারী।
বলে পুষ্প বনে তারে আকর্ষণ করি॥
কামেতে অশান্ত হইয়া রবির নন্দন।
নির্জ্জনে কন্দর্প বাণে করে নিবারণ॥
দেব বীর্য্য অখণ্ডন গর্ভ হইল তার।
তৎক্ষণাৎ পুষ্পবনে প্রসবে কুমার॥
পুত্রসহ বিপ্রনারী লজ্জিতা হইয়া।
নিবেদন করে সব স্বামী কাছে গিয়া॥
শুনিযা নারীর কথা সক্রোধিত মন।
নারী ত্যাগ করে বিপ্র সহিত নন্দন॥
যোগেতে হইল নদী গোদাবরী নাম।
তার তীরে বিপ্র নারী করিলেন ধ্যান॥
সেই পুত্রে অশ্বিনী কুমার পাঠ দিলা।
চিকিৎসাদি মন্ত্র শিল্প দিল শিখাইয়া॥
এ কারণে বৈদ্যজাতি সেই পুত্র হয়।
শুনিলে কারণ কহিলাম মহাশয়॥"

এই বৃত্তান্তটী ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণের দশম অধ্যায়ে ব্রহ্মখণ্ডে লিখিত আছে। কিন্তু পণ্ডিত বেণীমাধব ন্যায়রত্ন ও পণ্ডিত মহেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন সেটী বৈদ্যজাতির উৎপত্তি বিবরণ বলিয়া, মহা ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। মনু.ও অন্যান্য সংহিতাদিতে

স্পষ্টই লিখিত আছে, যে ব্রাহ্মণের বিবাহিতা বৈশ্য কন্যাতে অম্বষ্ঠের উৎপত্তি। সুতরাং পণ্ডিত দ্বয় যে জাতির জন্ম বিবরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন সে অম্বষ্ঠ বৈদ্য নয়।

মনু বলেন—

"পরদারেষু জায়েতে দ্বৌ সুতৌ কুণ্ড গোলকৌ।
পত্যৌ জীবতি কুণ্ডঃ স্যান্মৃতে ভর্ত্তরি গোলকঃ"

পরদার সম্ভূত দুই প্রকার পুত্র আছে, কুণ্ড ও গোলক। স্বামীর জীবিতাবস্থাতে স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইয়া যে সন্তান উৎপন্ন করে তাহাকে কুণ্ড, আর স্বামী মরিলে স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইয়া যে সন্তান উৎপন্ন করে, তাহাকে গোলক কহে। পরাশর সংহিতার চতুর্থ অধ্যায়েও লিখিত আছে।

"পতৌ জিয়তি কুণ্ডঃ স্যান্ মৃতে ভর্ত্তরি গোলক ॥"

সুতরাং ন্যায়রত্ন ও বিদ্যারত্ন মহাশয় যে জাতির উৎপত্তি বিবরণ লিখিয়াছেন, সে কুণ্ড, অম্বষ্ঠ নহে। অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণী গর্ভে জন্মিবে কেন? ব্রাহ্মণী গর্ভে ব্রাহ্মণ ব্যতীত যে যে জাতি জন্মিয়াছে, সংহিতাদিতে তাহাদের নামোল্লেখ আছে। যথা—

"ব্রাহ্মণ্যাং বৃষলা দেব চণ্ডালস্য চ সম্ভব।"

শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণী গর্ভে চণ্ডাল জন্মিয়াছে।

পুনশ্চ।

"কপালী চর্ম্মকারশ্চ কুবাচঃ সাবরস্তথা।
পুলিন্দো মেরুবিন্দশ্চ শুন্দোমল্ল স্তথা বকঃ ॥
কুন্দকারঃ কর্ণিকারো ডোখলোমৃতপ স্তথা।
এতে বৈ তীবরা জ্জাতঃ কন্যায়াং ব্রাহ্মণস্য চ ॥"

তীবর (ধীবর) দ্বারা ব্রাহ্মণীতে কপালী, চর্ম্মকার, কুবাচ, সাবর, পুলিন্দ, মেরুবিন্দ, শুণ্ড, মল্ল, বক, কুন্দকার, কর্ণিকাব, ডোখল, মৃতপ, এই সকল জাতি জন্মিযাছে।

আরও লিখিত আছে, ব্রাহ্মণীগণ, নানাজাতির ঔরশে, চৌর্য্যক্রমে, চুয়াল্লীশ প্রকার নিকৃষ্ট জাতীয সন্তান প্রসব করিয়াছেন।

অতএব বিবাহিতা বৈশ্য কন্যায জাত অম্বষ্ঠকে, ব্যভিচারিণী বা দ্বিচারিণী কুলটা ব্রাহ্মণী সুত বলা, ন্যায়বত্ন ও বিদ্যারত্ন মহাশযেব অসীম সাহসের কার্য্য বলিতে হইবে।

"বৈশ্যাযাং বিধিনা বিপ্রাৎ জাতোঽম্বষ্ঠ উচ্যতে।"

এ বিষয়ে দ্বিধা মত নাই। আমবা ববং ব্রাহ্মণদের বিষয় সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি, তাঁহাদেব অনেকেব জন্ম বিবরণে গোলযোগ আছে। হিন্দী ভাষাতে "সৎ মৎ নিরূপণ" নামক এক খানা গ্রন্থ আছে। তাহাব একস্থানে লিখিত আছে যথা—

"ব্রাহ্মণগণ, এক বংশ জাত নন। কেহ কেহ কৈবর্ত্ত (ধীবব) কুলে, কেহ কেহ বজক কুলে, কেহ কেহ চণ্ডাল কুলে, জন্মিয়াছেন। তাঁহাবা মৌঞ্জি বন্ধন, দণ্ড ধাবণ, যজ্ঞোপবীত ধাবণ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণোপযুক্ত ক্রিয়া কবিযা ব্রাহ্মণ রূপে খ্যাত হইযাছেন এবং এখনও হইয়া থাকেন।"

বঙ্গদেশে অনেক ধীবর (সপ্তশতী) শ্রোত্রী ব্রাহ্মণ হইয়া গিয়াছে। পণ্ডিত দ্বয় যে জাতিব উৎপত্তি বিবরণ উদ্ধৃত কবিয়াছেন সে অম্বষ্ঠ বৈদ্য নয়। কিন্তু পরশুরাম সংহিতায় যে জাতির বিষয় উল্লেখ আছে যথা—

"শাকল দ্বীপাৎ সুবর্ণেন আনীতো দ্বিজ পুঙ্গবঃ।
শাকল দ্বীপীতি বিখ্যাতো জম্বুদ্বীপে বভুব॥"

এ সেই জাতি। পশ্চিম দেশে তাহাদিগকে বৈদ্য কহে শাকল দ্বীপী ব্রাহ্মণও বলে। চিকিৎসা তাহাদের বৃত্তি, কিন্তু তাহারা অম্বষ্ঠ নামে অভিহিত নয়।

বঙ্গদেশে মাল বৈদ্যেরাও বৈদ্য বলিযা পরিচয় দেয। পণ্ডিত দ্বয় যে জাতির উৎপত্তি বিবরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, সে যদি শাকল দ্বীপী বৈদ্য না হয়, তাহা হইলে মাল বৈদ্য হইবে। তৎ প্রমাণং যথা—

রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, শব্দ কল্পদ্রুমে, অম্বষ্ঠ বৈদ্য, ও মাল বৈদ্য, উভয়ের উৎপত্তি বিবরণ লিখিয়াছেন। অম্বষ্ঠ উৎপত্তি বিবরণ তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন। "অম্বষ্ঠঃ। বিপ্রাদ্বৈশ্যায়ামুৎপন্নঃ অয়ং চিকিৎসা বৃত্তিঃ। বৈদ্য ইতি খ্যাতঃ॥" শব্দকল্পদ্রুম ১ম কাণ্ড ১৩৬ পৃষ্ঠা।

কিন্তু মাল বৈদ্যদিগের উৎপত্তি বিবরণ তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন যথা—

"বৈদ্যোঽশ্বিনী কুমারেণ জাতশ্চ বিপ্রযোষিতি
বৈদ্য বীর্য্যেন শূদ্রাযাং বভুবুর্ব্ব হবো জনাঃ।
তে চ গ্রাম গুণ জ্ঞাশ্চ মন্ত্রৌষধি পরায়ণাঃ
তেভ্যশ্চ জাতাঃ শূদ্রাযাং তে ব্যাল
গ্রাহিণো ভুবি॥"

অশ্বিনীকুমার দ্বারা ব্রাহ্মণীতে বৈদ্যের উৎপত্তি। সেই বৈদ্য হইতে শূদ্রাতে অনেক গুলি সন্তান জন্মে। তাহারা

গ্রামেব গুণজ্ঞ ও মন্ত্র ও ঔষধ পরায়ণ।* তাহাদের দ্বারা শূদ্রাতে যাহাবা জন্মে তাহাবা ব্যাল গ্রাহী।

তৎপবে তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন—

"শৌনক উবাচ।

কথং ব্রাহ্মণ পত্ন্যাস্তু সূর্য্য পুত্রোঽশ্বিনী সুতঃ।
অহো কেন বিপাকেন বীর্য্যাধানং চকার সঃ॥

সৌতিরুবাচ।

গচ্ছন্তীং তীর্থ যাত্রায়াং ব্রাহ্মণীং রবিনন্দনঃ।
দদর্শ কামুকীং কান্তঃ পুষ্পোদ্যান মনোহরে"॥

ইত্যাদি। শব্দকল্পদ্রুম চতুর্থ কাণ্ড, । ৪৯০৮ পৃষ্ঠা

আমবা বৈদ্যজাতিব উৎপত্তি বিবরণ বিস্তারিত বর্ণন করিলাম। শাস্ত্রানুসাবে ব্রাহ্মণেব বিধিমত বৈশ্য কন্যাতে অম্বষ্ঠের উৎপত্তি।

স্কন্দ পুবাণ হইতে বৈদ্যাৎপত্তি বিববণ উদ্ধৃত কবিয়াছি, তদ্দ্বারা প্রমাণিত হয়, যে গালব মুনির বব প্রভাবে কুমাবী বৈশ্য কন্যা গর্ভে বৈদ্যের উৎপত্তি। কিন্তু শাস্ত্র বিরুদ্ধ, পৌবাণিক উপাখ্যান বিশ্বাস যোগ্য বলিয়া কোন মতেই গ্রহণ করা যাইতে পাবে না। অতএব যাঁহারা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুবাণ, ও পদ্ম পুবাণ কি অন্য কোন পুরাণেব দোহাই দিয়া অন্য প্রকাব বৈদ্যোৎপত্তি বিববণ বর্ণন কবেন, তাঁহাদের কথা নিতান্ত অগ্রাহ্য ও বিবেচনাব অযোগ্য। শাস্ত্রে লিখিত আছে—

"শ্রুতি দ্বৈধন্তু যত্রস্যাত্তত্রধর্ম্মাবুভৌ স্মৃতৌ।
উভাবপি হিতৌ ধর্ম্মৌসম্যগুক্তৌ মণীষিভিঃ॥"

যেখানে শ্রুতি ও স্মৃতির বিরোধ সেখানে শ্রুতির প্রধান্য। যেখানে স্মৃতি ও পুরাণে বিরোধ সেখানে স্মৃতির বচন বলবৎ। পুনশ্চ এই ভারতীয় বিংশতি খানি স্মৃতির মধ্যে অন্য উনিশ খানির সহিত মত বিরোধ হইলে মনুর মত প্রাধান্য লাভ করে॥ এমন কি মন্বর্থ বিরোধি স্মৃতি স্মৃতিই নয়।

"মন্বর্থ বিপরীতাতু যাস্মৃতিঃ সা ন শস্যতিঃ॥"

অতএব আমরা অসার পৌরাণিক উপাখ্যান পরিহার পূর্ব্বক নিরপেক্ষ ভাবে শাস্ত্র সঙ্গত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলাম।

"ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্য কন্যায়াং অম্বষ্ঠো নাম জায়তে।"

ব্রাহ্মণের বিবাহিতা বৈশ্যকন্যাতে জাত পুত্রকে অম্বষ্ঠ বলে।

চিকিৎসা তাঁহার বৃত্তি। "অম্বষ্ঠানাং চিকিৎসিতং।" কিন্তু পূর্ব্বে শাস্ত্রীয় বচন দ্বারা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে কৃষি, আগ্নেয় ও সেনাপত্য তাঁহার আপদ্ কালীন উপজীবিকা।

অম্বষ্ঠের দ্বিজত্ব প্রমান।*

মনু, বিষ্ণু, উশনঃ, অত্রি, অঙ্গিরা, যাজ্ঞবল্ক্য, হারীতঃ ব্যাস, শঙ্খ, পরাশর, বশিষ্ঠ, গৌতম, ও বৃহস্পতি প্রভৃতি ঋষিগণ প্রণীত সংহিতা আলোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, দ্বিজগণের পক্ষে সবর্ণা ভার্য্যা বিবাহ প্রশস্ত।

মনু বলেন।

"সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।"

* এই সমস্ত প্রমাণ মূর্দ্ধাবসিক্ত ও মাহিষ্যের প্রতিও সম্পূর্ণরূপে খাটে।

মনুঃ ৩য় অধ্যায় ১২ শ্লোক।

দ্বিজগণের পক্ষে সবর্ণা ভার্য্যা বিবাহ প্রশস্ত।

পুনশ্চ।

"উদ্বহেত দ্বিজোভার্য্যাং সবর্ণাংলক্ষণান্বিতাম্।"

মনুঃ ৩য় অধ্যায় ৪ শ্লোক।

দ্বিজগণ সমান বর্ণীয়া লক্ষণান্বিতা স্ত্রী বিবাহ করিবেন।

নারদ বলেন, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যাদির স্বজাতীয়া স্ত্রীই শ্রেষ্ঠ, এবং স্ত্রীদিগেরও স্বজাতীয় পতিই শ্রেষ্ঠ। কিন্তু শাস্ত্রানুসারে দ্বিজগণ হীন জাতীয়া স্ত্রীও বিবাহ করিতে পারেন। যথা—

মনু বলেন।

"সবর্ণাগ্রে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তা দারকর্ম্মণি।
কামতস্তু প্রবৃত্তানা মিমাঃ সুঃ ক্রমশোঽবরা॥"

মনুঃ ২য় অধ্যায় ১২ শ্লোক।

দ্বিজগণের বিবাহে সবর্ণাভার্য্যাই প্রশস্ত, কিন্তু যাহারা কাম বশতঃ বিবাহে প্রবৃত্ত হয়, বক্ষ্যমান অবরা, অর্থাৎ হীন বর্ণা অনুলোম ক্রমে তাহাদের ভার্য্যা হইবে।

ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের শ্রেষ্ঠ বলিয়া সকল বর্ণ হইতেই স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারিবেন। যথা—

"শূদ্রৈব ভার্য্যা শূদ্রস্য সা চ স্বা চ বিশঃস্মৃতে।
তেচ স্বা চৈব রাজ্ঞশ্চ তাশ্চ স্বা চাগ্র জন্মনঃ॥"

মনুঃ ৩য় অধ্[illegible]ক।

শূদ্রের একমাত্র শূদ্রা ভার্য্যা হইবে। বৈশ্যের শূদ্রা ও

বৈশ্যা, ক্ষত্রিয়ের শূদ্রা, বৈশ্যা ও ক্ষত্রিয়া, ব্রাহ্মণের শূদ্রা, বৈশ্যা ক্ষত্রিয়া ও ব্রাহ্মণী।

পূর্ব্বে মনু বচন উল্লেখ করিয়াছি। যথা—

"বিপ্রস্য ত্রিষু বর্ণেষু নৃপতের্ব্বর্ণয়োর্দ্বয়োঃ।"

ব্রাহ্মণ অনুলোম ক্রমে তিন বর্ণ হইতেই স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং ক্ষত্রিয় অনুলোম ক্রমে দুই বর্ণ হইতেই স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারিবেন।

"অনুলোমাসু মাতৃবর্ণাঃ প্রতিলোমাস্বার্য্য ধর্ম্ম বিগর্হিতাঃ॥"

বিষ্ণু সংহিতায় ষোড়শ অধ্যায়।

অনুলোম সন্তান মাতৃবর্ণ প্রাপ্ত হইবে, প্রতিলোম সন্তান আর্য্যধর্ম্ম বিগর্হিত হইবে।

"অত্র ক্ষত্রিয়াযাং জাতঃ ক্ষত্রিয় এব, বৈশ্যাযাং জাতো বৈশ্য এব, শূদ্রাযাং জাতঃ শূদ্র এব ভবতি

দ্বিজাতির অনুলোম সন্তানগণ মধ্যে যাহারা ক্ষত্রিয়া গর্ভে জন্মিয়াছে, তাহারা ক্ষত্রিয় হইবে, যাহারা বৈশ্যা গর্ভে জন্মিয়াছে তাহারা বৈশ্য হইবে, যাহারা শূদ্রা গর্ভে জন্মিয়াছে তাহারা শূদ্র হইবে।

"বিপ্রবৎ বিপ্র বিন্নাসু ক্ষত্রে বিন্নাসু ক্ষত্রবৎ।*

---

*বঙ্গবাসীর প্রকাশিত ব্যাসসংহিতার প্রথম অধ্যায় ষষ্ঠ পদে আছে।

"বিপ্রবদ্বিপ্রবিন্নাসু ক্ষত্র বিন্নাসু বিপ্রবৎ।"

এই পাঠ ভ্রমাত্মক বলিয়া বোধ হয়।

জাতঃ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত বৈশ্য বিন্নাসু বৈশ্যবৎ ॥
বৈশ্য ক্ষত্রিয বিপ্রেভ্যঃ শূদ্র বিন্নাসু শূদ্রবৎ ॥”

ব্রাহ্মণেব বিবাহিতা ব্রাহ্মণীতে যাহার জন্ম, তাহাব ব্রাহ্মণবৎ ব্যবহাব। ব্রাহ্মণেব বিবাহিতা ক্ষত্রিযাতে, যাহাব জন্ম, তাহাব ক্ষত্রবৎ ব্যবহাব, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিযেব বিবাহিতা বৈশ্যাতে যাহাব জন্ম, তাহাব বৈশ্যবৎ ব্যবহাব। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেব বিবাহিতা শূদ্রাতে যাহাব জন্ম তাহাব শূদ্রবৎ ব্যবহাব। সুতবাং

“সজাতিজানন্তরজাঃ ষট্ সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ।
শূদ্রাণান্তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেহপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ ॥”

সজাতিজেতি। দ্বিজাতীনাং সমানজাতীযাসু জাতাঃ তথানুলোম্যেনোৎপন্নাঃ ব্রাহ্মণেন ক্ষত্রিযা বৈশ্যযোঃ, ক্ষত্রিয়েণ বৈশ্যাযামেবং ষট্‌পুত্রা দ্বিজধর্ম্মিণঃ উপনেয়াঃ। তানন্তব নাম ইতি যদুক্তং তৎ তজ্জাতিব্যপদেশার্থং ন সংস্কারার্থ মিতি কস্য চিদ্ভ্রমঃ স্যাৎ অতএবাং দ্বিজাতি সংস্কারার্থ মিদং বচনং যে পুনবণো দ্বিজাত্যুৎপন্না অপি সুত'দয়ঃ প্রতিলোমজাস্তে শূদ্র ধর্ম্মাণো নৈষামুপনয়ন মস্তি। *

ব্রাহ্মণেব ব্রাহ্মণী জাত সন্তান, ক্ষত্রিয়েব ক্ষত্রিয়া জাত সন্তান, ও বৈশ্যের, বৈশ্যা জাত সন্তান এই তিন এবং ব্রাহ্মণ দ্বাবা ক্ষত্রিযাতে জাত (মূর্দ্ধাবসিক্ত) ও ব্রাহ্মণের বৈশ্যাজাত (অম্বষ্ঠ) এবং ক্ষত্রিয় দ্বারা বৈশ্যাতে জাত (মাহিষ্য) এই তিন, সর্ব্বসুদ্ধ ছয়

*মনু বচনাদি পণ্ডিত ভরত চন্দ্র শিরোমণি ও পণ্ডিত প্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন সম্পাদিত মনুসংহিতা হইতে উদ্ধৃত।

সন্তান দ্বিজ ধর্ম্মাবলম্বী। ইহাঁরা উপনয়নাদি দ্বিজাতির সংস্কার যোগ্য।

যাহারা প্রতিলোমজ দ্বিজাতি হইতে উৎপন্ন সূতাদি জাতি তাহারা শূদ্রধর্ম্মী, তাহাদের উপনয়ন সংস্কার নাই।

"মাতুরগ্রেহ্ ধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জি বন্ধনে।
তৃতীয়ং যজ্ঞদীক্ষায়াং দ্বিজস্য শ্রুতি চো দনাৎ।"

মনুঃ ২।১৬৯

শ্রুতিতে উক্ত আছে দ্বিজাতিগণ প্রথমতঃ মাতা হইতে জন্ম গ্রহণ করেন। উপনয়ন কালে দ্বিতীয় জন্ম হয়, এবং যজ্ঞে দীক্ষিত হইলে তাঁহাদের তৃতীয় জন্ম হয়।

"বেদাজ্জাতোহি বৈদ্যঃ স্যাদম্বষ্ঠো ব্রহ্ম পুত্রকঃ।"

অম্বষ্ঠেরা ব্রাহ্মণ পুত্র, ইহাঁদের বেদ সংস্কার জন্মে অতএব বৈদ্য কহে।

রাধাকান্ত দেব বাহাদুর বহু শাস্ত্র আলোচনা করিয়া অম্বষ্ঠ জাতি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যথা—

"জননীতো জনুর্লব্ধ যজ্জাতা বেদসংস্কৃতৈঃ।
অম্বষ্ঠাস্তেন তে সর্ব্বে দ্বিজা বৈদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
অথরুক্ প্রতিকারিত্বাদ্ ভিষজস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ।
সত্যে বৈদ্যাঃ পিতৃতুল্যাস্ত্রেতায়াঞ্চ তথাস্মৃতাঃ॥
দ্বাপরে ক্ষত্রবৎ প্রোক্তাঃ কলৌ বৈশ্যোপমাঃ
স্মৃতাঃ॥"

অস্যার্থ। "জননী হইতে জন্মলাভ করিয়া তাঁহাদের বেদ

সংস্কার হইয়াছিল, অতএব তাঁহারা অম্বষ্ঠ,* দ্বিজ, এবং বৈদ্য নামে খ্যাত। তাহারা রোগের প্রতিকার করিত, অতএব তাহাদের নাম ভিষক্। সত্যযুগে ও ত্রেতাযুগে বৈদ্যেরা ব্রাহ্মণের তুল্য ছিল, দ্বাপর যুগে ক্ষত্রিয়ের তুল্য ছিল, কলিতে তাহারা বৈশ্যের তুল্য। *

অতএব কুল পঞ্জিকায় লিখিত আছে।

তস্মাৎ ক্ষত্র বিশোস্তুল্যো বৈদ্যঃ শূদ্রস্য পূজিতঃ।

—ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ন্যায়, বৈদ্যেরাও শূদ্রদিগের পূজিত।

"ব্রহ্মা মূর্দ্ধাবসিক্তশ্চ বৈদ্যঃ ক্ষত্র বিশাবপি।
অমী পঞ্চ দ্বিজা এষাং যথা পূর্ব্বঞ্চ গৌরবম্॥"

অস্যার্থ। ব্রাহ্মণ,মূর্দ্ধাবসিক্ত, বৈদ্য, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই পাঁচ দ্বিজ, ইহাঁদের যথা পূর্ব্বক গৌরব জানিবে।

উপরোক্ত শ্লোকদ্বয় যিনি রচনা করিয়াছেন, তিনি পক্ষপাত করিয়া মাহিষ্য জাতিকে দ্বিজত্ব হইতে চ্যুত করিয়াছেন। তাঁহার লেখা উচিত ছিল যে, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ন্যায় পরাশর দাসেরা ও শূদ্রদের পূজনীয়। এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, মূর্দ্ধাবসিক্ত বৈশ্য, বৈদ্য ও কৈবর্ত্ত বা পরাশর দাস এই ছয় দ্বিজ, ইহাঁদের যথা পূর্ব্বক গৌরব জানিবে।

পূর্ব্ব প্রস্তাবে সুন্দররূপে প্রতিপন্ন করা হইল যে অম্বষ্ঠ দ্বিজ ধর্ম্মী ও উপনয়নের অধিকারী।

যে সমস্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণে অম্বষ্ঠের দ্বিজত্ব প্রতিপাদন করা হইল, সেই সমস্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণে কৈবর্ত্ত জাতিরও দ্বিজত্ব

* শব্দকল্পদ্রুম ৪র্থ কাণ্ড ২৯১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। শাস্ত্রানুসারে ক্ষত্রিযের বিধিমত বৈশ্য কন্যাতে কৈবর্ত্তের উৎপত্তি। "অনুলোমাস্থ মাতৃবর্ণাঃ।" অনুলোম সন্তান মাতৃবর্ণই প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং অম্বষ্ঠ ও কৈবর্ত্ত উভযেই বৈশ্য।

"বৈশ্যস্তু কৃতসংস্কারঃ কৃত্বাদার পরিগ্রহং।
বার্ত্তাযাং নিত্যযুক্তঃস্যাৎ পশুনাঞ্চৈব রক্ষণে॥

মনুঃ

বৈশ্য উপনীত ধারী হইয়া, দার পরিগ্রহ করিয়া বাণিজ্য ও কৃষিকর্ম্মে নিত্য নিযুক্ত থাকিবে ও পশু পালন করিবে।

কিন্তু হিন্দুসমাজের কি অবিচার। কোন কোন পণ্ডিত কাযস্থ জাতির উপবীত ধারণ ও বর্ম্মন উপাধি ব্যবহারের ব্যবস্থা দেন। কেহ বলেন, "কাযস্থঃ ক্ষত্রিয়ো বর্ণো ন চ শূদ্রঃ কদাচন।"

কেহ কেহ সুবর্ণ বণিক বৈশ্য বলিয়া ব্যবস্থা দেন।

কোন কোন পণ্ডিত,

"ব্রাহ্মণীষু চ জাতা নামশৌচং ব্রহ্মবৎ স্মৃতং।
জননে মরণে চৈব দশরাত্রং প্রকীর্ত্তিতং॥"

এই শাস্ত্রীয় বচন উল্লেখ করিয়া যুগী জাতির উপবীত ধারণের ব্যবস্থা দেন কিন্তু শাস্ত্রের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, মাহিষ্য কৈবর্ত্ত জাতি দ্বিজধর্ম্মী ও যজ্ঞোপবীত ধারণের অধিকারী একথা অম্লান বদনে অস্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহারা ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণের বচন উদ্ধৃত করিয়া বলেন।

ক্ষত্র বীর্য্যেন বৈশ্যায়াং কৈবর্ত্তঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
কলৌ তীবর সংসর্গাদ্ধীবর পতিতো ভুবি॥

ক্ষত্রিয়ের ঔরশে বৈশ্য কন্যার কৈবর্ত্তের উৎপত্তি বটে, পুরাকালে তাহারা দ্বিজ ধর্ম্মীও ছিল কিন্তু কলিতে ধীবর সংসর্গে অর্থাৎ মৎস্য ব্যবসায় করিয়া পতিত হইয়াছে। কিন্তু উক্ত বচনে সমস্ত কৈবর্ত্ত জাতির পাতিত্য কোন মতেই প্রমাণিত হয় না। তদুপমা যথা।

মনু বলিয়াছেন—

শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণা দর্শনেন চ ॥

ক্রিয়ালোপ ও ব্রাহ্মণের অদর্শন হেতু ক্ষত্রিয় জাতি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু সমস্ত ক্ষত্রিয় জাতি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে এ বচনের অর্থ তাহা নয়। মনু ক্ষত্রিয় জাতির কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিস্তারিত প্রসঙ্গ লিখিয়াছেন। মনুর বহু শতাব্দী পরে পুরাণ ও সংহিতাদি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। তাহাতে ক্ষত্রিয় জাতির কি কি কর্ত্তব্য, কি কি অকর্ত্তব্য বিস্তারিত বর্ণিত আছে। সমস্ত ক্ষত্রিয় জাতি বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইলে শাস্ত্রকারগণ তাহাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করা অনাবশ্যক জ্ঞান করিতেন। দ্বিতীয়তঃ, মনুর বহু শতাব্দী পরে কলিকালে রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে বহুসংখ্যক ক্ষত্রিয় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাদের ক্ষত্রবৎ ব্যবহারই ছিল। কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধে অসংখ্য ক্ষত্রিয় নিহত হয়; তাহাদের ব্যবহারও ক্ষত্রবৎ ছিল। "রাজস্থানে" ক্ষত্রিয়ের বীরত্বের বিষয় পাঠ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। বর্ত্তমানকালে অনেক ক্ষত্রিয় বিদ্যমান আছেন, তাঁহাদের ব্যবহার ক্ষত্রিয়বৎ।

সুতরাং "ক্ষত্রিয় জাতি নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে" কিম্বা "শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে" একথা নিতান্ত অলীক।

বৈদ্য জাতি সম্বন্ধেও একজন বৈদ্য বিরুদ্ধি প্রধান পণ্ডিত লিখিয়াছেন—

"শনৈঃ শনৈঃ ক্রিয়ালোপাদথ তা বৈদ্যজাতয়ঃ।
কলৌ শূদ্রত্বমাপন্না যথা ক্ষত্রা যথা বিশঃ।"

পুনঃ পুনঃ ক্রিয়া লোপ হেতু ক্ষত্রিও বৈশ্যের ন্যায় বৈদ্য জাতিও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

বঙ্গীয় বৈদ্যদের অনেকের ব্যবহার শূদ্রবৎ, তাঁহারা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন বলা যাইতে পারে, কিন্তু বাঢ়ী ও পঞ্চকোটীর বৈদ্যদের ব্যবহারবৈশ্যবৎ। অতএব সমস্ত বৈদ্য জাতি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে একথা অগ্রাহ্য। তদ্রূপ সমস্ত মাহিষ্য কৈবর্ত্ত জাতি তীবর সংসর্গে কলিকালে পতিত হইয়াছে একথা অপ্রামান্য ও অগ্রাহ্য। কোন কোন পুরাণে "কলৌ" শব্দ আছে বটে, কিন্তু কোন কোন পুরাণে "কলৌ" শব্দের পরিবর্ত্তে "তেষাং" শব্দের উল্লেখ আছে।

"তেষাং তীবর সংসর্গাৎ ধীবর পতিতো ভুবি।"

অর্থাৎ তাহাদের কতক লোক তীবর সংসর্গে পতিত হইয়াছে। অতএব পণ্ডিত মথুরানাথ তর্করত্ন, এ পদের এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন যথা—

"এই কৈবর্ত্ত জাতির কতকাংশ তীবর সংসর্গে পতিত হইয়া, তাহারা ধীবর নামে বিখ্যাত হইয়াছে।"

পণ্ডিত মথুরানাথ তর্করত্ন প্রণীত ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণ ব্রহ্ম-

খণ্ড ১০ম অধ্যায় ১১১ শ্লোক। পণ্ডিত মহেশচন্দ্র বিদ্যাবত্নও "জাতিমালা নামক গ্রন্থে এই শ্লোকার্দ্ধের এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন যথা—

"তাব কেহ তীবব সঙ্গেতে সঙ্গ করি।
কলিতে পতিত হইল মৎস্য আদি ধবি॥"

১০।২০ জনের পাতিত্যে সমস্ত জাতিব পাতিত্য প্রতিপন্ন হয না। অনেক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ বর্ণ ব্রাহ্মণ হইয়া গিযাছেন। তজ্জন্য সমস্ত শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ পতিত হইয়াছেন বলা যাইতে পাবে না।

অনেকে বলিযা থাকেন "কৈবর্ত্ত অস্পর্শনীয় জাতি ছিল, বল্লাল সেন তাহাদেব জল প্রচলিত করিয়াছিলেন। তদ্বিবরণ পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা নিতান্ত অলীক। মহারাজা বল্লালসেন হিন্দু রাজা ছিলেন। হিন্দু ব্যবস্থানুসাবে রাজ্য শাসন করিতেন। তিনি যে ধর্ম্ম শাস্ত্রকে পদতলস্থ কবিয়া একটী অস্পর্শনীয জাতিকে সমাজে আচবণীয় করিয়া যাই-বেন ও যদি সুবর্ণ বণিক (সোণাব বেনে) দ্বিজ বর্ণ বৈশ্য হইত তাহা হইলে তাহাদিগকে স্বর্ণ চোব বলিযা পতিত কবিযা যাইবেন, ইহা কখনও সম্ভবপব নহে। সোণাব বেনে চিবকালই অস্পর্শ জাতি, কিন্তু কৈবর্ত্ত চিব প্রচলিত স্পর্শার্হ জাতি, ইহা শাস্ত্র সঙ্গত তাহার সন্দেহ নাই।

বল্লাল সেন একজন শাস্ত্রজ্ঞ ও সুপণ্ডিত ছিলেন। তদ্রচিত "দান সাগর" ইহাব জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ। তিনি সুপণ্ডিত ও শাস্ত্রজ্ঞ হইয়া, এ প্রকাব অশাস্ত্রীয় কাজ করিবেন ইহা নিতান্ত অসম্ভব।

তাঁহারা বলিয়া থাকেন, বল্লাল সার্ব্ব ভৌম রাজা ও দেশের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা ছিলেন, সুতরাং একটী অস্পর্শণীয় জাতিকে আচরণীয় করিয়া লইলে, কে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারিত। আমরা বলি প্রতিদ্বন্দী হইবার লোক অনেক ছিল। তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণ সেনই ইহার প্রমাণ। বল্লাল চণ্ডালিনীকে গ্রহণ করিলে "পতিত পিতরং ত্যজেৎ" এই শাস্ত্রীয় প্রমাণ দর্শাইয়া চণ্ডালিনীগামী পিতাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তদবধি অদ্য পর্য্যন্ত বল্লাল ও তাঁহার পক্ষীয় বৈদ্যগণ পতিতাবস্থাতে রহিয়াছেন। লক্ষ্মণ সেনের পক্ষাবলম্বী বৈদ্যগণ তাঁহাদিগকে এযাবৎকাল সমাজে গ্রহণ করেন নাই।

বল্লালের যদি অস্পর্শণীয় কোন জাতিকে স্পর্শণীয় করিবার ক্ষমতা থাকিত তাহা হইলে স্বয়ং পতিত হইতেন না। *"Nemo dat quod nonhabet,"* যে ব্যক্তির যাহা নাই,সে তাহা অন্যকে দান করিতে পারে না।

কেহ কেহ বলেন, "আদিশুর ধীবরের গলায় পৈতা দিয়া তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ শ্রেণী ভুক্ত করিতে পারিয়াছিলেন, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়, ব্রাহ্মণ সমাজে গোয়ালার জল প্রচলিত করিতে পারিয়াছিলেন। মহা পরাক্রান্ত রাজাধিরাজ বল্লালের কৈবর্ত্ত জাতির জল প্রচলন করা অসম্ভব ব্যাপার ছিল না।" ইতিহাসাদি আলোচনা করিলে প্রতীতি জন্মে, আদিশুরের সময়ে সপ্তশতীগণ ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। আদিশুর, মৃত্যুর কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে যাজ্ঞিক পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশজ ৫৯ জন সন্তানের প্রত্যেককে এক এক খানা গ্রাম দান করিয়া গ্রামের নামানুসারে তাঁহাদিগকে

গাঁই আখ্যা দান করেন। এইরূপে তঁহাদের মধ্যে ৫৯ গাঁই হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা তাঁহারা সপ্তশতীগণ হইতে একেবারে পৃথক ছিলেন। পরে বল্লাল সেন উনষাইট গাঁইকে কুলীন, শ্রোত্রিয়, গৌণ এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন, তাঁহার সময়ে ও সপ্তশতী পৃথক জাতিই ছিল। ইদানীং তাঁহারা সপ্তশতী ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত হইয়াছেন এবং অনেকে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ রূপেও পরিগণিত হইতেছেন। হবে না কেন? যদি সুবর্ণ বণিক বৈশ্য হইতে পারেন, এবং কায়স্থ ক্ষত্রিয় হইতে পারেন, তবে সপ্তশতী শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ হবেন সে তো আশ্চর্য্য কথা নয়।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় গোপ জাতির জল প্রচলিত করিয়াছিলেন এটী ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা। কিন্তু গোপ জাতির জল প্রচলিত ছিল না, একথা বলা অদূরদর্শিতা মাত্র। বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র আবহমান কালাবধি গোয়ালার জল প্রচলিত। মধ্য যোগে কতকগুলি জাত্যভিমানি ব্রাহ্মণ তাহাদের জল স্পর্শ করিতে অসম্মত হন, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র দেশীয় ব্যবহার ও শাস্ত্রদ্বারা প্রতিপন্ন করেন যে, গোয়ালার জল স্পর্শনীয়। অতএব ব্রাহ্মণ সমাজে পুনরায় তাহাদের জল প্রচলিত হয়। বিস্তীর্ণ বঙ্গদেশের অনেক স্থানে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নামও কেহ জ্ঞাত নয়, সেই সেই স্থানেও গোয়ালার জল প্রচলিত। সমস্ত বঙ্গদেশে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জন্মের পূর্ব্বে, কে তাহাদের জল প্রচলিত করিয়াছিল? যাহা হউক বল্লাল সেনের কোন অস্পর্শনীয় জাতির জল প্রচলিত করিবার ক্ষমতা ছিল কি না সেটী আলোচনার বিষয় নয়। কৈবর্ত্ত জাতি কোনকালে

অস্পর্শনীয় ছিল কি না,৫ এবং বল্লাল সেন তাহাদের জল প্রচলিত করিয়াছিলেন কি না এ বিষয় আলোচনা করিলে, পূর্ব্বোক্ত গল্পটী অলীক ও মিথ্যা প্রতিপন্ন হয়।

বৈদ্য রাজাদের রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থের সৌভাগ্যের সীমা ছিল না। কেহ কেহ কুলপুরোহিত, কেহ কেহ স্বজাতি, কেহ কেহ কার্য্য কুশল ও পদানত ভৃত্য। সুতরাং বৈদ্য রাজগণ তাহাদের প্রতি সর্ব্বদা সদয় ছিলেন। সেন রাজগণ দত্ত দেবোত্তর, ব্রহ্মত্তর ও নিষ্কর ভূমি আজ সহস্র বৎসর পরেও উচ্চৈঃস্বরে তদ্বিষয় সাক্ষ্য দান করিতেছে। কিন্তু কৈবর্ত্ত জাতি সেন রাজগণ দ্বারা নিগ্রহ ব্যতীত অনুগ্রহ ভোগ করিতে পারিয়াছেন এমত একটী প্রমানও প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তথাপি অকৃতজ্ঞ লোকেরা সেন রাজগণেরউপর অযথা দোষারোপ করিয়া থাকেন। রাজা রাজনারায়ণ তাঁহার গ্রন্থের একস্থানে লিখিয়াছেন,"কায়স্থগণ,গৌড রাজ্যে আগমনের পূর্ব্বে যজ্ঞোপবীতধারী ছিলেন, সেটী বল্লালের সহ্য হয় নাই এ জন্যে তিনি নিয়ম করেন যে কায়স্থগণ যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিবে, একমাস অশৌচ গ্রহণ করিবে, এবং মহাশয় ও ঠাকুর উপাধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নামান্তে দাস শব্দ ব্যবহার করিবে। তিনি বলপূর্ব্বক এই নিয়ম প্রচলিত করিতে ইচ্ছা করিলে, কোন কোন কায়স্থ অগত্যা সেই নিয়মের বশীভূত হইয়া উপবীত ত্যাগ করেন, কিন্তু যাজ্ঞিক পঞ্চ কায়স্থের বংশজ কেহই তাহা স্বীকার করেন না। পরে দ্বিতীয় লক্ষ্মণ সেন রাজ্য প্রাপ্ত হইলে বলপূর্ব্বক তাহা দিগকে সেই নিয়মের অধিন করিয়াছিলেন।" ইত্যাদি।

কায়স্থের কথা শুনিতে শুনিতে সুবর্ণবণিকও দাঁড়াইয়া বলেন, "আমরাও উপবীত ধারী, বেদাধ্যয়নকারী বৈশ্য ছিলাম, ব্রাহ্মণেরা স্বর্ণধেনুর স্বর্ণ চুরী করেন, কিন্তু বল্লাল অযথা আমাদিগকে স্বর্ণচোর বলিয়া পৈতা কাড়িয়া লইয়া পতিত করিয়া গিয়াছেন।" বল্লাল সেন এ প্রকার নীচ কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবেন, কিম্বা করিলেও কায়স্থ ও সুবর্ণ বণিকগণ অবাধে সেই নিয়মের অধিন হইয়া ছিলেন ইহা নিতান্ত অসম্ভব। এ প্রকার গুরুতর একটী ঘটনা হইলে অবশ্য কোন গ্রন্থে ইহার উল্লেখ থাকিত। সেন রাজগণ কায়স্থাদির মান মর্য্যাদা ও গৌরব বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছিলেন, ইহার অখণ্ডনীয় প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে।

সেন রাজগণের বঙ্গদেশে আগমন করিবার পূর্ব্বে মাহিষ্য জাতিই এদেশের প্রধান অধিবাসী ছিল। সেনরাজগণ বাহুবলে তাহাদের উপর প্রভুত্ব লাভ করেন। জয়ী পরাজিত জাতিকে ঘৃণা করিয়া থাকে। প্রমাণ আর্য্য জাতি ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী দিগকে ঘৃণা করিত। রোমিয়েরা পরাজিত জাতিগণকে অত্যন্ত ঘৃণা করিত। ইংরেজেরা সভ্য জাতি, তাঁহাদের ধর্ম্ম (খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম) অতি পবিত্র, তবু পরাজিত ভারতবাসী দিগকে অবজ্ঞা করিয়া থাকেন।

কৈবর্ত্ত জাতি সেনরাজগণের প্রীতি ভাজন হইতে পারে নাই। তাহারা অস্পর্শনীয় জাতি হইলে বল্লাল সেন তাহাদিগকে স্পর্শনীয় করিতেন, একথা নিতান্ত অসম্ভব। কৈবর্ত্ত আবহমান কালাবধি স্পর্শনীয় জাতি। তাঁহাদের জল বল্লালের আদিপিতা আদিশূরের জন্মের পূর্ব্ব হইতে সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল ও অদ্যাপি আছে।

বল্লাল সেন যদি কোন অস্পর্শনীয় জাতির জল প্রচলিত করিয়া থাকেন, তবে সে কায়স্থ জাতি হইবে। কারণ ব্যাস সংহিতার প্রথম অধ্যায়ে স্পষ্টরূপে লিখিত আছে যে "কায়স্থ জাতি অন্ত্যজ।" পূর্ব্বে তাহারা অস্পর্শনীয় ছিল। প্রমান তাহাদের অপেক্ষা জন্মত শ্রেষ্ট নিষাদ (ধীবর) জাতি অদ্যাপি অস্পর্শনীয়। আরও বিবেচনা করা উচিত যে, যে উপকথাটী লোকমুখে শ্রুত হওয়া যায়, তাহাতে "দীর্ঘ ও দ্রুতগামী নৌকার" উল্লেখ আছে। লাঙ্গলের উল্লেখ নাই। কৃষি কৈবর্ত্ত বা দাস জাতি আবহমান কালাবধি কৃষিজীবী। কৃষি তাহাদের একমাত্র উপজীবিকা, কিন্তু কায়স্থজাতি সর্ব্বকর্ম্মোপ-জীবী। ত্রিপুরা ও শ্রীহট্টের অনেক কায়স্থ ডুলি বাহক ও পাল্কী বেহারা। বিক্রমপুরের অনেক কায়স্থ নৌ-কর্ম্মজীবী, তাহাদের উপাধি মাঝি। বর্ত্তমান কালেও রামপাল রাজধানীর চতুস্পার্শ্বে অনেক মাঝি বাস করে, তাহারা কায়স্থ ও অদ্যাপি নৌ-কর্ম্মজীবী, যখন বর্ত্তমান কালেও রামপালে মাঝির বাহুল্য দেখা যায়, তখন নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে, যে বল্লাল সেন নৌ-কর্ম্মজীবী কায়স্থ জাতির জল প্রচলিত করিয়া ছিলেন। এই কায়স্থ মাঝিরাই দ্রুতগামী নৌকা যোগে, লক্ষ্মণ সেনকে রামপাল রাজধানীতে আনয়ন করিয়াছিল। কিন্তু যদি সে কায়স্থ জাতি না হয়, যদি বল্লাল কোন অস্পর্শনীয় জাতিরই জল প্রচলিত করিয়া থাকেন, এবং ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থগণ মুখব্যাদান করিয়া নির্ব্বিরোধে অস্পর্শনীয় জাতির জল পান করিয়া স্বীয় স্বীয় নামে চিরস্থায়ী কলঙ্ক রাখিয়া থাকেন, তবে সে কৃষি কৈবর্ত্ত নয়; তাঁহারা বাজার ধামাধরা হইয়া ধীবরের জল পান করিয়া থাকিবেন।

বঙ্গদেশে কৈবর্ত্ত নামে খ্যাত তিন জাতীয় লোক আছে।

প্রথম।

"ক্ষত্রবীর্য্যেণ বৈশ্যায়াং কৈবর্ত্তঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।"

ইহাঁরা কৃষি কৈবর্ত্ত, স্পর্শনীয় ও দ্বিজধর্ম্মী।

দ্বিতীয়।

নিষাদো মার্গবং সূতে দাশং নৌকর্ম্মজীবিনং।

কৈবর্ত্তমিতি যং প্রাহুরার্য্যাবর্ত্তনিবাসিনঃ॥

কল্লুকভট্টের টীকা। ব্রাহ্মণেন শূদ্রায়াং জাতো নিষাদঃ প্রাগুক্তঃ প্রকৃতায়ামায়োগব্যাং মার্গবং দাশাপর নামানং নৌব্যবহার জীবিনং জনয়তি। যমার্য্যাবর্ত্ত দেশ বাসিনঃ কৈবর্ত্ত শব্দেন কীর্ত্তয়ন্তী।

এই কৈবর্ত্ত জাতি ধীবর নামে খ্যাত ও মৎস্যজীবী ও পতিত।

তৃতীয়।

"সদ্যঃ ক্ষত্রিয বীর্য্যেণ রাজপুতস্য যোষিতঃ।
বভুব তীবরশ্চৈব পতিতো জার দোষতঃ॥"

এই জারজ পতিত তীবর জাতি ও মৎস্য জীবী। তাহারা কৈবর্ত্ত বলিয়া আত্ম পরিচয় দান করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণাদি বাজার ভয়ে এই তীবর জাতির জল পান করিয়া থাকিবেন। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে যাঁহারা ত্রিপুরার রাজার অনুগ্রহ পাত্র হইবার আশাতে টিপ্‌রা জাতির জল পান করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা রাজাধিরাজ বল্লাল

সেনের অনুগ্রহ প্রাপ্ত হওয়াব আশায় ধীবরের জল পান কবিয়া থাকিবেন সেতো অসম্ভব কথা নয়।

তীবর জাতির প্রতি সেনবাজগণ সদয় ছিলেন। তাহার একটী প্রমাণ এই, আদিশূব বাজসূয় যজ্ঞের * অনুষ্ঠান করিয়া কণোজাধিপতি বীবসীংহেব নিকট বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ প্রার্থনা কবিয়া পাঠান। কিন্তু বঙ্গদেশ ম্লেচ্ছ দেশ, তথায় গমন কবিলে ব্রাহ্মণ পাতিত হইবে, এই ভযে বীবসীংহ তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য কবেন। ইহাতে আদিশূব বীবসীংহেব সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। এই যুদ্ধে বীরসীংহ জয়লাভ কবেন, † আদিশূব অনন্যোপায় হইযা "কেবল ছলনা মাত্র দুর্ব্বলেব বল" এই চলিত বাক্য বার্য্যে পবিণত কবিলেন।

---

*এই ঘটনার পরে আদিশূব পুত্রেষ্টি যজ্ঞ উপলক্ষে ৯৫৪ শকাব্দে পুনরায় বীবসীংহ হইতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন।

† কণোজ বা কান্যকুব্জ অতি প্রসিদ্ধ ও পবাক্রমশালী রাজ্য ছিল। কুশনাভ নামক একজন চন্দ্র ব শীয় রাজা এই বাজ্য স্থাপন কবেন। এই রাজার কন্যারা কুব্জা হইয়াছিল, অতএব সে দেশের নাম কন্যাকুব্জা রাখা গিয়াছিল। শেষে শব্দের অপভ্রংশে কান্যকুব্জ হইয়াছে। এই রাজ্য নেপাল হইতে আজমীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কণোজাধিপতির এক লক্ষ অশ্বারোহী সেনা দুই লক্ষ তীরন্দাজ ও তিন লক্ষ পদাতিক সেনা যুদ্ধার্থে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। এক সময়ে সমস্ত বঙ্গদেশ কণোজাধিপতির কর্ত্তৃত্বাধিনে ছিল। কাণ্যকুব্জের তুল্য ঐশ্বর্য্যশালী দেশ ভারতবর্ষের আর কুত্রাপি ছিল না। লিখিত আছে, রাজধানিতে ত্রিশ সহস্র তাম্বুল বিক্রেতার দোকান ছিল। এ প্রকার ঐশ্বর্য্যশালী ও পরাক্রান্ত রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়া আদিশূর পরাজিত হইয়াছিলেন, ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই।

তিনি সাতশত তীবরেব গলে যজ্ঞসূত্র দিয়া গো আবোহণে তাহাদিগকে যুদ্ধ কবিতে প্রেরণ করেন। বীবসীংহ ধার্ম্মিক হিন্দুরাজা ছিলেন, গো হত্যা এবং ব্রহ্ম হত্যার ভয়ে তাহাদের বিরুদ্ধে, অস্ত্রধারণ করিতে নিষেধ করিলেন এবং পবাজয় স্বীকাব কবিয়া আদিশূরের প্রার্থীত ব্রাহ্মণ পাঠাইতে স্বীকৃত হইলেন। এই সাত শত ধীবব "সপ্তশতী" নামে বিখ্যাত। ইদানীং ধন দেবেব প্রসাদে অনেক সপ্তশতী শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ শ্রেণীতে পরিগণিত হইযাছে। বল্লাল সেনের সময়ে যদি তীববগণ পুনবায় বাজাব প্রীয় কার্য্যসাধন কবিয়া প্রিযপাত্র হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদের জল প্রচলিত কবা, কতক সম্ভব জনক হইলেও হইতে পাবে।

অনেকে বলেন, কৈবর্ত্ত জাতি উপনযনাদি সংস্কাব হীন। অতএব তাহাবা একজ ও শূদ্র। মনু আপনিই এ প্রশ্নেব উত্তব দান কবিযা গিযাছেন যথা—

"শ্রুতং দেশঞ্চ জাতিঞ্চ কর্ম্ম শাবীব মে বচ।

বিতথেন ব্রুবন্ দর্পাদ্যাপ্যঃ স্যাদ্বিশতং দমং॥"

যদি কেহ স্বজাতীযের প্রতি অহঙ্কার কবিয়া বলে, যে তুমি কি শুন নাই, তুমি এতদ্দেশোদ্ভব নহ। তোমাব উপনযনাদি সংস্কার হয় নাই, তবে রাজা তাহাব দুইশত পণ দণ্ড করিবেন। কিন্তু উপবীতধারী হইলেই দ্বিজধর্ম্মী হয় না। উড়ে পাঁকী বেহারাদের কাহাবও কাহারও গলায় পৈতা দেখিতে পাওয়া যায়। ইদানীং ধোঁপীবাও পৈতাধারী হইয়াছেন। আবার কয়েক বৎসব পূর্ব্বে

সুবর্ণ বণিকেরাও পৈতা লইবার জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিয়া ছিলেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন, সুবর্ণবণিকেরা বৈশ্য নন। গভর্ণমেণ্ট মনোযোগী না হওয়াতে তাঁহাদিগকে পৈতা ধারণের বাসনায় জলাঞ্জলী দিতে হইল।

পণ্ডিত ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয়, সুবর্ণ বণিককে বৈশ্য প্রতিপন্ন করিতে বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু তদ্বিপরীতে পণ্ডিত প্রসন্নকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় এইরূপ লিখিয়াছেন, যথা।

"মৃত ভরতচন্দ্র শিরোমণি মহাশয় একটী মন্তব্য লিখিয়া বঙ্গদেশীয় সুবর্ণ বণিকদিগকে বৈশ্য বলিয়া পরিচিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তিনি মনু স্মৃতির যে শ্লোকে বণিক্ দেখিয়াছেন, সেই স্থানেই মন্তব্য লিখিয়া সুবর্ণ বণিককে বৈশ্য বলিয়া পরিচয় দিতে ক্রটি করেন নাই, যদি বণিক বলিলে সুবর্ণ বণিক, এবং সেই সুবর্ণ বণিক বৈশ্য এরূপ বোধগম্য হয় তবে কি জন্যে স্মার্ত্তেরা বৈদিক ক্রিয়াকালে "বণিকের মুখ দর্শনে কর্ম্ম পণ্ড হয়" এরূপ ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করিবেন। স্মৃতিতে যে নিকৃষ্ট শ্রেণীর বণিকের উল্লেখ আছে উহারাই বর্ত্তমান সুবর্ণ বণিক। নচেৎ যে বাণিজ্য ব্যবসায়ী বৈশ্য বেদাধ্যয়ন ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া দ্বিজ শব্দ বাচ্য, সেই ব্যবসায়ী বৈশ্য যে ব্রাহ্মণের বৈদিক ক্রিয়াকালে সুদূরে অবস্থিতি করিবে ইহা শাস্ত্রানুমোদিত হইতে পারে না। বণিক পঞ্চবিধ, তন্মধ্যে যাহারা "কাংস্য কারাচ্চ মাণিক্যাং সুবর্ণ জীবিকোঽভবেৎ" যাহারা মধ্যম বর্ণ সঙ্করও "স্বর্ণ

চৌর্য্যাদি দোষেণ পতিতো ব্রহ্ম শাপতঃ" এবং গোপ্ত তাহারাই বর্ত্তমান সুবর্ণ বণিক। ইহারা হিন্দু সমাজের তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভূত হইয়া নবশাকের অতি নীচে ও হাড়ি ডোম ও চণ্ডালাদির কিঞ্চিৎ উপরে এবং শুঁড়ি জেলে ও রজকের সমশ্রেণীতে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। দুঃখের বিষয় শিরোমণি মহাশয় স্বার্থান্ধ হইয়া অর্থ লোভে সমস্ত স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র ইত্যাদির বচন অগ্রাহ্য করিয়া সুবর্ণ বণিক দিগকে বৈশ্য বলিয়া পরিচিত করিবার চেষ্টায় নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। আমরা জানি শিরোমণি মহাশয় যদিও বৈশ্য বলিয়া লিখিয়াছেন তথাপি কোনও দিন কোনও সুবর্ণ বণিক গৃহে জল পান করেন নাই।"

সুবর্ণ বণিকের উৎপত্তি বিবরণ ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার লিখিত আছে। কোন গ্রন্থে আছে অম্বষ্ঠ পুরুষ ও বৈশ্যা স্ত্রী হইতে স্বর্ণকারের উৎপত্তি। পরশুরাম সংহিতায় লিখিত আছে যথা—

"সরাক্যাং স্থপতেশ্চাপি স্বর্ণকারস্য সম্ভবঃ।"

স্থপতি পুরুষ ও সরাক রমণীতে স্বর্ণকারের উৎপত্তি।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণানুসারে, বিশ্বকর্ম্মার ঔরসে, ঘৃতাচির গর্ভে চৌর্য্যক্রমে নব জাতির উৎপত্তি হইয়াছে যথা।

"মালাকার, কর্ম্মকংস শঙ্খকার কুবিন্দকান্।
কুম্ভকার সূত্রধার•স্বর্ণ চিত্রকরাং স্তথা॥"

ব্রহ্মখণ্ড ১০ম অধ্যায় ৯০ শ্লোক।

মালাকার, কর্ম্মকার, কংসকার, শঙ্খকার, কুবিন্দকার (তাঁতী), কুম্ভকার, সূত্রধার, স্বর্ণকার, এবং চিত্রকার এই নয় জাতি। ইহাদের মধ্যে,

"স্বর্ণকারঃ স্বর্ণ চৌর্য্যাৎ ব্রাহ্মণানাং দ্বিজোত্তম।
বভূব পতিতঃ সদ্যোঃ ব্রহ্মশাপেন কর্ম্মণা॥"
"স্বর্ণ চৌর্য্যাদি দোষেণ পতিতো ব্রহ্মশাপতঃ।"

সুতরাং সুবর্ণ বণিক চিরকালই পতিত কিন্তু শিরোমণি মহাশয় শাস্ত্রজ্ঞ সুপণ্ডিত হইলেও বিষম ভ্রমে পতিত হইয়া সুবর্ণ-বণিককে বৈশ্য লিখিয়াছেন। আর কয়েকজন পণ্ডিত তাঁহার মতে মত দিলে সুবর্ণ বণিকেরাও উপবীতধারী হইতে পারিতেন। সুতরাং উপবীত ধারণ দ্বারা দ্বিজত্ব প্রতিপন্ন হয় না। অনেক স্থানের বৈদ্যগণের যজ্ঞসূত্র নাস্তি। আবার কোন কোন স্থানে কৈবর্ত্তও উপবীত ধারী। তাঁহারা বৈশ্যের ন্যায় পঞ্চদশ দিবস অশৌচ গ্রহণ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, কৈবর্ত্তজাতি অযাজ্য।

"শ্রোত্রিয়ঃ পতিতো ভূত্বা অন্যেষাং ব্রাহ্মণোহ ভবৎ।"

শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ পতিত হইয়া অযাজ্য জাতির ব্রাহ্মণ হইয়াছে। সেই পতিত ব্রাহ্মণ কৈবর্ত্তের পুরোহিত। সুতরাং তাহারা অযাজ্য জাতি।

যাঁহারা এ প্রকার কথা বলেন, তাঁহারা মাত্র অজ্ঞতা ও অদূরদর্শিতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। কৈবর্ত্ত জাতি আবহমান কালাবধি বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ দ্বারা যাজিত হইয়া আসি-

তেছেন। দাসের ব্রাহ্মণগণ অন্য জাতির যাজন করিতেন না। এমন কি অম্বষ্ঠ জাতি সমগ্র বঙ্গদেশের উপর প্রভুত্ব লাভ করিলেও দাসের ব্রাহ্মণ অজানিত, অপবিজ্ঞাত বৈদ্য জাতির পৌরহিত্য করিতে অসম্মত হন। সুতরাং আদিশূরের সময় পর্য্যন্ত বৈদ্য ও কায়স্থ জাতি পুরোহিত বিহীন ছিলেন। আদিশূর অনন্যোপায় হইয়া কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণ স্বদেশে ফিরিয়া গেলে, অযাজ্য জাতির যাজন করিয়া পতিত হইয়াছেন এই বলিয়া তাঁহাদের আত্মীয়েরা তাঁহাদিগকে সমাজ চ্যুত করে।

তাঁহারা নিরুপায় হইয়া বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসিলেন। তদবধি তাঁহারা পুরুষানুক্রমে বঙ্গদেশে বাস করিতেছেন। ইহাঁরাই কুলীন শ্রোত্রিয়, গৌণ নামে খ্যাত। এই পতিত ব্রাহ্মণেরাই বৈদ্য ও কায়স্থের পুরোহিত। কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণেরা বহুকাল পর্য্যন্ত এই পতিত ব্রাহ্মণ দিগকে কন্যাদান করেন নাই। ইদানীং তাঁহারা জাতীয় গৌরব পরিত্যাগ করিয়া শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদিগকে কন্যাদান করিতেছেন। কোন বন্ধু বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া আমাকে জ্ঞাত করিয়াছেন যে, "বিগত দেড়শত বৎসরের মধ্যে, মাত্র পূর্ব্ব বঙ্গদেশে সহস্রাধিক দাসের ব্রাহ্মণ কন্যা শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের সহিত বিবাহ হইয়াছে।" কৈবর্ত্ত যাজ্য জাতি। তাঁহাদের পুরোহিত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ।

"জাতীনাং বিংশতীনাঞ্চ পুরোধা শ্রোত্রিয় স্মৃতঃ।"

পরশুরাম সংহিতা।

এই বিংশতী যাজ্য জাতির মধ্যে কৈবর্ত্ত ও এক যাজ্যজাতি।

বৈদ্যদিগের কৌলীন্য।

মহারাজ বল্লাল সেন ব্রাহ্মণাদির ন্যায় নবগুণ বিশিষ্ট বৈদ্য দিগকেও কুলীন উপাধি দান করিয়াছিলেন।

"আচারো বিনয় বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং।
নিষ্ঠা বৃত্তি স্তপো দানং নবধা কুল লক্ষণং॥"

কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, বৈদ্যেরাও ব্রাহ্মণাদির ন্যায় সেই কৌলীন্য প্রথা গুণ গত না রাখিয়া বংশ গত করিয়া লইয়াছেন।

বৈদ্য সমাজ সংরক্ষিণী সভার সহকারী সম্পাদক বাবু গুরু চরণ দাস গুপ্ত নিজ প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "কিন্তু ক্রমে কুল লক্ষ্মীর সমাদর হ্রাস হইয়া আসিতেছে, এক্ষণে গুণ মর্য্যাদায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রেরা কুলমর্য্যাদার স্থানাভিষিক্ত হইয়াছে। সুতরাং কুলীন ও অকুলীন একাসনে অধিষ্ঠান করিতেছেন।"

তিন বৎসর হইল গঙ্গা পৃথিবী হইতে অন্তর্ধান করিয়াছেন। "কুল-লক্ষ্মী" ও শীঘ্রই গঙ্গার অনুগমন করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই। কারণ এখন আর কুলের আদর নাই সর্ব্বত্র গুণের আদর।

যেমন কবি ভবভূতি বলিয়াছেন—

"গুণঃ পূজা স্থানং গুণিষু নচ লিঙ্গং নচ বয়ঃ।"

কুললক্ষ্মী বঙ্গদেশকে ছারখার করিয়াছেন। দেবী কুল লক্ষ্মীর বরপ্রভাবে কত কত অকাল কুষ্মণ্ডের ২০।৩০ বা ৪০টী স্ত্রীরত্ন লাভ হইয়াছে। তিনি শীঘ্র অন্তর্ধান করিলেই ভারতের মঙ্গল।

দ্বিজাতিগণের উপনয়ন-কাল ও বিধি।

উপনয়নের উপযুক্ত কাল।

মনু বলেন—

"গর্ভাষ্টমেঽব্দে কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণস্যোপ নায়নং।
গর্ভা দেকাদশে রাজ্ঞো গর্ভাত্তু দ্বাদশে বিশঃ॥"

গর্ভ হইতে অষ্টম বৎসরে ব্রাহ্মণের, একাদশ বর্ষে ক্ষত্রিয়ের এবং দ্বাদশ বৎসরে বৈশ্যের উপনয়ন দেওয়া কর্ত্তব্য।

উপনয়নের গৌণকাল।

"আষোড় শাদ্ব্রাহ্মণস্য সাবিত্রী নাতি বর্ত্ততে।
আদ্বাবিংশাৎ ক্ষত্র বন্ধোরাচতুর্ব্বিংশতের্ব্বিশঃ॥
অত ঊর্দ্ধং ত্রয়োপ্যেতে যথা কালম সংস্কৃতাঃ।
সাবিত্রী পতিতা ব্রাত্যা ভবন্ত্যার্য্য বিগর্হিতাঃ॥"

ব্রাহ্মণের ষোড়শ বৎসর, ক্ষত্রিয়ের দ্বাবিংশতি বর্ষ ও বৈশ্যের চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত গৌণ কাল। এই গৌণকাল মধ্যে যদি এই বর্ণত্রয়ের উপনয়ন না হয় তাহা হইলে গায়ত্রী ভ্রষ্ট হইয়া মান্যনীয় মহাত্মাদের নিকট নিন্দিতও ব্রাত্য (পতিত) * নামে অভিহিত হয়।

---

*কৈবর্ত্ত জাতি এবং বঙ্গীয় বৈদ্যগণ শত শত বৎসরাবধি যজ্ঞোপবীত বিহীন। মনুবচনানুসারে তাঁহারা পতিত ও শূদ্রতুল্য। আজকাল যোগীর অনুসরণে তাঁহারা পৈতা লইতে ব্যগ্র হইয়াছেন। 'এতকাল কি তাঁহারা নাকে তেল দিয়া ঘুমাচ্ছিলেন?"

উপনয়ন সংস্কার বিধি।

পূর্ব্ব দিবস সপুত্র পিতা মাতা হবিষ্যাশী থাকিয়া পরদিন আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সমাপন করত, পুত্র মস্তক মুণ্ডন ও ক্ষৌর কার্য্য সমাধা করিয়া, কষায় বস্ত্র পরিধান, দণ্ড ও ঝুলি গ্রহণ পূর্ব্বক, ক্রমান্বয়ে কুশ, শর, মৃগ চর্ম্ম ও কার্পাস সূত্রের উপবীত স্কন্ধে ধারণ করিবে। সর্ব্বাগ্রে মাতার নিকট ভিক্ষা লইবে। এবং ভিক্ষা লব্ধ তণ্ডুলে অন্ন প্রস্তুত করিয়া ভোজন ও কুশাসনে বা কম্বলে শয়ন করিয়া থাকিবে।

উপযুক্ত আচার্য্যের নিকট ত্রিপাদ গায়ত্রী শিক্ষা করিবে। শূদ্র ও সূর্য্যের মুখাবলোকন করিবে না। চতুর্থ দিবসে অতি প্রত্যূষে গঙ্গাদি নদীতে ঝুলি ও দণ্ড বিসর্জ্জন দিয়া স্নান পূজাদি নিত্য কর্ম্ম সমাপনান্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিবে।

"মেখলা মজিনং দণ্ডমুপবীতং কমণ্ডলুম্।
অপ্সু প্রাস্য বিনষ্টানি গৃহ্লীতান্যানি মন্ত্রবৎ॥"

দ্বিজের উপবীত ধারণ বিধি।

"কার্পাসমুপবীতং স্যাদ্বিপ্রস্যোর্দ্ধবৃতং ত্রিবৃৎ।
শণ সূত্র ময়ং রাজ্ঞো বৈশ্যস্যাবিক সৌত্রিকং॥

মনুঃ—

ব্রাহ্মণের কার্পাস সূত্র নির্ম্মিত ত্রিদণ্ডী উপবীত, ক্ষত্রিয়ের শণ সূত্র, বৈশ্যের মেষলোম নির্ম্মিত।

দণ্ড ধারণ বিধি।

"ব্রাহ্মণো বৈল্ব পালাশৌ ক্ষত্রিযো বাটখাদিরৌ।
পৈলবৌ ডুম্বরৌ বৈশ্যো দণ্ডানর্হন্তি ধর্ম্মতঃ॥"

মনুঃ—

বিল্ব ও পলাশ ব্রাহ্মণের, অশ্বত্থ ও খদির, ক্ষত্রিয়ের এবং পিলু অথবা যজ্ঞডুম্বর, বৈশ্যের দণ্ড।

পরিমাণ বিধি।

"কেশান্তিকো ব্রাহ্মণস্য দণ্ডঃ কার্য্যঃ প্রমাণতঃ।
ললাট সম্মিতো রাজ্ঞঃ স্যাত্তু নাসান্তিকো বিশঃ॥"

মনুঃ—

কেশ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের, ললাট পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়ের, এবং বৈশ্য নাসাগ্রভাগ পর্য্যন্ত পরিমাণ দণ্ড গ্রহণ করিবে।

ভিক্ষা বিধি।

"প্রদক্ষিণং পরীত্যাগ্নিং চরেদ্ভৈক্ষং যথাবিধি।"
অগ্নি প্রদক্ষিণানন্তর বিধানানুসারে ভিক্ষা করিবে।

মনুঃ—

"ভবৎ পূর্ব্বং চরেদ্ভৈক্ষমুপনীতো দ্বিজোত্তমঃ।
ভবন্মধ্যন্তু রাজন্যো বৈশ্যস্তু ভবদুত্তরং।"

মনুঃ—

ব্রাহ্মণ ভবতি ভিক্ষাং দেহি এই কথা বলিয়া ভিক্ষা করিবে। ক্ষত্রিয় ভবৎ শব্দ মধ্যে করিয়া; ভিক্ষাং ভবতি

দেহি বলিয়া ভিক্ষা করিবে। এবং বৈশ্য ভবৎ শব্দ শেষে প্রয়োগ করিয়া, অর্থাৎ ভিক্ষাং দেহি ভবতি বলিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করিবে।

গায়ত্রী।

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ
তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্যধীমহি
ধিয়োযোনঃপ্রচোদয়াৎ।

গায়ত্রীর অনুবাদ—আমরা সবিতৃদেবের সেই বরণীয় তেজ ধ্যান করি, যিনি আমাদিগের বুদ্ধি বৃত্তি প্রেরণ করেন।

স্কন্দ পুরাণে লিখিত আছে, যেমন কাশীর তুল্য নগর পৃথিবীতে নাই, তেমনি সমস্ত বেদের মধ্যে গায়ত্রীর তুল্য আর কিছুই নাই।

মনু বলেন—

গায়ত্রী হইতে উৎকৃষ্ট মন্ত্র আর কিছুই নাই। ব্রহ্মলাভের কারণ ওঁকার, ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই তিন মহা ব্যাহৃতি এবং ত্রিপদা গায়ত্রী বেদের নিদান বলিয়া জানিবে। হোম ও যাগ যজ্ঞাদি সমস্তই বিনষ্ট হয়, কেবল প্রণবই ব্রহ্মলাভের মূলীভূত কারণ। এজন্য প্রণব অক্ষয় ইহার বিনাশ নাই"

"গায়ন্তং ত্রায়তে যস্মাৎ গায়ত্রীত্বং ততঃ স্মৃতাঃ।"

মনু বলেন-

"যাগ, যজ্ঞাদি কর্ম্ম, হোম, বলি, নিত্য শ্রাদ্ধ, অতিথি সেবা প্রভৃতি প্রণব উচ্চারণরূপযজ্ঞের ষোড়শাংশের একাংশের তুল্যও নয়।"

গায়ত্রীর অনির্ব্বচনীয় গুণ সম্বন্ধে মনু বলেন, "যদি কোন দ্বিজ নির্জ্জন স্থানে, সহস্রবার গায়ত্রী জপ করেন, তাহা হইলে সর্প যেমন কঞ্চুক হইতে অর্থাৎ খোলস হইতে মুক্ত হয় তদ্রূপ তিনি একমাসে মহাপাপ হইতে মুক্ত হন। এবং যে ব্যক্তি আলস্য ত্যাগ করিয়া তিন বৎসর পর্য্যন্ত গায়ত্রী জপ করেন, তিনি বায়ুর ন্যায় যথা ইচ্ছা গমন করিতে পারেন এবং তিনি ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হয়েন। অতএব ব্রাহ্মণেরা যাগাদি অন্য কর্ম্ম করুক আর নাই করুক গায়ত্রী জপ করিলেই তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায় ও তিনি ব্রহ্মেতে লীন হন।"

গায়ত্রী এমনি পবিত্র বস্তু ও গোপনীয় ধন যে শূদ্রের নিকটে তাহা উচ্চারণ করিবার যো নাই, করিলে, উচ্চারণকারী ও শ্রোতা উভয়ে অসংবৃত নামক নরকে গমন করিবে।

এই অনির্ব্বচনীয় গুণযুক্ত গায়ত্রীর অর্থ সম্বন্ধে "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নং" অতএব অনেকে বলেন, ইহার অর্থ প্রজাপতি ব্রহ্মা ব্যতীত আর কেহই জ্ঞাত নহে।

আমরা, মাত্র একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের ব্যাখ্যা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

ঋগ্বেদের ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য গায়ত্রীর দুইটী ব্যাখ্যা করিয়াছেন, একটী সূর্য্য পক্ষে, অপরটী পরমেশ্বর পক্ষে, আমরা দুইটী ব্যাখ্যাই ঋগ্বেদ অনুবাদক বিদ্যারত্ন মহাশয়ের গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্যধীমহি।

ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ॥

যঃসবিতাদেবঃনোঽস্মাকং ধিয়ঃকর্ম্মাণিধর্ম্মাদিবিষয়াবাবুদ্ধীঃ প্রচোদয়াৎ প্রেরয়েৎ তত্তস্য সর্ব্বাস্মুশ্রুতিষু প্রসিদ্ধস্য দেবস্য দ্যোতমানস্যসবিতুঃসর্ব্বান্তর্যামিতয়াপ্রেবকস্যজগৎস্রষ্টুঃ পরমেশ্বরস্যআত্মভূতং বরেণ্যং সর্ব্বৈরুপাস্যতয়াজ্ঞেয়তয়াচসংভজনীয়ং ভর্গঃ অবিদ্যাতৎকার্য্যয়োর্ভর্জনাদ্ভর্গঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ পরব্রহ্মাত্মকংতেজঃ ধীমহি তদ্যোঽহং সোসৌযোসৌসোঽহমিতিবয়ংধ্যায়েন যদ্বা তদিতিভর্গোবিশেষণং সবিতুর্দেবস্যতত্তাদৃশংভর্গঃধীমহি কিংতদপেক্ষায়ামাহ—যইতিলিঙ্গব্যত্যয়ঃ যদ্ভর্গোধিয়ঃপ্রচোদয়াদিতি তদ্ধ্যায়েমেতিসমন্বয়ঃ যদ্বা যঃসবিতাসূর্যঃ ধিয়ঃকর্ম্মাণিপ্রচোদয়াৎ প্রেরয়তি তস্যসবিতুঃসর্ব্বস্যপ্রসবিতুর্দেবস্যদ্যোতমানস্যসূর্যস্যতৎসর্ব্বৈর্দৃশ্যমানতয়াপ্রসিদ্ধং বরেণ্যং সর্ব্বৈঃসংভজনীয়ংভর্গঃ পাপানাংতাপকংতেজোমণ্ডলংধীমহি ধ্যেয়তয়ামনসাধারয়েম যদ্বা ভর্গঃ শব্দেনান্নমভিধীযতে যঃসবিতাদেবোধিয়ঃপ্রচোদয়তি তস্যপ্রসাদাদ্ভর্গোন্নাদিলক্ষণংফলংধীমহি ধারয়ামঃ তস্যাধার ভূতাভবেমেত্যর্থঃ ভর্গশব্দস্যান্নপরত্বেধীশব্দস্যকর্ম্মপরত্বে চ আথর্ব্বণং — বেদাংচ্ছন্দাংসিসবিতুর্ব্বরেণ্যংভর্গোদেবস্যকবয়োন্নমাহঃকর্ম্মাণিধিয়স্তদুতেপ্রব্রবোমিপ্রচোদয়ন্‌সবিতাযাভিবেতীতি

গাযত্রীর প্রকৃত অর্থ।

হিন্দুধর্ম্মের ও হিন্দু শাস্ত্রের মূলে ত্রিত্ব শিক্ষা নিহিত রহিয়াছে। শাস্ত্রাদি আলোচনা করিলে, তিন সংখ্যার বাহুল্য প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। বাহুল্য ভয়ে ২।১টি উদাহরণ মাত্র উল্লেখ করা গেল।

হিন্দু জাতির প্রকৃত নাম আর্য্য জাতি। তাঁহারা দ্বিজ শব্দ বাচ্য।

"মাতুরগ্রে ধিজননং দ্বিতীয়ং মৌঞ্জিবন্ধনে।"

মাতা হইতে প্রথম জন্ম হয়, উপনয়নে দ্বিতীয় জন্ম হয়, অতএব দ্বিজ বলে।

দ্বিজগণ তিনবর্ণে বিভক্ত। "ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণাদ্বিজাতয়ঃ।" ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই বর্ণত্রয় দ্বিজাতি।

আর্য্যজাতি উপবীত ধারী। সেই উপবীত ত্রিগুণ সূত্র নির্ম্মিত ত্রিদণ্ডী।

'আর্য্যজাতির প্রধান শাস্ত্র বেদ। বেদ সংখ্যাতে তিন। "ত্রিবেদা" "ত্রয়োবেদা" কেহ কেহ চতুর্ব্বেদ বলেন বটে, কিন্তু সেটীভুল। প্রাচীন গ্রন্থাদিতে কুত্রাপি চতুর্ব্বেদের উল্লেখ নাই। ত্রিবেদই উল্লেখআছে। পুরাণাদি রচিত হওয়ার সময়ে, অথর্ব্ব নামক একজন ঋষি বেদ ত্রয়ের সার সংগ্রহ করিয়া, স্বীয় নামানুসারে অথর্ব্ব বেদ নাম রাখিয়াছিলেন। বাস্তবিক অথর্ব্ব একটী বেদ নহে। আসল বেদ তিনটী মাত্র।

লিখিত আছে, ব্রহ্মা প্রথমে ভূলোক, ভুব-লোক ও স্বর্গ-লোক এই লোকত্রয় সৃষ্টি করিলেন। এই লোকত্রয় হইতে অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্য উৎপন্ন করিলেন। পরে অগ্নি হইতে ঋগ্বেদ, বায়ু হইতে যজুর্ব্বেদ ও সূর্য্য হইতে সাম বেদ উৎপন্ন করিলেন।

এই বেদের সার গায়ত্রী। বিশেষ পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীতি জন্মিবে যে গায়ত্রী ঈশ্বরীয় ত্রিত্ব জ্ঞাপক।

Trinity in Unity and Unity in Trinity অর্থাৎ ঈশ্বরত্বের একত্বে ত্রিত্ব ও ত্রিত্বে একত্ব গায়ত্রীর সার মর্ম্ম।

প্রথমতঃ ওঁ শব্দের অর্থ বিবেচনা করা যাউক। ওঁ, অকার, উকার, মকার, তিন বর্ণের সমষ্টি।

রাজা রাধাকান্ত দেব ওঁ শব্দের ব্যাখ্যাতে, অকার, উকার ও মকার, বর্ণ ত্রয়ের অর্থ এইরূপ লিখিয়াছেন।

অকার।

পঞ্চদেব ময়ং বর্ণং শক্তি ত্রয় সমন্বিতং
নির্গুনং ত্রিগুণোপেতং স্বয়ং কৈবল্য মূর্ত্তিমান।
বিন্দু তত্ত্ব ময়ং বর্ণং স্বয়ং প্রকৃতি রূপিনী।

শব্দ কল্পদ্রুম ১ম কাণ্ড ১ম পৃষ্ঠা।

উকার।

উকারং পরমেশানিং অধঃ কুণ্ডলিনী স্বয়ং।
পীত চম্পক সঙ্কাশং পঞ্চদেব ময়ং সদা॥
পঞ্চ প্রাণ ময়ং দেবিচতুর্ব্বর্গ প্রদায়কং।

শব্দ কল্পদ্রুম ১ম কাণ্ড ৩১ পৃষ্ঠা।

মকার। ম্।

মকারং শৃনুচার্ব্বঙ্গি স্বয়ং পরম কুণ্ডলী।
তরুণাদিত্য সঙ্কাশং চতুর্ব্বর্গ প্রদায়কং।
পঞ্চদেব ময়ং বর্ণং পঞ্চ প্রাণ ময়ং সদা।

শব্দ কল্পদ্রুম ৪র্থ কাণ্ড ৩০৯ পৃষ্ঠা।

রাম কমল বিদ্যালঙ্কার মহাশয় ওঁ শব্দের অর্থ এইরূপ লিখিয়াছেন যথা—

"অ, উ, ম্, অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই ত্রিবর্ণাত্মক বীজ। পরমেষ্ঠি আত্মসংযম করিলে পর, তাঁহার হৃদয়াকাশ হইতে শব্দ উৎপন্ন হইয়া ছিল। তাহার পর ত্রিমাত্রা বিশিষ্ট ওঁকার উৎপন্ন হইল। ইহার উৎপত্তি গূঢ়। ইহা হৃদয়ে স্বতঃ প্রকাশমান, এবং পরমাত্মা ব্রহ্মের বোধক। ইহা নিজের আশ্রয় ও সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বাচক। ইহা সর্ব্ব মন্ত্র ও ও উপনিষৎ স্বরূপ। ইহাই বেদের সনাতন বীজ। ইহার অকারাদি তিন বর্ণ হইয়া ছিল। তত্তাবতের দ্বারা গুণ, সত্ব, রজঃ, তমঃ, নাম, ঋক, যজুঃ, সাম অর্থ ভূঃ ভুবঃ ও স্বঃ এবং বৃত্তি (জাগ্রৎ, সুষুপ্ত ও স্বপ্ন) এই সমস্ত ত্রিসংখ্যা সংযুক্ত পদার্থ ধৃত হইয়া থাকে। ব্রহ্মা এই সকল হইতে অন্তঃস্থ, উষ্ম, স্বর, স্পর্শ, হ্রস্ব, ও দীর্ঘাদিরূপ অক্ষর সমষ্টি সৃজন করিলেন। ওঁকারের "তার" এই নাম হইবার তাৎপর্য্য এই যে ইহা জপ করিবা মাত্র জীব অনায়াসে ভব সাগর পার হয়।"

প্রকৃতির দ অভিধান ৩৮৬ পৃষ্ঠা ওম শব্দ ব্যাখ্যা দেখ।

ও শব্দের পৌরাণিক অর্থ।

"অকারো বিষ্ণুরুদ্দিষ্ট উকারস্তু মহেশ্বরঃ।
মকারেণোচ্যতে ব্রহ্মা প্রণবেন ত্রয়োমতাঃ॥

অকার, উকার মকার, এ তিন অক্ষরে ওঁ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে তদ্দারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরকে বুঝায়।

মনু বলেন।—

"অকারঞ্চা'প্যুকারঞ্চ মকারঞ্চ প্রজাপতিঃ।
বেদত্রয়ান্নিরদুহৎ ভুর্ভুবঃ স্বারিতী তিচ ॥"

ব্রহ্মা ঋক, যজু, সাম, এই বেদত্রয় হইতে ওঙ্কারের আকৃতি বিশিষ্ট অকার, উকার, মকার, ও ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই তিন ব্যাহৃতি ক্রমে উদ্ধার করিয়াছেন।

পুনশ্চ।

"ওঙ্কারপূর্ব্বিকাস্তিস্রো মহাব্যাহৃতয়োঽব্যয়াঃ।
ত্রিপদা চৈব সাবিত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণো মুখং ॥"

ব্রহ্ম লাভের কারণ ওঙ্কার ও ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই তিন মহা ব্যাহৃতি এবং ত্রিপদা গায়ত্রী বেদের নিদান বলিয়া জানিবে।

গায়ত্রী তদিত্যাদি অবশিষ্টাংশও ত্রিত্ব জ্ঞাপক।

মনু বলেন।—

"ত্রিভ্যএব তু বেদেভ্যঃ পাদং পাদমদূদুহৎ।
তদিত্যৃচোঽস্যাঃ সাবিত্র্যাঃ পরমেষ্ঠী প্রজাপতিঃ।"

সর্ব্বজন পূজনীয় ব্রহ্মা ঋক, যজু সাম, এই বেদত্রয় হইতে গায়ত্রীর তদিত্যাদি অবশিষ্টাংশ অর্থাৎ

তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্যধীমহি
ধিয়োযো নঃ প্রচোদয়াৎ।

এক এক পাদ করিয়া ক্রমে তিন পাদ উদ্ধার করিয়াছেন। গায়ত্রীর ওঁ ও উপনিষদের একমেবা দ্বিতীয়ং এক সঙ্গে আলো-

চনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, তিনে এক ও একে তিন, হিন্দু শাস্ত্রের সার। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যগণ আবহমান কালাবধি গায়ত্রী জপ করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু তাহার অর্থ জ্ঞাত নহেন। তাঁহারা গায়ত্রী জপ করিয়া ভর্গোদেবের ধ্যান করিলেন, মনে করিয়া থাকেন। গায়ত্রী বচক একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন তিনি ও মহা পণ্ডিত বেদব্যাস জড় পদার্থ সূর্য্যকে সবিতা দেব, কিম্বা পরমেশ্বর জ্ঞান করিবেন ইহা নিতান্ত অসম্ভব। বিদ্যালঙ্কার মহাশয় স্বরূপ কথাই বলিয়াছেন যথা "ওঁ শব্দের বুৎপত্তি গূঢ়" কিন্তু "লোভ বশতঃ তাঁহারা (ভারতীয় দ্বিজগণ) অজ্ঞানতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।" ভৃগু বচনম্।

অষ্ট্রেলিয়ার আদিম নিবাসীগণ, স্বর্ণ বহুমূল্যপদার্থ ইহা জ্ঞাত ছিল না। স্বর্ণ খণ্ডকে উপলখণ্ড মাত্র বোধ করিয়া তাহারা তাহা পদদ্বারা দলিত করিত। তদ্রূপ ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যগণ গায়ত্রীর প্রকৃত অর্থ জ্ঞাত নহেন। তাঁহারা অর্থ না জানিয়া পুরুষানুক্রমে যে গায়ত্রী জপ করিয়া আসিতেছেন আমি তাহার প্রকৃত অর্থ তাঁহাদের নিকট প্রকাশ করিতেছি। যথা—

"There is but one living and true God, everlasting, without body, parts, or passions, of infinite power, wisdom, and goodness, the Maker, and Preserver of all things both visible and invisible And in unity of this Godhead there be three Persons, of one substance, power and eternity; the Father, the Son, and the Holy Ghost."—Articel I.

একমাত্র জীবন্মধি ও সত্য ঈশ্বর আছেন, তিনি নিত্যস্থারী অশরীরী, অখণ্ড, ও নির্ব্বিকার। তিনি সৎ এবং অসীম শক্তি ও জ্ঞান সম্পন্ন, এবং দৃশ্যাদৃশ্য সমস্ত বস্তুর স্রষ্টা ও নিয়ন্তা। এবং এই ঈশ্বরত্বের একত্বে, সমসত্ব, সমনিত্য ও সম শক্তি বিশিষ্ট তিন ব্যক্তি বর্ত্তমান আছেন, যথা পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা।

লর্ড বিশপ ব্রাউন রচিত ৩৯ প্রকরণের ১ম প্রকরণ।

বৈদ্যদের প্রবর।

"প্রবরা পঞ্চ সেনানাং ধন্বন্তরি কুলোদ্ভবাঃ।
বিনির্দ্দিষ্টা যথা তেচ ধন্বন্তরি পরাশরৌ॥
নৈয়ধ্রুবশ্চাঙ্গিব সো বার্হস্পত্য ইতি ক্রমাৎ।
শক্তি গোত্রে ত্রয়ঃ শক্তি পরাশর বশিষ্টকাঃ॥
প্রবরাঃ পঞ্চ দাসানাং মৌর্ক্ব চ্যবন ভার্গবাঃ।
জামদগ্ন্য শ্চাপ্নু বানঃ প্রোক্তা মৌদ্ গল্য গোত্রজাঃ॥
গুপ্তানাং ত্রয় এবৈতে কাশ্য পোহপ্যপ্সারকঃ।
নৈয়ধ্রবোঽষ্মী প্রবরাঃ কাশ্যপান্তর সম্ভবাঃ॥
দত্তে ত্রয়ঃ কৌশিকানাং শাণ্ডিল্যাসিত দেবলাঃ।
কৃষ্ণাত্রেয়ৌ বশিষ্টশ্চ আত্রেয় শ্চেতি তে ত্রয়ঃ॥
আত্রেয় গোত্র জাতানাং দেবানঞ্চ তথা ত্রয়ঃ।
আত্রেয় আঙ্গিব সকো বার্হস্পত্য ইতি ক্রমাৎ॥
করে ভরদ্বাজ গোত্রে ত্রয়োঽমী প্রবরাঃ স্মৃতাঃ॥
ভরদ্বাজো ভার্গবশ্চ চ্যবনশ্চ ক্রমাদমী।
রাজ বংশে বাৎস গোত্রে কথিতাঃ প্রবরাস্ত্রয়ঃ॥

তথা কৌশিক গোত্রস্য ব্রোমস্য প্রবরাস্ত্রয়॥
সেনাদি নামযুক্তা যে আদ্য গোত্রাদি সম্ভবাঃ।
প্রবরা স্তেহপি বিজ্ঞেয়া স্তত্তৎ কুলভুবাং মুখাৎ॥"

বৈদ্যজাতির আদি পুরুষ ধন্বন্তরি ত্রিভুবন বিখ্যাত ভিষক ছিলেন। যথা—

"অম্বষ্ঠে মমৃতা চার্য্যঃ খ্যাতোহ ভূর্ভুবনত্রয়ে।
সিদ্ধ বিদ্যাহ্বয়াং কন্যাং সবৈদ্যস্য তুমানসীম্।
উপযেমে মহৌজাশ্চ চিকিৎসক তয়া শ্রুতঃ।
অথ তস্য বরেণৈব খ্যাতা বৈদ্যা মহৌজসঃ॥
সেনো দাসশ্চ গুপ্তশ্চ দত্তো দেবঃ করো ধরঃ।
রাজ সোমশ্চ নন্দিশ্চ কুণ্ডশ্চন্দ্রশ্চ রক্ষিতঃ।
সন্তানা বহব শ্চৈষাং বভূবুশ্চ চিকিৎসকঃ॥"

কুল পঞ্জিকা।

অম্বষ্ঠে অমৃতাচার্য্য ত্রিভুবন বিখ্যাত ছিলেন। সেই মহা পুরুষ স্বর্গ বৈদ্য অশ্বিনী কুমারের মানসী কন্যা সিদ্ধ বিদ্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। তিনি চিকিৎসক বলিয়া বিশ্রুত ছিলেন। তাঁহার বরপ্রভাবে সেন, দাস, গুপ্ত, দত্ত, দেব, কর, ধর, রাজ, সোম, নন্দি, কুণ্ড, চন্দ্র ও রক্ষিত সন্তানগণ সুচিকিৎসক ও বৈদ্য নামে খ্যাত হইয়া ছিলেন।

সিদ্ধ বিদ্যা হইতে ধন্বন্তরির তিন পুত্র জন্মে, যথা সেন, দাস ও গুপ্ত। এই তিন হইতে দ্বাদশ বংশের উৎপত্তি হয়। তৎপর শাখা প্রশাখায় পঞ্চাশ কুল হইয়াছে। তাঁহাদের

অনেকের স্বজাতীয়া স্ত্রী ব্যতীত অসবর্ণীয়া পত্নী ছিল। সেই অসবর্ণীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানগণ যে যে কুলে উৎপন্ন হইয়াছেন সেই সেই কুলের পদবী ও গোত্র ভাগী হইয়াছেন। অতএব বৈদ্যদের মধ্যে দেব, দত্ত, কর, ধর, বাজ, সোম, নন্দি, চন্দ্র, কুণ্ড প্রভৃতি উপাধি দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, পূর্ব্বকালে অসবর্ণে বিবাহ সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল, এবং অদ্যাপিও প্রচলিত আছে, আর তাহা শাস্ত্র সঙ্গত বটে। মনু সংহিতায় ও অন্যান্য সংহিতাদিতে ইহার অখণ্ডনীয় প্রমান প্রাপ্ত হওয়া যায়।

অনেক প্রসিদ্ধ ঋষি অসবর্ণে বিবাহ করিয়াছিলেন। বৈদ্যদের অসবর্ণে বিবাহ প্রযুক্ত বংশ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গোত্র সংখ্যাও বৃদ্ধি হয় সুতরাং এক বিংশতি পৃথক কুল উৎপন্ন হয়। ইদানীং পঞ্চাশৎ বংশ ও পঞ্চাশৎ গোত্র হইয়াছে।

"অষ্টাবিংশদমী গোত্রাঃ সর্ব্বেষাং ভিষাজামপি।
প্রত্যেকাস্ত বিলিখ্যন্তে সেনদাসা বিতিক্রমাৎ॥
ধন্বন্তরিশ্চ শক্তিশ্চ তথা বৈশ্যানবাদ্যকৌ।
মৌদ্গল্য কৌশিকৌ কৃষ্ণত্রেয়াঙ্গির সোহপি চ॥
অষ্টৌ গোত্রানি সেনানাং দাসানাস্তদনন্তরং।
মৌদ্গল্যাখ্যো ভরদ্বাজঃ সালঙ্কায়ন এব চ॥
শাণ্ডিল্যশ্চ বশিষ্ঠশ্চ বাৎস্যশ্চ বড়মীমতাঃ।
গুপ্তানাং ত্রীনি গোত্রানি কাশ্যপো গৌতমস্তথা॥
সাবর্ণিয় দত্তানাং চত্তানঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥
কৌশিকঃ কাশ্যপশ্চৈব শাণ্ডিল্যশ্চাপি তৎপরঃ।

মৌদ্গল্য ইতি বিজ্ঞেয়াশ্চত্বারো দেবসম্ভবাঃ॥
আত্রেয় কৃষ্ণাত্রেয়ৌ চ শাণ্ডিল্যশ্চাল মালিকা।
ধরস্য কাস্যপং প্রোক্তং ভরদ্বাজশ্চ কুণ্ডজঃ॥

সেনের চারি পুত্র। ইহাঁরা পৃথক পৃথক মুনির শিষ্যত্ব স্বীকার করাতে ভিন্ন ভিন্ন গোত্র ভাগি হইলেন। যথা ধন্বন্তরি গোত্র, বৈশ্যানর গোত্র, শক্তি গোত্র, ও আদ্য গোত্র।

সেন পুত্রদের অধস্তন বংশজাত সন্তানেরা বিভিন্ন দেশে বাস ও অন্যান্য মুনির শিষ্যত্ব স্বীকার করাতে আরও পাঁচটি গোত্র বৃদ্ধি হইল। যথা চ্যবন, মৌদ্গল্য, কৌশিক, কৃষ্ণাত্রেয় ও অঙ্গিরা সর্ব্ব শুদ্ধ সেনের আট গোত্র।

দাসের তিন গোত্র। মৌদ্গল্য, সালঙ্কায়ন ও ভরদ্বাজ। দাস সন্তানেরাও সেন সন্তানদের ন্যায় বিভিন্ন দেশে বাস ও ভিন্ন মুনির আশ্রয় গ্রহণ করা হেতু আরও তিন গোত্র প্রাপ্ত হইলেন।

যথা শাণ্ডিল্য, বশিষ্ঠ, বাৎস্য। সর্ব্বশুদ্ধ দাসের ছয় গোত্র।

গুপ্তের তিন গোত্র। কাশ্যপ, গৌতম, সাবর্ণি। দত্তের সাত গোত্র। দেবের চারি। ধরের চারি। কর সাত শাখায় বিভক্ত। রাজের তিন গোত্র। আদ্য, মধু ও চ্যবন। রক্ষিতের ভরদ্বাজ গোত্র। কোন কোন স্থানে জামদগ্ন্য গোত্র আছে। ইন্দ্রের কাশ্যপ গোত্র। আদিত্যের দুই, কাশ্যপ ও কৌশিক। সোমের সাণ্ডিল্য গোত্র। নন্দীর ঘৃত কৌশিক গোত্র। কুণ্ডের কাশ্যপ গোত্র।

* বৈদ্যদের পদবী।

"সেনো দাসশ্চ গুপ্তশ্চ দত্তো দেবঃ করো ধরঃ।
রাজ সোমশ্চ নন্দিশ্চ কুণ্ডশ্চন্দ্রশ্চ রক্ষিতঃ॥
বাঢ়ে বঙ্গে বরেন্দ্রে চ বৈদ্যা এতে ত্রয়োদশ।

কিন্তু ইহাদের সাধারণ উপাধি গুপ্ত। যেমন কুল পঞ্জিকাতে লিখিত আছে।

"বরাহ নগরের গুপ্ত হইল পংক্তি পায়।
সেন দাস আদি সবে গুপ্ত বলা যায়॥"

সেন বংশ ও গুপ্ত বংশ অনেক শাখায় বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাস করিতেছেন। যেমন কুলপঞ্জিকাদি গ্রন্থে লিখিত আছে যথা।

"ঊনবিংশতিধা সেনা অষ্টাবিংশতিধা পুনঃ।"
"একঃ বিনায়কঃ সেনো ভেদেন নবধা ভবৎ।"
"একো পুনঃ গয়ীসোনা ভেদেনৈব চতুর্ব্বিধঃ।"
ইত্যাদি

"গুপ্তাশ্চ ষট্‌বিধা, ভেদে স্ত্রয়োদশ বিধা পুনঃ।"
"একঃ পুন কাযুগুপ্তো ভেদেনাষ্টবিধঃ ভবৎ।"

দাস বংশ বহুধা ও বহু শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। যথা

"পঞ্চদশ বিধা দাসা, স্তেংমী বিংশতিধা পুনঃ।
একঃ পুনশ্চায়ুদাসো ভেদেন দ্বিবিধো ভবৎ।
পন্থদাস পুমস্তেকো ভেদেন পঞ্চধা ভবৎ॥
বালিনাচী ভবশ্চৈকোহপরো মণ্ডলজানিকঃ।

মৌড়েশ্বর ভব পালি গ্রামজঃ পাজশ্লৌরজঃ॥
একঃ পুরশ্চায়ু দাসো বঙ্গভূমি প্রতিষ্ঠিতঃ।
কোগ্রামীন ইতি খ্যাতো দাসো মৌদ্‌গল্য গোত্রজঃ॥

বঙ্গজ বৈদ্যদের মধ্যেও অনেক দাস আছেন যথা বিষ্ণু দাস, অববিন্দ দাস, কার্ণদাস, নবদাস, নিমদাস, শঙ্খ দাস নরসীংহ দাস, ভবদাস, ইত্যাদি।

ধন্বন্তবি-সূত দাস বংশে প্রসিদ্ধ চাউদাস জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি দশ দাসেব আদি পিতা বলিয়া বিশ্রুত। কেহ কেহ বলেন তিনি দ্বাদশ দাসেব আদি পিতা।

চাউ দাসের বংশ দুই প্রধান শাখাতে বিভক্ত হইয়া যায। তাঁহাব প্রথম স্ত্রীব গর্ভজাত পুত্র ভরত মল্লিক। ভবত মল্লিকেব পুত্র নবদাস। নবদাসেব পুত্র সঙ্কেত দাস। সঙ্কেত দাসেব পুত্র উদয়ন দাস। উদয়ন দাসেব দুই পুত্র গোপাল দাস ও বিশ্বম্ভব দাস। ভবত মল্লিকেব বংশ ক্রমে বিস্তৃত হইবা পড়ে।

ভরত মল্লিক একজন প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। রাঢী বৈদ্যদের মধ্যে ভবত মল্লিকেব বংশধব অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।

চাউ দাসেব দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভজাত চাবি পুত্র। চণ্ডীবর দাস, গণপতি দাস ও দুর্জ্জয় দাস ও বাণ দাস। দুর্জ্জয় নীচ কুলে অর্থাৎ চক্রপাণি দত্ত নামক ব্যক্তির কন্যাকে বিবাহ কবাতে তাঁহার পিতা ও ভ্রাতৃত্রয় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। ইহাতে দুর্জ্জয় স্বীয় কুল মর্য্যাদা রক্ষা করণাশয়ে যোগ সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে বাক্ সিদ্ধ হইলে তাঁহার প্রতি

প্রত্যাদেশ হইল "তুমি প্রথমে যে বাক্য উচ্চারণ করিবে, তাহা সিদ্ধ হইবে।" অতএব তিনি পূর্ব্ব আক্রোশে আপন সহোদর গণের প্রতি ক্রোধভাবে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন।

"চণ্ডীবর কুল শ্রেষ্ঠ, দুর্জ্জয় কুল ভূষণ।
গণে বাণে কুলং নাস্তি, নাস্তি কুলং ধলগুকে॥"

এইরূপে তিনি আপন কুল মর্য্যাদা বৃদ্ধি ও গণ ও বাণের কুল খর্ব্ব করিলেন। ধলগুক বৈদ্যদেব কুলং নাস্তি বটে কিন্তু অনেক বৈদ্য সমাজে গণ দাস ও বাণ দাস কুলীন। দুর্জ্জয় বাঁক্ সিদ্ধা হইয়াছিলেন, নিম্ন লিখিত বচন তাহা অপ্রামাণ্য করিয়াছে।

"উত্তমৌ সেনদাসৌ চ গুপ্তদত্তৌ তথৈবচ।
দেবঃ করশ্চ মধ্যস্থো রাজসোমৌ কুলাধমৌ॥"

পুনশ্চ।

"সেনে রোধ মহাকুলং দাসে চায়ুচ তৎ সমং।
গুপ্তে লুপ্ত কুলং মন্যে তৎপরস্তু পকুলং বিদুঃ॥"

কুল পঞ্জিকা।

চাউ দাসের চারি পুত্রই মহাকুল।

রাঢ়ী ও পঞ্চকোটী বৈদ্যগণ এসম্বন্ধে এইরূপ বলিয়া থাকেন।

"দুই মালঞ্চ মহাকুল চারি চায়ু তাহার তুল।
বর্দ্ধমানগরী গুপ্ত তাঁদের সমান।
মধ্যম কুলের ভাগে, সনাতন লিখি আগে।
আর অষ্ট পশ্চাৎ ব্যাখ্যান॥

থানা ববা, মঙ্গল কোট, এতিন সমান যুট্
আর পঞ্চ তাহাতে বিধান।
তেউ সাগব জড়, সমভাবে বেতড়,
পানি নালা কহেত সমান॥
ধলগুিযে, নর হট্টিযে, এরা নহে বাটীযে,
ইহাঁদের দক্ষিণ দেশে বাস।
বচু দাস মণ্ডলিয়ে, বালি নাচি পালি গেঁয়ে,
এই চারি কনিষ্ঠ সমান॥
মৌড়েশ্বরি, রাই গেঁয়ে, আব যত সরাইয়ে,
ইহারা মৌলিক শ্রেষ্ঠ।
কুলহীন যত আব, দেব, দত্ত, কর, ধব।
তাঁহারা মৌলিক কষ্ট॥"

আমার পূর্ব্ব পুরুযগণ চাউদাস বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের অভ্রান্ত বংশাবলী লিখিতে অক্ষম হইলাম।

সেন বাজ গণের অভ্যুদয়ের পব আমার পূর্ব্ব পুরুষ রাঢ দেশ হইতে * আসিয়া (অনুমান কার্য্যোপলক্ষে) রামপাল বাজ ধানীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। লক্ষ্মণ সেন তাঁহাব স্বজাতীয় বৈদ্য দিগকে উৎপীড়ন করিয়া ছিলেন ইহা কাহাবও অবিদিত নাই। কোন কোন অদূরদর্শী বৈষ্ণব বলিয়াছিলেন "লক্ষ্মণ সেন ধার্ম্মিক বৈষ্ণব ছিলেন, অতএব মদ্য মাংস ভোজী শৈব বৈদ্য দিগকে এই রাক্ষস-প্রবৃত্তির জন্য পীড়ন করিয়াছিলেন।"

* কেহ কেহ বলেন হালি সহর হইতে।

এই কথা সম্পূর্ণ অমূলক ও কল্পিত। সত্য বটে, লক্ষ্মণসেন পৈতৃক শৈব ধর্ম্ম পবিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহাব সভাসদ্ জয়দেব এক জন প্রধান বৈষ্ণব ছিলেন এবং "গীত গোবিন্দ নামক" উৎকৃষ্ট বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রন্থ বচনা কবিয়াছিলেন। সুতরাং লক্ষ্মণ সেনেব সময়ে বৈষ্ণব ধর্ম্মেব একটুকু গৌবব হয়। কিন্তু লক্ষ্মণ সেনের স্বজাতীয় বৈদ্য দিগকে উৎপীড়ন কবিবাব অন্য কাবণ ছিল। তাহা এইঃ—

মহাবাজ বল্লাল সেন পদ্মিনী নাম্নী একটী চণ্ডালবংশীয়া স্ত্রীকে গ্রহণ কবিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে পিতা পুত্রে বিরোধ উপস্থিত হয় ও তাঁহাদেব স্বজাতীয় বৈদ্যগণ দুইদলে বিভক্ত হইয়া এক দল মহাবাজেব ও অপব দল রাজপুত্র লক্ষ্মণ সেনেব পক্ষাবলম্বন কবেন। জাত্যভিমানী লক্ষ্মণ সেন ও তাঁহার পক্ষীয় বৈদ্যগণ বলিতে লাগিলেন, যে চণ্ডালিনী স্পর্শে মহারাজ পতিত হইয়াছেন। বল্লাল সেন,

"অন্ত্যাদপি পরং ধর্ম্মং স্ত্রীবত্নং দুস্কুলাদপি"

নিকৃষ্ট কুল হইতেও স্ত্রীবত্ন গ্রহণ কবিবে; এই মনু বচন উল্লেখ কবিয়া স্বীয় নির্দ্দোষিতা প্রতিপাদন কবিলেন, তাঁহাব পক্ষীয় বৈদ্যেরাও

"তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা।"

বলিয়া মহারাজেব পক্ষ সমর্থন কবিতে লাগিলেন। কিন্তু এক গুঁইয়া লক্ষ্মণ এই শাস্ত্রীয় বচনের প্রতি কর্ণপাতও করিলেন না। তাঁহাব পক্ষীয় বৈদ্যগণ ও দেখিলেন, বল্লাল

বৃদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে শীঘ্রই দুর্দ্দান্ত লক্ষ্মণ সেনের হাতে পড়িতে হইবে। অতএব লক্ষ্মণের ধামা ধরা হইয়া, শাস্ত্র বিরুদ্ধে তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন।

এই অভাবনীয় ঘটনা উপলক্ষে পিতা পুত্রে পৃথক হইয়া গেলেন। লক্ষ্মণ সেন ও তাঁহার পক্ষীয় বৈদ্যগণ রাঢ়দেশে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। মহারাজ বল্লাল রামপাল রাজধানীতে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তদবধি অদ্য পর্য্যন্ত রাঢ়দেশীয় বৈদ্য ও বঙ্গ দেশীয় বৈদ্যদের মধ্যে বিবাহাদি হয় না।

বল্লাল সেনের মৃত্যু হইলে পর, লক্ষ্মণ সেন পিতৃ-সিংহাসনারূঢ় হইয়াই, পূর্ব্ব আক্রোশে তাঁহার পিতার পক্ষীয় বৈদ্য দিগকে ধরিয়া চণ্ডাল স্পর্শে জাতিচ্যুত হইয়াছে বলিয়া তাঁহাদের যজ্ঞ-সূত্র ছিন্ন করিয়া দিতে লাগিলেন। তাহাতে অনেক বৈদ্য শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন এবং সেই সকলস্থানে শূদ্রবৎ বাস করিতে লাগিলেন। অতএব ময়মনসিংহ, সুবর্ণ গ্রাম, ও বরিশাল প্রভৃতি স্থানে অদ্যাপি অনেক বৈদ্যের যজ্ঞসূত্র নাই * এবং শ্রীহট্ট প্রভৃতি স্থানে শূদ্রে বৈদ্যে বিবাহাদি হইয়া থাকে।

---

* বঙ্গীয় বৈদ্যদের মধ্যে, যাঁহাদের পৈতে ইংরেজী বিদ্যা পড়ে নাই, তাঁহারা সন্ধ্যাকালে বাটিস্থ বালক দিগকে একত্র করিয়া প্রশ্নোত্তর ক্রমে পূর্ব্বপুরুষদের নামাবলী ও কুল গোত্রাদি কণ্ঠস্থ করাইয়া থাকেন। তন্মধ্যে একটী প্রশ্ন এই "তুমি যদি বৈদ্য তবে তোমার পৈতা নাই কেন?"

উত্তর।

"এক দিন বল্লাল সভাতে উপস্থিত।

আমার পূর্ব্ব পুরুষগণ বল্লাল সেনের পক্ষাবলম্বী ছিলেন। অতএব লক্ষ্মণ সেনদ্বারা বিড়ম্বিত ও যজ্ঞসূত্র বিবর্জ্জিত হইয়া গোবিন্দপুরে পলায়ন ও তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

কয়েক শত বৎসর পরে রাজা রাজবল্লভের উৎপত্তি হয়। এই মহাত্মা বারাণসী, কাণ্যকুব্জ, মিথিলা প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক বিখ্যাত পণ্ডিত আনয়ন করিয়া লক্ষ্মণ সেন-দ্বারা বিড়ম্বিত কতকগুলি বৈদ্যের উপনয়ন করাইয়া ছিলেন। কিন্তু আমার পূর্ব্ব পুরুষ শ্যামাচরণ লস্করী পূর্ব্ব বর্ণিত দেওয়ান রূপরাম মোয়াল্লীমের সহোদরা জাহ্নবীকে বিবাহ করাতে যজ্ঞোপবীত ধারণের অধিকারী হইতে পারিলেন না। পদ্মি-নীর জন্যে রাঢ় দেশীয় বৈদ্যদের সহিত তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ-দের দলভেদ এবং জাহ্নবীর জন্যে বঙ্গদেশীয় বৈদ্যদের সহিত তাঁহার ভাবী বংশের চির বিবাদ চলিয়া আসিতে লাগিল।

হেন কালে দুই দ্বিজ আসে উপনীত।
ব্রাহ্মণ জ্ঞানেতে যদি প্রণাম করিল
গলে ছিল যজ্ঞ সূত্র ছিড়িয়া পড়িল॥

কেহ কেহ বলেন "ছিড়িয়া ফেলিল" অর্থাৎ ব্রাহ্মণে প্রণাম করাতে লজ্জিত ও অপমানিত হইয়া বল্লাল সেন স্বয়ং গলদেশ হইতে যজ্ঞসূত্র ছিন্ন করিয়া ফেলিল। এবং তখনই এই আদেশ প্রচার করাইলেন যে আমার স্বজাতীয় বৈদ্যগণ আর যজ্ঞসূত্র ধারণ করিতে পারিবে না।

এটী কল্পিত গল্প মাত্র। প্রকৃত কথা পদ্মিনীর গোল যোগ। যাহা হউক, যাঁহারা পৈতা লইতে ব্যগ্র, বল্লাল সেনের সদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণ করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য।

সংসারেরগতি চিরকালই এইরূপ। দুর্জ্জয় দাস চক্রপাণি দত্তের কন্যাকে বিবাহ করাতে তাঁহার পিতা ও ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তবে দুর্জ্জয়ের যোগসাধনের জোর ছিল। তাই "দুর্জ্জয়ঃ কুল ভূষণং" শ্যামাচরণের তপস্যার জোর ছিল না, সুতরাং "গণে, বাণে কুলং নাস্তি" এটী বল্লালের কি শ্যামাচরণের দোষ নয়, কিন্তু হিন্দু সমাজের অপার মহিমা ও অনন্ত কীর্ত্তি, তাহা নরের বুঝিবার যো নাই।

• এক সময়ে নবগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তি দিগকে কুলীন বলিয়া স্বীকার করিতেন। এক সময়ে সেই কৌলীন্য প্রথা গুণগত না রাখিয়া পৈতৃক বৈভবের ন্যায় বংশগত করিয়া লইলেন।

এক সময়ে অস্পর্শনীয় চণ্ডালিনীগামীকে ধুইয়া ধাইয়া শুদ্ধ করিয়া জাতে উঠাইয়া লইলেন। আমাদের সময়ে খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী, সুরেন্দ্রনাথ বরাটকে শুদ্ধ করিয়া জাতিতে উঠাইয়া লইলেন। পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীমধুসূদন শর্ম্মণাং ও শ্রীব্রজনাথ শর্ম্মণাং ও শ্রীহর মোহন শর্ম্মণাং ও শ্রীভুবন মোহন শর্ম্মণাং "তাদৃশ জলাভিষিক্তস্য বালকস্য পাতিত্যা মব্যবহার্য্যতা চ ন ভবিতু মর্হতীতি বিদুষাং পরামর্শঃ" বলিয়া ব্যবস্থা দিলেন।

• ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রাহ্ম, খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী, ও বিলাত যাত্রী দিগকে এবং বাল্য বিবাহের বিপক্ষ ও বিধবা বিবাহের পক্ষাবলম্বী মহাত্মাদিগকে সমাজচ্যুত করিতেন, কিন্তু ওদিকে পতিতপাবন কায়স্থ সম্প্রদায় সংগঠন করিয়া, নাপীত, ধোবা, দাঁড়ি, মাঝি, তেলী, তাম্‌লী,

ভাণ্ডারি, নফর, ধীবর প্রভৃতিকে আচরণীয় করিয়া তুলিয়া হিন্দু সমাজের সেই ক্ষতি পূরণ করিয়া লইতেছেন। কায়স্থ জাতি পতিতপাবন বটে। কারণ যত অস্পর্শনীয় জাতি এদেশে চাকুরি করে, তাহারা সকলেই কায়েত। কত তাঁতী কায়েত হইয়া গেলেন। ত্রিপুরায় (সাত গাইয়া) ডুলী ও পাল্কী বাহকেরা কায়েত। তাহারা আপনাদিগকে "খাইস্ত" বলে। তাহাদের জল প্রচলিত। বিক্রম পুরের দাড়িরা "কায়েস্থ" বরদা খাতের "গান্ধবেরা" কায়স্থ। শ্রীহট্টের "গুলামেরা খাইস্ত" কায়স্থ প্রধান দেশে কায়স্থের ভাণ্ডারি, বৈদ্য প্রধান দেশে বৈদ্যদের নফর, সকলেই কায়স্থ। যেমন "গোত্র হারালে কাশ্যপ গোত্র তেমনি জাত হারালেই কায়েত।"

আমাদের সময়ে রাজা রাজ নারায়ণ ও চন্দ্র শেখর বসু মহাশয়ের প্রভাবে কোন কোন কায়স্থ গলায় পইতা বাঁধিয়া ব্রাহ্মণ উপাধি ধারী হইয়াছিলেন, আর কয়েক জন পণ্ডিত যদি অভয়াচরণ তর্কালঙ্কার মহাশয়ের পন্থাবলম্বন করিতেন তাহা হইলে হিন্দুসমাজ একটী অভিনব কীর্ত্তি স্তম্ভ স্থাপন করিতে পারিতেন ও আমরা অনেক তাঁতী, ভাণ্ডারী ও ধোবার গলায় যজ্ঞসূত্র দেখিতে পাইতাম। হিন্দু সমাজের "বজ্র আটনি ফিস্ক ফস্কা গিব:"

পণ্ডিতবর অভয়াচরণ তর্কালঙ্কার মহাশয় বলিয়াছেন—

"কায়স্থঃ ক্ষত্রিয়ো বর্ণো ন চ শূদ্রঃ কদাচন।"

কায়স্থ জাতি ক্ষত্রিয়, কখনও শূদ্র নয়। এখন নিরপেক্ষ ভাবে শাস্ত্র সঙ্গত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া দেখা যাউক, কায়স্থ জাতি ক্ষত্রিয় কি না। প্রথমতঃ কায়স্থ জাতির উৎপত্তির বিষয় বিবেচনা করা যাউক।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় কায়স্থ উৎপত্তি বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে যথা—

"বৈশ্যাশূদ্র্যোস্তু রাজন্যাৎ মাহিষ্যোগ্রৌ তথা সুতৌ।
বৈশ্যাত্তু করণঃ শূদ্র্যাং বিন্নাস্বেষ বিধি স্মৃতঃ।

ক্ষত্রিয়ের বিবাহিত বৈশ্যাতে মাহিষ্য, বিবাহিত শূদ্রাতে উগ্র, ও বৈশ্যের বিবাহিতা শূদ্রাতে করণ জাতি জন্মিয়াছে। এই করণ জাতির নামান্তর কায়স্থ। পণ্ডিতেরা বলেন—

"কায়স্থঃ করণো জ্ঞেয়ঃ শূদ্রা গর্ত্ত সমুদ্ভবঃ।
করণ জাতিকে কায়স্থ জানিবে। তাহারা শূদ্রা গর্ভ সম্ভূত।

রাজা রাধাকান্ত দেব এবং অন্যান্য লেখক ও পণ্ডিতগণ করণ জাতি কায়স্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"অনুলোমাস্থ মাতৃবর্ণাঃ"

সুতরাং কায়স্থগণ শূদ্র, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

"ন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়য়োরাপদ্যপি হি তিষ্ঠতোঃ।
কস্মিংশ্চিদপি বৃত্তান্তে শূদ্রা ভার্য্যোপদিশ্যতে॥
হীনজাতিস্ত্রিয়ং মোহাদুদ্বহন্তো দ্বিজাতয়ঃ।
কুলান্যেব নয়ন্ত্যাশু সসন্তানানি শূদ্রতাং॥
শূদ্রাবেদী পতত্যত্রেরুতথ্যতনয়স্য চ।
শৌনকস্য সুতোৎপত্ত্যা তদপত্যতয়া ভৃগোঃ॥
শূদ্রাং শয়নমারোপ্য ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিং।
জনয়িত্বা সুতং তস্যাং ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে॥

দৈবপিত্র্যাতিথেয়ানি তৎপ্রধানানি যস্য তু।
নাশ্নন্তি পিতৃদেবাস্তন্ন চ স্বর্গং স গচ্ছতি॥
বৃষলীফেনপীতস্য নিঃশ্বাসোপহতস্য চ।
তস্যাঞ্চৈব প্রসূতস্য নিষ্কৃতির্ন বিধীয়তে॥"
মনুসংহিতা ৩য় অধ্যায়।

গৃহী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় আপৎকালেও শূদ্রা ভার্য্যা গ্রহণ করিতে পারেন, এমত কোন বিধি ইতিহাসে নাই।

দ্বিজগণ, মোহ‍ পরবশ হইয়া যদি হীন জাতীয়া স্ত্রী বিবাহ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের সেই স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রাদি সহিত আপন বংশ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।

অত্রি ও গৌতমের মতে শূদ্রা স্ত্রী বিবাহ মাত্রেই ব্রাহ্মণাদি পতিত হন; শৌনক বলেন, শূদ্রা বিবাহ করিয়া তদ্গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিলেই পতিত হয়; ভৃগু বলেন শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তানের সন্তান হইলেই পতিত হয়।

ব্রাহ্মণ শূদ্রার শয্যাশায়ী হইলেই অধোগতি প্রাপ্ত হয় এবং তদ্গর্ভে সন্তানোৎপাদন করিলে ব্রাহ্মণ্য হীন হইয়া যায়।

যে ব্রাহ্মণের দৈব, পিতৃ ও আতিথ্যাদি কার্য্য শূদ্রা স্ত্রীর দ্বারা সম্পাদিত হয়, তৎপ্রদত্ত সেই হব্য কব্য দেবতা ও পিতৃগণ গ্রহণ করেন না, এবং তাদৃশ আতিথ্য দ্বারা গৃহী স্বর্গ লাভ করিতেও সক্ষম হন না।

যে ব্যক্তি শূদ্রার অধরামৃত পান ও এক শয্যায় শয়ন করিয়া তাহার নিশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করে এবং তদ্গর্ভে যদি সন্তানোৎপাদন করে, তবে সে প্রায়শ্চিত্ত বর্জ্জিত হইয়া যায়।

অতএব ব্যাস সংহিতায় কায়স্থ অন্ত্যজ জাতি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—

"বর্দ্ধকী নাপিতো গোপ আশাপঃ কুম্ভকারকঃ।
বণিক্কিরাতকায়স্থমালাকারকুটুম্বিনঃ॥
বরাটো মেদ চণ্ডাল দাস শ্বপচ কোলকাঃ।
এতেন্ত্যজাঃ সম্যাখ্যাতা যে চান্যে চ গবাশনাঃ।

বর্দ্ধকী * নাপিত, গোপ, আশাপ, কুম্ভকার, বণিক, কিরাত, কায়স্থ, মালাকার, কুটুম্বী, বরাট, মেদ, চণ্ডাল, দাস, শ্বপচ, কোলক, ইহারা অন্ত্যজ জাতি এবং গবাশন জাতি অন্ত্যজ। শাস্ত্র সঙ্গত বিচারে প্রবৃত্ত হইলে কায়স্থ ক্ষত্রিয়, দ্বিজধর্ম্মী ও উপনয়নের অধিকারী ইহা প্রমাণ হওয়া দূরে থাকুক, বরং অন্ত্যজ জাতি বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। অন্যতঃ কায়স্থ নিষাদ অপেক্ষা নিকৃষ্ট।

"নিষাদঃ শূদ্র কন্যায়াং যঃ পারশব উচ্যতে।

—মনুঃ।

ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্রা কন্যাতে জাত পুত্রকে নিষাদ বা পাশব বলে।

দেশীয় শাস্ত্র ও ব্যবস্থানুসারে অনুলোম সন্তান মাতৃবর্ণ প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ইউরোপীয় ব্যবস্থানুসারে, অনুলোমই হউক, আর প্রতিলোমই হউক, সন্তান মাত্রেই পিতৃ জাতি প্রাপ্ত হয়। প্রমাণ, মিষ্টার ব্যানার্জি, মিষ্টার চ্যাটার্জি, মিষ্টার

---

* সূত্রধর।

মুকার্জি, ইউরোপীয়ান। এবং মেতরাণী, ও চর্ম্মকার রমণী গর্ভ-সম্ভূত আনক্রজ ও পেদ্রজ ইহারাও ইউরোপীয়ান। সুতরাং বিলাতি ব্যবস্থানুসারে নিষাদ কায়স্থ অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। অম্বষ্ঠের সমতুল্য। কেন না অম্বষ্ঠ ও নিষাদ দুইই ব্রাহ্মণের অনুলোম সন্তান, ইহার একটী বৈশ্যা গর্ভে ও অপরটী শূদ্রা গর্ভে জাত।

কেহ কেহ বলেন, "কায়স্থ দ্বিজাতির বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান। অতএব পিতার উৎকৃষ্টতা হেতু তাঁহার উৎকৃষ্টতা স্বীকার করা উচিত।"

এই কথানুসারে নিষাদ কায়স্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কারণ "নিষাদো ব্রহ্ম পুত্রক:" কিন্তু কায়স্থ বৈশ্য সন্তান। হিন্দু সমাজকে জিজ্ঞাসা করি, কায়স্থ জাতির জল সর্ব্বত্র প্রচলিত, কিন্তু তদপেক্ষা জন্মতঃ শ্রেষ্ঠ নিষাদ জাতির জল প্রচলিত নাই কেন? একি হিন্দু সমাজের অবিচার ও পক্ষ পাতিতা নয়?

কায়স্থদের মধ্যে কটকার নামে এক শ্রেণীস্থ লোক আছে। সাধরণতঃ তাহাদিগকে "কট্‌কী কায়েত" বলে। তাহারা বাহাত্তর ঘরে এক ঘর বলিয়া তাহাদিগকে "বাহাত্তুরে কায়েত" বলা যায়। কায়স্থগণ বিদ্রূপভাবে তাহা দিগকে "বেড়ে কায়েত" বলেন। তাহারাও কায়স্থ দিগকে "নেজ ওয়ালা কায়েত" বলিয়া বিদ্রূপ করে।

এই কটকার জাতির জন্ম বিবরণ অতি কুৎসিত * বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রা গর্ভে চৌর্য্যক্রমে কটকার জাতির উৎপত্তি। কিন্তু কট্‌কীর জল সর্ব্বত্র প্রচলিত, নিষাদের জল কোথাও প্রচলিত

* শূদ্রায়াং বৈশ্যতশ্চৌর্য্যাৎ কটকার ইতিস্মৃতঃ।"

নাই কেন? কেহ কেহ বলেন "নিষাদ অন্ত্যব্যবসায়ী বলিয়া পতিত হইয়াছে।" কিন্তু মনু কৃষি কর্ম্মকেও অন্ত্যব্যবসায় ও সাধু বিগর্হিত বলিয়াছেন। অম্বষ্ঠের চিকিৎসা বৃত্তিকেও তিনি ঘৃণিত কর্ম্ম বলিয়াছেন। আবার দেখা যায় কায়স্থগণের অনেকে অতি নিকৃষ্ট জীবিকা অবলম্বন করিয়াছেন।

দাঁড়িগিরি, মাঝিগিরি, ডুলীবহন, পাল্কীবহন প্রভৃতি কি অন্ত্যব্যবসায় নহে?

ইদানীং অনেক কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ অতি জঘন্য বৃত্তি দ্বারা জীবিকা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন। তাঁহারা স্পর্শনীয় কিন্তু "মৎস্য ঘাতো নিষাদানাং" বলিয়া অস্পর্শনীয় ও পতিত হইবে কেন?

এই কালে যদি মনু পুনরায় আবির্ভূত হইতে পারিতেন, তাহা হইলে তিনি অন্ত্যব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ দিগকে সূত, বৈদেহিক, চণ্ডাল, মাগধ, ক্ষত্তা, অযোগব, সৈরেন্ধ্র, মৈত্রেয়, অন্ধ্র, মেদ, শ্বপচ, সোপাক, পাণ্ডুপাক প্রভৃতি জাতির সম শ্রেণীস্থ ও পতিত করিয়া যাইতেন, তাহার সন্দেহ মাত্র নাই। আরও বিবেচনা করা উচিত, যাহারা মৎস্যাদি ধৃত করিয়া থাকে, তাহারা যদি পতিত হয়, তবে যাঁহারা প্রতিদিন সেই ধৃত মৎস্যে উদর পূর্ণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা পতিত হইবেন না কেন? সুতরাং নিষাদকে অস্পর্শনীয় জাতিতে পরিগণিত করিয়া হিন্দু সমাজ পক্ষপাত ও অন্যায় করিয়াছে।

আরও বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

শাস্ত্রে মাত্র দুই জাতির উল্লেখ আছে আর্য্য ও শূদ্র। আর্য্যগণ দ্বিজধর্ম্মী ও যজ্ঞোপবীত ধারণের অধিকারী। শূদ্র-

গণ একজ ও উপবীত ধারণের অনধিকারী। কায়স্থগণ জন্মত শূদ্র স্নুতরাং কোন কালেই তাঁহাদের উপনয়ন হয় নাই। তাঁহাদের প্রণব ও গায়ত্রী উচ্চারণ করিবার অধিকার নাই।

"স্ত্রী শূদ্র দ্বিজ বন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতি গোচরা।"

ভাগবত।

স্ত্রী, শূদ্র ও পতিত ব্রাহ্মণ ইহারা বেদ শুনিবার অযোগ্য। মনু বলেন "শূদ্রের নিকট বেদ পাঠ করিবে না," কায়স্থগণ এই শূদ্র।

কায়স্থজাতি শূদ্র তাহার আর এক প্রমাণ এই—

কুলীন কায়স্থগণের আদি পুরুষ মকরন্দ ঘোষ, দশরথ বসু, বিরাট গুহ, পুরুষোত্তম দত্ত ও কালিদাস মিত্র এই পাঁচজন পঞ্চ ব্রাহ্মণের ভৃত্য হইয়া বঙ্গদেশে আসিয়া শূদ্র বলিয়া আত্ম পরিচয় দান করিয়া ছিলেন যথা, তাঁহারা রামপাল রাজধানীতে উপনীত হইলে মহারাজা আদিশুর তাঁহাদিগকে রাজ সভায় আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে যূয়ং নাম কিম্বা কথয়ত কুতিনঃ স্বাগতাঃ কাপি-দেশাৎ" অস্যার্থ আপনারা কে, কি নাম, কোন্ দেশ হইতে আগমন করিয়াছেন।

কায়স্থগণ উত্তর দিলেন, "কোলাঞ্চাৎ পঞ্চশূদ্রা বয়মপি নৃপতে কিঙ্করা ভূসুরাণাং।" অস্যার্থ, হে নৃপতি। কোলাঞ্চ দেশ হইতে আমরা পাঁচজন শূদ্র ব্রাহ্মণের কিঙ্কর হইয়া সমাগত হইয়াছি।

কায়স্থগণের পদবীর বিষয় আলোচনা• করিলে তাঁহারা শূদ্র, ইহাই প্রতিপন্ন হয়।

মনু বলিয়াছেন।—

"মঙ্গল্যং ব্রাহ্মণস্যস্যাৎক্ষত্রিযস্য বলান্বিতং।
বৈশ্যস্য ধন সংযুক্তং শূদ্রস্য তু জুগুপ্সিতং॥"

ব্রাহ্মণের মঙ্গল যুক্ত নাম রাখিবে। ক্ষত্রিয়ের বীব শব্দ যুক্ত, বৈশ্যেবধনসংযুক্ত এবং শূদ্রেব জুগুপ্সিত, (অধম অর্থাৎ দাস•) নাম রাখিবে।

পুনশ্চ

"শর্ম্ম বদ্ব্রাহ্মণস্য স্যাৎ রাজ্ঞো রক্ষা সমন্বিতং।
বৈশ্যস্য পুষ্টি সংযুক্তং শূদ্রস্য প্রৈস্য:সংযুতং॥"

বিষ্ণু সংহিতায় লিখিত আছে,

"মাঙ্গল্যং ব্রাহ্মণস্য। বলবৎ ক্ষত্রিয়স্য।
ধনোপেতং বৈশ্যস্য। জুগুপ্সিতং শূদ্রস্য॥"

শঙ্খ সংহিতায় লিখিত আছে,

"শর্ম্মান্তং * ব্রাহ্মণস্যোক্তং বর্ম্মান্তং ক্ষত্রিয়স্যতু।

---

* পূর্ব্বকালে ব্রাহ্মণেরা নামান্তে শর্ম্মা লিখিতেন, অদ্যাপি অনেকে তদ্রূপ লিখিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহাদের পেটে কিঞ্চিৎ ইংরেজি বিদ্যা পড়িয়াছে, তাঁহারা নামান্তে ব্যানার্জি, চ্যাটার্জি, মুকার্জি লিখিয়া থাকেন। কেন যে তাঁহারা স্বীয় পদবী অপভ্রংশ করেন, বুঝা যায় না, যদি চাকুরির ভয়ে এ প্রকার করেন, তাহা হইলে,

"সেবা স্ববৃত্তি বাখ্যাতা তস্মাত্তাং পবিবর্জ্জয়েৎ।"

তাঁহাদের মানিত এই শাস্ত্রীয় বচনানুসারে তাঁহাদের কাজ করা কর্ত্তব্য।

ধনান্তং চৈব বৈশ্যস্য দাসান্তং বান্তজন্মনঃ ॥"

ব্রাহ্মণের শর্ম্মা, ক্ষত্রিয়ের বর্ম্মণ, বৈশ্যের ধনসংযুক্ত এবং শূদ্রের দাস নাম রাখিবে। সুতরাং কায়স্থগণ আবহমান কালাবধি দাস পদবী ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। যাজ্ঞিক পঞ্চ কায়স্থের বঙ্গে আগমনের পূর্ব্বে কায়স্থগণের দাস ব্যতীত অন্য পদবী ছিল, এমত কোন প্রমাণই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কুলীন কায়স্থদের আগমনের পর কায়স্থগণ, ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র, প্রভৃতি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন "দাস" পদবীটী পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। রাঢ় দেশীয় কায়স্থ দিগকে নাম জিজ্ঞাসা করিলে, অমুক দাস ঘোষ, অমুক দাস মিত্র, অমুক দাসবসু বলিয়া থাকেন। বঙ্গীয় কায়স্থগণ উল্টা করিয়া অমুক ঘোষ দাস, দে দাস, মিত্র দাস, বসু দাস ইত্যাদি বলিয়া থাকেন। পূজা ও শ্রাদ্ধাদিতেও তর্পণ করিবার সময় সর্ব্বত্র কায়স্থগণ দাস দাসী বলিয়া মন্ত্র পড়িয়া থাকেন। কায়স্থগণ যদি ক্ষত্রিয় বীর্য্যোৎপন্ন হইতেন তাহা হইলে প্রাণান্তেও এ প্রকার নীচতা স্বীকার করিতেন না। কিন্তু কায়স্থজাতি গুণ প্রভাবে ও কার্য্যদক্ষতা গুণে হিন্দু সমাজে সম্মানিত * ও উচ্চাসনোপবিষ্ট হইতেছেন

* কোন সময়ে একজন উষ্ণ মস্তিষ্ক কায়স্থ যুবক বক্তৃতা দিবার সময় বলিয়াছিলেন "ব্রাহ্মণেরা আমাদের পাচক, পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয় আমাদের দ্বারপাল ও বৈদ্যগণ আমাদের চিকিৎসক।" ইহাতে প্রমান হয় কায়স্থ জাতির বেশ উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু উক্ত বর্ণত্রয়ের ভাণ্ডারী ও নফর কোন্ জাতীয় লোক, এ বিষয় তিনি (বক্তা) কিছুই বলিলেন না।

দেখিয়া আমরা পরম প্রীতিলাভ করিতেছি। হিন্দু সমাজ যদি অন্যান্য জাতিরও উন্নতি চেষ্টা করে, তাহা হইলে বঙ্গ দেশের মঙ্গল হইবে ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে কায়স্থের উন্নতিতে ব্রাহ্মণাদির ভয়ানক দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে।

স্মৃতিতে উক্ত আছে।—

"ধর্ম্মোপদেশং দর্পেণ বিপ্রাণামস্যা কুর্ব্বতঃ।
তপ্তমাসেচয়েত্তৈলং বক্ত্রে শ্রোত্রে চ পার্থিবঃ॥"

শূদ্র যদি অহঙ্কার করিয়া দ্বিজাতিকে ধর্ম্মোপদেশ দান করে, তবে রাজা তাহার মুখে ও কর্ণে তপ্ত তৈল ঢালিয়া দিবেন।

"বেদাক্ষর বিচারেণ শূদ্রস্য নরকং ধ্রুবং।"

এই সমস্ত কথাতে আর হিন্দু সমাজ ভয় পান না। ইদানীং অনেক শূদ্র বেদাধ্যয়ন ও শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। শূদ্রই "পবিত্র শাস্ত্রাদি" প্রকাশ করিয়া দেশময় করিয়া দিতেছেন, অথচ বলিয়া থাকেন, তাঁহারা আসল হিন্দু। এবং গর্ভাধানের পক্ষে সমস্ত বাঙ্গালী জাতিকে উত্তেজিত করিয়া তুলিতে ত্রুটি করেন নাই। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা মাত্র বসিয়া বসিয়া বাহাবা দিয়াছেন। অনেক স্থানে শূদ্র আর্য্য সন্তানদের অধ্যাপক ও শিক্ষা গুরু। কথা প্রসঙ্গে বলিতে বাধ্য হইলাম যে, যুগী (যোগী) জাতির পৈতা ধারণের ব্যবস্থা পাশ হইয়া গেল। "যো পেল্লে জোলার চসে" ইহাঁর পর যোগীরা ব্রাহ্মণাদির শিক্ষা গুরু হইবে না কে বলিতে পারে?

যে পণ্ডিতগণ যোগী জাতির উপবীত ধারণের ব্যবস্থা দিয়াছেন, আমরা তাঁহাদের উদারতার জন্য তাঁহাদিগকে সহস্র ধন্যবাদ দি। কিন্তু এই কথাও জিজ্ঞাসা করি, যদি যোগী পৈতাধারী হইতে পারে তবে চণ্ডাল পৈতাধারী হইতে পারিবে না কেন? জন্মতঃ চণ্ডাল ও যোগীতে কি প্রভেদ? শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে চণ্ডালের উৎপত্তি। এ বিষয় কোন শাস্ত্রে দ্বিধা মত দৃষ্ট হয় না। কিন্তু পুরাণাদি গ্রন্থে যোগী জাতির উৎপত্তির দ্বিধা মত দৃষ্ট হয়। যথা—

"তীবরস্য তু বীর্য্যেন তৈল কারস্য যোষিতঃ।
বভুব পতিতো দস্যু লেটশ্চ পরিকীর্ত্তিতঃ॥"

ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণ।

তীবরের ঔরসে, তৈলকার স্ত্রীর গর্ভে লেট নামক পতিত দস্যু জাতির উৎপত্তি।

এই লেটের ঔরসে তীবর স্ত্রীতে গঙ্গাপুত্র জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। যথা—

"লেটতীবর কন্যায়াং লেট বীর্য্যেন শৌনক।
বভুব সদ্যো জাবালো গঙ্গাপুত্রঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।"

ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণ।

হে শৌনক, লেটের ঔরসে তীবর কন্যা গর্ভে গঙ্গাপুত্র নামে বিখ্যাত জাবাল জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

এই গঙ্গাপুত্র জাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে বেশধারীর ঔরসে যোগী জাতির উৎপত্তি। যথা—

"গঙ্গাপুত্রস্য কন্যায়াং বীর্য্যেন বেশ ধারিণঃ।

বভুব বেশধারী চ পুত্রো যোগী প্রকীর্ত্তিতঃ॥"

ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণ।

অবধূত কোন্ জাতীয় ছিলেন, নির্ণয় করা কঠিন। যদি বল ব্রাহ্মণ ছিলেন, তবে যোগীমাতা তাঁহার বিধিমত বিবাহিতা স্ত্রী ছিলেন না। কারণ বিবাহিতা স্ত্রী হইলে মনু বচনানুসারে যোগী ব্রাহ্মণের স্বর্ণজ, আত্মতুল্য দ্বিজপুত্র ও স্বজাতি হইত।

"সমান বর্ণাসু পুত্রাঃ সবর্ণা ভবন্তি।"

বিষ্ণু সংহিতা।

কিন্তু যোগী চিরকালাবধি পৃথক জাতি। যদি অবধূতের ঔরসে ব্রাহ্মণী গর্ভে চৌর্য্যক্রমে যোগীর উৎপত্তি হইয়া থাকে তবে তাহাকে "কুণ্ড" বা "গোলক" বলিতে হইবে। তাহা হইলে, করাচ, সাবর, পুলিন্দ, মেরুবিন্দু, শুণ্ড, মল্লবক, কুন্দকার, কর্ণিকার, ডোখল মৃতপ প্রভৃতি যে চোয়াল্লীশ প্রকার সন্তান ব্রাহ্মণীগণ ভিন্ন ভিন্ন জাতির ঔরসে চৌর্য্যক্রমে প্রসব করিয়াছেন, যোগীও তাহাদের মধ্যে একজন।

যদি বল অবধূত ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র ছিলেন। তাহা হইলে,

"প্রতিলোমাস্বার্য্য ধর্ম্ম বিগর্হিতাঃ।"*

বিষ্ণু সংহিতা।

সুতরাং যোগী উপনয়নের অধিকারী নহে।

---

* বঙ্গবাসী প্রকাশিত বিষ্ণু সংহিতায় আছে,

"প্রতিলোমা স্বার্য্য বিগর্হিতা।"

এই পাঠ ভ্রমাত্মক।

"ব্রাহ্মণীষু চ জাতা নাম্ শৌচং ব্রহ্মবৎ স্মৃতঃ।
জননে মরণে চৈব দশরাত্রং প্রকীর্ত্তিতং॥"

ব্রাহ্মণী গর্ব্ভে জাত বলিযা জন্ম ও মরণে ব্রাহ্মণের ন্যায দশরাত্র অশৌচ গ্রহণ কবিয়া থাকে।

এই শাস্ত্রীয বচনানুসারে, যোগী বান্ধব পণ্ডিতগণ যোগী জাতির উপবীত ধারণের ব্যবস্থা দান করিয়াছেন। কিন্তু এই বচন চণ্ডালের প্রতিও সম্পূর্ণরূপে খাটে। সেও ব্রাহ্মণী গর্ত্তজাত। চণ্ডাল ব্রাহ্মণের ন্যায় দশদিন অশৌচ গ্রহণ করিয়া থাকে। সত্য বটে যোগীবংশে বিন্দুনাথ, আযীনাথ, গোরক্ষ নাথ, মীন নাথ, ছায়া নাথ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন। কিন্তু তদ্দারা, তাহারা দ্বিজধর্ম্মী ও উপনয়নের অধিকারী ইহা কোন ক্রমেই প্রতিপন্ন হইতে পারে না। নীচবংশেও অনেক প্রসিদ্ধ লোক জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন। গুহক চণ্ডাল ইহার প্রমান তিনি শ্রীরামের পরম মিত্র ছিলেন।

যাঁহারা যোগীর পৈতা ধারণের ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহারা চণ্ডালের উপবীত ধারণের ব্যবস্থা দিবেন এরূপ আশা করা যাইতে পারে।

তৃতীয় অধ্যায়।

ভারতে অম্বষ্ঠ ॥

অম্বষ্ঠ জাতি সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি চারি যুগ বর্ত্তমান আছে।

"সত্যে বৈদ্য পিতৃতুল্যাস্ত্রেতায়াঞ্চ তথা স্মৃতা।"

এই শাস্ত্রীয় বচনে, সত্য ও ত্রেতাযুগে অম্বষ্ঠের অস্তিত্ব নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতেছে। যে সময়ে আর্য্যজাতি সিন্ধু নদী পার হইয়া ভারতে প্রবেশ করেন, সেই সময়ে অম্বষ্ঠগণ পঞ্জাবের অন্তঃপাতী এক স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া ছিলেন। তাঁহাদের নামানুসারে সেই স্থানের নাম "অম্বষ্ঠ দেশ" * হইয়াছে। সেই অম্বষ্ঠ দেশ বৈদ্য জাতির আদি বাসস্থান। তথা হইতে তাঁহারা কালানুক্রমে সমস্ত ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হইয়াছিলেন।

পশ্চিমদেশে "অম্বষ্ঠ কায়েত" নামে এক জাতি আছে, তাহারা বলে, তাহাদের পূর্ব্ব পুরুষেরাও অম্বষ্ঠ দেশ হইতে

---

* অম্বষ্ঠ দেশ সম্বন্ধে পণ্ডিত শিবরাম আপ্‌তী এম, এ লিখিয়াছেন যথা—

"অম্বষ্ঠ Name of a country and its inhabitants they seem to have occupied The country to the East of Ták comprising the modern District of Lahore

Apte's Sanscrit and English Dictionary

আসিয়াছিল। কোন কোন লেখক, অম্বষ্ঠ নাম দেখিয়াই তাহাদিগকে বৈদ্য লিখিয়াছেন। সেটী ভুল। তাহারা বৈদ্য নয়, কিন্তু কায়স্থ। দেশের নামানুসারে তাহারা অম্বষ্ঠ কায়েত নামে বিখ্যাত।

যে সময়ে পুরাণ ও মহাভারতাদি গ্রন্থ রচিত হয় সেই সময়ে অম্বষ্ঠ জাতি ভারত বর্ষের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে বাস করিতেন। ভবিষ্য পুরাণে লিখিত আছে, "অম্বষ্ঠ জাতি অম্বুবাহিনী নদীতীরে বাস করিতেন।" বরাহ সংহিতায় লিখিত আছে, "অম্বষ্ঠ মধ্যভারতে বাস করিতেন।" মহাভারতে বেদব্যাস অম্বষ্ঠকে "উত্তর দেশবাসী" বলিয়াছেন।

কোন সময়ে বৈদ্য জাতি বঙ্গদেশে প্রবেশ করিয়া ছিলেন, নির্ণয় করা সুকঠিন। কিন্তু কুলপঞ্জিকা প্রভৃতি গ্রন্থে, সেন, দাস ও গুপ্ত বংশের ভিন্ন ভিন্ন দেশে স্থায়িত্বের উল্লেখ আছে। যথা—

"অষ্টৌ সেনাদয়ো রাঢ়ে বঙ্গেষ্বাপি বসন্ত্যমী।
নন্দ্যাদয়ো মহারাষ্ট্রে লুপ্তপদ্ধ তযোঽপি চ।
কে চিজ্ জাত্যা পরিখ্যাতা দৃষ্টা দেশান্তরেষ্বপি॥

সেনাদি অষ্ট রাঢ়ে * ও বঙ্গে আছেন; নন্দী প্রভৃতি মহারাষ্ট্রদেশে আছেন। কেহ কেহ লুপ্ত পদ্ধতি হইয়া দেশান্তরে বাস করিতেছেন। তাঁহারা মাত্র বৈদ্য জাতি বলিয়া খ্যাত।

---

* "কাঞ্চী গৌরং কবষাশ্চ মোরকান্তা সমানুকাঃ।
মেট্যা মালঞ্চ বাঢ়ায়াং বৈদ্যানাং স্থানমষ্টকং॥"

আরও লিখিত আছে বৈদ্যজাতীয় কর, ধর, দত্ত প্রভৃতির সন্তানেরা বিভিন্ন দেশে অবস্থান করিতেছেন। কিন্তু পশ্চিম দেশে, ও পঞ্জাব, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি স্থানে, যদ্রূপ অনেক মূর্দ্ধাবসিক্ত মাতৃ জাতিতে অর্থাৎ ক্ষত্রিয় জাতিতে পরিগণিত হইয়া গিয়াছে, তদ্রূপ অনেক অম্বষ্ঠ বৈশ্যবৎ ব্যবহারী বলিয়া মাতৃজাতিতে অর্থাৎ বৈশ্যজাতিতে পরিগণিত হইয়া গিয়াছে।

বৈদ্যদের শ্রেণী বিভাগ।

বঙ্গদেশীয় বৈদ্যগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা, রাঢ়ীয়, পঞ্চকোটী ও বঙ্গজ।

রাঢ়ী বৈদ্যগণ তিন সমাজে বিভক্ত। খণ্ড সমাজ, সাত শৈন সমাজ ও সপ্তগ্রাম সমাজ।

পঞ্চকোটী বৈদ্যগণ দুই সমাজে বিভক্ত সেনভূম ও বীরভূম। রাজা বিমল সেন, সেনভূমে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেনভূমের সেনেরা বিমল সেনের বংশজ।

"রাজা বিমল সেনোঽভূম্ সেনভূমি কৃতাশ্রয়ঃ।
স সেন ভূমৌ বিখ্যাতো না পরং তস্য চ স্থলং॥'

বঙ্গজ বৈদ্যদের মধ্যে যশোহরের অন্তঃপাতী সেনহাটী ও ঢাকার অন্তঃপাতী বিক্রমপুরের বৈদ্যগণ প্রসিদ্ধ। তাঁহারা সেনহাটী ও চন্দন মহল এই দুই সমাজে বিভক্ত।

হালিসহর, কাঁচড়া পাড়া, সাত সইকা, শ্রীখণ্ড, সপ্তগ্রাম, গৈরকা, কালনা, রাজনগর, জন্মা, কুমার হট্ট, গোবিন্তা, সোমড়া, শান্তিপুর, সুন্নাপুর, গুপ্তিপাড়া, দিগড়ে, বালাগোড়, নাটাগোড়, সুকড়ে, সাতনা, ত্রিবেণী, মানকুন্ড, কড়ইধা

প্রদেশ, কুলশালী, বৈদ্যবাটী, ভজনঘাট, বালি, বড়িশা, বাকুল, ঝাপড়দহ, সাতরাগাছি, সেনহাটী, চন্দন মহল, স্বর্ণ গ্রাম, পঞ্চক্রোশী ও অন্যান্য অনেক স্থানে বৈদ্যজাতি বাস করিতেছেন।

অম্বষ্ঠের গৌরব।

ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত, যে ব্রাহ্মণ ভারতের উন্নতির মূল।

ব্রাহ্মণ শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অখণ্ডনীয় প্রমাণ বিদ্যমান রাখিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণই বেদ, দর্শন, পুরাণ, জ্যোতিষ, গণিত, উপনিষদ এবং রামায়ণ মহাভারতাদি ইতিহাস রচনা করিয়া গভীর বুদ্ধি ও জ্ঞানের পরিচয় দানে জগৎকে বিমোহিত করিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণের অগাধ বুদ্ধিদ্বারা পরিচালিত হইয়া মহাবল ক্ষত্রিয়গণ সুনিয়মে রাজ্য শাসন করিয়াছেন। ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম নিষ্ঠা ও জ্ঞানালোকে বিমোহিত হইয়া, যুদ্ধ প্রিয়, উগ্র, পাষাণ হৃদয় ক্ষত্রিয় জাতি, সর্ব্বদা তাঁহাদের নিকট নতশির ও তাঁহাদের পদানত ভৃত্য স্বরূপ ছিলেন।

ব্রাহ্মণের পরই ভুবন বিখ্যাত অম্বষ্ঠ জাতি। অম্বষ্ঠ সময়ে ব্রাহ্মণদের মূর্খতা দর্শনে ব্যথিত হৃদয় হইয়া কাণ্যকুব্জ হইতে পাঁচজন শাস্ত্রজ্ঞ সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আনয়ন করিয়া ছিলেন। অম্বষ্ঠই কুলীনের গুণ নির্ণয়, ও ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থের কৌলীন্য প্রথা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। অম্বষ্ঠ দুর্দ্দণ্ড প্রতাপে সার্ব্বভৌম রাজত্ব করিয়া ব্রাহ্মণের ন্যায় তেজস্বীতা ও ক্ষত্রিয়ের ন্যায় বাহুবল দর্শাইয়া "ব্রহ্ম-ক্ষত্র" আখ্যা লাভ করিয়া ছিলেন।

ব্রাহ্মণ পুরাণাদি শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, অম্বষ্ঠ চিকিৎসা শাস্ত্র, চরক, সুশ্রুত, প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়া অবিনশ্বর কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। অম্বষ্ঠ রচিত চিকিৎসা শাস্ত্র আয়ুর্ব্বেদ ভুবন বিখ্যাত ও সর্ব্বত্র আদরণীয়।

•অম্বষ্ঠ সদাচারীকে সমাজে উচ্চাসন ও দুরাচারীকে অবনতির অতলস্পর্শ কূপে নিপাতিত করিয়া গিয়াছেন। ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে, যে বিধবা বিবাহ নিয়া হিন্দু সমাজে তুমুল আন্দোলন হইয়া গিয়াছে, বিদ্যাসাগর মহাশয় ইহার প্রথম আন্দোলন করেন বলিয়া অনেকের বিশ্বাস, কিন্তু সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে অম্বষ্ঠ ইহার সুক্ষ্ম আলোচনা ও মিমাংসা করিয়া গিযাছেন। বঙ্গ-সূর্য্য বল্লাল সেন বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা পত্র প্রস্তুত করিয়া ছিলেন, কিন্তু বিধবাদের দুর্বদৃষ্ট প্রযুক্ত গৃহ বিচ্ছেদ উপস্থিত হওয়াতে মহারাজা বল্লাল সেই ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত করিবার সুযোগ পাইতে পারিলেন না।

ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোন জাতিই, জ্ঞান বুদ্ধি ও বিদ্যাবলে, এযাবৎ অম্বষ্ঠকে পরাজিত কিম্বা তাঁহার সমকক্ষ হইতে সক্ষম হয় নাই।

শাস্ত্র ও ইতিহাসাদি আলোচনা করিলে প্রতিপন্ন হয়, এক সময়ে অম্বষ্ঠ ত্রিভুবন বিখ্যাত ভিষক। এক সময়ে রাজমন্ত্রী। * এক সময়ে অম্বষ্ঠ গ্রন্থ রচক ও প্রসিদ্ধ কবি। †

* রাজা বিক্রমাদিত্যের নব রত্নের প্রধান রত্ন ধন্বন্তরি অম্বষ্ঠ জাতীয় ছিলেন।

† ভট্টার, জেজ্জড়, গধাদর, রামচন্দ্র চক্রপাণি, বকুলেশ্বর, ঈশান, কার্ত্তিক, সুকীর, সুধীর, মাধব, ঈশ্বর গুপ্ত প্রভৃতি।

এক সময়ে শস্ত্র ধারি হইয়া সমবে প্রবিষ্ট হওতঃ ক্ষত্রিয় ও বিজয়ী, এক সময়ে সার্ব্ব ভৌম বাজাধিবাজ। এক সময়ে যাজ্ঞিক, ও এক সময়ে বেদ ব্যাখ্যাকারী।

অতএব বাজা বাধাকান্ত দেব শব্দ কল্পদ্রুমে বলিযাছেন,

"সত্যে বৈদ্যা পিতৃতুল্যা স্ত্রেতাযাঞ্চ তথাস্মৃতাঃ।
দ্বাপবে ক্ষত্রবৎ প্রোক্তাঃ কলৌ বৈশ্যোপমা স্মৃতাঃ।"

সত্য ও ত্রেতা যগে বৈদোবা পিতৃতুল্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণেব তুল্য ছিলেন। দ্বাপবে ক্ষত্রিযেব তুল্য। কলিতে তাঁহারা বৈশ্যেব তুল্য। এই কথা আমবা যে অর্থেই ব্যবহাব কবি না কেন, অম্বষ্ঠ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণত্রয়েব গুণ সম্পন্ন ইহা অবশ্যই স্বীকাব কবিতে হইবে। ন্যায়বত্ন মহাশয "জাতি কৌমদী" গ্রন্থে যথার্থ কথাতেই লিখিয়াছেন যথা, "এই জাতিব (বৈদ্যজাতির) মধ্যে বহুতব ঋষি ও ঋষি তুল্য মানব জন্ম গ্রহণ কবিযা ধবিত্রীব বহুপকাব সাধন কবিয়াছেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই জাতিব ব্যবসা চিকিৎসা। ইহাঁবা এই কার্য্যদ্বাবা জগতেব বিবিধ উপকাব সাধন কবিয়াছেন। অনেক সদাশয় চিকিৎসক দবিদ্র, দিগকে ঔষধ ও পথ্য বিতবণ পূর্ব্বক আবোগ্য প্রদান কবিয়াছেন ও কবিতেছেন। এই জাতি অতি উৎকৃষ্ট চিকিৎসা গ্রন্থ, ব্যাকবণ, কাব্য, অলঙ্কাব ও ছন্দ প্রভৃতি বহুতব উপকাবক গ্রন্থ প্রণযন কবিয়াছেন। ইহাঁবা ব্রাহ্মণাদিব ন্যায সংস্কাব ভাজন, এবং ব্রাহ্মণাদিব ন্যায পূজনীয, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ লক্ষিত হয় না।" কিন্তু আক্ষেপেব বিষয, এই অন্যদিকে দৃষ্টিপাত

করিলে ব্রাহ্মণ ও অম্বষ্ঠের কার্য্য কলাপ, হাব ভাব দর্শনে, অবাক্ হইতে হয়। ব্রাহ্মণ ও অম্বষ্ঠ ভারতের উন্নতির মূল। ব্রাহ্মণ এবং অম্বষ্ঠই আবার ভারতের অবনতিরও মূল।

জঘন্য নরবলী, নিষ্ঠুর সতীদাহ, নিতান্ত নারকীর ধর্ম্ম শিশু হত্যা ও কন্যা হত্যার স্রোত সহস্র সহস্র বৎসরাবধি প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতে ছিল। বিজাতীয়গণ আসিয়া এই জঘন্য রাক্ষস ধর্ম্ম তিরোহিত করিয়াছেন, ব্রাহ্মণ ও অম্বষ্ঠ উদ্দাসীন ভাবাবলম্বনে স্ব স্ব নামে চিরস্মরণীয় কলঙ্ক রাখিয়াছেন। *

গলিত কুষ্ঠের ন্যায় আরও তিনটি জঘন্য ব্যাধি সমাজে রহিয়াছে। ১ম বাল্যবিবাহ, ২য় কৌলীন্য প্রথা ও বহু বিবাহ, ৩য় বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ। ব্রাহ্মণ ও অম্বষ্ঠ আর কতকাল মৌন ব্রতাবলম্বন করিয়া থাকিবেন বলা যায় না।

উপসংহার।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে আমি প্রসঙ্গ ক্রমে অম্বষ্ঠ, কায়স্থ, কৈবর্ত্ত, সুগী ও সুবর্ণ বণিকের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা করিয়াছি। তাহা হিন্দু শাস্ত্র সঙ্গত বিচার মাত্র। কোন জাতিকে নিকৃষ্ট কিম্বা উৎকৃষ্ট প্রতিপন্ন করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমি জাতি

* সতী দাহের বিরুদ্ধে মাত্র রাজা রামমোহন, এবং দুর্ভাগা বিধবাদের পক্ষে মাত্র মহাত্মা ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর দণ্ডায়মান হইয়া ছিলেন। এইদেশে হিতকর কার্য্যের জন্য সেই মহাত্মাদিগকে কত তাড়না ও অপমান ভোগ করিতে হইয়াছিল।

বিভেদরূপ কুপ্রথার পক্ষপাতীও নই। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে আমার সামান্য বিবেচনাতে

"যত্র তত্র ক্রিয়া শ্রেষ্ঠ স্তত্র তত্র কুলোত্তম।"

ভারতের ভাগ্যে এমত এক সময় ছিল, যে সময়ে জাতি ভেদ ও বর্ণ ভেদের নাম মাত্রও ছিল না। ইহা দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রতিপন্ন করিয়াছি। তৎকালে আর্য্য জাতি একতা সূত্রে বদ্ধ ছিল। পরে ক্রমে ক্রমে বহু শতাব্দিতে বিনাশক জাতিভেদ সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া ভারতের সমূহ অনিষ্ট সাধন করিয়াছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ভারতবর্ষকে বীর শূন্য, ও যবনাক্রমণ ধন শূন্য করিয়াছে, কিন্তু জাতিভেদরূপ রাক্ষসী ভারতবাসীর একতা সূত্র ছিন্ন করিয়া পরস্পরের প্রতি ঘৃণা জন্মাইয়া দিয়াছে। অনৈক্যতা ও দল ভেদই দেশের পতনের মূল। কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ যদি কবির কল্পনা মাত্র হইত, জাতিভেদ রূপ পিশাচী যদি ভারতে প্রবেশ না করিত তাহা হইলে বীর প্রসবিনী ভারতবর্ষ শত শত বৎসরাবধি যবনের পদতলে লুণ্ঠিত হইত না এবং স্বর্ণ প্রসবিনীর "কুবের ভাণ্ডার" যবন রাজ্যে নীত হইয়া "গঞ্জ এ কারুণ" নামে প্রাপ্ত হইত না। কিন্তু ভারতের পতন ও মহা অনিষ্টের জন্যে হিন্দু শাস্ত্র ও শাস্ত্রকারগণ দূষণীয় বলিয়া আমার বোধ হয় না। স্মৃতি, পুরাণ ও সংহিতাদি আলোচনা করিলে প্রতীতি জন্মে, অনেকে অধমকুলে জন্মিয়া গুণ প্রভাবে দ্বিজত্ব লাভ করিয়া ছিলেন। অচল মুনি হস্তিনী গর্ভে, কৌশিকী মুনি শূদ্রানী গর্ভে, বিশ্বামিত্র মনি চণ্ডালিনী গর্ভে, নারদ শূদ্রা গর্ভে, বশিষ্ঠ বেশ্যা গর্ভে,

ঋষ্যশৃঙ্গ হরিণী গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন কেহবা পক্ষী গর্ভে, কেহবা বৃক্ষ কোটরে, কেহবা ধূলী হইতে, কেহবা দ্রোণ হইতে উৎপন্ন হইয়া গুণ প্রভাবে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ইহাঁদের কাহারও ব্রাহ্মণী মাতা ছিল না এবং মাতৃ বর্ণও প্রাপ্ত হন নাই। এ প্রকার অধমকুলে যাহাদের জন্ম, চৌর্য্যক্রমে যাঁহাদের উৎপত্তি তাহারা গুণপ্রভাবে মুনিগণ দ্বারা পূজিত হইয়াছেন।

শাস্ত্রকারগণ জাতিভেদের পক্ষপাতী ছিলেন না, কৌলীন্য প্রথার নামও শ্রবণ করেন নাই। তাঁহারা গুণেরই আদর করিতেন। প্রসিদ্ধ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

"শুচিঃ সদ্ভক্তি দীপ্তাগ্নি দগ্ধ দুর্জাতি কল্ময়।
শ্বপা কোপি বুধৈঃ শ্লাঘ্যো ন বেদজ্ঞোপি নাস্তিক॥

যে ব্যক্তির সদ্ভক্তিরূপ অগ্নিতে দুষ্ট পাপ জাতি দগ্ধ হইয়াছে সে চণ্ডাল হইলেও পবিত্র হইয়া পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক প্রশংসনীয়। কিন্তু নাস্তিক বেদজ্ঞ হইলেও ঘৃণিত।

শুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন—

"ন জাতি দৃশ্যতে তাবৎ গুণাঃ কল্যান কারকাঃ।
চণ্ডালোপি হি তত্রস্থ স্তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ।"

জাতি দৃশ্য নয়, সর্ব্বহিতকারী সদ্গুণ সমস্ত যদি চণ্ডালেতেও থাকে তাহা হইলে দেবতারা তাহাকে ব্রাহ্মণ বলেন।

অন্যত্র লিখিত আছে—

"নমে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী, মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং সচ পূজ্যো যথা হ্যহং॥

ভক্তি হীন, চতুর্ব্বেদজ্ঞ ব্যক্তিও আমার প্রিয় নহে। কিন্তু চণ্ডালও ভক্তিমান হইলে আমার প্রিয়, তাহাকেই দান করিবে, তাহা হইতেই গ্রহণ করিবে এবং আমার ন্যায় তাহাকে পূজা করিবে।

মনু বলেন—

"তপোবীজ প্রভাবৈস্তু তে গচ্ছন্তি যুগে যুগে।
উৎকর্ষঞ্চাপ কর্ষ্ঞ্চ মনুষ্যেষ্বিহ জন্মতঃ॥"

বীজ ও তপস্যা প্রভাবে জাত্যুৎকর্ষ হইয়া থাকে, এবং কারণ বশতঃ অপকৃষ্টতাও প্রাপ্ত হয়।

অতএব কবি ভবভূতি বলিয়াছেন—

"গুণঃ পূজা স্থানং গুণিষু নচ লিঙ্গং নচ বয়ঃ।"

ক্ষোভের বিষয়, এই সমস্ত শাস্ত্রীয় বচন হিন্দু সমাজের চক্ষুর উপর পড়ে না। কিন্তু একভাবে জত্যভিমানিগণের ঘোর দুর্দ্দিন উপস্থিত। তাঁহারা যাহাদের ছায়া স্পর্শ করিতেও আপনাদিগকে অশুচি বোধ করিতেন, ইদানীং ইংরেজের কৃপায় সেই অস্পর্শনীয় জাতির সঙ্গে, বিদ্যালয়ে, বিচারালয়ে, ট্রাম গাড়ীতে, জাহাজে, রেইল গাড়ীতে ঠেলা ঠেলী করিয়াও একাসনে বসিতে পথ পান না। এখন আদান প্রদানটা মাত্র অবশিষ্ট আছে।